KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2006	Place of Publication : ১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল লেন, বৌবাজার কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : বেঙ্গল বুদ্ধিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন
Title : জগজ্জ্যোতি:	Size : 6"x9" 15.24x22.86 c.m.
Vol. & Number : ১২/১-১২	Year of Publication : আষাঢ়, ১৩২৮ - জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯.
	Condition : Brittle ✓ Good
Editor : কৃপাশরণ মহাস্থবির	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

জগজ্জ্যোতিঃ

(বৌদ্ধ সমাজের মুখপত্র ও সমালোচন)

দ্বাদশ বর্ষ

২৪৬৩।৬৪ বুদ্ধাব্দ

(আষাঢ় ১৩২৬—জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭)

সম্পাদক

পূজনীয় শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির কর্ত্তৃক পরিচালিত।

THE

JAGAJJYOTI.

(A BUDDHIST MONTHLY IN BENGAL.)

PUBLISHED BY.
THE BENGAL BUDDHIST ASSOCIATION.

1, Buddhist Temple Lane, P. O, Bowbazar, Calcutta,

মূল্য—২৲ টাকা।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

জগজ্জ্যোতিঃর ১২শ বর্ষের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
		অ	
অনিত্য (কবিতা)	—	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চৌধুরী	১৩
অতিথির মতিকা রাজগুরু	—	শ্রীমৎ ভগবানচন্দ্র মহাস্থবির	৩৫, ৩৬
অতীত	—	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রলাল সেন গুপ্ত বি, এ	১১৫
অহঙ্কার	—	শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ	১৩২
অনুরাগ (কবিতা)	—	শ্রীযুক্ত জয়দ্রথ চৌধুরী	১৩৯
অবস্থার বিপর্য্যয়	—	শ্রীযুক্ত তরণী সেন বড়ুয়া	১৩৪
অনুভূতি (কবিতা)	—	শ্রীযুক্ত দয়ানন্দ চৌধুরী	১৪৬
অন্ধ	—	শ্রীযুক্ত আরাধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২১৩
অনাসক্তি	—	শ্রীমতী জ্যোৎসাময়ী ঘোষ	২৫৯
আদর্শনারী	—	শ্রীযুক্ত রমনীরঞ্জন সেন গুপ্ত এম,আর,এ,এস্	২৪
অনাহার	—	শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী	৯২
অবিদ্যার স্বরূপ	—	শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ	২১৬
		আ	
আমিত্বের শাস্তি	—	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রলাল সেন গুপ্ত	৮৭
আবাহন (কবিত)	—	শ্রীযুক্ত দয়ানন্দ চৌধুরী	১৯৭
আশা (কবিতা)	—	শ্রীযুক্ত জয়দ্রথ চৌধুরী	২৪২
আয় অশ্রু আয় (কবিতা)	—	শ্রীযুক্ত কিরণ বিকাশ মুৎসুদ্দী	২৭৩
আত্ম চিন্তা	—	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ দেববর্ম্মা	২৭৮
		ই	
ইন্দ্রিয়তত্ত্ব	—	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেব বর্ম্মা	৬৪
		ঈ	
ঈশ্বরতত্ত্ব	—	শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ	১৭২
ঈশ প্রেম (কবিতা)	—	শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল কামুন গোস্ব	২৪৪
		উ	
উপক ও চাপা	—	শ্রীযুক্ত দ্বারিকামোহন মুৎসদ্দি	১১৩
		ক	
কথোপকথন	—	শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত	৪৬
কাল	—	শ্রীযুক্ত তরণীসেন বড়ুয়া	৪৯
ক্রোধ	—	শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল কামুন গোস্ব	৫০
কর্কট জাতক	—	রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম, এ	৭৫

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
কৃষ্ণা গৌতমী	—	শ্রীযুক্ত জয়দ্রথ চৌধুরী	১৬৭
কাকলী (কবিতা)	—	শ্রী যুক্ত রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ	২০৪
কর্ম্মফল	—	শ্রী মৎ জিনরত্নালঙ্কার ভিক্ষু	২৪২
		গ	
গয়াজেলার বৌদ্ধকীর্ত্তি	—	শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার এম এ, বি এল, ৯, ৩৮, ৮৩, ৯৭, ১২৭, ১৫৭, ১৮৫, ২০৯, ২৩৮, ২৭০	
		চ	
চেদি-জাতক	—	রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র ঘোষ এম,এ	২৬৫
		জ	
জরুদ্পান জাতক	—	রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম এ,	৩৪
		ত	
তেমিয়কুমার	—	শ্রীযুক্ত প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু	২১, ২৮৪
তোমারী (কবিতা)	—	শ্রীযুক্ত জয়দ্রথ চৌধুরী	১১৮
তত্ত্ব বিচার	—	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা	১৯৮
তীর্থদর্শন	—	রাজগুরু শ্রীমৎ ভগবানচন্দ্র মহাস্থবির	২০৪
তরঙ্গিনী (কবিতা)	—	শ্রীযুক্ত জয়দ্রথ চৌধুরী	২১২
তুমিও আমি (কবিতা)	—	শিশির রচয়িত্রী	২৪৮
		দ	
দূত জাতক	—	রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম,এ,	২
দেওগড়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	—	শ্রীযুক্ত ননীগোপাল সমদ্দার	১০২
		ধ	
ধর্ম্মতত্ত্ব	—	শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির	১৭৭
		ন	
নেপাল ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম	—	শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার চৌধুরী	৪৩
নির্ব্বাণ	—	শ্রীযুক্ত দয়ানন্দ চৌধুরী	২৭০
		প	
প্রতীত্য সমুৎপাদ রাজগুরু	—	শ্রীমৎ ভগবানচন্দ্র মহাস্থবির	২১৪
প্রাশ্চিত্য (কবিতা)	—	রাঙ্গুনিয়া স্কুলের জনৈকছাত্র	৯
পাগলের উক্তি	—	শ্রীযুক্ত আরাধ্যনাথ বন্দোপাধ্যায়	১৬৪
পঞ্চইন্দ্রিয়	—	শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির	৮৯
পাটনা	—	শ্রীযুক্ত মাখনলাল সমাদ্দার	১৪৭
পুরীর কথা	—	শ্রীযুক্ত ননীগোপাল সমাদ্দার	১৯৮
পল্লীজীবন	—	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন তালুকদার	১৬৫
প্রার্থনা (কবিতা)	—	শ্রীমতী রতিবালা বড়ুয়া	২২৯
পাখী (কবিতা)	—	শ্রীমতী জয়ন্তীদেবী	১৩১
প্রার্থনা (কবিতা)	—	শ্রীযুক্ত সুবর্ণকুমার বড়ুয়া	২[illegible]

ব

বৌদ্ধধর্ম্মে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত	—	শ্রীযুক্ত তম্বুরাম সীসা	৭
বর্ষবিদায় (কবিতা)	—	শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বিদ্যাভূষণ	১১৪
বঙ্কানন্দ	—	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ দেব বর্ম্মা	২১২
বাল্যানন্দ।	—	শ্রীমতী জ্যোৎসামরী	১১৮
বার্দ্ধক্য	—	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা	১১৯
বৈশাখী পূর্ণিমোৎসব (কবিতা)	—	শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ	২৩৭
বৌদ্ধধর্ম্ম উৎপত্তি	—	মৌলবী মখলচ রহমান	৬৯৮

ভ

ভ্রান্তি (কবিতা)	—	শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল কানুন গোর	৫০
ভুবনেশ্বরের কথা	—	শ্রীযুক্ত ননীগোপাল সমাদ্দার	২৩১
ভিক্ষু (কবিতা)	—	জনৈক বৌদ্ধমহিলা	১৭১
ভারতীয় বৌদ্ধ কাহিনী	—	শ্রীযুক্ত জয়দ্রথ চৌধুরী	২৭৩

ম

মানব জন্মের সার্থকতা—সত্যধর্ম্ম প্রকাশিকা হইতে উদ্ধৃত			১৪
মানব	—	শ্রীযুক্ত তরণীসেন বড়ুয়া	৭৯
মোহমুদ্গর (কবিতা)	—	শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন সেন গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ	৮৩
মানব জগৎ	—	শ্রীযুক্ত প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু	১৭৯
মহামুনি (কবিতা)	—	শ্রীমতি রতিবালা বড়ুয়া	১৬৯
মিনতি	—	শ্রীযুক্ত তারক নাথ বড়ুয়া	২৭৮

য

যদ্যাপি (কবিতা)	—	শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ	১৫৩
যৌবন নিন্দা	—	শ্রীমতী জ্যোৎস্নামরী ঘোষ	১৩৯
যোগবশিষ্টে পরমাণু প্রসঙ্গ	—	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা	১৭৫
যাত্রী (কবিতা)	—	শ্রীযুক্ত কিরণবিকাশ মুৎসুদ্দি	১১১

শ

শারদীয় প্রবারণা	—	শ্রীযুক্ত জয়দ্রথ চৌধুরী	৬৯
শ্রীগৌতম (কবিতা)	—	শ্রীযুক্ত দয়াময় চৌধুরী	৮৮

স

সংসারে সুখী কে ?	—	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ দেববর্ম্মা	১২
সত্যমিথ্যা	—	শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	১৬, ৭২
সন্তোষ	—	শ্রীমতী জ্যোৎসামরী ঘোষ	৪৫
সন্ধ্যা (কবিতা)	—	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন তালুকদার	১৯৬
সুষমা	—	শ্রীযুক্ত তরণীসেন বড়ুয়া	১৯৬, ২৪৪, ২৭৮
সংযুক্ত নিকায়	—	শ্রীমৎ জ্ঞানবংশ	২৬৫, ২৮০
সিদ্ধার্থের মহিমা	—	শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জ বিহারী বড়ুয়া	২৭৫
স দর্যা	—	শ্রীযুক্ত অনন্ত কুমার বড়ুয়া	২৮২

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন. কলকাতা-৭০০০০৯

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স

জগজ্জ্যোতিঃ

"সব্বপাপস্স অকরণং, কুসলস্স উপসম্পদা,
সচিত্ত পরিয়োদপনং, এতং বুদ্ধানসাসনং।"

১২শ বর্ষ] আষাঢ়,শ্রাবণ ২৪৬৩ বুদ্ধাব্দ,১২৭৯ মগাব্দ, ১৩২৬ সাল। [১ম ও ২য় সংখ্যা

দূত-জাতক

[রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্ এ]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এক লোভী ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু নবনিপাতে কাক-জাতকে * বলা যাইবে। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও তুমি বড় লোভী ছিলে এবং সেই কারণে অসিদ্বারা তোমার শিরশ্ছেদ হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া সেখানে নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময়ে তিনি নিজের আহার সম্বন্ধে অতি বিলাসী হইয়াছিলেন। এজন্য লোকে তাঁহাকে 'ভোজনশুদ্ধিক রাজা' এই আখ্যা দিয়াছিল। তিনি নাকি এমন বিধানে ভক্ত গ্রহণ করিতেন যে এক এক পাত্র ভক্ত প্রস্তুত করিতে লক্ষমুদ্রা ব্যয় হইত। তিনি গৃহের অন্তর্ভাগে বসিয়া ভোজন করিতেন না; তাঁহাকে ভোজন করিতে দেখিলে বহুলোকের পুণ্যোপার্জ্জন হইবে † এই অভিপ্রায়ে, রাজদ্বারে রত্নমণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া ভোজনের সময় ইহা সুসজ্জিত করাইতেন এবং সেখানে শ্বেতচ্ছত্রপরিশোভিত কাঞ্চন পল্যঙ্কে উপবেশন-পূর্ব্বক

* নবনিপাতে এ নামে কোন জাতক নাই। বষ্ঠিপাতে এক কাকজাতক আছে বটে (৩১৫); কিন্তু তাহাতেও প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দেখা যায় না; কেবল বলা আছে ইহা পূর্ব্বের ন্যায়।

† সার্ব্বভৌম রাজদর্শনে পুণ্য হয়, এতদ্দেশীয় লোকের এই সংস্কার।

ক্ষত্রিয়কন্যা-পরিবৃত হইয়া শতসহস্র মুদ্রা মূল্যের স্বর্ণপাত্রে শতরস ভোজ্য আহার করিতেন।

একদা এক লোভী ব্যক্তি রাজার ভোজন-বিধান দেখিয়া ঐ খাদ্যের আস্বাদ পাইবার জন্য লোলুপ হইল এবং কিছুতেই লোভ-সংবরণে অসমর্থ হইয়া স্থির করিল, 'ইহার একটা উপায় আছে।' সে দৃঢ়ভাবে কোমর বান্ধিয়া এবং দুই হাত তুলিয়া, আমি দূত, আমি দূত, এই চীৎকার করিতে করিতে রাজার দিকে ছুটিয়া গেল। তৎকালে ঐ জনপদে কেহ 'আমি দূত' এই কথা বলিলে লোকে তাহাকে বারণ করিত না; কাজেই উপস্থিত সমস্ত লোকে দুই ভাগ হইয়া তাহাকে যাইবার পথ দিল। সে ছুটিয়া গিয়া রাজার ভোজনপাত্র হইতে একটা গ্রাস তুলিয়া মুখে দিল। ইহা দেখিয়া অসিধারীরা অসি নিষ্কোষিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "এখনই ইহার মাথা কাটিয়া ফেলিব।" কিন্তু রাজা তাহাদিগকে বারণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "ইহাকে মারিও না।" অনন্তর সেই লোকটাকে বলিলেন, "ভয় নাই, তুমি ভোজন কর।" তিনি নিজে হাত ধুইয়া বসিলেন এবং ঐ ব্যক্তির ভোজন শেষ হইলে তাহাকে নিজের পেয় জল ও নিজের চর্ব্ব্য তাম্বুল দেওয়াইলেন। অনন্তর তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, 'ওহে বাপু, তুমি বলিতেছ তুমি দূত; তুমি কাহার দূত বল ত?" সে উত্তর করিল, "মহারাজ, আমি তৃষ্ণার দূত, আমি উদরের দূত। তৃষ্ণা আমায় আজ্ঞা দিল, তুমি রাজার নিকট যাও এবং আমি তাহার দূত হইয়া আসিলাম।" ইহা বলিয়া সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথা দুইটী পাঠ করিল:—

যার জন্য দূরদেশে যায় লোকে বহুক্লেশে
মাগিতে শত্রুর কৃপা, কি বলিব হায়।
সেই উদরের দূত, আমি অতি অদ্ভুত;
রথিশ্রেষ্ঠ, ক্ষম, ক্রোধ সংবরি আমায়।
লঙ্ঘিতে যার শাসন না পারে মানবগণ,
দিবারাত্র বশবর্ত্তী হয়ে চলে যার,
সেই উদরের দূত আমি অতি অদ্ভুত,
রথিশ্রেষ্ঠ, দোষ তুমি ক্ষমহ আমার।

রাজা তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "লোকটা যাহা বলিল তাহা সত্য। সমস্ত প্রাণীই উদরের দূত। তাহারা তৃষ্ণাবশে বিচরণ করে। তৃষ্ণাই তাহাদিগের পরিচালন করে। এই সত্য এ ব্যক্তি কি সুন্দর ভাবেই প্রকটিত করিল!" তিনি ঐ ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট হইয়া নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিলেন:—

তুমি আমি আর অন্য সর্ব্বজন
উদরের দূত সবাই, ব্রাহ্মণ।
এক দূতে অন্য দূতের সৎকার
করিবে নিশ্চয় সাধ্য যত তার।
সহস্র রোহিনী* তোমায় দিলাম,
যণ্ড এক আর(ও) করিলাম দান।

অনন্তর রাজা আবার বলিলেন, "এই মহাপুরুষ আমাকে এমন অপূর্ব্ব কথা শুনাইয়াছেন, যাহা আমি পূর্ব্বে কখনও ভাবি নাই," ফলতঃ বোধিসত্ত্ব ঐ ব্যক্তির কথায় এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তিনি তাহার বহু সম্মান করিয়াছিলেন।

* লাল রঙের গাভী।

[এইরূপ ধর্ম্মদেশনা করিয়া শাস্তা সত্য-সমূহ ব্যাখ্যা করিয়া জাতকের সমবধান করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া সেই লোভী ভিক্ষু অনাগামিফল এবং অপর বহুজন স্রোতঃপত্তিফল প্রভৃতি প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—এখন এই লোভী ভিক্ষু ছিলেন সেই লোভী পুরুষ, এবং আমি ছিলাম সেই ভোজনশুদ্ধিক রাজা।]

———

প্রতীত্য-সমুৎপাদ

[রাজগুরু শ্রীমৎ ভগবানচন্দ্র মহাস্থবির]

ভগবান তথাগত ২৪৬৩ বৎসর পূর্ব্বে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অমৃতোপম সদ্ধর্ম্মোপদেশ সমূহ এই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া পৃথিবীর নানাস্থানে আত্ম বিস্তার করতঃ উজ্জ্বলরূপে পরম করুণাময় তথাগতের উচ্চ হৃদয়ের অপরিসীম গুণ ঘোষণা করিতে করিতে বিরাজমান রহিয়াছে। সেই প্রাচীন কীর্ত্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ও শিক্ষার উন্নত অবস্থা বর্ত্তমান যুগেও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি ভিক্ষুগণকে বলিয়াছিলেন—'হে ভিক্ষুগণ! সংযোগজ পদার্থ মাত্রই অনিত্য, নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী অতএব তথাগত ও পরিনির্ব্বাপিত হইবেন।

এই বলিয়া যমক প্রতিহার্য্য প্রদর্শনান্তর পরিনির্ব্বাণ সময়ে বলিয়াছিলেন—

"হন্দদানি ভিক্‌খবে আমন্তয়ামি বো বয়ধম্মা সঙ্খারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথ"

অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ! আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি, আপনারা এই ক্ষয়, ব্যয়ও অনিত্য স্বরূপ সংস্কারধর্ম্ম বা কর্ম্ম সংস্কার অপ্রমাদের সহিত সম্পাদন করুন। এই শেষ উপদেশটী দিয়াই তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। এই উপদেশটী তাহার শেষবাক্য।

ভগবান লোকনাথের সমুদয় উপদেশগুলি তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে যেমন পঠম বাক্যং, মজ্‌ঝিম বাক্যং ও পচ্ছিম বাক্যং অর্থাৎ প্রথম বাক্য, মধ্যম বাক্য ও শেষ বাক্য বা অন্তিম বাক্য।

ভগবান সম্যক-সম্বুদ্ধ-জরাব্যাধি মরণ জর্জ্জরিত, কাম্যবস্তুর কামনায় বিমুগ্ধ, লোভ, দ্বেষও মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন, দুঃখ যন্ত্রণায় বিদগ্ধ মানবগণের দুঃখ বিমোচনার্থ তিনি মহাবোধিমূলে সসৈন্যে মারাধিপতিকে পরাজিত করিয়া বুদ্ধত্বলাভের পরক্ষণে বলিয়াছিলেন—

অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং
গহ কারকং গবেসন্তো দুক্‌খাজাতি পুনপ্পুনং
গহ কারক দিট্‌ঠোহোসি পুন গেহং ন কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহ কূটং বিসঙ্খিতং
বিসঙ্খার গতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা।

অর্থাৎ হে গৃহকারক! তোমাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তোমাকে না পাইয়া কতবার ভ্রমণ করিলাম, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ দুঃখ কর। হে গৃহনির্ম্মাতা, এবার তোমাকে দেখিয়াছি, আর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না, তোমার কাষ্ঠদণ্ড ভগ্ন হইয়াছে, গৃহ কূট নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নির্ব্বাণ গত

আমার চিত্তে সকল তৃষ্ণা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইহাই তথাগত বুদ্ধের প্রথম বাক্য। প্রথম ও অন্তিম উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সময়ে ৪৫ বৎসর পর্য্যন্ত পুষ্পমাল্য গ্রন্থনবৎ পরিপূর্ণরূপে গ্রথিত অমৃত প্রসূন সদ্ধর্ম্ম রত্নরাজি সমুদয়ই মজ্ঝিম্ বাক্য বা মধ্যম উপদেশ।

সমুদয় ধর্ম্ম পিটকরূপে ধরিতে গেলে ত্রিপিটক, নিকায়ে পঞ্চ নিকায়, অঙ্গে নবাঙ্গ, ধর্ম্ম স্কন্ধে ৮৪০০০ সহস্র বিভাগে বিভক্ত।

অপ্রমাদ ধর্ম্ম সাধনের জন্য তিনি সংস্কার বা কর্ম্ম বিশুদ্ধের আজ্ঞা করিয়া সংস্কারান্তর্গত তৃষ্ণাকে বর্ত্তমান মূল ও ভবিষ্যতে ইহার ফল লক্ষ্য করিয়া শুভ ফল লাভের জন্য অপ্রমাদ ধর্ম্ম সাধনের উপদেশ দিয়া অতীত মূল এবং বর্ত্তমান ফল বা অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অবিদ্যাকে অতীত মূল রূপে গ্রহণ করিয়াছেন অবিদ্যা মূল হইতে সংস্কার, সংস্কার বা কর্ম্মানুরূপই জন্ম। অবিদ্যা বা অজ্ঞান আছে বলিয়া সংস্কারাদির উৎপত্তি; যেই অবিদ্যা হইতে সংস্কারাদির অভিব্যক্তি সেই অবিদ্যা কি?

অজ্ঞান, মোহ, বিপরীত জ্ঞানই অবিদ্যা। এক কথায় বলিতে গেলে অবিদ্যা অনির্ব্বাচ্য পদার্থ। অনির্ব্বাচ্য বলিবার কারণ এই, যাহা দেখা যায় অথচ যাহার স্বরূপ অপলাপ করিবার শক্তি আমাদের নাই, অথবা বিচার করিয়া দেখিতে গেলে যাহার স্বরূপ কি তাহা বুঝাইবার উপযুক্ত শব্দ আমরা যোগাইয়া উঠিতে পারি না। সেই বস্তুকে আমরা অনির্ব্বাচ্য বলিয়া থাকি। অবিদ্যাই অনির্ব্বাচ্য।

মায়াবী ঐন্দ্রজালিক যেমন সকলের সম্মুখে আমের বীজ পুতিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে এক প্রকাণ্ড আম্র বৃক্ষের নির্ম্মাণ করে, সেই মায়া বা অবিদ্যা কল্পিত বৃক্ষের পত্র পুষ্প ও ফল দেখিয়া কে বলিতে পারে যে, প্রকৃত আম্র বৃক্ষের সহিত তুলনায় ইহার কোন্ পার্থক্য আছে?

সেই আম্র বৃক্ষকে আমরা কি বলি? আমরা বলি যে, ইহা মায়াময় অনির্ব্বাচ্য। এইরূপ বলিবার কারণ এই যে, সেই বৃক্ষের সত্তাকে আমরা একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি না। কারণ স্বচক্ষে যাহা দেখিতেছি, তাহা প্রকৃত নহে কিরূপে বলিব? অথচ অল্পক্ষণের মধ্যে শুষ্ক বীজ হইতে ফল পত্র শোভিত প্রকাণ্ড বৃক্ষের উৎপত্তি হওয়াও অসম্ভব। তাহা আমরা নিজে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারি না অপরকে কি প্রকারে বুঝাইব? যাহা আমরা ঠিক বলিয়া স্বচক্ষে দেখিতেছি অথচ যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ করিতে পারি না সেই বস্তুই অবিদ্যা বা অনির্ব্বাচ্য। এই অবিদ্যা হইতেই সংস্কার; সংস্কার মূলক কর্ম্ম। কর্ম্মানুযায়ীই জন্ম। কিছুকালের জন্য ঐন্দ্রজালিকের আম গাছের ন্যায় দেখা দিয়া পরে তাহার অস্তিত্ব লোপ পাইয়া যায়। এই আছে, এই নাই, এই বিচিত্রময় গঠনার দিকে লক্ষ্য করিয়া, তাহা বুঝিবার জন্য মানব যখন উৎসুক হয়, সেই ঔৎসুক্যের বলে প্রণিধান সহকারে ভাবিতে আরম্ভ করে, তখন সে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়?

সে তখন বুঝিয়া থাকে যে, এই জগতের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা বুঝিবার শক্তি তাহার

নাই। তখন সে বুঝিয়া থাকে যে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রভাবে তাহার সম্মুখে প্রতিভাত হয়, তখন উহাকে একেবারে অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে।

অথচ এই বিশ্ব যে একেবারে ঠিক (সত্য) তাহাও পূর্ব্বাপর ভাবিয়া বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। তখন সে বাধ্য হইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এই দৃশ্যমান সংসার অনির্ব্বাচ্য।

আমাদের নিকট কোন একটী বস্তু সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাহা যেমন অনেক সময়ে প্রকৃত হয় না। যেমন শুক্তিকে দূর হইতে দেখিলে অনেক সময় রজতখণ্ড বলিয়াই ভ্রম হয়, শুধু যে ভাসমান বোধ হয় তাহা নহে। অনেক সময় তাহা রজতখণ্ড বলিয়া গ্রহণের জন্য হাত পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া থাকি। বাস্তবিক যাহা রজত নহে, তাহা কিছুকালের জন্য রজত বলিয়া বোধ হইলেও তাহা যেমন রজত হয় না সেইরূপ ধন, জন, স্ত্রী ও পুত্র প্রভৃতিকে নিত্য, সুখ ও আত্ম বলিয়া মনে করিলেও তাহা ঐরূপ অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।

শুক্তিকে রৌপ্য বলিয়া ধারণা বা শুক্তির অজ্ঞান উহা যে কেবল জ্ঞানের অভাব তাহা নহে। তাহা একটি ভাব পদার্থ। শাস্ত্রে উহাকেই অবিদ্যা বলে।

অবিদ্যাকে তদীয় দুইটী বৃত্তি বা শক্তিতে ভাব বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। উক্ত দুই বৃত্তির মধ্যে একটি বিচিকিৎসা এবং অপরটি ঔদ্ধত্য। যে বস্তুর জ্ঞান না থাকে বা যাহাকে আমরা দেখিতে না পাই, সেই বস্তু আছে কি নাই এইরূপ ব্যবহার বা সন্দেহ যে আমরা করিয়া থাকি তাহাই বিচিকিৎসা। কোন বস্তুকে অজ্ঞান বা বিক্ষেপণ বশতঃ প্রকৃতরূপে না বুঝিয়া বিপরীত বুঝাই ঔদ্ধত্য বা বিক্ষেপ। যখন আমরা শুক্তিকে রৌপ্য বলিয়া ধারণা করি, তখন অজ্ঞান শুক্তিকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। তদ্ধেতু যাহা শুক্তির ধর্ম্ম নহে তাহাই আমরা ধরিয়া লই। এই শক্তিই অবিদ্যার ঔদ্ধত্য। বিচিকিৎসা ও ঔদ্ধত্য যুগপৎ সংসর্পন ও বিক্ষেপণ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। অর্থাৎ ঔদ্ধত্যের কম্পণের সঙ্গে সঙ্গেই বিচিকিৎসা আবৃত হইয়া বিক্ষেপও আবরণ কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। যেমন:—

মূলহত্তা চেব সংকপ্পং বিক্‌খেপা চেক হেতুকং
সো পেক্‌খং সব্ব দানোচ ভিন্নং সদ্ধরো-
ভেদাতো।

নহি তসস সভাবেন তিক্‌খতুসসাহ নীষ্‌তা
অথি সংকপ্প মনসস বিক্‌খিপন্তসস সব্বদাত্তি।

ঝিনুককে অজ্ঞান বশতঃ ক্ষণকালের জন্য রজত খণ্ড বলিয়া ধারণা করিলেও যেমন তাহা রৌপ্য বলিয়া স্বীকার করি না, তদ্রূপ ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য ও সংসার প্রভৃতিকে সার বা নিত্য বলিয়া ধারণা করিলেও কিন্তু নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতে পারি না। অতএব সমস্তই অনিত্য, দুঃখও অনাত্ম।

কিন্তু আমরা মোহ বশতঃ অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা না বুঝিয়া নিত্য, সুখ ও আত্ম বলিয়াই বুঝি। বিপরীত বুঝাই আমাদের স্বভাব।

কারণ আমরা অবিদ্যা প্রসূত। অবিদ্যা বা অজ্ঞানই আমাদের প্রসূতি। জ্ঞানপূর্ব্বক আমাদের সৃষ্টি হয় নাই। মূলেই আমাদের ভুল রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমানে আমাদের বিপরীত বুদ্ধি না হইবে কেন?

সৃষ্টি বলিলে অনাদিকালের সৃষ্টিকেই আমরা বুঝিয়া থাকি। কিন্তু কেবল অনাদিকালের সৃষ্টিকে না বুঝিয়া যদি আমরা বর্ত্তমান সৃষ্টি বা জন্মের দিকে লক্ষ্য করি তাহা হইলে প্রণিধান বশতঃ আমরা দেখিতে পাই মোহে মোহিত হইয়াই আমাদের উৎপত্তি। কারণ আশক্তি বশতঃ কাম চরিতার্থে পিতা মাতার সহবাস। সেই সহবাস কালেই ভাবী পুত্রের উৎপাদক কর্ম্মজরূপ ও বিপাক চিত্ত সম্মিলন অর্থাৎ একক্ষণেই ঐ তিনের সংস্পর্শন হইয়া জীবের উৎপত্তি। সহবাসকালে পিতামাতার এমন জ্ঞান ছিল না যে আমরা অমুক পুত্র জন্মাইতেছি, পুত্রেরও এমন জ্ঞান ছিল না যে, আমি অমুক পিতামাতার গর্ভে অমুক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিতেছি। সুতরাং জ্ঞান না থাকিলেও অন্ধকারে গমনকারী ত্রয়পথের পথিক অদৃষ্ট সংস্পর্শন বং তিনের সম্মিলনকালে বিজ্ঞান, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ও পৃথিবী এই ষড়দ্রব্য সমবায়রূপে জীবোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে। অপিচ এস্থলেও ষড় ধাতুর এমন জ্ঞান ছিল না যে আমরা সমবায় হইতেছি বা সমবায় সম্বন্ধরূপে দেহোৎপাদন করিতেছি। পরন্তু এরূপ জ্ঞান না থাকিলেও অবিদ্যা প্রভাবে তাহার কোন ত্রুটী ঘটিতেছে না। সমুদয়ই সম্ভবপর হইতেছে।

অবিদ্যা বা অজ্ঞান হইতে সংস্কারের উৎপত্তি। শুক্তিকে রজত সংস্কার করাই ইহার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অর্থাৎ তাহাকে রজত বুঝাই সংস্কার। অবিদ্যার এমন অব্যর্থ শক্তি আছে যে, আমাদের সম্মুখে আমাদের চক্ষের উপর কত কিছুর সংস্কার করিয়া দিতেছে, তাহা আমরা আদৌ টের করিতে পারি না। কারণ অবিদ্যা গাঢ় তামসী রজনীর অন্ধকার স্বরূপ। অন্ধকারে যেইরূপ দর্শন শক্তি বিলুপ্ত প্রায় হয়, সেইরূপ অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানবগণও অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত রহিয়াছে বলিয়া কিছুই সম্যক্ বুঝিতে পারে না। এইরূপ অজ্ঞানকৃত সংস্কারের সহিত মানব জীবনের নিত্য ঘনিষ্ট সম্বন্ধ।

সুতরাং অবিদ্যা প্রসূত সংস্কার বহু-বিভাগে বিভক্ত। যেমন কুশল সংস্কার অকুশল সংস্কার ও উপেক্ষা সংস্কার।

ভগবান বলিয়াছেন—

অভি সংখারোতি কটত্ত রূপঞ্চাতি অভি-
সংখারো।

অর্থাৎ বিপাক ও কর্ম্মজরূপ সমুদয়কে সংস্কার করে বলিয়াই অভিসংস্কার, এই সংস্কারের মধ্যে কুশল সংস্কারের ফল সুখ, স্বর্গসম্ভোগ ও নির্ব্বাণ এবং অকুশল সংস্কারের ফল দুঃখ, প্রেত, অসুর, পশু যোনি ও নিরয় ভোগ।

হে সংসার তাপ ক্লিষ্ট মনুজগণ, দুঃখের হেতু ভূত কুসংস্কারাদি যত দিন পরিত্যাগ না করিবেন, ততদিন প্রোক্ত দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে।

বৌদ্ধধর্ম্মে—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত

[শ্রীযুক্ত তনুরাম থাঁসা]

আষাঢ় মাস। অদ্য রবিবার। গত ছয়দিনের শিক্ষাকার্য্যরূপ কঠোর পরিশ্রমের হস্ত হইতে আপাততঃ নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অদ্য দিনটা আমার পক্ষে কেমন আরামের বোধ হইতে লাগিল। বেলা বারোটা বাজিল। খাইয়া শুইলাম;—কিন্তু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া শুইয়া থাকা বিরক্তিকর হওয়ায়, একখানি পুস্তক খুলিয়া মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিতে লাগিলাম। পুস্তকখানি বৌদ্ধ-গ্রন্থ; নাম—"ধম্মপদ"। একে পালি ভাষা, তাহাতে আবার সুললিত পদবিন্যাস—এবং সর্ব্বোপরি বুদ্ধদেবের সেই সমস্ত বিশ্বজনীন গভীর অথচ অমৃতময় উপদেশ নিচয় পড়িতে পড়িতে ভাবে তন্ময় হইয়া গেলাম। ভাবিলাম,—আমাদের ভারতমাতা কেবল সুজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলা বলিয়া গৌরবান্বিতা নহেন। হায়! যুগে যুগে রামচন্দ্র, কার্ত্তবীর্য্য এবং ধনঞ্জয় প্রভৃতির ন্যায় ধার্ম্মিক বীর, হরিশ্চন্দ্র ও কর্ণ প্রভৃতির ন্যায় দাতা,—এবং শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য, ও শাক্যসিংহ প্রভৃতির ন্যায় মহাপুরুষগণও তদীয় পুণ্যগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। বাস্তবিক আমাদের ভারতমাতা পরমা ভাগ্যবতী। এক সময় তাঁহার ভাণ্ডার ধনে ধান্যে পূর্ণ ছিল; তাঁহার সন্তানগণ একদিন স্বেচ্ছাবিলাসে নন্দন রাজ্যের দেবতাগণের ন্যায় পরম সুখে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন; এবং কালিদাস, ভবভূতি, ব্যাস, ও বাল্মীকি প্রভৃতি অমরকণ্ঠ পিকগণের সুধা-স্বর-লহরীতে একদিন ভারতমাতার বক্ষ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত! কিন্তু হায়! এখন সেই বিরগণের পরিবর্ত্তে কতকগুলি দাম্ভিক কাপুরুষ—সেই দাতাগণের পরিবর্ত্তে কতকগুলি গণিকাসেবক;—এবং সেই মহাপুরুষগণের পরিবর্ত্তে কতকগুলি অভিমান জর্জ্জরিত কূট তার্কিক বকধার্ম্মিক, এহেন পুণ্যবতী ভারতমাতার পবিত্র অঙ্ক কলুষিত করিতেছে। এখন সেই অমর-কণ্ঠ পিকগণ আর নাই, তাহাদের স্মৃতি;—আছে তাঁহাদের সেই সুমধুর গান সমূহ! যদিও তাঁহাদের গান সমূহ ভারতে বিদ্যমান আছে, কিন্তু সেই গান গাহিবার গায়ক নাই,—এবং সেই গান শুনিবার শ্রোতা নাই। গায়ক এবং শ্রোতা থাকিলেও গায়ক গাহিতে অশক্ত, ও শ্রোতা শুনিতে অনিচ্ছুক। বর্ত্তমান কোকিলগণ ক্ষীণকণ্ঠ, এবং গাহিবার শক্তি থাকিলেও গাহিতে অক্ষম। যদিও তাঁহারা স্বভাবের উত্তেজনায় দুই একটা গান গাহে, তাঁহাদের গানের সুর এত ক্ষীণ যে, অন্তসলিলা স্রোতস্বতীর স্রোতের ন্যায়, অতি বিষন্নভাবে অতি দিনভাবাপন্ন হইয়া, সাধারণ শ্রোতার শ্রুতির অন্তরালে বহিতে থাকে। যেই ভাগ্যবানের কর্ণে "বোনাপার্টির" শ্রবণ শক্তি বিদ্যমান, কেবল তিনিই বর্ত্তমান কবিগণের মরমের গান, একটু আধটু শুনিতে বা বুঝিতে সক্ষম হন।

ভারতের পূর্ব্ব সৌভাগ্য ও বর্ত্তমান দুর্ভাগ্য ভাবিতেছি, আর ভাবিতেছি বহুজাতির সমন্বয়, বহু ভাষার সমন্বয়, এবং নানা

বিদ্যা ও নানা ধর্ম্মের সমন্বয় কেবল ভারত বিনা আর কোনও দেশ কোন কালে করিতে পারে নাই। এমন সময় টেরিকাটা, সার্ট পরা নব্য ফেমনের বাঙ্গালী বাবুর মূর্ত্তিতে একজন অপরিচিত লোক আসিয়া উপস্থিত হইল।

যথোচিত অভ্যর্থনার পর তাহাকে বসিতে দিয়া প্রশ্ন করা হইল,—আপনার নাম!

উঃ। শ্রীবিশ্বেশ্বর আচার্য্য।

প্রঃ। যাবেন কোথা?

উঃ। সম্প্রতি দেশ ভ্রমণে ও যান্ত্রিক অন্বেষণে।

প্রঃ। আপনারা আপনাদের সেই পুরুষ পরম্পরাগত, চির প্রসিদ্ধ তপ, জপ, হোম ও ব্রত প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াদি বর্জ্জন করিয়া বর্ত্তমান যুগে এইরূপে অজ্ঞানান্ধ গলাকগণকে চোক বাঁধা বলদের ন্যায় নানাস্থানে ঘুরাইয়া কিসে পুণ্য উপার্জ্জন করিতেছেন তাহা কি বুঝিতে পারি?

দেখিলাম আচার্য্য মহাশয় ঝড় পূর্ব্বে প্রকৃতির ন্যায় গম্ভীর ভাব ধারণ পূর্ব্বক আমার প্রতি ফেল ফেল করিয়া চাহিয়া আছেন। কতক্ষণ পরে এতদ্ স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈষদ্ধাস্যবদনে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন।

বিশ্বে। মাষ্টার বাবু! দেখেন, এই যে, আপনি এখন আপনার পরম পূজ্যাস্পদ পিতা, পরম স্নেহময়ী মাতা প্রেমময়ী পত্নী, স্নেহের সন্তানগণ এবং আদরের ভ্রাতা ও বন্ধুগণ পরিত্যাগ করিয়া এইস্থানে অবস্থান করিতেছেন; ইহা কি আপনার উপযুক্ত? আমি বেশ জানি, আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা কখনও এরূপ ব্রতাচারী ছিলেন না। এমনকি এই চাকুরিটাকে তাঁহারা সেই সময় বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। দেখুন! কাল-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভারত-মাতাও চতুরা যাদুকরীর ন্যায় বহু-রূপিণী চাল চালিতে লাগিয়াছেন। পূর্ব্বে যেই স্থান তালিবন পূর্ণ শ্মাময়মান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, এখন সেই স্থানও কালের প্রভাবে অথবা শ্বেতাঙ্গদের কৃপা কটাক্ষে, অদৃষ্টপূর্ব্ব ও শ্রুতপূর্ব্ব সুধা-ধবলিত সৌধ-শ্রেণী বক্ষে ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। বাষ্পীয় পোত, বৈদ্যুতিক টেলি-গ্রাম ইত্যাদি আশ্চর্য্যকর দৃশ্যাবলী ভারত-বাসিগণ এই গত কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে কি কখনও দেখিতে পাইয়াছে? অতএব জানিবেন মাষ্টার বাবু! কালের প্রভাবে সকলই পরিবর্ত্তিত হয়। যদি স্বয়ং প্রকৃতিই কালের প্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে চলিল, তবে দুর্ব্বল মানব আমরা,—অনুকরণপ্রিয় মানব আমরা, পরিবর্ত্তন-ধর্ম্ম অবলম্বন করিব ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

দেখিলাম লোকটি বিদ্যায় এবং বাক্-চাতুর্য্যে মন্দ নহে। আমি তাঁহার সহিত সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া নানাপ্রকার আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার হস্তে উহা কি পুস্তক?

আমি। ইহা আমাদের ধর্ম্ম-পুস্তক, নাম ধম্মপদ।

বিশ্বে। হাঁ হাঁ! আমাদের যেমন গীতা, আপনাদেরও সেইরূপ ধম্মপদ। আহা! ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া এমনতর

মধুর উপদেশরূপ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিয়া ধরিত্রী দেবীর বক্ষ হইতে পাপাসুরকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মহিমা ধন্য!

আমি। আচ্ছা ঠাকুর! আপনারা কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণকে একই ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন অবতার বলিয়া কল্পনা করেন—তবে ভগবান বুদ্ধের প্রচারিত অমৃতোপম পবিত্র ধর্ম্মের প্রতি আপনাদের অনুরাগে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয় কেন?

বিশ্বে। কেন মহাশয়! আমরা কিসে ভগ-বান বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্মের প্রতি শৈথিল্যানু-রাগ প্রদর্শন করিতেছি? শুধু মস্তকের কেশ মুণ্ডন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান করিলেই ভগবানের উপদেশবাণী রক্ষা করা হয়, আর গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া, গৃহীধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক ভগবানের পবিত্র ধর্ম্মের অনুসরণ করিলে পুণ্য অর্জ্জিত হয় না? দেখিতেছি আপনি নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

প্রায়শ্চিত্ত

[রাঙ্গুনীয়া উচ্চ ইংরাজী স্কুলের জনৈক ছাত্র]

বৃদ্ধ বলেন;— বস্ত্র যেমন,
পঙ্কে মলিন হয়।
পাপে তেম্‌নি নরগণের
সৌন্দর্য্য নাশ হয়।
জল হইতে, উৎপন্ন,—কাদা
জলেই ধুয়ে যায়।
মন-উৎপন্ন, পাপ সকল
মনেই লোপ পায়॥
যতই কিছু, করিনা মোরা,—
না হয় প্রায়শ্চিত্ত।
ধুইয়ে যদি, না যায় তাহা
হ'তে মোদের চিত্ত।

গয়া জেলার বৌদ্ধকীর্ত্তি

[শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র সরকার]

মগধ পাল রাজ্যের ধ্বংশের পর গৌড়ের সেনগণ পূর্ব্ব মগধ সাম্রাজ্যে শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। পাল এবং সেন ভূপাল সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিক গবেষণায় অনেক নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছে। মহীপাল, ধর্ম্মপাল, বিগ্রহপাল ও নরপাল প্রভৃতি ভূপালগণের যে সকল প্রশস্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে; সেই সকল দ্বারা নব পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক ইতিহাস লেখার অনেক উপাদান লব্ধ হইয়াছে বলিতে হইবে। পাল এবং সেন রাজগণ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র এবং বাঙ্গলার বহু মাসিক পত্রিকায় সুন্দর সুন্দর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। নারায়ণ পাল দেবের কুটিল অক্ষরে লিখিত ভাগলপুরে প্রাপ্ত তাম্রলেখ, দেবপাল দেবের মুঙ্গেরে প্রাপ্ত তাম্র ফলক, (ইহা Sir Charles

Wilkins ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে Asiatic Researches Vol. I এ প্রকাশিত করেন), দিনাজপুরের সন্নিকট বুদাল স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি, (ইহার অনুবাদ Sir Charles Wilkins Vol. I Asiatic Reserches এবং পরে বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয় I. A. S. B Vol XLIII Part I p. 356Fএ পুনঃ প্রকাশিত করেন। এই লিপিতে নারায়ণ পাল দেবের মন্ত্রী গুরব মিশ্র তাঁহার বংশ তালিকাও সংযোজিত করিয়া উৎকীর্ণ করিয়াছেন। বারাণসির সন্নিকট সারনাথের লিপি প্রভৃতি তমসাবৃত বঙ্গীয় ইতিহাসের লেখার অর্গলবদ্ধ দ্বারটী ক্রমশঃই উদ্ঘাটিত করিতেছে। এই লিপি সম্বন্ধে পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "ভ্রান্তিবিজয়ের পরিশিষ্ট" দ্রষ্টব্য। নারায়ণ পাল, নরপাল, মহেন্দ্রপাল এবং মহীপাল দেবের প্রশস্তি গয়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা অতি সুন্দর যথাযথ পাঠ সমুদয় মৎবন্ধু বাবু রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় memoris of the Asiatic Society of Bengal নামক পুস্তক পর্য্যায়ের অন্তর্গত তাঁহার "The Palos of Bengal" নামক পুস্তকে উদ্ধৃত এবং বিবৃত করিয়াছেন,—তাহার মধ্যে ২।৪টি আবশ্যক বোধে আমি এই পুস্তকের যথাস্থানে উদ্ধৃত করিয়াছি।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি মগধ বৌদ্ধদেশ। অস্মরণীয় প্রাচীন কাল হইতে এই স্থান বৌদ্ধধর্ম্মের লীলাক্ষেত্র; তাই এই দেশকে বিহার বলা হইয়া থকে। মহাভারতে বর্ণিত গিরিব্রজপুর রাজা জরাসন্ধের রাজধানী ছিল। ইহার অন্য নাম কুশাগারপুর। মগধের রাজধানী রাজগৃহ। রাজগৃহ বৌদ্ধগণের পবিত্র তীর্থস্থান। বুদ্ধদেব বহুকাল এইস্থানে থাকিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। রাজগৃহের বিবরণ পরে যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। গয়া জেলার অন্যান্য বহুস্থানে তিনি বাস করিয়া সময়ে সময়ে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে গুরুপাদ পর্ব্বত, কুক্কুটপাদ পর্ব্বত, দত্তশীরপুর, বাদন্তহরণপুর, (বর্ত্তমান ডুমরা) বুদ্ধগয়া বরাবর, উমগা ও গুণেরী প্রভৃতি স্থানগুলি বিশেষ প্রখ্যাত এবং প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এই সকল স্থানের শিলালিপি যথাস্থানে এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছি।

কপোতিকা মঠের কিঞ্চিৎ ইতিহাস বর্ণন না করিলে গয়া জেলার ইতিহাস সম্পূর্ণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। ইহা ওয়ারিশালীগঞ্জ ষ্টেশনের তিন ক্রোশ উত্তর দরিয়াপুরের সন্নিকট অবস্থিত ছিল। এই স্থানের সন্নিকট ডাক্তার ক্যানিংহাম্ বলেন যে কপোতিকা মঠ অবস্থিত ছিল এবং তাহা চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন সাঙ্ দর্শন করিয়াছিলে; বুদ্ধদেব এইখানে তাঁহার নির্ম্মল ধর্ম্ম বহুদিন যাবৎ প্রচার করিয়া অনেক লোককে মুক্তির পথে আয়ন করিয়াছিলেন। এই মঠের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। মঠটি "শাকরী" নদীর তীরে পশ্চিম দিকের পর্ব্বতের পাদদেশেই মঠ অবস্থিত ছিল। ইহার চতুর্দ্দিকেই প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারসমূহের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়।*

* Rep Arch Sur Ind Vol. viii 108-114
" " " XV 6-11.

কপোতিকা সম্বন্ধে সুন্দর বিবরণ ও আখ্যায়িকা চৈনিক পরিব্রাজক ওয়ান্ শাঙ্ তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই স্থানে তথাগত কয়েকদিন অবস্থান করিয়া তাঁহার নির্ম্মল ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি এই স্থানেই ব্যাধকে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। প্রিয়দর্শী রাজ এইখানে একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই স্থানটীও শাকরী নদীর তীরে অবস্থিত। এইখানে একটি সুন্দর মঠ সে কালে বিরাজিত ছিল এবং এই মঠে অন্যূন দুইশত ক্ষপনক ভিক্ষু সন্ন্যাসী আজীবক ও অন্যান্য বৌদ্ধ সম্প্রদায় ভুক্ত ভিক্ষু সন্ন্যাসীগণ বাস করিয়া ন্যায়, চিকিৎসা ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্ সাঙ্ বলেন —ইন্দ্র শৈল গুহা পর্ব্বত হইতে ১৫০ বা ১৬০ লী (৬লী—১ মাইল) উত্তর পূর্ব্বদিকে কপোতিকা মঠ। এইখানে ২০০ শ্রমণ সেকালে বাস করিতেন। এইখানে রাজা অশোক একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন! এই স্থানে তথাগত একটি ব্যাধকে স্বপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া কপোত বা ঘুঘু বধের পাপ হইতে মুক্ত করেন বলিয়া ইহার নাম "কপোতিকা" হইয়াছে। এই মঠের অদূরে গগনভেদী গিরিরাজি বর্ত্তমান। পূর্ব্বকালে এই বন মনোরম ঝরণা এবং পুষ্প ওষধি বৃক্ষ ও লতায় পরিশোভিত থাকিত কিন্তু এখন নগ্ন মরুভূমির মত শৈলে পরিণত হইয়া ভ্রমণকারীর মন মুগ্ধ করিতে অক্ষম। এই পর্ব্বতরাজি ডাক্তার কানিংহাম ও ফার্গুসানের মতে বর্ত্তমান সেখপুরার সন্নিকটস্থ শৈলমালা বলিয়া মনে হয়। সেখপুরা সাউথ বিহার রেল লাইনের উপর একটি ষ্টেশান; ষ্টেশান হইতে পর্ব্বত পার হইয়া বড় গণ্ড গ্রামটির নাম সেখপুরা। সেখপুরা এখন স্থানীয় মুসলমান নবাব বংশের বাসস্থান। এই গ্রাম বহু প্রাচীন। পর্ব্বতের শিখর দেশে বৌদ্ধযুগের বহু প্রাচীন ভগ্নাবশেষ স্তূপাদি দৃষ্টিগোচর হয়। এইখানে কয়েকটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের চিহ্নসকলও পরিলক্ষিত হয়; শিরে বুদ্ধমূর্ত্তি শোভিত বোধিসত্বের মূর্ত্তি একটি বিহারের মধ্য দেশের শোভাবর্দ্ধন অদ্যাবধি করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ মূর্ত্তি গয়া নগরের ৬ মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত প্রেতশীলা পর্ব্বতের শিখর দেশেও আছে—দেখিতে পাওয়া যায়।* গয়া জেলার ভ্রমণ বৃত্তান্তে চৈনিক পরিব্রাজক ওয়ান শাঙ্ এই পর্ব্বতরাশির কথা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করিতে বিস্মৃত হন নাই।

রাজা হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংশ ও মুসলমান বিজয়ের কাল পর্য্যন্ত মগধ ও গৌড়রাজ্যে এক প্রবল বৌদ্ধ সাহিত্য প্রচলিত ছিল; সেই সাহিত্যের মধ্যে ৩৩।৩৪ জন সাহিত্যিকের নাম আমরা প্রাপ্ত হই। এই সকল সাহিত্যিকগণ শৈব, বৌদ্ধ, হিন্দু এবং জৈন সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তাঁহারা বহু বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই যুগে দেশের লোকের চিন্তাস্রোত

* J. R. A. N. S. Vol XV p. 3 3.

কিরূপে সাহিত্য, ইতিহাস, ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইত তাহা এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। জৈনধর্ম্ম গ্রন্থসমূহ পাঠে এই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। এসম্বন্ধে পরে যৎসামান্য আলোচনা করিয়াছি। ডাক্তার যয়শওয়াল প্রভৃতি মনীষিগণ এ বিষয়ে প্রকৃত অনুদ্ঘাটিত ঐতিহাসিক তথ্য শিক্ষিত সমাজে প্রকাশ করিয়া লুপ্ত ইতিহাস পৃষ্ঠার উপকরণের অভাব মোচন করিয়া সমাজের মহান্ হিত সাধন করিতেছেন।*

সংসারে সুখী কে?

[শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ কবিরত্ন]

প্রকৃতপক্ষে ইহ সংসারে যথার্থ সুখী কে এবং প্রকৃত সুখই বা কি? সংসার মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পুংখানুপুংখরূপে অনুসন্ধান করিলেও স্থায়ী সুখ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; সুতরাং কাহাকেও প্রকৃত সুখী বলিয়া জানিতে পারা যায় না। সুখের আবাস স্থল কোথায় এবং সুখ কাহাকে বরণ করে তাহা সংসারী ব্যক্তির সহজে জানিবার উপায় নাই। সংসারে এমন লোক অনেক দৃষ্ট হয়, যাহাদিগের কোন দিকে কোন প্রকার অভাব নাই। কুবেরের ন্যায় অতুল বিভব, যমরাজের ন্যায় অখণ্ড প্রভাব, সুরপতি ইন্দ্রের সদৃশ একাধিপত্য, শত সহস্র পরিচারক পরিচারিকা সর্ব্বদা আজ্ঞাবহ, সহস্র সহস্র যান-বাহন নিরন্তর পরিচর্য্যা প্রবৃত্ত, ধনের অবধি নাই বিষয়াদির সীমা নাই, যশঃ প্রতিপত্তির ইয়ত্তা নাই, এরূপ ব্যক্তিগণও প্রকৃত সুখী নহে। কেননা, তাহাদিগেরও বহুবিধ রোগ আছে, শোক আছে, জরা আছে, পতন আছে, মৃত্যু আছে, এবং অপরাপর বহুবিধ আপদ বিপদ আছে, যে সকল আপদ বিপদ অতি সামান্য ব্যক্তিকেও সর্ব্বদা সহ্য করিতে হয়। তবে কথিত ধনবান ও ঐশ্বর্য্যবানগণের সুখটা কি? ধনৈশ্বর্য্যে বা প্রতাপে সুখলাভ লাভ হয় না।

মানব মাত্রেই স্বভাবতঃ নীচ, ক্ষুদ্র ও এবং ঈর্ষাপরায়ণ। সেই নিমিত্ত, সে অপর ব্যক্তিকে আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা বিশিষ্ট ভাবিয়া অন্তরেও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। হয় ত, ঐ ব্যক্তি তাহা অপেক্ষাও অধিক অসুখী। কিন্তু সে তাহা বিবেচনা করে না। দরিদ্রেরা মনে করে, ধনীর অপেক্ষা সুখী আর নাই; যাহার যত ধন, সে তত সুখী। কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে, ধন যে বাস্তবিক সুখের সামগ্রী নহে, তাহা তাহাদের মানস চক্ষে উদিত হয় না। স্থূল দৃষ্টিতে, ধনরাশিকে আপাত সুখের সামগ্রী বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু ধনীর অবস্থা অতীব শোচনীয়। ধনীর রোগ আছে, শোক আছে, ভয় আছে, জরা আছে, মৃত্যু আছে এবং অন্যান্য নানা প্রকার উপদ্রবও আছে। দরিদ্র ব্যক্তিরও তদ্বৎ রোগ শোকাদি বহুবিধ কষ্ট ভোগ হইয়া থাকে। তবে

* J. B. D. R S Vol iii p, 425.

ধনী ও দরিদ্রে বিশেষ কি? তবে দরিদ্র অপেক্ষা ধনীর সুখ কি? সুখ কেবল বাহিরে, অন্তরে নহে।

ধনীর যেমন ক্ষুধা ও তৃষ্ণা আছে, দরিদ্র ব্যক্তিরও সেইরূপ একই ভাবের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা আছে। প্রকৃত ক্ষুধার সময় অতি সামান্য শাকান্ন ভোজন করিলেও যেমন পরিতৃপ্তির সম্ভাবনা, অত্যুপাদেয় ভোজ্য করিলেও, তদনুরূপ তৃপ্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে,—ক্ষুধা না থাকিলে, অমৃতও তৃপ্তি বিধানে সমর্থ হয় না। এ বিষয়ে, ধনী দরিদ্রের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অত্যুপাদেয় ভোজন না করিলে যদি ক্ষুধা নিবৃত্তি ও পরিতৃপ্তি না হইত, তাহা হইলে, ধনী ভিন্ন আর কোন শ্রেণীর লোকই জীবন ধারণে সমর্থ হইত না। ফলতঃ, ধন কখনও ক্ষুধা নিবৃত্তি, তৃষ্ণা দমন ও মৃত্যু নিবারণ করিতে পারে না। ধনীরও যেমন, দরিদ্রেরও তেমন ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হইয়া থাকে।

প্রতিদিনই যদি ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উদ্রেক হয়, এবং তন্নিবন্ধন বিবিধ যত্ন ও ব্যয়ে আহারাদির আয়োজন করিতে হয়, তাহা হইলে, পশুপক্ষি আদির সহিত মানবের বিশেষ কি? যে অবস্থায় কাহারও সহিত বিশেষ নাই, সে অবস্থায় আবার সুখ কি? আমি সুখী কি অসুখী, অন্যের সহিত তুলনা করিলেই জানিতে পারা যায়। ইহ সংসারে ধনী, দরিদ্র, সবল, দুর্ব্বল, রাজা, প্রজা, সকলেরই সমান দশা ও সমানভাবাপন্ন। যে ব্যক্তি মহারাজ কুমার তাঁহারও যেমন, আর একজন অতি দরিদ্র কুমারেরও তেমন নানাদিকে নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি আছে, যে সকল বিঘ্ন-বিপত্তি সংসারে বাস করিলে অবশ্যই সহ্য করিতে হয়, কোনরূপেই তাহাদিগের হস্ত, হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় নাই, কোনমতেই পরিহারের সম্ভাবনা নাই। ধনবানের অত্যুচ্চ অট্টালিকা সহসা ভগ্ন হইতে পারে, দরিদ্রেরও অতি জীর্ণ পর্ণ কুটীর সহসা ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইতে পারে। মৃত্যু রাজনন্দনকে যেমন আক্রমণ করে, অতি নিঃস্ব ব্যক্তিকেও তদ্রূপ আক্রমণ করিয়া থাকে। তবে সংসারে প্রকৃত সুখী কে?

শ্রমণগণ কহেন——সংসারে যাঁহার কিছুই নাই, অর্থাৎ যিনি সকল বস্তুর উপর আশক্তিহীন, তিনিই যথার্থ সুখী। ত্যাগেই প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়;—যিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সুখের অধিকারী।

অনিত্য

[শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চৌধুরী]

অনিত্য সংসারে বল নিত্য স্থান কোথায় হায়!
কোথায় মানবগণ শান্তি সুখ ভবে?
ধন, মান, যশঃ, বল কোথায় স্থায়িত্ব তা'র
কোথায় মানব-প্রাণ চিরসুখের আধার?
ঘুরে মরি এই ভবে নাহিত দেখিগো কোথা
নিত্য সুখ নির্ব্বিকার চির তরে সুস্থিরতা!
এই আছে এই নাই কোথায় পলায় ভাই
কোন আঁধারের পথে দিশা কিছু নাহি পাই!
কোথায় গমন আহা!—শূন্য মাঝে নিরালয়,
মনে হয় সব শেষ কিছুইত নাহি রয়।

দু'দিন যাইতে নারে দারাসুত পরিবার
ভুলে যায় আহা ভবে মাতি আপে আপনার !
সেই সাথে স্মৃতি তব গেল মুছি বিশ্ব হ'তে,
এই ত ভবের খেলা নিত্য অভিনয় গতে !
তবু কিছু সার ভবে মহৎ মানবগণে,
কিছু কাল তরে স্থায়ী হয় নরনারী মনে।
কিন্তু ভবে তাহাও ত চিরস্থায়ী কভু নয়,
তাহারও আছে কাল অবশেষে হয় লয় !
ভবে দেখি ভবমাঝে নিত্য সদা কিছু নয়,
তবে কেন হীন সাধে এ জীবন করি লয় !
তবে কিগো এ সংসারে নাহি কোথা হেন স্থান,
নিত্য সুখ শান্তি বীর পবিত্র জীবন প্রাণ ?
নাই নাই ভবে নাই সে পবিত্র মহাস্থান,
আছে শুধু মরিচিকা বিশ্ব-মানব-ভুলান !
আছে শুধু তৃষা আহা ! মহা দুঃখ নির্ব্বিকার,
আছে শুধু হাহাকার মানব জীবনে আর !
কিন্তু নাই অবনিতে সুদূরে অদূরে আছে
নিত্য-সুখ সদানন্দ পরাণ আহ্লাদে নাচে !
জরা মৃত্যু রোগহীন নির্ব্বিকার শান্তি স্থান
আছে গো নির্ব্বাণ সেই চির পবিত্র মহান !

———

মানব জন্মের সার্থকতা

("সত্যধর্ম্ম প্রকাশিকা" হইতে উদ্ধৃত)

মনুষ্য জন্ম অতি দুর্ল্লভ। আপনি এই মনুষ্য জন্মটি বৃথা নষ্ট করিবেন না। মনুষ্য জন্ম লাভ করা সহজ নয়। মনুষ্য জন্মলাভ করিয়া শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিকলাঙ্গ না হওয়াও বড় সৌভাগ্যের বিষয়। এই কারণে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রকারেরা "দুর্লভক মনুস্সত্তং" বলিয়া গিয়াছেন।

স্বকীয় পূর্ব্ব কুশল কর্ম্মের প্রভাবেই পৃথিবীতে মানব জন্ম ধারণ, একথা বোধ হয় আপনারা জানেন। পূর্ব্ব পাপ কর্ম্মের জন্য মনুষ্যগণ যে, কষ্ট পাইয়া থাকে তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। অন্ধ, কাণা, খোঁড়া, বধির ও দরিদ্র প্রভৃতি লোকগণের কিরূপ কষ্ট ও দুঃখ তাহা আপনারা একবার জ্ঞানদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখুন। এই সমস্ত দুঃখ ও কষ্টজনক কার্য্যাদি দেখিয়া কেন আমরা অকুশল বা পাপকার্য্যে রত থাকি ? আমরা যদি এখন পাপ কার্য্য করিয়া থাকি তবে ইহজন্মে ও পরজন্মে অন্ধ, খোঁড়া, দরিদ্র ও বধিরাদির ন্যায় নিশ্চয় আমাদের অশেষ কষ্টভোগ করিতে হইবে ইহার কোন সন্দেহ নাই।

দেবতাই হউক বা ব্রহ্মাই হউক কেহ কাহাকেও সৃষ্টি করিতে বা পাপমুক্ত করিতে পারেন না। কেবল নিজের ভালমন্দ আচার ব্যবহারেই নিজের সুখ ও দুঃখ হয়। কর্পূর-জ্বালান স্থানে ছাই অন্বেষণ করা যেমন বৃথা, আমাদের নিজকৃত পাপ কর্ম্মের মোচনের জন্য দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করাও তেমনই বৃথা। দেবতাদিগকে যাবজ্জীবন ভক্তিভরে প্রার্থনা করিয়াও চিরকালীন সুখলাভ করিতে পারা যায় না। যদি দেবতাদিগকে প্রার্থনা করিয়া নিয়ত সুখলাভ করা সম্ভবপর হয় তবে অন্ধ, খোঁড়া ও বধিরাদি ব্যক্তিরা ভক্তিভরে দেবতাগণের পূজা করিয়া ধনধান্যে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া সুখের অধিকারী হয় না কেন ?

আমরা দেখিতে পাই একই দেবতা

আরাধনাকারী ব্যক্তিরা কেহ বা সুখ কেহ বা দুঃখভোগ করে। যদি সেই দেবতার করুণা প্রত্যেকের প্রতি সমানভাবে প্রকাশিত হয়, তবে কেহ বা সুখ কেহ বা দুঃখ ভোগ করে কেন আপনারা তাহা বিশদ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই মনুষ্য জন্মের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

সত্যধর্ম্ম প্রচারকগণ চিরস্থায়ী সুখ প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য "করুণা ও মৈত্রী" সম্পূর্ণ করিয়া থাকেন।

অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থে দেখা যায়—পঞ্চ যজ্ঞে বা দেবতাগণের বলি দিবার উদ্দেশ্যে প্রাণী হত্যা করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়। কিন্তু বৌদ্ধ-গ্রন্থাদিতে আমরা দেখিতে পাই যে, অন্যের প্রাণনাশ করার কথা দূরে থাকুক অপরকে হিংসা করিলেও পাপ হয়। অতএব উপরোক্ত বিষয় সমূহের দ্বারা কি উপায়ে সত্যধর্ম্ম বুঝিতে বা তালাস করিতে পারা যায় তাহার মীমাংসার ভার আপনাদিগের উপরই ন্যস্ত রহিল।

যদি কেহ সর্ব্বদা সৎকার্য্যাদিতে রত থাকিয়া হঠাৎ ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া প্রাণীহত্যা চুরি প্রভৃতি পাপ কার্য্য করেন তবে তাহার ফল সুখ হইবে কি ? এই পৃথিবীর যশ কীর্ত্তি পরলোকে যায় না। দেশের জন্য বা জাতীর জন্য অমূল্য সময় অতিবাহিত করিলে দেশ ও জাতীর কথা দূরে থাকুক নিজের শরীরও পরলোকে যায় না। সংসারে কুদৃষ্টি গ্রহণ না করিয়া স্বজ্ঞানে সত্যধর্ম্ম তালাস করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। চক্ষু থাকিতে কেন আমরা চক্ষু বুজিয়া চলিব? স্বজ্ঞানে ভালমন্দ বিচার করিতে সক্ষম হইয়াও কেন আমরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্য পথে চলিতেছি। অন্ধকারে থাকিয়া প্রকোষ্ঠের জিনিস তালাস করা অসম্ভব। জিনিস অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি আলো লইয়া প্রকোষ্ঠে যাওয়া উচিত। ভালমন্দ মিশ্রিত ধর্ম্ম অন্ধকার গৃহ সদৃশ। আমাদের আবশ্যকীয় জিনিসের জন্য অন্ধকার ঘরে যাওয়ার চেয়ে আলোক-পূর্ণ ঘরে যাওয়া উচিত নহে কি ? আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যদি অন্ধকার ঘরে বাস করিয়া থাকেন, তবে আমাদেরও অন্ধকারে বাস করা কি জ্ঞানবানের কাজ ? লোক ধর্ম্মানুসারে লৌকিক সুখলাভ করিতে পারা যায় কিন্তু সংসার দুঃখ বিনাশের জন্য সত্যধর্ম্মই আবশ্যক। এইজন্য যেই কোন ধর্ম্মাবলম্বিগণ লৌকিক সুখলাভ করিতে পারেন কিনা তাহা আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু পরিশুদ্ধ মার্গ ব্যতীত দুঃখের অবসান অসম্ভব। দেবতা, ব্রহ্মা বা রাজগণ চিরস্থায়ী সুখ লাভ করিতে পারেন না। যেই কেহই হউক না কেন, অহংভাব থাকিতে দুঃখ বিনাশ করিতে পারে না। ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ আপনাকে লৌকিক ও লোকোত্তর উভয়ই শিক্ষা দিবেন। ঋষিগণ আত্মা সম্বন্ধে মীমাংসায় যাইতে না পারিয়া আত্মা চিরস্থায়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ভগবান বুদ্ধ আত্মার আদি অন্ত দেখিয়া অনাত্মা সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়াছেন। যাহারা লৌকিক সুখ ভাল বা গৌরব জনক মনে করে তাহাদিগের নিকট লোকোত্তর সুখ মন্দ বলিয়া ধারণা হয়। কারণ মন্দ কার্য্যকরী ব্যক্তিকে মন্দ কার্য্য হইতে বিরত করা অপ্রীতিকর হয়। অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারকগণ

যেই কোন প্রকারেই হউক না কেন আমাদিগকে মুক্ত করিতে পারিবেন না। কিন্তু সত্যধর্ম্ম প্রচারকগণের উপদেশ মার্গে চলিলে আপনি সুখ পাইতে পারিবেন। এই পৃথিবীতে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা এই তিন সত্য আপনাকে সুখী করিতে পারিবে।

এই পৃথিবীতে অমর ও নিত্য বস্তু কোথাও নাই। আত্মা নামমাত্র। যে কোন একদিন বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। রাজা মহারাজাদেরও দুঃখ আছে। আপনি ভবসমুদ্র পারও সংসার দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা করিলে আপনার পক্ষে সত্যধর্ম্ম অনুসরণ করা উচিত। বৌদ্ধধর্ম্মই পরমার্থ সত্যের পথ প্রদর্শক। আপনারা ইতিহাস পাঠে বুঝিতে পারেন—বর্ত্তমানে বৌদ্ধধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্মে মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। যেই কোন মিশ্রিত দ্রব্য প্রকৃত ভাল নয়। অপরিষ্কার জলকে পরিষ্কার করিবার জন্য পরিষ্কার জল দিলেও জল প্রকৃত পরিষ্কার হইবে না। বৌদ্ধধর্ম্ম বিশুদ্ধ বলিয়া অপর ধর্ম্মাংশ তাহাতে মিশ্রিত হইতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্ম মধুপূর্ণ মধুচক্র সদৃশ। মৌচাক যে কোন দিকে ফিরাইয়া মুখে দিলে তাহার মধুরতা ভিন্ন কটুরস হয় না। বৌদ্ধধর্ম্মের যেই কোন স্থলে যেই কোন বিষয় আলোচনা করিলে পণ্ডিতগণের অমৃত সদৃশ বোধ হয়। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য পরিধানের কাপড় কঠিন করিয়া পরিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। এই কারণে সংসার-দুঃখ বিনাশকামিগণ কি জন্য সুগমপথে না যাইয়া কণ্টকময় মার্গে [illegible]? আপনার মাতা-পিতা ও ভাই-বন্ধু কেহই আপনাকে পরলোকে সুখ দিবেনা। ব্যক্তিগত কার্য্যের ত্রুটির দরুণ সত্যধর্ম্ম গ্রহণ না করা আমাদের ভুল ও মূর্খতা। লৌকিক কার্য্যেই গৌরববর্দ্ধন করিয়া নিজের জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিবেন না। ভগবান বুদ্ধের ধর্ম্ম সত্য বলিয়া আপনার সর্ব্বত্র মঙ্গল হইবে।

এই ধর্ম্মে আমাদিগকে ক্ষমাই শিক্ষা দেয়;—এই ধর্ম্ম করুণা ও মৈত্রী পূর্ণ। ভালমন্দ কার্য্যানুসারে কর্ম্মের বিপাক। কি উপায়ে নিজের উৎসাহে ভাবনাদি ধর্ম্ম বর্দ্ধন করিয়া সংসারের দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায় বুদ্ধধর্ম্মে আমাদিগকে তাহাই শিক্ষা দেয়; ক্লেশ নাশ করিয়া চিরকাল সুখলাভ করিতে ইচ্ছা করিলে,—মিথ্যা ও প্রবঞ্চকগণের কথায় মোহিত না হইলে—এই দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্মের সার্থকতা লাভ করা যায়। আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই এই ধর্ম্ম আচার করিতে পারেন। মানবমাত্রেরই সুখদায়ক সত্য-ধর্ম্মানুগত কার্য্যাদি করা উচিত।

"ধম্মোসুচিন্নো সুখমাবহতি।"

———

সত্য ও মিথ্যা

[শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

"সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো নহি ॥৭৭॥

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্। ৪র্থ উল্লাসঃ॥

সত্য কি?—যাহা মিথ্যা নহে; যাহা 'আজ আছে কাল নাই' এরূপ নহে; যাহা

স্বতঃ সিদ্ধ তত্ত্ব; যাহা চিরস্থায়ী, চিরায়ুঃ ও চিরন্তন; যাহা সকলে স্বচক্ষে না দেখিলেও 'যাহা আছে' এ কথা একবাক্যে সকলে স্বীকার করিয়া আসিতেছে; যাহার রূপ সত্য, বিবরণ সত্য ও যাহার অস্তিত্ব শাশ্বত—সেই সত্য, সেই 'সত্যজ্ঞানমনন্তং' সেই 'সত্যম্ শিবম্ কেবলম্'। তিনি সত্যে ও সত্য তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে এই নিমিত্ত তাঁহার নাম সত্য'।

এখন মিথ্যা কি?—যাহা সত্য নহে তাহাই মিথ্যা। সুতরাং সত্য ব্যতিরেকে সকলই মিথ্যা। 'সত্যম্ শিবম্ কেবলম্'। (১)

সত্য কে? তাহার প্রমাণ। যে দিকেই চাহিয়া দেখ—না কেন, সেই দিকেই এক বাক্যে—সেই এক কথা 'সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' শুনিতে পাইবে। একবার আকাশের বা কাননের দিকে দৃক্পাত কর মনোনিবেশ পূর্ব্বক চাহিয়া দেখ—, দেখিবে অনন্ত আকাশের নীলিমায়, কাননের শ্যামলিমায় সেই একই বাক্য "ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা' নিহিত রহিয়াছে। একবার স্রোতস্বিনীর প্রতি চাহিয়া দেখ! দেখিবে সে কেমন আনন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে করিতে অনন্ত সাগরাভিমুখে ছুটিতেছে; শুন,—ভাল করিয়া মনোযোগপূর্ব্বক শুন, সে তোমাকে কুল্ কুল রবে তাহার তটস্থিত কাল-কবলে অন্তর্হিত সকল দেশের বার্তা—সেই কথা—সেই একই কথা "ব্রহ্মসত্যংজগন্মিথ্যা।" বলিয়া দিতেছে। পর্ব্বত সমীপে যাও; গিয়া দেখিবে সেও সেই "ব্রহ্মসত্যং"—কে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উন্নত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার ন্যায় কত শত শত বৃহদাকার পর্ব্বত কালে তরঙ্গে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রগর্ভে পতিত রহিয়াছে; অথবা স্বয়ং ধূলি-কণা-সমষ্টি-বৃহদাকার হইয়া ও পরিবর্ত্তনশীল কালের পরিবর্ত্তন মুদ্গরাঘাতে অণুতে পরিণত হইয়া পরমাণুতে বিলীন হইয়াছে। সেও সেই এক কথা "ব্রহ্মসত্যং-জগন্মিথ্যা" বলিয়া দিতেছে। শ্মশানের নিকট যাও, সে নিজেই, তুমি জিজ্ঞাসা না করিলেও গম্ভীরভাবে "ব্রহ্মসত্যংজগন্মিথ্যা।" বলিয়া দিবে। ঐ দেখ তোমার মাতা পিতার, বা ভ্রাতা ভগিনীর, অথবা পুত্র কন্যার, কিংবা আত্মীয় স্বজনের চিতা 'সোঁ সোঁ রবে সেই এক কথা "ব্রহ্মসত্যংজগন্মিথ্যা" বলিয়া দিতেছে। ঐ দেখ বৃদ্ধা জননী তাঁহার একমাত্র হৃদয়ের ধন—জীবনের ধ্রুবতারা-তনয়কে কৃতান্তের নিকট ডালি পাঠাইয়া শ্মশানের অথবা গৃহের একপ্রান্তে আছাড় খাইয়া মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় বিদারক অতি করুণ ক্রন্দন "বাবা কোথায় গেলিরে, আমার যাদু কোথায় পালালিরে" "ব্রহ্মসত্যংজগন্মিথ্যা" বলিয়া দিতেছে। আবার দেখ দেবী-স্বরূপা, পতিপরায়ণা সহধর্ম্মিণী, তাঁহার জীবনের অবলম্বন, প্রতিশ্রুত চিরকালের সাথী—প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম স্বামীকে হারাইয়া ঘন ঘন মূর্চ্ছিতা হইতেছেন। তাঁহার নয়নাশ্রু, তাঁহার পাগলিনী বেশ, তাঁহার 'কোথা গেলে নাথ, ক্রন্দন "ব্রহ্মসত্যংজগন্মিথ্যা" বলিয়া দিতেছে। ঐ দেখ পতিপরায়ণা, পতিপ্রাণা স্বামীর প্রিয়তমা সতীকে হিংস্র ও নির্দ্দয় চণ্ডাল-মৃত্যু 'হিঁচড়াইয়া' টানিয়া লইয়া যাইতেছে। স্বামীর শ্মশান বৈরাগ্য,

(১) এজগতে সত্যই ধ্রুব ও নিত্য বস্তু। অঃ সঃ।

"বল্ হরি—হরি বোল্," স্বর "ব্রহ্মসত্যং-জগন্মিথ্যা।" বলিয়া দিতেছে। আবার এই দেখ অনীশ্বর-বাদী একমাত্র 'সরে ধন নীলমণি' তনয়কে, অথবা কোমল স্বভাবা, দেবীস্বরূপা সাক্ষাৎ প্রতিমা একমাত্র তনয়াকে, অতলস্পর্শ মৃত্যু-নদে বিসর্জ্জন দিয়া, কিংবা মাতাপিতা বা প্রেয়সীকে যম সমীপে প্রেরণ করিয়া ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। তাহার ক্রন্দন 'কে তোমায় টেনে নিয়ে গেল গো' "ব্রহ্মসত্যংজগন্মিথ্যা" বলিয়া দিতেছে। আবার দেখ ব্যাধি নামক দুর্দ্দান্ত রাক্ষস তোমার, আমার—সকলের রক্তমাংস ভক্ষণ করিতেছে। সকলের 'বাবা মলুম্ রে, বাবা যাইরে" আর্ত্তনাদ "ব্রহ্মসত্যং-জগন্মিথ্যা" বলিয়া দিতেছে। ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান —ত্রিকালের পরিবর্ত্তন কশাঘাতে সকলকে "ব্রহ্মসত্যংজগন্মিথ্যা" বলাইতে বাধ্য করিতেছে। যদি প্রকৃত দর্শন করিবার জন্য চক্ষু থাকে, শুনিবার নিমিত্ত কর্ণ থাকে, চিন্তা করিবার নিমিত্ত চিত্ত থাকে এবং অনুভব কবিবার হৃদয় থাকে তবে তোমাকে বলিতেই হইবে যে হেতু সকল জীব—সকল পদার্থ বিনাশ তড়াগের পরিবর্ত্তন বারির ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদ মাত্র সেই হেতু তুমিও সেই তড়াগের সেই বারির অনেকানেক বুদ্বুদের মধ্যস্থিত বিনশ্বর বুদ্বুদ মাত্র। খরস্রোত বিনাশ তড়াগের গভীর গর্জ্জনসম্পন্ন পরিবর্ত্তনতরঙ্গের নিনাদ হইতে অস্ফুটভাবে সেই কথা "ব্রহ্মসত্যংজগন্মিথ্যা" অনন্তকাল অনন্তকালের জন্য অহর্নিশ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সংসারের প্রত্যেক বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখ! দেখিবে সমুদয় সামগ্রী সকল জীব—সকলই পরিবর্ত্তনের দাস;—সকলই পরিবর্ত্তনশীল। আজ যাঁহাকে সৌভাগ্যের ক্রোড়ে বসিয়া জগতকে তৃণজ্ঞান করিতে দেখিয়াছি, কাল হয়ত তিনি শ্মশানের ভস্মাগারের মধ্যে বিলীন। ভূমণ্ডলের সমুদয়ই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আজ যেখানে এই জিনিসটা আছে, কাল কখনই সেই জিনিসটা ঠিক এই স্থানে থাকিবে না। যেরূপেই ঠিক করিয়া রাখনা কেন, অন্ততঃ এক চুলও এধার ওধার হইয়া যাইবে। আজ যে বৃক্ষকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতেছ, কাল তাহাকে ঠিক এই ভাবে থাকিতে দেখিবে না। কাল দেখিবে হয় বৃক্ষটী ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছে, অথবা অন্ততঃ একটুও ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে কিংবা গতকল্য স্থির থাকিলে বা মৃদুমন্দ বায়ু দ্বারা দোদুল্যমান থাকিলেও অদ্য দোলায়মান বা স্থির হইয়া রহিয়াছে। নদ ও নদী প্রভৃতি সকল স্রোতস্বিনীরও এই অবস্থা। ঠিক আজ যেখানে নদীর জল দেখিতেছ, কাল কখনই ঠিক সেইখানে দেখিতে পাইবে না। হয় জোয়ারে জলের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছে, না হয় ভাঁটায় জলের কিছু হ্রাস হইয়াছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে এইভাবে সংসারের প্রত্যেক বস্তুরই পরিবর্ত্তন হইতেছে। সংসারের অনিবার্য্য ঘোর পরিবর্ত্তন—সংসারের অনিত্যতা "ব্রহ্মসত্যংজগন্মিথ্যা" বলিয়া দিতেছে। তোমার হৃদয়-গৃহের ভিতর একবার প্রবেশ করিয়া দেখ,—সেখানেও দেখিতে পাইবে "ব্রহ্মসত্যংজগন্মিথ্যা" স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তোমার মনকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি

সে কি বলে?—শুনিতে পাইবে সেও বলিবে "ব্রহ্মসত্যংজগন্মিথ্যা।" যাহাকেই জিজ্ঞাসা কর না কেন, যাহারই নিকট যাওনা কেন, সকলই সেই এক সেই সর্ব্ববাদী সম্মত সত্য কথা "ব্রহ্মসত্যংজগন্মিথ্যা" বলিবে। "ব্রহ্মসত্যংজগন্মিথ্যা" এ কথা সত্য—বড়ই সত্য; ইহা অপেক্ষা সত্য কথা আর নাই। সে কারণেই এক বাক্যে কার্য্য দ্বারা, অবস্থা দ্বারা, মানব হইতে কীট পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত—নির্জ্জীব ও সজীব সকল বস্তু ও প্রাণী এক বাক্যই জানাইতেছে "ব্রহ্মসত্যংজগন্মিথ্যা।" দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ও যুগের পর যুগ বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু সকল হইতেই সেই এক শব্দ—এক ধ্বনি অনন্ত কাল হইতে "ব্রহ্মসত্যংজগন্মিথ্যা" রহিয়া গিয়াছে।

হে হৃদয়! যখন ব্রহ্মই সত্য,—"ব্রহ্মসত্যংজগন্মিথ্যা" যখন সত্যই ব্রহ্ম—"সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"; তখন হায়! "মিথ্যা মোহাভিলাষেভ্র মতিসমমনোধূর্জটে ধ্যানশূন্যম্ (১)•" কেন? সেই নিমিত্তই বলিতেছি ভজ হে চিত্ত—সত্যম্ শিবম্ কেবলম্ মনঃ তাঁরে।

মনের প্রতি উক্তি।

হে হৃদয়! যখন এই নশ্বর দেহের একমাত্র গন্তব্য পথ শ্মশান; যখন প্রতি মুহূর্ত্ত জীবকে কাল সমীপে কর্ম্ম-শকট-যানে অগ্রসর করাইতেছে; যখন জীব মৃত্যুপথের পথিক, শ্মশান-পথের যাত্রী ও শ্মশান-চিতার খাদ্য; যখন শেষ কথা 'বল্ হরি—হরি বোল্'ই থাকিবে; যখন "নলিনীদলগত জলবৎ তরলং তদ্বজ্জীবিতমতিশয় চপলম্" (২) তখন হায়! 'ব্রহ্ম চিন্তা বিহীনং' কেন? সেই নিমিত্তই বলিতেছি হে চিত্ত—সত্যম্ শিবম্ কেবলম্ ভজ মনঃ তাঁরে।

হে হৃদয়! যখন ব্রহ্ম সত্য আর সকলই মিথ্যা; যখন যম ধনী, মানী, যশস্বী না মানিয়া তাহার ইচ্ছানুসারে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তোমাকে নির্দ্দয়ভাবে টানিয়া লইয়া যাইবে; যখন অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দশন বিহীনং জাতং তুণ্ডম্" (৩)—অবস্থা মানবের অবশ্যম্ভাবী; তখন হায়! "নিসঙ্গ স্ত্রীগুণ বিরহিতো "নহ কেন? সেই নিমিত্তই বলিতেছি হে চিত্ত—সত্যম্ শিবম্ কেবলম্ ভজ মনঃ তাঁরে।

হে চিত্ত! আমি তোমার দাস—চিরকালের দাস। তুমি যখন আমাকে যে আজ্ঞা করিয়াছ আমি তাহাই শিরোধার্য্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। তুমি যে কার্য্যটা করিতে আদেশ করিয়াছ ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্য করিয়াছ তুমি যে দিকে যেমনভাবে যাইতে বলিয়াছি, আমি অম্লানবদনে সেই দিকেই ঠিক সেই ভাবে গিয়াছি। তুমি যেমন ভাবে শুইতে বলিয়াছ, দাঁড়াইতে বলিয়াছ, হাসিতে বলিয়াছ, কাঁদিতে বলিয়াছ, আমি ঠিক সেইভাবে শুইয়াছি, দাঁড়াইয়াছি, হাসিয়াছি

* (১) শঙ্করাচার্য্যের 'শিবাপরাধ ক্ষমাপন স্তোত্রম্' দ্রষ্টব্য।

(২) দ্বাদশ পঞ্জরিকা স্তোত্রম্' দ্রষ্টব্য।

(৩) চর্পট পঞ্জরিকা স্তোত্রম্' দ্রষ্টব্য।

ও কাঁদিয়াছি। আমি চিরদিন তোমার সেবক —চিরদিন তোমাকে সেবিয়া আসিতেছি. হে চিত্ত! আজীবন আমি তোমার কথা শুনিয়া আসিতেছি, আজ তুমি একবার —একটীবার আমার একটী কথা শুন—রাখ; একবার বল –

"তুমি প্রাণে আছ তাই - নিরাশায় আশা পাই,
অকূলেও কূল দেখি তুমি 'ধ্রুব-তারা' বলে;
শোকেতে অশান্তি নাই, বিপদে অভয় পাই,
জীবনে মরণে শান্তি তোমারি চরণতলে।*

হে চিত্ত! তোমাকে গুরু বলিয়া, গুরুজ্ঞানে আজ পর্য্যন্ত ভক্তি করিতেছি। তোমাকে আমার 'সর্ব্বে-সর্ব্বা' করিয়াছি। তুমি যে দিকেই যখন যাওনা কেন, আমিও তোমার পিছু পিছু মায়ের সন্তানের ন্যায় ঠিক সেই দিকেই গিয়াছি। তুমি যেখানে গিয়া থামিলে, আমিও ঠিক সেইখানে গিয়া থামিলাম। আবার তুমি যেমন চলিতে চাহিলে আমিও চলিতে আরম্ভ করিলাম। যখন বলিলে 'থাম' আমি সে আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ থামিলাম। যখন বলিলে 'চল' আমি তখন গুরু আদেশ জানিয়া চলিতে লাগিলাম। অতি নিকৃষ্ট পাপ, যাহা স্পর্শনে জনসমাজে ঘৃণিত হইতে হয়—সেই পাপকে, যখনই তুমি মস্তক উপরে রাখিতে আজ্ঞা দিয়াছ. তখনই মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া-সেই পাপ মস্তকে রাখিয়াছি। যে ক্রোধ দাবাগ্নিতে সমগ্র ভূমণ্ডল ক্ষণিকের মধ্যে ভস্মীভূত হইতে পারে,—সেই ক্রোধ দাবাগ্নিতে কেবল তোমার আজ্ঞায় কতবার ঝম্প দিয়া অৰ্দ্ধদগ্ধভাবে পুড়িয়াছি। অতি তীক্ষ্ণ হিংসা-কণ্টকে, তোমার আজ্ঞায়, কত শত শত বার লাফাইয়া পড়িয়া আমার জীর্ণ তনুকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছি। তোমারই ইঙ্গিতে কুম্ভীর পরিপূর্ণ মায়া-তড়াগে জীবনের মায়া কাটাইয় স্নান করিয়াছি। এই নিমিত্ত বলিতেছি, হে চিত্ত! আজীবন আমি তোমার কথা শুনিয়া আসিতেছি, আজ তুমি একটীবার -একবার আমার একটী কথা শুন—রাখ; একবার বল,—

"কি ফল জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে,
যদি চরণ-সরোজে, মানস-মধুপ মাতিয়ে না
রয় হে।"

হে চিত্ত! তোমার কথা শুনিয়া—তোমার মতে মত দিয়া আমি সার বস্তু সত্যকে ছাড়িয়া, আমার ছায়া মিথ্যাকে নিতান্ত বালকের ন্যায় ধরিতে যাইতেছি এবং বার বার প্রতারিত হইতেছি। যিনি আমাকে খুবই ভাল বাসেন তোমার আদেশে তাঁহার নাম করি না। পশ্চাতে যাহারা আমাকে প্রতারিত করিবে তোমার আজ্ঞায় তাহাদিগের পিছু পিছু ছুটিয়া মরিতেছি। তুমি অন্ধ বলিয়া আমি গুরুভক্তি দেখাইবার জন্য মোহ বস্ত্রাঞ্চলে নিজ চক্ষু বাঁধিয়া অন্ধ হইয়াছি। তোমার সুখে সুখ অনুভব করিয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছি; আবার পর মুহূর্ত্তেই তোমার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়া সহানুভূতি দেখাইবার জন্য কতই কাঁদিয়াছি। সেবক ভাবে, হে চিত্ত! তোমার কত সেবাই করিয়াছি! পিতৃভক্ত পুত্রের ন্যায়, হে চিত্ত! প্রাণপণে তোমাকে কতই সুখী করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

* শ্রীযুক্ত রমণী রঞ্জন বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'স্তবক কোরক' পৃ ১০ দ্রষ্টব্য।

অধিক কি তুমি মরিতে বলিলেও এজীবন দিতে সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত আছি। এই নিমিত্ত বলিতেছি, হে চিত্ত! আজীবন আমি তোমার কথা শুনিয়া আসিতেছি, আজ তুমি একবার—একটীবার আমার একটী কথা শুন—রাখ; একবার বল,—

"রাখিয়াছি শূন্য হৃদি-সিংহাসন
তোমারে লইতে বরি'।
এস গো সুখদ! মানস-মোহন!
অন্তর কালিমা হরি'।"

হে চিত্ত! এত করিয়া, এত সাধিয়া তোমাকে বলিতেছি তুমি কি তবুও শুনিবে না? আমার জীবনের একটী কথা রাখিবেন না? তুমি একবার আমার আচরণটা ভাবিয়া দেখ দেখি। হায়! যখনই যাহা বলিয়াছ তখনই তাহা সহাস্যবদনে যশঃ, মান, লোক-লজ্জা, পাপ-পুণ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আমি করিয়াছি।

হে চিত্ত! যিনি সত্য—যিনি ব্যতীত তোমার আমার ইহ জনমের ও পরজনমের সাথী কেহই ছিলেন না বা হইবেন না, সেই ভগবান্ শ্রীহরিকে ভজনা কর। একবার চেয়ে দেখ দেখি, এই আকাশের নীল চাঁদোয়ার নীচে, এই পৃথিবীর আলপনা আঁকা বরণ বেদীটির উপরে আমাদিগের সমস্ত লোকের মাঝখানে সেই সত্যজ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন কিনা? হে চিত্ত! একমাত্র সার ও সত্য বস্তু ব্রহ্ম। কিন্তু হায়! তুমি তাঁহাকে ফেলিয়া অসার বস্তু মিথ্যাকে লইয়াছ। তুমি স্বর্ণ ফেলিয়া আঁচলে গ্রন্থি দিয়াছ! সত্য ভগবান্। যদি ভগবান্ বলিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একজন কেহ না থাকিতেন তাহা হইলে সকলে যাঁহাকে দেখিল না, যাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিল না, যাঁহার বিষয়ে বিন্দু বিসর্গ অবগত হইল না, যাঁহাকে সংসার বুদ্ধির বেড়া দিয়া মানব চক্ষু হইতে দূরে রাখা হয় তথাপি যাঁহাকেই বলিয়া থাকে—"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ", অর্থাৎ তিনি পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয় অপর সকল বস্তু অপেক্ষাই প্রিয়। একথা কেন বলে? যাঁহাকে কেহই সাক্ষাৎ করিল না তাঁহাকে সকলে 'তুমি সকল বস্তু অপেক্ষা প্রিয়' কেন বলিয়া থাকে —তিনি যে সত্য! তিনি সত্য সত্যই সকল বস্তু অপেক্ষা প্রিয়; সেই নিমিত্তই ঐকথা না বলিয়া কেহই থাকিতে পারে না। সেই জন্যই বলিতেছি, হে চিত্ত! সত্য জানিয়া সত্যকে, আমার শেষ অনুরোধটী রাখিয়া বল, 'তুঁহি সত্য! তুঁহি সত্য! তুঁহি সত্য'!

তেমিয় কুমার

[শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু]

অতি প্রাচীন কাশীপ্রদেশের বারাণসীতে কাসিক নামক রাজা ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার ষোলহাজার মহিষী ছিল। কিন্তু কাহারও পুত্র কিম্বা কন্যা ছিল না। প্রজাগণ রাজবংশ রক্ষক কেহ নাই দেখিয়া একদিন রাজ-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া রাজাকে বলিল:—

মহারাজ, আপনি পূজা সৎকার করিয়া দেবতার নিকট পুত্র প্রার্থনা করুন। রাজা তচ্ছ্রবণে ষোল সহস্র ভার্য্যাকে ঐ প্রার্থনা করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। তাহারা চন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদিগের নিকট পূজা সৎকার করিয়া প্রার্থনা করিয়াও কেহ একটি মাত্র পুত্র কিম্বা কন্যা লাভ করিল না। মদ্ররাজ-দুহিতা চন্দ্রাদেবী রাজার অগ্রমহিষী ছিলেন। তিনি অতি সচ্চরিত্রা ছিলেন। রাজা তাঁহাকেও পুত্র প্রার্থনা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি পূর্ণিমা দিবসে উপোসথ শীল গ্রহণ পূর্ব্বক বিশুদ্ধভাবে শীল রক্ষা করিয়া প্রার্থনা করিলেন—যদি আমি অখণ্ড-ভাবে শীল রক্ষা করিয়া থাকি তবে এই সত্যের প্রভাবে আমার পুত্র উৎপন্ন হউক। তখন তাঁহার শীল-তেজে দেবরাজ ইন্দ্রের শিলাসন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। দেবরাজ দিব্যচক্ষে উক্ত কারণ দেখিয়া তাঁহার জন্য উপযুক্ত পুত্র অন্বেষণ করিতে করিতে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইলেন। সেই সময় বোধিসত্ত্ব বিংশতি বৎসর বারাণসীতে রাজত্ব করতঃ দেহত্যাগের পর 'উপপদ' নরকে পতিত হইয়া অশীতি সহস্র বৎসর ভীষণ যন্ত্রণা ভোগের পর ত্রয়োত্রিংশ দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তথায় আয়ুপ্রমাণ কাল থাকিয়া মৃত্যুর পর উর্দ্ধদেব লোকে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। দেবরাজ তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক বলিলেন—মহাশুভব, যদি মনুষ্য লোকে যাইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাহা হইলে আপনার পারমী ও পূর্ণতালাভ হইবে এবং জনসাধারণেরও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে। এখন কাসিকরাজ-মহিষী চন্দ্রাদেবী পুত্র প্রার্থনা করিতেছেন, আপনি তাঁহার গর্ভে প্রতিসন্ধিগ্রহণ করুন বলিয়া অনুরোধ করতঃ অন্যান্য পঞ্চশত অপ্সরী দেবপুত্রদিগকে ও তাঁহার সঙ্গে মনুষ্যলোকে জন্ম পরিগ্রহণ করিবার জন্য সম্মত করাইলেন।

বোধিসত্ত্ব পঞ্চশত দেব কুমার সহ তথা হইতে চ্যুত হইয়া স্বয়ং চন্দ্রাদেবীর গর্ভে এবং অন্য দেবপুত্রেরা অমাত্য ভার্য্যাদের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তখন চন্দ্রাদেবীর জঠর বজ্রপূর্ণ সদৃশ হইয়াছিল। তিনি গর্ভ সঞ্চারের কথা রাজাকে জ্ঞাপন করাইলে রাজা গর্ভ রক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দেবী দশমাসের পর দন্ত পুণ্য লক্ষণ সম্পন্ন পুত্র প্রসব করিলেন। সেই দিনেই অমাত্য গৃহসমূহে ও পঞ্চশত কুমার ভূমিষ্ঠ হইল। রাজা অমাত্যগণ পরিবৃত হইয়া সিংহাসনে রাজসভায় উপবিষ্ট আছেন এমন সময় পুত্রোৎপত্তি বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পুত্রপ্রেম উৎপন্ন হইল, অভ্যন্তরে প্রীতি সঞ্জাত হইল ক্রমে সেই প্রেম ও প্রীতি অস্থি মজ্জাগত হইল।

রাজা অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে পারিষদবর্গ, তোমরা আমার পুত্রউৎপত্তি বার্ত্তা শুনিয়া সুখী হইয়াছ ?" "দেব, আপনি কি বলিতেছেন, আমরা পূর্ব্বে অনাথ ছিলাম এখন সনাথ হইলাম, আমাদের রাজবংশ রক্ষক লাভ করিয়াছে" বলিয়া অমাত্যেরা আনন্দ প্রকাশ করিল।

রাজা মহাসেনগুপ্তকে ডাকিয়া বলিলেন —"আমার ছেলের পারিষদের দরকার তুমি এখন অমাত্যদের গৃহে যাইয়া কয়টি ছেলে

ভূমিষ্ঠ হইয়াছে দেখিয়া আস।" সে অমাত্য গৃহে গমনান্তর পঞ্চশত কুমার দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক রাজাকে নিবেদন করিল। রাজা তচ্ছ্রবণে পঞ্চশত কুমারের জন্য মহার্ঘ আভরণ সহ পঞ্চশত ধাত্রী পাঠাইয়া দিলেন। রাজকুমারের জন্য অতিদীর্ঘাদি দোষ বিবর্জ্জিত হ্রস্ব স্তন ও মধুর ক্ষীর সম্পন্না চৌষট্টি জন ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অতিদীর্ঘা স্ত্রীলোকের স্তন পান করিলে ছেলের গ্রীবা দীর্ঘ হয়, অতি হ্রস্বা স্ত্রীলোকের স্তন পান করিলে ছেলের গ্রীবা খর্ব্ব হয়। অতি কৃশার স্তন পান করিলে ছেলের বক্ষস্থল বেদনা করে, অতি স্থূলার স্তন পান করিলে ছেলে পক্ষপাত গ্রস্ত হয়, দীর্ঘ স্তনশালী স্ত্রীলোকের স্তন পান করিলে ছেলের নাসিকা চেপ্টা হয়, অতি কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীলোকের ক্ষীর অতি শীতল, অতি শ্বেতবর্ণা স্ত্রীলোকের ক্ষীর অতি উষ্ণ, কোন কোন স্ত্রীলোকের ক্ষীর অতি অম্ল আবার কোন কোন স্ত্রীলোকের ক্ষীর অতি তিক্ত। তজ্জন্য উক্ত দোষাদি বর্জ্জিত হ্রস্ব স্তন ও মধুর ক্ষীর সম্পন্না চৌষট্টি জন ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া দিয়া মহা-সংকারের সহিত চন্দ্রাদেবীকেও একটি বর যাচ্ঞা করিতে অনুরোধ করিলেন। দেবী বলিলেন—যখন দরকার হইবে তখনই বর প্রার্থনা করিব এখন আপনার নিকট থাকুক। রাজাও তাহাতে সম্মত হইলেন।

রাজা কুমারের নামকরণ দিবসে লক্ষণ পাঠক ব্রাহ্মণ ডাকাইয়া তাহাদের সৎকার পূর্ব্বক নবজাত কুমারের কোন অন্তরায় আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা কুমারের লক্ষণ দেখিয়া বলিল :—মহারাজ, এই ধন্য পুণ্য লক্ষণ সম্পন্ন কুমার অন্ততঃ দুই সহস্র ক্ষুদ্রদ্বীপ পরিবৃত চারি মহাদ্বীপের রাজদণ্ড গ্রহণে সমর্থ। তাহার জীবনের কোন আশঙ্কাও দেখা যাইতেছে না। রাজা তাহাদের কথা শুনিয়া আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইলেন। কুমার যেই দিন ভূমিষ্ঠ হয় সেই দিনই সমস্ত কাশীদেশে বৃষ্টিপাত হইয়াছিল, রাজা ও প্রজাদের হৃদয় বাৎসল্য রসে আর্দ্র হইয়াছিল এবং তেমিয়া বা স্নিগ্ধরসে আপ্লুত হইয়া ভূমিষ্ঠ হওয়ায় 'তেমিয়' কুমার নাম রাখিলেন। ধাত্রীরা এক মাসের পর কুমারকে বস্ত্রভূষণে সজ্জিত করিয়া রাজার নিকট আনিলে তিনি হৃদয়-নিধিকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া অঙ্কে স্থাপন পূর্ব্বক বসিয়া রহিলেন। সেই সময়ে রাজার নিকট বিচারের জন্য চারিজন চোর আনীত হইল। রাজা তাহাদের অপরাধ বিচারকরতঃ একজনকে সকণ্টক কষা দ্বারা সহস্র প্রহার করিতে, একজনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে পাঠাইতে, একজনকে অস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে এবং অপর জনকে শূলে দিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব পিতার ঈদৃশ নৃশংস কঠোর অনুজ্ঞা শ্রবণান্তর ভীত ও ত্রস্ত হইয়া চিন্তা করিলেন :—ওহো! আমার পিতা রাজ্য রক্ষা হেতু অতি ভয়ানক নরক-গামী কর্ম্ম করিলেন। তৎপর দিন তাঁহাকে শ্বেতছত্রের নীচে অলঙ্কৃত সুকোমল শয্যায় শয়ন করাইলে অল্পক্ষণ নিদ্রার পর চক্ষু মেলিয়া শ্বেতছত্র অবলোকন করিলেন। তদ্দর্শনে সাধারণ অবস্থায় ভয়াকুল কুমারের আরও অধিকতর ভয় হইল। তিনি চিন্তা করিলেন—আমি কোথা হইতে আসিয়া

এই হীনগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তখন জাতিস্মর জ্ঞান প্রভাবে দেব লোক হইতে আগত ভাব জানিলেন। তদ্‌ পূর্ব্ব জন্ম নরকবাস দেখিলেন। তাহারও পূর্ব্বজন্মে এই নগরেই রাজা ছিলেন বলিয়া জানিলেন। অনন্তর তিনি ভাবিলেন—যেই বারাণসীতে বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া অশীতি সহস্র বৎসর উৎসদ নরকে পচিয়াছি! হায়! এখন পুনঃ সেই হীনগৃহেই জন্মগ্রহণ করিলাম। গতকল্য আমার পিতা চারিজন চোরের যেইরূপ ভীষণ শাস্তি দিয়া নরকের পথ সুপ্রশস্ত করিয়াছেন; যদি আমি রাজত্ব করি আমাকেও তাঁহার মত কার্য্য করিয়া পুনরায় ভীষণ নরকে বর্ণনাতীত কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করায় তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তাঁহার কাঞ্চন বর্ণ সুকোমল শরীর হস্ত দ্বারা মর্দ্দিত পদ্মের ন্যায় ম্লান ও বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি কিরূপে এই হীন গৃহ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে করিতে শুইয়া রহিলেন।

তখন পূর্ব্ব একজন্মে তাঁহার মাতাভূত ছত্রাধিষ্ঠিত দেবকন্যা আশ্বাস দিয়া বলিলেন "বৎস তেমিয়কুমার! তুমি ভীত ও চিন্তিত হইও না। তুমি যদি এই হীনগৃহ হইতে নিষ্কৃতি লাভের ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তুমি খঞ্জ না হইয়াও খঞ্জের ন্যায় হও, বধির ও মূক না হইয়াও বধির ও মূকের ন্যায় হও। এইরূপ করিলে তুমি এই স্থান হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে। উক্ত ত্রিবিধ অঙ্গ অধিষ্ঠান করিয়া নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিও না"। এই বলিয়া প্রথম গাথা বলিল—"কাহারও নিকট পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিও না, সকলে তোমাকে মূর্খ বলিয়া জানুক এবং সকলেই তোমাকে অবজ্ঞা করুক। এইরূপ করিলে তোমার আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধ হইবে।"

তিনি তাহার বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া দ্বিতীয় গাথা বলিলেন—"দেবি! তুমি আমাকে যেরূপ বলিতেছ আমি তাহাই করিব। মা, তুমি আমার মুক্তিকামী এবং হিতকামী হইয়াছ"।

তেমিয় কুমার উক্ত ত্রিবিধ ব্রত অধিষ্ঠান করিলে দেবকন্যা অন্তর্ধান হইল।

—:—

আদর্শ নারী

[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ এম্, আর, এ, এস্]

(সংসার রহস্য নামক নূতন সামাজিক উপন্যাস হইতে উদ্ধৃত)

রামধন বাবু খুবই খাঁটী প্রকৃতির লোক। তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান হিন্দু ও চরিত্রবান লোক জগতে বিরল। তিনি তথা কথিত উচ্চ শিক্ষিত না হইলেও তাঁহার চরিত্রগুণে বিমুগ্ধ হইয়া হরিহরপুরের সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত।

হরিহরপুর গ্রামের কয়েক ক্রোশ ব্যবধানে বহরমপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসে রামধন গোস্বামী মহাশয় ৫০্ টাকা বেতনে চাকরী করেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা পূর্ব্বে মন্দ ছিল না। কন্যাদায় গ্রস্ত হইতে হইলে তাঁহার অবস্থা আজ এতদূর শোচনীয় হইত না!

বিবাহে কন্যাপক্ষ হইতে পণ গ্রহণ করা আজকাল শিষ্টাচারের অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! যিনি যত অধিক সম্ভ্রান্ত—যাঁহার গৌরব ও বংশমর্য্যাদা যত অধিক, তিনি কসাইয়ের মত কন্যার পিতাকে তত অধিক পরিমাণে জবাই করিবেন!

সদাশিব গোস্বামী মহাশয় ছেলের হাটে তিনবার জবাই হইয়াছেন। তিনটি মেয়ের বিবাহে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী সুশিক্ষিত জামাতৃত্রয় তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে! তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, প্রথমে তৎসমুদয় বন্ধক রাখিয়া ও পরে বিক্রয় করিয়া, কন্যাদায় হইতে কোনক্রমে অব্যাহতি পাইয়াছেন।

পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিবার পর ৫০্ টাকা মাহিনায় সংসার প্রতিপালন ও চারিটী ছেলের পড়ার খরচ নির্ব্বাহ হইতেছে না দেখিয়া তিনি প্রথমে তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের নিকট হইতে হাওলাত করিতে আরম্ভ করিলেন।

এজগতে অর্থ ও অর্থাভাব যাবতীয় অনর্থের মূল! অর্থের ন্যায় অর্থাভাব ও মানবকে পদে পদে বিপন্ন করিতে পারে।

অভাব-রাক্ষসী রামধন বাবুর প্রতিপত্তি গ্রাস করিল। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

তিনি অবস্থার বিপাকে পড়িয়া অনেক সময়েই স্বীয় বাক্য রক্ষা করিতে পারিতেন না। ইহাতে তাঁহার হাওলাতাদি লাভ ক্রমেই বন্ধ হইয়া আসিল। তাঁহার কষ্ট ও অপমানের অবধি রহিল না!

গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় তাঁহার পত্নী সত্যবতী দেবীও ধর্ম্মপ্রাণা ছিলেন। সত্যবতী আদর্শ রমণীরত্ন। সীতা সাবিত্রীর আদর্শেই তাঁহার জীবন গঠিত; সুতরাং তিনি যে অতি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষিতা ছিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য। অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষিত যুবক ইহাতে হয়ত মনে করিবেন—'সত্যবতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী অথবা নৃত্য গীতানুরাগিণী বিদ্যাধরী ছিলেন'; কিন্তু তিনি এবম্বিধ সুশিক্ষিতা ছিলেন না! যে শিক্ষার সমাজের চিরন্তন রীতিনীতির বিপর্য্যয় ঘটে; বিলাসিতা ও আমোদ প্রমোদের স্রোত প্রবল হয়; শ্বশুর খাশুরী আদি গুরুজনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার অভাব হয়; স্বামী ও পুত্রকন্যা ভিন্ন শ্বশুরকুলের অপর কাহারও প্রতি শ্রদ্ধা বা স্নেহ থাকে না; যে শিক্ষার প্রসাদে আর্য্যস্ত্রী আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্য রীতিনীতির অনুকূল গৃহলক্ষ্মী রূপে প্রতীয়মানা না হইয়া অনার্য্যভাবাপন্না ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্যা স্বেচ্ছাচারিণী নির্লজ্জা নৃত্যগীতরতা বিদ্যাধরীরূপে প্রতীয়মানা হয়; যে শিক্ষায় রমণীগণ আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ জননী, আদর্শধাত্রী, আদর্শ শিক্ষয়িত্রী হইতে পারে না, সত্যবতী সে শিক্ষাকে কুশিক্ষা বলিয়াই মনে করিতেন। আবার যে শিক্ষায় স্ত্রীলোকের স্বামী সেবায় পরম অনুরাগ; শ্বশুর খাশুরী ও অন্যান্য গুরুজনদিগের প্রতি পরম ভক্তি; দেবর, ননদ ও পুত্রকন্যাদির প্রতি পরম স্নেহ; গো-ব্রাহ্মণ ও দেবতায় অচলা ভক্তি, অতিথি অভ্যাগতের প্রতি পরম যত্ন; অন্ধ খঞ্জ ও দীন দুঃখীর প্রতি পরম দয়া; নিজের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের প্রতি

বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া পরিবারবর্গের ও অন্যান্য সকলের সেবাশুশ্রূষায় পরম অনুরাগ জন্মে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাই গ্রহণ করিতেন। আপন কন্যাগণকে তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—"বিদ্যাভ্যাস থাকিলেও নাটক নভেলাদি পাঠ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে একান্ত অনুচিত। ইহাতে স্বীয় চরিত্রের অপকর্ষ হয়। স্ত্রীলোকের চরিত্র অতীব কোমল। তাহারা শত সুশিক্ষিতা হইলেও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে পুরুষের ন্যায় তেমন দূরচিন্তা নহে; সুতরাং রহস্যপ্রদ বা অশ্লীল পুস্তকাদি পাঠে সহজেই তাহাদিগের চিত্ত বিকার ঘটে; মনে অসদ্ভাবের উদয় হয়! ইহাতে অনেক সময়ে তাহারা তাহা পরিপোষকের পন্থা আবিষ্কার করে"। মাতার উপদেশে কন্যাগণ রামায়ণ মহাভারতাদি নানাবিধ সদ্গ্রন্থ পাঠ করিতেন। পিতৃগৃহে অবস্থান কালে তাঁহারা পুস্তক পাঠ ভিন্ন অন্য গৃহকার্য্য যে না করিতেন,—তাহা নহে! সুতরাং সত্যবতীর ন্যায় আদর্শ জননীর প্রসাদে তাঁহারা সাংসারিক কার্য্যে অনভিজ্ঞা বা অনভ্যস্তা নহেন। তাঁহারা মাতার অনুকরণে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া দেব-দ্বিজ-গুরু-সেবাদি এবং দেবার্চ্চন অতিথি-সেবাদি-বহুবিধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া যশোভাগিনী হইয়াছেন!

সত্যবতী পল্লীগ্রামের মেয়ে;—পল্লীরাণীর বড়ই যতনের ধন! পল্লীরাণী তাঁহাকে নিজ আঁচলে জড়াইয়া মানুষ করিয়াছেন; তাই তাঁহার এত লজ্জা!—পল্লীরাণীর বা প্রকৃতি দেবীর প্রতি তাঁহার এত অনুরাগ!! সাতটি সন্তানের জননী হইয়াও তিনি মুখের ঘোমটা ছাড়েন নাই; এজন্য লজ্জাহীনা প্রতিবেশিনীরা প্রত্যক্ষে ও পরক্ষে তাঁহাকে নানাপ্রকার ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেও ছাড়ে নাই। তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্র দুঃখিত না হইয়া বলিতেন—"লজ্জাই নারী-জীবনের শোভা! আমি আমার সকল ভূষণ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত; কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও এই অমূল্য ভূষণ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি। লজ্জাহীনা নারী স্বভাবতই স্বেচ্ছাচারিণী হয়; স্বেচ্ছাচারিণী রমণীগণ আপন বিলাসিতা লইয়াই বিভোরা থাকে; সুতরাং তাহারা আদর্শগৃহিণী ও গৃহলক্ষ্মী হইতে পারে না। যে পরিবারে ও যে সমাজে স্বেচ্ছাচারিণী রমণী বিদ্যমান সেই পরিবারে ও সেই সমাজে প্রকৃত সুখশান্তি থাকে না"। সতীর এই আদর্শ উত্তরে দুর্ম্মুখা নারীরা ঘাড় বাঁকাইয়া নানা প্রকার কুযুক্তি করিতে করিতে আপন গৃহপানে হস্তিনীর ন্যায় ছুটিয়া যাইত।

প্রকৃতির ক্রোড়ে যে লালিত পালিত তাহার আর অন্য ভূষণে প্রয়োজন কি? তাই সত্যবতী প্রকৃতিগত ভূষণকে প্রকৃষ্ট মনে করিতেন। সধবার ভূষণ স্বরূপ সিঁথিতে সিন্দুর এবং হাতে নোয়া ও শাঁখা পরিতে হয় বলিয়া কেবল এই দুইটি অলঙ্কারকে তিনি বিশেষ ভাল বাসিতেন। তাঁহার পিতা হলধর বাবু সুন্দরপুরের একজন বিশিষ্ট জমিদার! হলধর বাবুর চারি কন্যার মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠা সত্যবতী রূপে গুণে অতুলনীয়া ছিলেন। সত্যবতী শৈশব হইতেই বিলাস-বৈভবে উদাসীনা ছিলেন; এজন্য তাঁহার পিতামাতা প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে পাগলিনী বলিয়া সোহাগ করিতেন। হলধর

বাবু তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা পাগলিনীকে প্রায় দশ হাজার টাকার গহনা দিয়াছিলেন; ইহাতে অপর কন্যাগণ তাঁহার উপর রাগ করিয়াছিল! কিন্তু এত গহনা থাকিতেও সত্যবতী পাগলিনীর বেশ ছাড়েন নাই। বিবাহের পর তাঁহার পিতা মাতা তজ্জন্য তাঁহাকে কত উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু সত্যবতী যেই উদাসীনা,—সেই উদাসিনা! তাঁহার পিতামাতার মনোকষ্ট বিদূরিত করিবার মানসে সলাজ বদনে হাসিতে হাসিতে বলিতেন—"যেই উদ্দেশ্যে আপনারা আমাকে গহনা দিয়াছেন, আমি সেই উদ্দেশ্যের সার্থকতা রক্ষা করিব"। বাস্তবিকই তিনি সেই উদ্দেশ্যের সার্থকতা রক্ষা করিয়াছিলেন! গোস্বামী মহাশয় যে সময়ে যে বিপদে পড়িয়াছেন, সত্যবতী আত্মহারা হইয়া স্বামীকে বিপন্মুক্ত করিবার বাসনায় স্বীয় বহুমূল্য অলঙ্কারাদি বাহির করিয়া দিতেন। এইরূপে স্বামী-দেবতার সেবায় অকাতরে একে একে তাঁহার সমস্ত গহনা ত্যাগ করিয়া সৌভাগ্য ও আনন্দ অনুভব করিয়াছেন।

বিংশ শতাব্দীর স্ত্রীসভ্যতার উপযোগী—'লেডিঙ' (জুতা) 'সেমিজ,' 'বডি,' 'জেকেট' 'গাউন,' 'হেণ্ডকারচিফ,' (রুমাল), 'রিষ্ট ওয়াচ,' (হাতঘড়ি), 'স্পেক্‌টেকেল্‌স্' বা চসমাদির কোনটিই তাঁহার নিকট ছিল না। এজন্য আধুনিক সুশিক্ষিতের চক্ষে সত্যবতী যে অশিক্ষিতা বা অসভ্যতা বলিয়া প্রতীয়মানা হইবেন, ইহা বলাই বাহুল্য! আধুনিক সভ্য জগতে তিনি যে ঘৃণিতা হইবেন ইহা তিনি নিজেই জানিতেন; তথাপি 'বাঙ্গালী বিবি' সাজিয়া স্ত্রীশিক্ষার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে সত্যবতী কখনও সাহস করেন নাই। ইহা তাঁহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা কি মহত্ত্ব 'লেডিঙ' সেমিজ, বডি, জেকেট,গাউন, 'হেণ্ডকারচিফ,' 'রিষ্টওয়াচ,' ও 'স্পেক্‌টেকেল্‌স্'ধারিণী উক্ত অঙ্গের সুশিক্ষিতা 'বাঙ্গালী বিবি'দিগের উপর তাহার বিশদ মীমাংসার ভার অর্পিত হইল। আশা করি, তাঁহাদিগের সুদূর ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তাঁহারা উক্ত সমস্যার বিশদ মীমাংসা করিবেন!

বড়লোকের মেয়ে হইয়াও সত্যবতী ঘর ঝাট দেওয়া, বাসন মাজা, কুটনা কুটা, বাটনা বাটা প্রভৃতি যাবতীয় গৃহ-কর্ম্ম নিজেই করিতেন। তাঁহার শ্বশুরের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নহে; শ্বশুরালয়ে তাঁহার কষ্ট হইবে ভাবিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে চাকর চাকরাণী ও পাচক দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে সুপবিত্র নারীজীবনের কর্ত্তব্যের অন্তরায় মনে করিয়া বিদায় দিলেন! সত্যবতীর সকল কাজের সুশৃঙ্খলা ছিল। তিনি বিশেষ মনোযোগ ও নিপুণতার সহিত সকল কার্য্য সমাপন করিতেন; কোন কাজের জন্য তাঁহাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইত না। গৃহকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া আহারাদির পর বিশ্রাম সময়ে তিনি কিয়ৎক্ষণ ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ ও কিয়ৎক্ষণ সূচি কার্য্যাদি করিতেন। শ্বশুর শাশুড়ীর পরিচর্য্যা এবং দেবর ননদদিকে স্নেহ ও যত্ন করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই; বরং তদ্বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত! অসাধারণ স্বামী-ভক্তি ও সন্তান-

বাৎসল্য থাকিলেও শ্বশুর শ্বাশুরীও ননদাদির যাবতীয় কার্য্য সুসম্পন্ন না করিয়া তিনি কখনও স্বামী সেবায় বা সন্তান প্রতিপালনে মনোনিবেশ করিতেন না। সত্যবতী শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে পিতা মাতা জ্ঞানে পরম শ্রদ্ধা করিতেন—দেবর ও ননদাদির প্রতি ভ্রাতা ভগ্নি জ্ঞানে স্নেহ প্রদর্শন করিতেন;—স্বামীকে সাক্ষাৎ দেবতা জানিতেন এবং আপন পুত্রকন্যাগণকে দেবতার দান বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপে শ্বশুরালয়ের সুখের তুলনায় পিত্রালয়ের সুখ, এমন কি দুর্ল্লভ স্বর্গ সুখও তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল!

কিন্তু হায়! হিংসাপরায়ণ দুর্দ্দমনীয় কালের হিংসাপূর্ণ চক্ষে ইহা ভাল লাগিল না। নিচাশয় কাল সত্যবতীর অকৃত্রিম সুখে বাদ সাধিল! কালসহকারে তাঁহার প্রাণপ্রিয়া ভগ্নিস্বরূপিণী ননদ বড়লোকের গৃহিণী হইয়া দরিদ্রা বৌদিদির স্নেহ ভালবাসা সকলই ভুলিয়া গেলেন; বাঙ্গালীর সর্ব্বোচ্চ পদবী বা ডেপুটিগিরি লাভ করিয়া তাঁহার দেবর শ্রীযুক্ত হারাধন গোস্বামী মহাশয় আপনার সর্ব্বস্ব হারাইয়া বসিলেন! 'ধরাকে সরা' জ্ঞান করিলেন,—স্বেচ্ছায় আসল ছাড়িয়া নকল দেবদেবীর উপাসনা করিতে লাগিলেন;—পিতা মাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতি তাঁহার পরিবারের সকলই অশিক্ষিত ও অসভ্য বলিয়া তিনি সুশিক্ষিতা 'বাঙ্গালী বিবি' লইয়া সরিয়া পড়িলেন! ডেপুটী বাবুর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আদর্শ ব্যবহারের অব্যবহিত পরেই দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা ও অপমানে তাঁহার প্রতি তীব্র অভিসম্পাত করিতে করিতে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা ও বৃদ্ধা জননী শান্তির আশায় কালের ক্রোড়ে নয়ন মুদিলেন। এইরূপে সত্যবতী ক্রমে ননদ দেবর ও শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে হারাইয়া ভগ্নি ভ্রাতা ও পিতা মাতার অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন।

কন্যাত্রয়ের বিবাহের পর যখন রামধন বাবুর অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতে লাগিল! কি প্রকারে স্বামীর দুঃখ বিমোচন হইবে কি উপায়ে তাঁহার নিষ্কলঙ্ক স্বামী দুরপনেয় কলঙ্কের গ্রাস হইতে অব্যাহতি পাইবেন, কিরূপে তাঁহার নিঃস্ব স্বামী ছেলে চারিটিকে লেখাপড়া শিখাইয়া সচ্চরিত্র ও জ্ঞানবান করিতে পারিবেন ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে অনাহার অনিদ্রায় তাঁহার চক্ষু কোটরাগত হইল। তিনি ক্রমেই শীর্ণা ও রুগ্না হইয়া পড়িলেন। পতিপ্রাণা রমণী পতির বিষয় ধ্যান করিতে করিতে একদিন হঠাৎ গভীর ধ্যানে নিমগ্না হইলেন;—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলীন হইয়া গেল। হায় সেই ধ্যান আর ভাঙ্গিল না!

সৌরভ বিলাইয়া আপন মনে ঝরিয়া পড়াই ফুলের সুখ; তাই সতী কীর্ত্তিরাশি রাখিয়া অভীষ্ট দেবতার চিন্তা করিতে করিতে নীরবে ঝরিয়া পড়িলেন!

———

আবাহন

[শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী সম্পাদক,
সিমলা শৈল সমিতি]

(১)

কেন গো আজিকে গম্ভির প্রকৃতি
স্থির অচঞ্চল, বিভোরা ভাবে।
কেন গো আজিকে, ধ্যান-মগ্না সতী,
পূজে যেন কোন, মহান দেবে॥

(২)

নিম্নে স্তরে স্তরে, যত গিরী মালা,
ধবল তুষারে, ঢাকিয়া অঙ্গ।
হিম বাত্যাঝড়ে, না হ'য়ে বিহ্বলা,
সাধিছে কর্ত্তব্য পাতিয়া শৃঙ্গ॥

(৩)

উর্দ্ধে পুঞ্জে পুঞ্জে, যত মেঘমালা,
ছুটাছুটি করে, আনন্দ মনে।
হাসায়ে কাঁদায়ে করিতেছে খেলা,
অনন্ত আকাশে চন্দ্রমা সনে॥

(৪)

মুহুর্ত্তে আবার ঘন ঘটাধ্বনী,
ভয়ার্ত্ত মানব কাঁপায়ে ত্রাসে।
ধরণীর মুখ ঢাকিছে যামিনী,
সূচী ভেদ্য ঘোর তিমিরাবাসে॥

(৫)

নিকষে কনক রেখার মতন,
মৃদু দামিনীতে দেখায় ধরা।
ঢালিতেছে বারি করিয়া গর্জ্জন,
নিমেষেতে পুনঃ প্রশান্ত, স্থিরা॥

(৬)

চৌদিক হইতে, নিঝর্ঝরণী যত,
ধরিয়াছে এক মধুর তান।
পর্ব্বত-শেখর করি মুখরিত,
হর্ষে গায় কার আহ্বান গান॥

(৭)

বহিতেছে ধীরে মৃদু সমীরণ,
বিটপীর সনে করিয়ে খেলা।
চৌদিক হইতে ধায় বৌদ্ধগণ,
হাতে লয়ে সবে, পুষ্পের ডালা॥

(৮)

(আজি) আষাঢ়ী পূর্ণিমা বর্ষাবাসব্রত,
নির্দ্দেশ করিল যেই মহাজন।
বুদ্ধ শিষ্য যত ধ্যানে হবে রত,
আদর্শ করিয়া সে রাঙ্গা চরণ॥

(৯)

তাই গো আজিকে ফুল্লচিত বৌদ্ধ
উপেক্ষা করিয়া দুর্য্যোগ এত।
একই উদ্দেশ্যে এক সূত্রে বদ্ধ,
চিনিয়া চলেছি কর্ত্তব্য-পথ॥

(১০)

সিমিলা প্রবাসী বৌদ্ধ ভ্রাতৃগণ,
এস সবে মিলি গাহি গো গান।
যাহার নামেতে পলায় শমন,
তাঁহারি চরণে রাখিয়া প্রাণ॥

(১১)

সম্মিলিত মোরা আজি শুভদিনে,
গাঁথি পুষ্পহার ভক্তির ডোরে।
প্রদানি তাঁহার কমল চরণে,
বিজয়-আশীষ ধরিব শিরে॥

———

মন্তব্য ও সংবাদ

নিবেদন।—ত্রিরত্নের আশীর্ব্বাদে জগজ্জ্যোতিঃ নানা বাধা বিঘ্ন ঠেলিয়া দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। এই কয়েক বৎসর কাগজের দুর্ম্মূল্যতার জন্য ইচ্ছা বিরুদ্ধে ও আমাদিগকে সময় সময় জগজ্জ্যোতিঃর কলেবর সঙ্কুচিত করিতে হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার স্থায়ী সভাপতি এবং জগজ্জ্যোতিঃর একমাত্র স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়কে কাগজের দুর্ভিক্ষের সময়ে জগজ্জ্যোতিঃর আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক করিয়াও তাহার জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছিল। মহাস্থবির মহোদয়ের অপার প্রসাদে জগজ্জ্যোতিঃ যে ঘোর দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াও কোনরূপে বাঁচিয়া আছে, ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। মহাস্থবির মহোদয়ের শারীরিক অসুস্থতার জন্য ও কার্য্য পরিচালনের সুবন্দোবস্তের অভাবে আমরা এই নববর্ষে জগজ্জ্যোতিঃর গ্রাহক, অনুগ্রাহক লেখক ও লেখিকাগণকে যথাসময় সাদর সম্ভাষণ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতে পারি নাই। আশা করি আমাদের হিতৈষী বন্ধুগণ আমাদের এই অনিচ্ছা কৃত ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না। এই দুর্ভিক্ষের সময়ে জগজ্জ্যোতিঃর লালনপালন বিষয়ে আমরা প্রত্যেক পাঠকবর্গের অনুগ্রহদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সভার মেম্বরী, জগজ্জ্যোতিঃর ও গুণালঙ্কার লাইব্রেরী প্রভৃতি ধর্ম্মাঙ্কুরের যাবতীয় চাঁদার টাকা পয়সা মহাস্থবিরের নামেই প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয়।

(প্রেরিত পত্র)

ধর্ম্মাঙ্কুরের কার্য্যকরী সমিতি।—আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে সাত বৎসর কাল শ্রমণ পূর্ণানন্দের সহিত ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারের কোন সংস্রব ছিল না। কিন্তু গত দেড় বৎসর পূর্ব্বে স্যার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্বুদ্ধাসমাগম চক্রবর্ত্তী কেটি, সি এস্ আই প্রমুখ ধর্ম্মাঙ্কুরের কয়েকজন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর পরামর্শে তাঁহাকে পরীক্ষার স্বরূপ দুই বৎসরের জন্য বিহারে স্থান দেওয়া হয়। তাঁহাকে গুণালঙ্কার লাইব্রেরীর ও জগজ্জ্যোতিঃ পত্রিকার সম্পাদকের ভার অর্পণ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার কার্য্যে আমি বা সভার মেম্বরগণ কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া স্বহস্তে জগজ্জ্যোতিঃর ও অন্যান্য কার্য্যাদি গ্রহণ করিতে হইল। ধর্ম্মাঙ্কুরের ভবিষ্যৎ সুযোগ্য সভাপতি ও বিহার-অধ্যক্ষ নিয়োগের ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য গত ২৫শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে ধর্ম্মাঙ্কুর সভার মন্ত্রণা সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হয়। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহিত ও অনুমোদিত হয়।

"মহাস্থবির শ্রীমৎ কৃপাশরণ ভিক্ষুর অবর্ত্তমানে তাঁহার ভিক্ষু শিষ্যগণের উত্তরাধিকারী সূত্রে বিহারের অধ্যক্ষ ও সভার সভাপতিত্ব পদ পাইবার দাবী থাকিলেও যদি তাঁহারা বিহার ও সভার এই গুরুতর দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে ধর্ম্মাঙ্কুর সভার মন্ত্রণা সমিতি কর্ত্তৃক অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন, তবে তাঁহারা সভার সভাপতি ও বিহার অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইবেন না; মন্ত্রণা সমিতির পচ্ছন্দানুযায়ী অন্য ভিক্ষুর দ্বারা ঐ পদ পূর্ণ করা হইবে"।

শ্রীকৃপাশরণ মহাস্থবির।

দান।—(১) আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, জগজ্জ্যোতিঃর প্রকাশক শ্রীযুক্ত মহারাজ মহাজন তাহার প্রকাশিত ৫০০ শত খানা সিদ্ধার্থ চরিত আমাদিগকে দান করিয়াছেন। বিক্রয় করিয়া যে মূল্য পাওয়া যাইবে তাহা ধর্ম্মাঙ্কুরের ও জগজ্জ্যোতিঃর উন্নতিকল্পে ব্যয় করা যাইবে।

(২) চট্টগ্রাম—গোমডণ্ডী নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজমানি বড়ুয়া ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারের দ্বিতল ১০৲ ও জগজ্জ্যোতিঃ উন্নতিকল্পে ৫৲ টাকা অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ১৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

(৩) আমরা অতীব আনন্দের সহিত সাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে ধর্ম্মাঙ্কুর সভার শাখা সিমলা শৈল সমিতি প্রত্যেকবৎসর জগজ্জ্যোতিঃকে কিছু কিছু দান করিয়া আমাদের অশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন। এই বৎসরও তাঁহারা এই দুর্দ্দিনে জগজ্জ্যোতিঃ-ফণ্ডে ১৫৲ পনর টাকা দান করিয়া ধন্যাবাদার্হ হইয়াছেন।

(৪) মান্দ্রাজ নিবাসী কেপ্‌টেইন এস্ এল্ শাস্ত্রী আই এম্ এস্ মহোদয় ধর্ম্মাঙ্কুরের উন্নতিকল্পে আপাতত দুইশত টাকা দান করিয়া প্রতিমাসে ৫০৲ টাকা চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ত্রিরত্নের নিকট তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করিতেছি।

(৫) শ্রীযুক্ত দেবীদাস তালুকদার দার্জ্জিলিং বিহারের জন্য ৫৲ টাকা। নাইনিতাল পাহাড় হইতে কর্ত্তালা নিবাসী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মহানন্দ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল চৌধুরী ও বেলখাইন নিবাসী শ্রীযুক্ত মনকিশোর বড়ুয়া প্রত্যেকে ১৲ এক এক টাকা করিয়া মোট ৫৲ পাঁচ টাকা। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বড়ুয়া সাব্‌পোষ্ট মাষ্টার—(Myaing Burma) ৫৲ টাকা, ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারের ভিক্ষুবৃন্দের বর্ষাবাসের খরচ পাঠাইয়াছেন আমরা উক্ত মহোদয়গণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও প্রাণের আশীষ প্রদান করিয়া ভগবান ত্রিরত্নের সমীপে তাঁহাদের অনাময় দীর্ঘজীবন কামনা করি।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা।—বিগত ১২ই জুলাই ২৭শে আষাঢ় আষাঢ়ী পূর্ণিমা উপলক্ষে ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে ধর্ম্মাঙ্কুর সভামণ্ডপে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। যেই দিন ভগবান বুদ্ধের শিষ্যগণ ত্রৈমাসিক ব্রত বা বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করেন, সেই দিনই আষাঢ়ী পূর্ণিমা। কলিকাতাবাসী ও প্রবাসী বৌদ্ধগণ সেই দিন প্রাতেঃ ভিক্ষুকগণকে অন্নদান এবং যথাযথ ভাবে বুদ্ধপূজা করিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করেন। সন্ধ্যা ছয় ঘটিকা হইতে বৌদ্ধগণ বিহারে আগমন করতঃ যথারীতি উপাসনার কার্য্যাদি সমাপন করেন। রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় আমাদের শ্রীৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভার অধিবেশন

হয়। রাজগুরু শ্রীমৎ ভগবান চন্দ্র মহাস্থবির মহোদয় সকলকে পঞ্চশীল প্রদান করিয়া সমবেত সভ্যমণ্ডলীর মঙ্গল কামনা করেন। বলা বাহুল্য যে চট্টগ্রাম জৈষ্ঠপুরা "বৌদ্ধ সঙ্গীত সমিতির" (কলিকাতা শাখা) উদ্যোগে সভা অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল ; তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

দীক্ষা।—আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে মান্দ্রাজ নিবাসী কেপ্‌টেইন এস্ এন্ শাস্ত্রী আই এম্ এস্ মহোদয় বিগত ২৭শে জুলাই ধর্ম্মাঙ্কুরে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করতঃ মিস্ সি জেইমস্ মহোদয়ার পাণিগ্রহণ করেন। বৌদ্ধ রীতিমতে তাঁহাদিগের শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইয়াছে।

জন্মোৎসব।—বিগত ৭ই আষাঢ় ২২শে জুন, বৌদ্ধসমাজের একমাত্র কাণ্ডারী সর্ব্বজন পরিচিত আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় ৫৫শ তম বৎসর অতিক্রম ৫৬শতম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার সেই শুভ জন্মতিথিতে তাহার শিষ্যবৃন্দ ও বন্ধুবান্ধব একত্রিত হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করতঃ অতি সমারোহে মহাস্থবির মহোদয়ের জন্মোৎসব করিয়া থাকেন। বাস্তবিক বলিতে গেলে—তিনিই এই কলিকাতা মহানগরীতে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের সহিত মিশিয়া বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে এক অপূর্ব্ব ধারা প্রবাহিত করাইতেছেন। তাঁহারই অপার অনুগ্রহে আজ আমরা কলিকাতায় মহানগরী বক্ষে একমাত্র বৌদ্ধদিগের উপাসনার স্থান সুবৃহৎ "ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার" পাইয়াছি। তিনি স্থানে স্থানে আরও কয়েকখানি বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া বঙ্গীয় বৌদ্ধগণের অভাব মোচন করতঃ সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। তাঁহার কার্য্যাবলীর সম্মানার্থ আমরা তাঁহার ভক্ত ও হিতৈষী বন্ধুবান্ধবগণ মিলিত হইয়া প্রত্যেক বৎসর এই জন্মোৎসব সম্পাদন করিয়া থাকি। সিমলা, লক্ষ্ণৌ, দার্জ্জিলিং ও শিলং প্রভৃতি শাখা সমিতির মেম্বরগণও উক্ত শুভ দিনে এই উৎসব সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণ উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। বলা বাহুলা যে, ডাক্তার শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম এ, ডি লিট্ ও শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীচরণ তালুকদার, এই উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত ও উপকৃত করিয়াছেন।

বায়ু পরিবর্ত্তন।—আমাদের পূজনীয় মহাস্থবির মহোদয় কয়েক মাস ধরিয়া পীড়িত আছেন। ডাক্তার ও কবিরাজগণের পরামর্শানুসারে দুর্ব্বল শরীরে সম্প্রতি তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য রাঁচি (Ry. Station Hotel, Ranchi) অবস্থান করিতেছেন। আমরা ভগবান ত্রিরত্নের সমীপে কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করি—তিনি অচিরকাল মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করতঃ সুস্থ শরীরে ধর্ম্মাঙ্কুরের প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার সঙ্কল্পিত কার্য্যাদি সমাপন করুন।

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

জগজ্জ্যোতিঃ

"সব্বপাপস্স অকরণং, কুসলস্স উপসম্পদা,
সচিত্ত পরিযোদপনং, এতং বুদ্ধানসাসনং।"

১২শ বর্ষ] ভাদ্র, ২৪৬৩ বুদ্ধাব্দ, ১২৭৯ মগাব্দ, ১৩২৬ সাল। [৩য় সংখ্যা

জরুদপান-জাতক *

[রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্ এ]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতকালে শ্রাবস্তীবাসী কতিপয় বণিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই সকল বণিক্ নাকি একদা শ্রাবস্তীতে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সেই সমস্ত শকটে পুরিয়াছিল এবং বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিবার সময় তথাগতকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে বহু দান দিয়াছিল, ত্রিশরণ গ্রহণ করিয়াছিল, শীলসমূহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং শাস্তাকে বন্দনা করিয়া বলিয়াছিল, "ভদন্ত, আমরা বাণিজ্যার্থ দূরপথ অতিক্রম করিব। পণ্যদ্রব্যগুলি বিক্রয় করিয়া যদি সফলকাম হই, এবং নির্ব্বিঘ্নে ফিরিতে পারি, তাহা হইলে আবার আপনার অর্চ্চনা করিব।" অনন্তর তাহারা গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিয়াছিল।

একদিন তাহারা এক কান্তার অতিক্রম করিবার সময় একটা পুরাতন কূপ দেখিতে পাইয়া বলাবলি করিতে লাগিল, "এই কূপে জল নাই ; আমরা কিন্তু পিপাসায় কাতর হইয়াছি। এস, ইহা খনন করা যাউক।" অনন্তর তাহারা খনন আরম্ভ করিল এবং একে একে লৌহ হইতে বৈদূর্য্য পর্য্যন্ত বহুবিধ খনিজ দ্রব্য প্রাপ্ত হইল। তাহারা ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া এই সকল রত্ন দ্বারা শকটগুলি পূর্ণ করিল এবং নিরাপদে শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া গেল। সেখানে আনীত ধন যথাস্থানে রক্ষিত করিয়া তাহারা স্থির করিল, "আমরা যখন এরূপ লাভবান্ হইয়াছি, তখন ভিক্ষুদিগকে ভূরি ভোজন করাইতে হইবে"। এই উদ্দেশ্যে তাহারা তথাগতকে নিমন্ত্রণ করিল, তাঁহাকে বহু ধন দান করিল এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইয়া, যেরূপে ধনলাভ করিয়াছিল তাহা নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া শাস্তা

* জর (পুরাতন) + উদপান (কূপ)।

বলিলেন, "উপাসকগণ তোমরা লব্ধধনে সন্তুষ্ট হইয়াছ; তোমাদের দুরাকাঙ্ক্ষা ছিল না, এইজন্য ধন ও প্রাণ উভয়ই পাইয়াছ। পুরাকালে কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষ ও অসন্তুষ্ট ব্যক্তিরা পণ্ডিতদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল।" অনন্তর তিনি উক্ত উপাসকদিগের অনুরোধে সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বণিক্‌কুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃ-প্রাপ্তির পর একজন প্রসিদ্ধ সার্থবাহ হইয়াছিলেন। তিনি একদা বারাণসীতে পণ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া শকট পূর্ণ করিলেন, এবং বহু বণিক্ সঙ্গে লইয়া, তোমরা যে কান্তারের কথা বলিলে, তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিয়া-ছিলেন এবং তোমরা যে কূপের কথা বলিলে, সেই কূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেখানে বণিকেরা জলপান করিবার আশায় উক্ত কূপ খনন করিতে করিতে একে একে বৈদূর্য্য প্রভৃতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এত রত্ন পাইয়াও তাহাদের সন্তোষ জন্মে নাই; তাহারা ভাবিয়াছিল আরও নিম্নে ইহা অপেক্ষাও সুন্দরতর রত্ন নিহিত আছে। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা ভূয়োভূয়ঃ খনন করিয়া-ছিল। তাহাদের এই কাণ্ড দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিয়াছিলেন, "বণিক্‌গণ, লোভই লোকের বিনাশহেতু। আমরা বহু ধন লাভ করিয়াছি; ইহাতেই সন্তুষ্ট হও, আর খনন করিওনা।" কিন্তু তাহারা নিষেধসত্ত্বেও ক্রমাগত খনন করিতে লাগিল।

ঐ কূপের নিম্নে এক নাগরাজ বাস করি-তেন। খননের জন্য যখন নাগরাজের বিমান ভগ্ন হইল এবং ঊর্দ্ধ হইতে লোষ্ট্র ও ধূলি পড়িতে লাগিল, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া নাসা-বাত দ্বারা বোধিসত্ত্ব ব্যতীত অন্য সকলকে নিহত করিলেন। অনন্তর তিনি নাগভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শকটগুলিতে বলদ যুতিলেন, ও রত্ন বোঝাই করিলেন, বোধি-সত্ত্বকে একখানি সুন্দর যানে বসাইলেন, নাগবালকদিগের দ্বারা শকটগুলি চালাইলেন এবং বোধিসত্ত্বকে লইয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বকে তাঁহার বাসভবনে লইয়া গেলেন, সেখানে সমস্ত ধন যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন এবং নাগলোকে ফিরিয়া গেলেন। ইহার পর বোধিসত্ত্ব এমন ভাবে দান করিতে লাগিলেন যে সমস্ত জম্বুদ্বীপে কাহারও কৃষিবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের প্রয়োজন রহিল না। তিনি শীলসমূহ রক্ষা করিতেন এবং পোষধব্রত পালন করিতেন। এই নিমিত্ত জীবনাবসানে তিনি স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্ন লিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

উদকার্থে পুরাতন করিয়া কূপ খনন
পেয়েছিল বণিকের দল
লৌহ, তাম্র, রঙ্গ, সীস, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, বহু,
বৈদূর্য্য রতন সমুজ্জ্বল।
এত পেয়ে কিন্তু, হায়, সন্তুষ্ট না হ'ল তারা
ভূয়োভূয়ঃ করিল খনন;
সেই হেতু আশীবিষে বিষাক্ত নিঃশ্বাস ছাড়ি
লোভীদের করিল নিধন।

থোঁড়, তায় ক্ষতি নাই, অতি খোঁড়া কিন্তু, ভাই,
অমঙ্গল করে সংঘটন;
খুঁড়িয়া লভিল ধন; অতি খুঁড়ি মূর্খগণ
ধনপ্রাণ করে বিসর্জ্জন।

[সমবধান—তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই নাগরাজ এবং আমি ছিলাম সেই প্রসিদ্ধ সার্থবাহ।]

☞ অতি লোভের পরিণামসম্বন্ধে এই জাতকের সহিত পঞ্চতন্ত্র-বর্ণিত সিদ্ধিবর্ত্তি চতুষ্টয়ের কথা তুলনীয় (অপরীক্ষিত-কারকম্—২)।

অভিধম্ম মাতিকা ও তিকপট্‌ঠান

[রাজগুরু শ্রীমৎ ভগবান চন্দ্র মহাস্থবির।

(১)

ভগবান তথাগত সম্যক্ সম্বুদ্ধ, বুদ্ধত্ব লাভের পর সপ্তাহকাল বোধিপালঙ্কে অতিবাহিত করিয়া দ্বিতীয় সপ্তাহে অনিমিশ নেত্রে বোধিপালঙ্কাবলোকনপূর্ব্বক অবস্থানকালে দেবগণ চিন্তা করিয়াছিলেন,—তথাগত এখনও কি সম্যক্ সম্বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারেন্ নাই? দেবগণের বিতর্ক ভাব অবগত হইয়া ভগবান তথাগত তাহাদের বিতর্ক অপনোদন ও সম্যক্‌সম্বুদ্ধত্ব লাভ পরিজ্ঞাপনার্থ আকাশ মার্গে অবস্থিত হইয়া অত্যাশ্চর্য্য দেব ব্রহ্মা ঋষিগণের অসাধ্য যমক প্রতিহার্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক দেবগণের বিতর্ক উপশম করিয়া মহাবোধি এবং অনিমিশনেত্র উভয়ের মধ্যস্থলে অবতরণ করতঃ এক সপ্তাহ চঙ্ক্রমনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি চতুর্থ সপ্তাহ রত্নাগারে অবস্থান কালে—বহু লোকের হিতের জন্য, বহু লোকের সুখের জন্য, দেব মনুষ্যের ইহপারলৌকিক মঙ্গল কামনায় পরম মঙ্গলময় করুণাধার অমিতাভ লোকানুকম্পা বিতরণে—সেই সর্ব্বতত্ত্ব পরিপূর্ণ পরমার্থ তত্ত্বের আকরস্বরূপ সপ্ত খণ্ড অভিধর্ম্ম বিবৃত করিয়া দেব মনুষ্যাদির পারমার্থিক উপকার সাধন করিয়াছেন।

সেই সপ্ত খণ্ড অভিধর্ম্মের প্রথম খণ্ডই ধম্ম সঙ্গণী। ইহা—চিত্তুপ্পাদ কণ্ড, রূপ কণ্ড, নিক্খেপ কণ্ড, ও অট্ঠকথা কণ্ড এই চারি বিভাগে বিভক্ত। কুসলা ধম্মা, অকুসলা ধম্মা অব্যাকতা ধম্মা এই ত্রিমাতিকা আদি করিয়া ধম্মসঙ্গণী আরম্ভ। ইহারা প্রত্যেকে এক একটী ধম্মসঙ্গণী গ্রন্থ নামে অভিহিত। ইহা সংক্ষেপে ত্রয়োদশ ভাণবার বা বর্ণনা পর্য্যায়ে বিস্তৃত। সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপে ইহা অনন্ত, অপরিসীম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দ্বিতীয় খণ্ড বিভঙ্গ। ক্‌খন্ধ বিভঙ্গ, আয়তন বিভঙ্গ, ধাতু বিভঙ্গ, সচ্চ বিভঙ্গ, ইন্দ্রিয় বিভঙ্গ, পচ্চয়াকার বিভঙ্গ, সতিপট্ঠান বিভঙ্গ, সম্মপট্ঠান বিভঙ্গ, ইদ্ধিপাদ বিভঙ্গ, বোজ্‌ঝঙ্গ বিভঙ্গ, মগ্‌গাঙ্গ বিভঙ্গ, ঝান বিভঙ্গ, অপ্পমঞ্ঞা বিভঙ্গ, সিক্‌খাপদ বিভঙ্গ, পটিসম্ভীদা বিভঙ্গ, ঞান বিভঙ্গ, খুদ্দক

বথ্‌ বিভঙ্গ, ধম্ম, হৃদয় বিভঙ্গ,—এই ১৮ বিভাগে বিভক্ত।

পঞ্চকখন্ধা, রূপকখন্ধো, বেদনকখন্ধো, সঞ্ঞাকখন্ধো, সঙ্খারকখন্ধো, বিঞ্ঞানকখন্ধো এইরূপে বিভঙ্গ আরম্ভ। ইহারা প্রত্যেকে এক একটি বিভঙ্গ গ্রন্থ নাম কথিত। সংক্ষেপে ইহা ৩৫ ভাণবারে বিবৃত। বিস্তৃতরূপে অসংখ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তৃতীয় খণ্ড ধাতু কথা। সঙ্গহ অসঙ্গহ, সঙ্গহিতেন অসঙ্গহিত, অসঙ্গহিতেন সঙ্গহিত, সঙ্গহিতেন সঙ্গহিত, অসঙ্গহিতেন অসঙ্গহিত, সম্পযোগ বিপ্পযোগ, সম্পযুত্তেন বিপ্পযুত্ত, বিপ্পযুত্তেন সম্পযুত্ত, সম্পযুত্তেন সম্পযুত্ত, বিপ্পযুত্তেন বিপ্পযুত্ত, সঙ্গহিতেন সম্পযুত্ত বিপ্পযুত্ত, সম্পযুত্তেন সঙ্গহিত অসঙ্গহিত, অসঙ্গহিতেন সম্পযুত্ত বিপ্পযুত্ত, বিপ্পযুত্তেন সঙ্গহিত অসঙ্গহিত এই ১৪ বিভাগে ধাতু কথা বিভক্ত। সঙ্গহ অসঙ্গহ আদি করিয়া ধাতু কথা গ্রন্থ আরম্ভ। ইহারা প্রত্যেকে এক একটি ধাতু কথা গ্রন্থ নামে কথিত। ইহা সংক্ষেপে ৬ ভাণবার। বিস্তারে অপরিসীম।

চতুর্থ খণ্ড পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি—কখন্ধ পঞ্ঞত্তি, আয়তন পঞ্ঞত্তি ধাতু পঞ্ঞত্তি, সচ্চ পঞ্ঞত্তি, ইন্দ্রিয় পঞ্ঞত্তি, পুগ্‌গলপঞ্ঞত্তি, এই ৬ বিভাগে পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি বিভক্ত। ভপঞ্ঞত্তিয, কখন্ধপঞ্ঞত্তি ইত্যাদি গ্রন্থ আরম্ভ। ইহারা প্রত্যেকে এক একটি পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি গ্রন্থ নামে অভিহিত। সংক্ষেপে ৫ ভাণবার কিন্তু বিস্তারে অপরিমিত।

পঞ্চ খণ্ড কথা বত্থু—কথা বথু সকবাদে ৫০০ সূত্র, পরবাদে ৫০০ সূত্র এই সমুদয় ১০০০ বিভাগে বিভক্ত। পুগ্‌গলোউপলব্ভতি সচ্ছি কট্টপরমাথেনাতি, আমন্তা ইত্যাদি কথা বথ্‌ গ্রন্থ আরম্ভ। ইহারা প্রত্যেকে এক একটি কথাবথ্‌ গ্রন্থ নামে কথিত।

ষষ্ঠ খণ্ড যমক—মূলযমক, খন্ধযমক, আয়তন যমক, ধাতু যমক, সচ্চ যমক, সঙ্খার যমক, অনুসয় যমক, চিত্ত যমক, ধম্ম যমক ও ইন্দ্রিয় যমক এই ১০ বিভাগ। যেকেচি কুসলা ধম্মা, সব্বেতে কুসলা মূলা প্রভৃতি যমক আরম্ভ। ইহারা প্রত্যেকে এক একটি যমক গ্রন্থ নামে অভিহিত। যমক গ্রন্থ সংক্ষেপে ১২০ ভাণ বার, বিস্তৃতে অপরিমিত।

সপ্তম খণ্ড পট্‌ঠান—হিত পচ্চয়া আরম্মান পচ্চয়ো, অধিপতি পচ্চয়ো, অনন্তন পচ্চয়ো, সমনন্তন পচ্চয়ো, সহজাত পচ্চয়ো, অঞ্ঞমঞ্ঞ পচ্চয়ো, নিস্‌সয় পচ্চয়ো, উপনিস্‌সয় পচ্চয়ো, পুরেজাত পচ্চয়ো, পচ্ছাজাত পচ্চয়ো, আসেবন পচ্চয়ো, কম্ম পচ্চয়ো, বিপাক পচ্চয়ো, আহার পচ্চয়ো, ইন্দ্রিয় পচ্চয়ো, ঝান পচ্চয়ো, মগ্‌গ পচ্চয়ো, সম্পযুত্ত পচ্চয়ো বিপ্পযুত্ত পচ্চয়ো, অত্থি পচ্চয়ো, নত্থি পচ্চয়ো, বিগত পচ্চয়ো ও অবিগত পচ্চয়ো এই ২৪ বিভাগে পট্‌ঠান গ্রন্থ বিভক্ত হইয়াছে। হেতু পচ্চয়ো আদি করিয়া পট্‌ঠান গ্রন্থ আরম্ভ। ইহারা প্রত্যেকে এক একটি পট্‌ঠান গ্রন্থ, ইহাকে মহা প্রকরণও বলিয়া থাকে।

পট্‌ঠান গ্রন্থ পৃথকরূপে—অনুলোম পট্‌ঠান, পচ্চনিয় পট্‌ঠান, অনুলোম পচ্চনিয় পট্‌ঠান ও পচ্চনিয়ানুলোম পট্‌ঠান এই ৪ প্রকার হয়। সেই ৪ প্রকারের মধ্যে এক একটীতে তিক পট্‌ঠান, দুক পট্‌ঠান, দুকতিক পট্‌ঠান, তিক দুক পট্‌ঠান, তিকতিক পট্‌ঠান, দুকদুক পট্‌ঠান

এই ৬ প্রকার করিয়া ৪×৬=২৪ প্রকার পট্‌ঠান গ্রন্থ হইয়া থাকে।

ভগবান সম্যক্‌ সম্বুদ্ধ প্রথমতঃ অনুলোম পট্‌ঠানে কুসলত্তিক আদি করিয়া ২২ প্রকার তিককে লক্ষ্য করিয়া তিক পট্‌ঠান আবৃত্তি করিয়াছিলেন। তৎপর হেতু ধম্মা আদি—অরণা ধম্মা শেষ এই সমুদয় দুককে লক্ষ্য করিয়া দুক পট্‌ঠান আবৃত্তি করেন। তদনন্তর ২২ প্রকার তিককে দুক মাতিকায় প্রক্ষিপ্ত করিয়া দুকতিক পট্‌ঠান, দুকমাতিকাকে ২২ প্রকার তিকে প্রক্ষিপ্ত করিয়া তিক দুক পট্‌ঠান, তিককে তিকে প্রক্ষিপ্ত করিয়া তিক তিক পট্‌ঠান ও দুককে দুকে প্রক্ষিপ্ত করিয়া দুক দুক পট্‌ঠান আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

তিকঞ্চ পট্‌ঠানবরংদুকুত্তমং দুকতিকঞ্চেব-
তিকদুকঞ্চ।
তিকতিকঞ্চেব দুকদুকঞ্চ, ছঅনুলোমম্হি-
নয়াসুগম্ভিরা॥

উপরোক্ত গাথায় ৬ প্রকার অনুলোম পট্‌ঠান বিবৃত করা হইয়াছে। সেইরূপ পচ্চনিয়পট্‌ঠানে ৬, পচ্চনিয়ানুলোম পট্‌ঠানে ৬, অনুলোম পচ্চনিয় পট্‌ঠানে ৬; এই ২৪ প্রকার পট্‌ঠান কথিত। পূর্ব্বোক্ত সমুদয় বিষয়গুলিই সপ্ত খণ্ড অভিধর্ম্মের মাতিকা নামে পরিকীর্ত্তিত।

ভগবান তথাগত ৭ দিন ৭ রাত্র রত্নাগারে অবস্থান করিয়া মাতিকার সহিত ধম্মসঙ্গণী আদি করিয়া যমক পর্য্যন্ত ৬ ষষ্ঠ খণ্ড অভিধম্ম আবৃত্তি করিবার পর হেতুপচ্চয়াদি করিয়া পট্‌ঠান বা মহাপ্রকরণ গ্রন্থ আবৃত্তি আরম্ভ করেন।

যেমন তিমিরতিমিঙ্গল নামক বৃহৎ মৎস্য ৮৪০০০ যোজন গভীর মহা সমুদ্রে বিচরণে অবসর প্রাপ্ত হইল সেইরূপ তত্ত্ব চিন্তাশীল মহাজ্ঞানী সম্যক্‌ সম্বুদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান কেবল সর্ব্বতত্ত্ব পরিপূর্ণ, সুচিন্তিত গভীর হইতে গভীরতম ভাব-প্রবাহ পরিপূর্ণ মহা জলধিবৎ সর্ব্ব তত্ত্বের আকর স্বরূপ সমস্ত পট্‌ঠান বা মহা প্রকরণ নামক পট্‌ঠান গ্রন্থে নিয়োগ করিয়া অনুধাবন করিবার পর সম্যক্‌ সম্বুদ্ধের কাঞ্চন কান্তি বিনিন্দিত শরীর হইতে নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত, মঞ্জিষ্ঠ ও প্রভাস্বর এই ষড়বর্ণ রশ্মি একত্রে এককালে প্রাদুর্ভূত হইয়া এক অলৌকিক প্রভায় মৃদু আলোকে দিগমণ্ডল প্রভাসিত করিয়া পৃথিবী মণ্ডলকে সুবর্ণ পিণ্ডবৎ উজ্জ্বল করিয়াছিল। এই ষড়বর্ণ বিচিত্রময় জ্যোতিঃ মৃদু অগ্নি শিখাবৎ চতুর্দ্দিক ও ঊর্দ্ধ অধোঃ বিস্তৃত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। নিম্নে ২৪০০০০ যোজন গভীর পৃথিবীকে ভেদ করিয়া তৎ নিম্নে পৃথিবী সন্ধারক জলরাশিতে পৌঁছিয়াছিল। সেই জলরাশি সুবর্ণ কলসে আসিঞ্চমান বিলীন সুবর্ণবৎ হইয়াছিল। ৪৮০০০০ যোজন গভীর জলরাশি অতিক্রম করিয়া সেই প্রভা তৎ নিম্নে বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছিল। এই জ্যোতিঃ প্রভাবে সেই বায়ুরাশি তপ্ত কাঞ্চন স্কন্ধের ন্যায় হইয়াছিল।

৯৬০০০০ যোজন গভীর বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করিয়া সেই অলৌকিক প্রভা অজটাকাশ উপস্থিত হইয়াছিল। ঊর্দ্ধদিকে সেই ষড়বর্ণ রশ্মি চতুমহা রাজিকপুর, ত্রয়োত্রিংশ, যাম্য, তুষিত, নির্ম্মাণ রতি ও পর

নির্ম্মিত বসবর্ত্তী প্রভৃতি দেবপুরে উপস্থিত হয় তদনন্তর তদূর্দ্ধে ব্রহ্মার ২০ ভুবন অতিক্রম করিয়া অজটাকাশে পৌঁছিয়াছিল। তথাগতের দেহ বিনিসৃত ষড়বর্ণ রশ্মি কোটী লক্ষ চক্রবাল লোক ধাতুকে অত্যাশ্চর্য্য প্রভায় এক আলোকে আলোকিত করিয়াছিল। এই ষড়বর্ণ প্রভায় চন্দ্র সূর্য্য তারকাদি দেব, দেববিমান, দেবোদ্যান ও কল্প বৃক্ষ প্রভৃতির দেহ প্রভা মন্দিভূত হইয়া ছিল। এবং ত্রিসহস্র মহাসহস্রিলোক ধাতু দেহ প্রভায় প্রভাসিত সমর্থ মহাব্রহ্মার শরীর জ্যোতিঃ রাশি সম্যক সম্বুদ্ধের ষড়বর্ণ প্রভায় অরুণোদয়ে খদ্যোতবৎ মলীন হইয়াছিল। ইহার কারণ এই যে অন্যান্য প্রভা পরিচ্ছিন্ন; কিন্তু সম্যকসম্বুদ্ধের ষড়বর্ণ প্রভা অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া ভূমণ্ডল খমণ্ডলাদি অপরিচ্ছেদ্য রূপে পরিব্যাপ্ত হইয়া ছিল।

এই যে ষড়বর্ণ রশ্মি সমাধি বা কোন অধিষ্ঠান বশতঃ আবির্ভূত হয় নাই। ইহা কেবল সুগভীর মহাপ্রকরণ বা পট্টান অনুচিন্তন দ্বারা সমুদ্ভাসিত হইয়া ছিল।

———

গয়া জেলার বৌদ্ধ কাত্তি।

[শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র সরকার]

আমি পূর্ব্বেই নালন্দা, বিক্রমশীলা, দন্তশীরপুর বাথানী প্রভৃতি স্থানের সংঘারাম পশুচিকিৎসালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বর্ণনা করিয়াছি। ৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমানদিগের মগধ ও গৌড় রাজ্য ধ্বংস পর্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশে এক প্রবল বৌদ্ধ সাহিত্য প্রচলিত ছিল; সেই সাহিত্যের ৩৩ জন লেখকের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল লেখকদের পুঁথি এখনও অনেক উদ্ঘাটিত ও প্রকাশিত না হইলেও বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যানুরাগী লালগোলাধিপতি রাজা রাও শ্রীল শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুরের ব্যয়ে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অদম্য উৎসাহ ও পরিশ্রমের ফলে আমরা চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, সরোজবজ্রের দোহাকোষ, কাহ্নপাদের দোহাকোষ এবং ডাকার্ণব প্রভৃতি বৌদ্ধ যুগের গান ও দোহাদি আমাদের স্বতঃই বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। এই সকল লেখকগণ যে অধিকাংশই বাঙ্গালী সম্প্রদায়ভুক্ত তাহা বহু গবেষণার ফলে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ মনিষিগণ প্রমাণিত করিয়াছেন; চেষ্টা করিলে এই সকল লেখকগণের আরও বহু পুস্তক, পুঁথি, গাথা, দোহাদি পাওয়া যাইতে পারে; গৌড় ও মগধের প্রাচীন শৈব যোগী সম্প্রদায়ও বাঙ্গালায় লিখিতেন, কিন্তু তাঁহাদের লেখা এখনও অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় নাই বলিয়া সেগুলি পড়িবার সুবিধা আমাদের ঘটিয়া উঠে নাই; কিন্তু একথা বেশ সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা যেমন সংস্কৃতের পুস্তক লিখিয়াছেন, তেমনি বাঙ্গালায়ও অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন। শৈব যোগ সম্প্রদায়গণকে "সিদ্ধ" বলিত। খৃষ্টীয় ১৩০০ সালে মিথিলায় হরিসিংহ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হইয়াছিলেন; তিনি অনেকদিন রাজত্ব করেন। তিনি বহু আয়াসের

পর নেপাল জয় করেন; কিন্তু তাহা অধিকারে রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ পরে জয় ও বিবাহসূত্রে নেপাল রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। রাজা হরিসিংহ অনেক বার মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। একবার যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার রাজকবি জ্যোতিরীশ্বর কবিকঙ্কণাচার্য্য তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য "ধূর্ত্তসমাগম" নামে একখানি সংস্কৃত নাটক পুস্তক রচনা করতঃ অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছিলেন। এই রাজকবি বাঙ্গালাভাষায় "বর্ণন-রত্নাকর" নামক একখানি বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক লেখেন। সিদ্ধ পুরুষেরা বাঙ্গালা দেশে এক সময় খুব প্রবল সাহিত্য-সেবী হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা মানিকের গীত, গোবিন্দ চাঁদের গীত, ময়নামতীর ছড়া ইত্যাদিতে প্রকাশিত হইয়া আছে। বৌদ্ধ যোগীদের "সিদ্ধাচার্য্য" বলিত। লুই ইঁহাদের মধ্যে প্রথম ছিলেন; ইনি রাঢ়দেশীয় লোক ছিলেন এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাঙ্গালার বিক্রমপুরের রাজার পুত্র ছিলেন। শ্রীজ্ঞান, নাড়, শান্তিদেব, ভুসুক প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যিকগণের কথা আমরা বৌদ্ধ ও প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে দেখিতে পাই। এ সম্বন্ধে সন ১৩২০ সালের দ্বিতীয় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় স্বীয় সম্বোধনে সবিশেষ আলোচনা করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। শিল্প এবং ভাস্কর্য্য কলার যেমন বৌদ্ধযুগে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তেমন সাহিত্য শাখায়ও বৌদ্ধ প্রভাব স্বল্প পরিমাণে বিকীর্ণ হয় নাই।

সংস্কৃত সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে সম্রাট ধর্ম্মপালের সময় হইতেই আরম্ভ করা ভাল কারণ, বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাম নাই; সেই জন্য পাল রাজাদের সময় হইতে আরম্ভ করিলেই ঠিক হইবে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষে ও সমস্ত নবম শতক ধরিয়া গৌড়ের পালেরা একটা প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের রাজা ছিলেন। প্রথম বৌদ্ধ-সাহিত্য ধর্ম্মপাল রাজার সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে মোটামুটীরূপ বলা যাইতে পারে। তাঁহারই প্রভাবে ত্রৈকুটক বিহারের প্রধান ভিক্ষু হরিভদ্র অষ্ট-সাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার এক মূল্যবান টীকা রচনা করেন; টীকা খানির নাম "অভিসময়ালঙ্করাবলোক"। এই বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সন ১৩২৩ সালের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত "সন্বোধন" প্রবন্ধ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা হইতে পাঠ করিলে সবিশেষ বিবরণ অবগত হওয়া যাইবে।

নাগার্জ্জুন, মৈত্রেয়নাথ, হরিভদ্র, শুভাকর গুপ্ত প্রভৃতি বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীর নির্দ্দেশ করা একান্ত কর্ত্তব্য। অষ্টসাহস্রিকা শূন্যবাদীর বই, অভিসময়ালঙ্কার বিজ্ঞানবাদীর বই; হরিভদ্র এই দুই মতাবলম্বীর মতের সামঞ্জস্য করিয়া দিলেন। টঙ্কদাস প্রভৃতির হেবজ্র তন্ত্রের টীকার কথাও লেখা এইখানে প্রয়োজন। ধর্ম্মপাল মহাযান ও হীনযান মতটাকে এক করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাঁহার সময়ে বৌদ্ধগণ মধ্যে মহাসহজিয়া বা মহাসুখবাদ মত আসিয়া ক্রমশঃ প্রবেশ লাভ করে। ধর্ম্মপাল রাজার

পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মে মন্ত্রযান নামে আর একমত প্রবেশ করিয়াছিল। তান্ত্রিকদিগের শত শত গ্রন্থ পালরাজাদের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল। মণ্ডল আঁকা, মন্ত্রপড়া প্রভৃতি হইতেই লোকে নির্ব্বাণ পাইতে পারে; ধ্যান, ধারণা, যোগ, দর্শন শাস্ত্র পাঠ ইত্যাদির ফল ঐ দুই কর্ম্মের দ্বারাই সিদ্ধ হয়; তাহাই মন্ত্রযানের মত। যে সকল পণ্ডিত এইরূপ দুই মতেরই পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শুভাকর গুপ্তের নাম উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না; তিনি বিক্রমশীল বিহারের একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রধান পৃষ্ঠপোষকের নাম প্রজ্ঞাকর গুপ্ত ছিল। প্রজ্ঞাকর প্রভাকরের দ্বারায় আদিকর্ম্মরচনা নামক এক বৃহৎ বৌদ্ধগ্রন্থ রচনা করাইয়া ছিলেন। এই গ্রন্থে বৌদ্ধগণের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত আছে। রামপাল দেবরাজার সময়ে অভয়াকর গুপ্ত একজন প্রকাণ্ড বৌদ্ধ পণ্ডিত বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি অনেকগুলি বৌদ্ধ পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাঁহার একখানি প্রধান গ্রন্থের নাম "বজ্রাবলি-নামক-মণ্ডলোপায়িকা"। খৃষ্টীয় এগার শতাব্দীর শেষার্দ্ধে অভয়াকর গুপ্ত বাঙ্গালায় মহা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বহু সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিক্রমশীলা বিহারের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন; তখন বিক্রমশীল বিহারের মহা জাঁক। দীপঙ্কর শুভাকর, গুপ্ত, রত্নাকর, শান্তি,শ্রীজ্ঞান,শ্রীমিত্র প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতের উপর তিনি ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের শাখা শিক্ষা দিবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন; নাড় পণ্ডিত তাঁহার গুরু ছিলেন এবং লুই তাঁহার সহিত বসিয়া পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তিনি তীর্ব্বতে গিয়া সেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যেমন বুদ্ধদেব ও মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন, আজিও সে সব তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; তীর্ব্বতে দীপঙ্কর ও সেইরূপ যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন আজিও সেই সব স্থান তীর্থস্থান বলিয়া বৌদ্ধগণের নিকট পরিকল্পিত হইয়াছে। তীর্ব্বতের পশ্চিম দিকে তাঁহার প্রভাব বেশী। তিনি সংস্কৃতে অনেক বই লিখিয়া গিয়াছেন এবং অনেকগুলি বই তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন; তাঁহার বাড়ী খাশ বাঙ্গালায়। তিনি বাঙ্গালীর একটি প্রধান গৌরবস্থল। কপিলবস্তু, অযোধ্যা, বৃন্দাবনাদি উত্তর ভারতের স্থান গুলি আমাদের যেমন জাতীয় ও আরাধ্য সাধক ও অবতারগুলিকে দিয়াছে, পশ্চিম বঙ্গ যেমন চৈতন্য, রামপ্রসাদ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ,বিবেকানন্দ আদি আদর্শ দেবতা ও মহাপুরুষগণকে দিয়া আমাদের জীবন স্রোতের নিম্নগামী গতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে ও জগৎ সমক্ষে বঙ্গের নাম তার ঘরে গীত করিয়াছে ও সেইরূপ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নাম পূর্ব্ববঙ্গের সহিত জড়িত করিয়া আমাদের হৃদয়ে জাতীয়তার প্রেম স্বতঃই বর্দ্ধিত করিতেছে।

কুলদত্ত একজন বড় বৌদ্ধ গ্রন্থকার; তিনি "কুলতত্ত্ব পঞ্জিকা" পুস্তক রচনা করেন। কৃষি এবং গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে ইহা একটি প্রধান বৌদ্ধগ্রন্থ। বিভূতি চন্দ্র জগদ্দল

বিহারের প্রধান পণ্ডিত ও কালচক্রযানের প্রধান ব্যাখ্যাকর্ত্তা। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। জগদ্দল বিহার রামাবতীর (রামপাল দেবের রাজধানীর) কাছে অবস্থিত ছিল। উহার অস্তিত্ব কোথায় ছিল তাহা আজও নিরূপিত হয় নাই। দানশীল নামক বৌদ্ধ গ্রন্থকার জগদ্দল বিহারের লোক ছিলেন। প্রজ্ঞাকরমতি শান্তিদেব লিখিত বোধিচর্য্যাবতার নামক মহাযানের উৎকৃষ্ট পুস্তকের সারমর্ম্ম (পঞ্জিকা টীকা) লেখেন। তাহার পর কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নুপাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বহু বই ও দোহাকোষ লিখেন; তাহার মধ্যে যোগরত্নমালা ও হেবজ্রতন্ত্রের টীকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি হেরুকতন্ত্রেরও টীকা লেখেন। হেরুক মহাযানের এবং হেবজ্র বজ্রযানের দেবতা বলিয়া অনুমিত হয়। অজপালিপাদ অদ্বয়গুপ্ত, অদ্বয়বজ্র, কুমারশ্রী, কুমারবজ্র, চন্দ্রগোমিন, চন্দ্রশ্রী, তথাগত রক্ষিত, তেলিপ, দিবাকরচন্দ্র, পুণ্ডরীক, স্থগন, নীলকণ্ঠ, নাড়পাদ, ধর্ম্মশ্রীমিত্র, পঙ্কজ, প্রজ্ঞাবর্ম্মন, ভৈরবদেব, রত্নাকর শান্তি প্রভৃতি লেখকগণের নাম অত্রপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। মুসলমান আক্রমণের বহুপূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধদিগের যে কেবল এক প্রবল বাঙ্গালা-সাহিত্য ছিল, তাহা নয়, উহাদের এক প্রকাণ্ড সংস্কৃত সাহিত্যও ছিল।

একটি বিষয়ের আমি অনুসন্ধান করিয়া সবিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই তাহা যদি কোন পালী, চীন, তিব্বতী বা সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ-পণ্ডিত বা প্রত্নতাত্ত্বিক রত্নানুসন্ধিৎসু মহোদয় বলিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে ভাবি ইতিহাস পৃষ্ঠা উদ্ঘাটনের পথ উন্মুক্ত হয়। হিন্দু শাসনকালে গোপালন একটি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ছিল; তৎসম্বন্ধে সংস্কৃত গ্রন্থাবলীও ছিল, কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্টগুণে সবই হারাইয়াছি। সে সম্বন্ধে কি কি বই আছে, কি কি গ্রন্থ বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত আছে এবং কোথায় পাওয়া যায়, তাহা কেহ আমাকে জানাইলে বিশেষ উপকৃত হই। বৌদ্ধযুগেও বহু পশু হাসপাতাল গবাদি পশুচিকিৎসালয় নালন্দা, বিক্রমশীলা ও দন্তপুরাদি মঠের সংলগ্ন ছিল জানা গিয়াছে, এই গুলিতে কি নিয়মও বিধিমতে পশ্বাদির চিকিৎসা নির্ব্বাহিত হইত এবং কি কি পুস্তক বৌদ্ধযুগে এ সম্বন্ধে প্রচলিত ছিল তাহা জানাইলে বিশেষ উপকার হয়। সেইজন্য আমি ভারতবাসী মাত্রকে বিনীতভাবে জানাইতেছি—যে কেহ পারেন আমাকে এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য ও অনুসন্ধান দানে উপকৃত করুন। গোরক্ষা ভারতবাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে কোন সম্পূর্ণ গ্রন্থ ভারতবর্ষের কোন ভাষাতেই নাই। সেই অভাব মোচনের জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইয়া ভারত সন্তানদের নিকট এ সম্বন্ধে তথ্য জন্য নিবেদন, বেদন ও প্রার্থনা পত্র দিতেছি !!!

শিল্প কলা ভাস্কর্য্যাদি বৌদ্ধযুগের সভ্যতা ফিরাইয়া দিয়াছে, সেইরূপ ন্যায়, ধর্ম্ম, বেদান্তাদি উচ্চ চিন্তার বিষয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম কম প্রভাব প্রকটিত ও প্রদর্শিত করে নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় ও চিন্তায় পৃথিবীর

ইতিহাসে এক বিরাট ব্যাপার (এত বড় ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে নাই) পৃথিবীর ইতিহাসে নাই। পৃথিবীর অর্দ্ধেক নরনারী যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল, তাহার প্রভাবের কি আর তুলনা আছে? এসিয়া খণ্ডের ত কথাই নাই, তিব্বত, চীন জাপান, ব্রহ্ম, মঙ্গোলিয়া ও তাতার প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের জ্যোতির্ম্ময়ী আলোক প্রবৃষ্ট হইয়াছিল এমন নহে, বরং ইউরোপে রোমসাম্রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত তথাগতের এই নির্ম্মল সদ্ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। সুদূর রুষ-সাম্রাজ্যের গোবী মরুভূমির মধ্যপ্রান্তে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের নিদর্শন সমূহ এখনও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে তাহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। এত দেশের এত নরনারী যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল, তাহার কতকগুলি বিশিষ্ট কারণ আছে। প্রথমতঃ, বুদ্ধদেব যে ভাষায় আপন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সে ভাষা সকলেই উপযোগী হইয়াছিল, সে ভাষা সকলেরই আধিগম্য ছিল, সে ভাষা সর্ব্বস্ফুটানুসারী। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার বিষয়ে দ্বিতীয় কারণ ইহার উপযোগিতা এবং বহু নর-নারীর অবলম্বন স্থল এবং প্রাঞ্জল ধর্ম্মনীতি-সকল. বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসা পরমধর্ম্ম মত প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে ভারতে জটিল কর্ম্ম-কাণ্ডের ও বলিপথের আবর্জ্জনায় সমাজকে আবিল করিয়া তুলিয়াছিল। বুদ্ধের সদ্ধর্ম্ম সেই গতি রোধ করিয়া প্রজার অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের সময় পাঁচটী প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইত; সে প্রতিজ্ঞাপঞ্চক 'পঞ্চশীল' নামে অভিহিত; পঞ্চশীল গ্রহণ ও পালন করা বৌদ্ধদের নিত্য করণীয় কর্ম্ম। অষ্টশীল বা দশশীল গ্রহণের দ্বারা সন্ন্যাসীর বা ভিক্ষুর প্রকৃষ্টত্ব সাধিত হইত। ভিক্ষুত্ব বা সন্ন্যাসীত্ব সিংহলে বৌদ্ধদের নিদর্শন; সেখানে নির্দ্দিষ্টকালের জন্য বৌদ্ধ-গণ সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহন করিতে পারেন; অপিচ একবার সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, পুনরায় সংসারী হওয়াও ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে। ব্রহ্ম, শ্যাম, চট্টগ্রাম ও আসামে একরূপ প্রথাই প্রচলিত আছে। সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের যে ভাব নেপালে ঠিক তাহার বিপরীত। মিঃ ব্রায়ন হজ্‌সন্ প্রভৃতি নেপালপ্রবাসী ইংরাজগণ নেপালী বৌদ্ধগণ সম্বন্ধে বহু নব তথ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন তাহা লিখিত প্রবন্ধাদি ও পুস্তক সমূহ পাঠেই জানা যায়। মিঃ হজসন সাহেবের মুন্সী অমৃতানন্দের সহোযো সর্ব্বপ্রথমে "ধর্ম্মকোষ" নামক বৌদ্ধগ্রন্থ সংকলিত হয়। নেপালী বৌদ্ধগণ মূর্ত্তি-পূজাদির অনুমোদনকারী। হিন্দুদের মধ্যে যেমন দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত, নেপালী বৌদ্ধগণের মধ্যেও তদ্রূপ পদ্ধতি পরিদৃষ্ট হয়। নেপালী বৌদ্ধেরা সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও বিবাহ করে; বিহার বা মঠে অবস্থানকালেও স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া বাস করে। এবিষয়ে সিংহলে ও নেপালে আকাশ পাতাল প্রভেদ দৃষ্ট হয়। তিব্বতে দুই ভাবই আছে, চীন ও জাপানে মাঝামাঝি ভাব। বিভিন্ন সমাজের রীতি প্রকৃতি অনুসারে বৌদ্ধধর্ম্মের আচার-পদ্ধতিও বিভিন্ন প্রকারে সংগঠিত হইয়াছে। নেপালী বৌদ্ধগণ "মহাযান" এবং চট্টগ্রাম, বর্ম্মা ও সিংহলীগণ "হীনযান" সম্প্রদায় ভুক্ত। ———

নেপাল ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম

[শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার চৌধুরী]

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় বৌদ্ধধর্ম্ম অভ্যু-দয়ের পরে সকল লোককে, সকল জাতীকে ধর্ম্মাক্রান্ত করিতে হইবে এই নব ভাব সকল ভারতীয় শিক্ষিত ধার্ম্মিক লোকদিগের মনে উদিত হয়। কিরূপে, প্রকৃতির রম্যভূমি নেপাল এবং দুর্লঙ্ঘ্য চির তুষারাবৃত পর্ব্বত শ্রেণীর অপর পার্শ্বস্থ তিব্বত দেশে এই ধর্ম্মের বিজয় নিশান উড্ডিয়মান হয় তাহা চিন্তনীয় বিষয় সন্দেহ নাই। ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থে মজ্‌ঝিম্, দুরভি-সার, মুলকদেব ও অন্যান্য আচার্য্য দিগকে মধ্য হিমালয় ও তিব্বতে প্রেরণ করেন। ইহাই যে নেপাল ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতি-ষ্ঠার মুল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির জারনেল্ এবং অন্যান্য প্রাচীন ঐতিহাসিক পুস্তক হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে খৃষ্ট পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে যখন অতি প্রাচীন বিদেহ বংশ মিথিলায় রাজত্ব করিতেন, তখন শক্ জাতি হইতে উদ্ভূত ব্রিজি নামক এক জাতি হিমালয় অতিক্রম পূর্ব্বক বিদেহ-রাজগণকে পরাজিত করিয়া মগধ অধিকার করে। বিদেহবংশ মিথিলা পরিত্যাগ করিয়া মগধে আশ্রয় গ্রহণ করে। বৈশালী নগ-রীতে ব্রিজিজাতির রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ণিত আছে যে স্বয়ং বুদ্ধদেব ব্রিজিজাতির মধ্যে বৌধধর্ম্ম প্রচার করেন। ব্রিজি-জাতির প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া স্বজাতির মধ্যে এই ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ব্রিজিজাতিরা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আপনাদিগকে লিচ্ছবি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন। বুদ্ধ-দেবের ইহলীলা সম্বরণের প্রায় তিন বৎসর পরে অতি পরাক্রান্ত মগধের রাজা অজাত-শত্রু এই ব্রিজিজাতিকে পরাজিত ও বিতা-ড়িত করেন। অনেক লিচ্ছবি আত্মসম্মান রক্ষার্থে নেপাল প্রভৃতি দুর্গম গিরিপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। লিচ্ছবিগণ প্রায় সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কাজেই তাঁহাদের আগমনে নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম সূচিত হয়। ইহার প্রায় আড়াইশত বৎসর পরে মহারাজ অশোক পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারে যত্নবান হন এবং নেপালেও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের অভিপ্রায়ে লোক প্রেরণ করেন। এইরূপে নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকে। তৎপর যখন লিচ্ছবি-বংশীয় রাজা জয়বর্দ্ধন নেপালের রাজসিংহা-সন অধিকার করেন, তখন তিনি নেপালবাসী অপামর সাধারণ সকলকে বৌদ্ধধর্ম্মে অনু-প্রাণিত করিতে সচেষ্ট হন। ফলতঃ লিচ্ছবি বংশের রাজত্বকালে নেপালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দিতে রাজা স্রঙসাসগাম্পো তিব্বতে রাজত্ব করিতেন। তিনি নেপালের একজন রাজদুহিতার পাণিগ্রহণ করেন।

এই সূত্রেই প্রথমে তিব্বত বৌদ্ধধর্ম্মালোকে উদ্ভাসিত হয়। রাজা স্রঙসান্সগাম্পো এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ অতিশয় ধর্ম্ম-পিপাসু নরপতি ছিলেন। এই জ্ঞানধর্ম্ম তিব্বতের সর্ব্বত্র প্রচার করিবার মানসে তাঁহারা বহুসংখ্যক ভারতীয় আচার্য্যকে আমন্ত্রণ করিয়া তিব্বতে আনয়ন করে। কেবল যে রাজা স্রঙসান্সগাম্পো বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী ছিলেন তাহা নহে, তৎপরে অনেক রাজাও এই ধর্ম্মপ্রচারে যত্নশীল ছিলেন। এই সকল রাজাদিগের মধ্যে থিয় বঙের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তিনি ধর্ম্ম প্রচারে মহারাজ অশোকের পদানুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অধ্যাপক শান্তিরক্ষিতকে রাজগুরু পদে নিযুক্ত করেন এবং ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বহু ভারতীয় পণ্ডিত আহ্বান করেন। রাজ-গুরুর পরামর্শে তিব্বতের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি ধর্ম্মবিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। তিনি শান্তিরক্ষিত এবং কাবুল হইতে পদ্ম সম্ভবকে নিমন্ত্রণ করিয়া তিব্বতে আনায়ন করেন এবং তাঁহাদের সহায়তায় বিখ্যাত সাইমার মট প্রস্তুত হয়। এই মঠ নির্ম্মাণ করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ইহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তিনি বিপুল সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্র সমূহ তিব্বতিয় ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য্যগণ আহূত হন। প্রায় এক শত ভারতীয় পণ্ডিত বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্রের সমুদয় গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হয়।

বর্ষ-বিদায়

[শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র কুমার দত্ত]

হে অতীত, হে চির অতীত !
লহ তুমি লহ নমস্কার !
কত অশ্রু, কত হাসি, কত ঘৃণা স্নেহরাশি,
কত সুখ-দুখ,
কত হর্ষ, কত ব্যথা, কত আশা হতাশতা,
বিষাদ কৌতুক,
তব ওই উদার হৃদয়ে
সঞ্চয় করেছ অনিবার !
হে অতীত, হে চির-অতীত !
লহ তুমি লহ নমস্কার !

(২)

একদিন আরতিতে তব
জেগেছিল নিখিল সংসার,—
তরুণ অরুণ-কর, আলোকিল চরাচর,
পাখী গে'ল গান,
সযতনে বন-বালা, গেঁথেছিল ফুল-মালা,
দিতে তোমা দান !
আজি যেন কিছু তার নাই,
আজি যেন শুষ্ক চারিধার !
হে অতীত, হে চির-অতীত !
লহ তুমি লহ নমস্কার !

(৩)

কোথা হতে এসেছিলে তুমি
আজি কোথা যাও আর বার,—
কি উদ্দেশ্য, কিবা কাজ, সাধিলে এ বিশ্বমাঝ,
প্রতি পলে পলে,
ইঙ্গিতে কে অবিরত, দেখাল তোমারে পথ
নীরবে বিরলে,

চিরকাল অজ্ঞাত এমনি
রবে কিগো সেই সমাচার ?—
হে অতীত, হে চির অতীত !
লহ তুমি লহ নমস্কার !

(৪)

এ বিশাল বিপুল জগতে
দ্বারে দ্বারে ফিরি সবাকার,
বিকশিত এ জীবন, করেছিনু নিবেদন,
লয় নাই কেহ,—
এত প্রেম অকারণে, বহিয়াছি সংগোপনে,
কোথা মোর গেহ !
নিরাশ্রয় এ জীবন মম
আজি তোমা দেই উপহার !
হে অতীত, হে চির-অতীত !
লহ তুমি লহ নমস্কার !

———

সন্তোষ

[শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ]

মহর্ষি বশিষ্ঠদেব তদীয় প্রিয় শিষ্য শ্রীরামচন্দ্রকে উপদেশ দিবার উদ্দেশে যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণে কহিয়াছেন, হে রাম! সন্তোষ পরম পদার্থ। সন্তোষ হইতে পরম মঙ্গল ও পরম সুখ সমুৎপন্ন হয়। সন্তুষ্ট ব্যক্তিরা পরম বিশ্রাম অনুভব করেন। সন্তোষরূপ ঐশ্বর্য্য হস্তগত হইলে সাম্রাজ্যকেও তৃণলতাবৎ তুচ্ছজ্ঞান হয়। সন্তোষশালিনী বুদ্ধিসঙ্কটেও উদ্বিগ্ন বা ক্ষীণ হয় না। সন্তোষ-রূপ অমৃত পান করিয়া যাঁহারা তৃপ্ত হইয়াছেন, ভোগশ্রী তাঁহাদিগের গরলতুল্য বোধ হয়। সন্তোষ ও অমৃত একই পদার্থ; উভয়ই সকল দোষ নাশ এবং নিখিল সুখ সমুদ্ভাবন করে। যিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ে ইচ্ছা ও প্রাপ্ত বিষয়ে রাগ দ্বেষাদি না করেন তাঁহাকেই সন্তুষ্ট কহে। সন্তোষ ব্যতিরেকে পদে পদেই বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয়। সন্তুষ্ট লোক সদা সুখী। সূর্য্যকিরণে পদ্মের ন্যায়, সন্তোষ সম্পর্কে লোকের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে। মলিন দর্পণে যেমন মুখ দেখা যায় না, আশাবশে বিবশচিত্ত সন্তোষহীন ব্যক্তির অন্তঃকরণেও তেমনই জ্ঞান প্রতিভাত হয় না। এই অকিঞ্চন জিবগণ সন্তোষবলে আধি ব্যাধি অতিক্রম ও অসীম সাম্রাজ্যসুখ ভোগ করে। যাঁহারা সন্তোষামৃত পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন, লক্ষ্মী তাঁহাদের মুখে ক্ষীরোদ সাগরের ন্যায় বিরাজ করেন। সন্তোষবলে আত্মানন্দ লাভ হইলে, স্পৃহা এক কালেই তিরোহিত হয়। কিঙ্করগণ যেমন রাজার আধিব্যাধি তেমনই সন্তোষশীল পুরুষের আত্মা বশীভূত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে ধুলি-পটলের ন্যায়, সন্তোষের আশ্রয়ে আত্মার অসুস্থতা নিরাকৃত হয়। কলঙ্ক সম্পর্ক পরিশূন্য, শীলসম্পন্ন বিশুদ্ধ বৃত্তির সহায়তায় লোক মাত্রেরই পূর্ণচন্দ্রবৎ শোভা সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। শান্তিগুণ সম্পন্ন সুন্দর মুখ-মণ্ডল সন্দর্শন করিলে যে প্রকার সন্তোষ সঞ্চারিত হয়, বিপুল ধনাগমেও সেরূপ হয় না। গুণিগণের মধ্যে অত্যুত্তমসম গুণশালী পুরুষোত্তমগণ দেব ও মহর্ষিগণেরও নমস্য।

———

কথোপকথন*

[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ এম্ আর্ এ এস্]

(ধরা কি শরা নামক সামাজিক উপন্যাস হইতে উদ্ধৃত)

পরিতোষ। কি হারাধন বাবু! আপনি যে খুব Punctually (ঠিক সময়ে) আস্‌ছেন দেখছি!

পদ্মলোচন। আমরা সব 'Punctualists'-এর (সময় নিষ্ঠের) দল ; সময়-নিষ্ঠ হওয়া কষ্ট 'Regular' (সময় নিষ্ঠ) সকল ;— উনি ৫টায় আস্‌তে বলেছিলেন, ৬টায় যে এয়েছেন এই ঢের্!

এই কথায় হারাধন বাবুর মুখ লাল হইয়া গেল। তিনি লজ্জায় ঈষৎ হাস্য করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহাকে অন্য মনস্ক দেখিয়া পরিতোষ বাবু বলিলেন—

"যাক্‌গে, হারাধন বাবু! বাড়ী যাচ্ছেন কখন"?

"যাবনা"।

"কেন"?

"পাড়াগায়ে কি ভাই যেতে আছে? ওখানে সব Rusticsএর (অসভ্যের) দল এমন একটা লোক নেই, যার সঙ্গে একটু আলাপ কর্‌তে পারি। আর মেলেরিয়া ত লাগাই আছে! সাধে কি বড়লোকেরা পাড়াগাঁ ছেড়েছেন?"

পদ্মলোচন বাবু হারাধন বাবুর ন্যায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি হইতে কখনও এইরূপ উত্তর আশা করেন নাই ; তাই তাঁহার উত্তরে একেবারে স্তম্ভিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অত্যন্ত ঘৃণার সহিত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হারাধন বাবু! বই পড়তে পড়তে খেপে গেলে নাকি? পাড়াগাঁয় যে সবই Rustics'এর (অসভ্যের) দল বল্‌লে এতে কি তোমার বাপ খুড়ো বাদ যান? আর বড়লোক হ'তে না হ'তেই অমনি পাড়াগাঁয়ের ত্রিসীমা ছাড়ায়, পাড়াগাঁয়ের 'Sanitation' (স্বাস্থ্য) ভাল হবে কোত্থেকে"?

হারা। বাপ খুড়ো বলে কি তাঁদের ছাড়্‌বো? আমাদের আর কাজ নেই? পাড়াগাঁয়ের Sanitation (স্বাস্থ্য) ভাল কর্‌তে যাই?

পদ্মলোচন বাবুর ভারি রাগ হইল। তিনি রাগে গোঁ গোঁ করিতে করিতে কিয়ৎক্ষণ পরে ঘৃণা সহকারে বলিলেন—"না, না ; তা' কি হয়? তাঁদের ছাড়লে বল্‌বে কেন? তা'হলে অত খেটে 'Research' (গবেষণা) করে P. R. S. (পি, আর এস্) পাওয়ার বাহাদুরীটা কি হ'ল? পাড়াগাঁয়ের ভাত খেয়ে মানুষ হয়েছ,—পাড়াগাঁয়ের সাহায্য ছাড়া এক মুহূর্ত্তও চল্‌তে পার না কিনা, তার উন্নতির জন্যে তোমার সময় হবে কোত্থেকে?—"যে হাড়ীতে খাও, সে হাড়ীই ফুটো কর বাস্"!

যে সময়ে এ সকল কথোপকথন হইতেছিল দুঃখীরাম শর্ম্মা ও কালাচাঁদ বসু নামক দুইজন যুবক কিয়দ্দূরে অপর বেঞ্চে বসিয়া এই সকল কথা শুনিতেছিলেন। পদ্মলোচন বাবুর শ্লেষপূর্ণ কথায় তাঁহাদিগের নীরবতা ভঙ্গ হইল। তাঁহারা অপরিচিত এবং অসংশ্লিষ্ট হইলেও চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না! প্রথমে দুঃখীরাম বাবু বলিয়া উঠিলেন—

"মাপ কর্‌বেন, মহাশয়! তা'তে কি হয়েছে মহাশয়ের ইচ্ছা কি যেটা দোষ সেটাকে গুণ বলা হয়? যারা Uneducated (অশিক্ষিত) বা পাড়াগেঁয়ে ভূত তা'রা পাড়াগাঁকে ভালবাসুক্‌গে ; তা'বলে আমরা পাড়াগাঁকে ভালবাস্‌তে যাব কেন? —আমাদের আর কাজ নেই?—পাড়াগাঁয়ের Sanitation (স্বাস্থ্য) ভাল কর্‌তে যাই? তা' করতে হয়, আপনারা করুন গে!

কালাচাঁদ। বেশ বলেছ দুঃখীরাম ;— মহাশয়দের কথার ঠিক জবাটা হয়েছে।

দুঃখীরাম ও কালাচাঁদ বাবুর অভদ্রোচিত উত্তরে পদ্মলোচন বাবুর আপাদমস্তক রাগে লাল হইয়া গেল। ঘৃণা ও রাগে কিয়ৎক্ষণ কোন কথাই বলিলেন না ; পরিশেষে ব্যঙ্গ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় দু'জনার কি করা হয় জান্‌তে পারি কি?"

দুঃখী। বিশেষ কিছুই করা হয় না ; —তবে আমি M. A. (এম এ) পাশ করেছি, Law এর (আইনের) Final (শেষ পরীক্ষা) দোবো ; আর ইনি এবার M. A (এম্ এ) তে First (প্রথম) হয়েছেন!

পদ্ম। আমাদের হারাধন বাবু P.R,S (পি, আর্, এস)! বেশ, বেশ, মহাশয় তিনজনার খুব যোগ্য মিলনই ঘটেছে! অমন মানিয়েছে, যেন ত্র্যহঃস্পর্শ যোগ!! তবে কিনা "To soar bul never roaming is golden (পথ না ভুলে উড়াটাই ভাল)!!!

কালা। মহাশয়! অত ঠাট্টা কচ্ছেন কেন?

দুঃখী। মহাশয়ের ভদ্রটার সীমা অতিক্রম করা কি উচিত হয়েছে?

পদ্ম। মহাশয়ের আইন-জ্ঞান্ যথেষ্ট! Bল এ (ওকালতিতে, মশায় Shine (পশার) কর্‌তে পার্‌বেন দেখছি!!

ওই কথা কথা বলিতে না বলিতেই তিনি পরিতোষ বাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"দেখ, ভাই! মহাশয়েরা তাঁদের চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করলেন, তাতে ভদ্রটার সীমা ঠিক থাক্‌লো ; কেবল ভদ্রতার সীমাটুকু অতিক্রম কর্‌লেম আমরা! তবে কি জান ভাই?—খাওয়াটাতে দোষ নেই ;— ছোঁয়াটাই হচ্ছে দোষের!

পরিতোষ বাবু বুঝিলেন অবস্থা বড় ভাল নহে! উভয় পক্ষের মধ্যে যেরূপ তর্ক বিতর্ক চলিতেছে তাহার ভাবী ফল তাঁহার নিকট বিষময় বলিয়াই মনে হইল! তাই তিনি পদ্মলোচন বাবুর প্রতি কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন— "যাক্‌গে, তাঁদের যা খুসী কর্‌তে দাও।"

ইহাতে উভয় পক্ষই নীরব হইলেন!

* শ্রীযুক্ত পরিতোষ চন্দ্র ঘোষ, পদ্মলোচন রায়, হারাধন ন্যায়রত্ন, দুঃখীরাম শর্ম্মা ও কালাচাঁদ বসু—বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষিত যুবকবৃন্দ।

ইতিপূর্ব্বেই পরিতোষ বাবু অন্যমনস্ক ছিলেন! উভয় পক্ষের বিবাদ মিটাইবার বাসনায় উক্ত কথা কয়েকটী বলিয়া তিনি পুনরায় চিন্তামগ্ন হইলেন। আনন্দ ও বিষাদে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল! পল্লীগ্রামের সুখের কথা তাঁহার মনে জাগিল। শ্যামল শস্যক্ষেত্রের কথা,—কোকিল দয়েলাদির কথা,—সরল পল্লীবাসীদিগের কথা একে একে স্মৃতপথে উদিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দে অধীর করিয়া তুলিল। কিন্তু হায় চপলার ন্যায় সে আনন্দ নিমেষে কোথায় লুকাইয়া গেল! তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সহরের কৃত্রিমতাকে কেন ভালবাসিলেন,— কেন তাঁহারা "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জন্মভূমিকে ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না পরক্ষণে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন, বিষাদে তাঁহার বদন মলিন হইয়া গেল! তিনি হঠাৎ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পদ্মলোচন বাবুকে বলিলেন—

"ভাই! তোমায় কি বল্‌ব? পাড়াগাঁয়ের সুখের কথা ভেবে আমার ঈর্ষা হয়। মাঝে মাঝে অমন ইচ্ছা করে,—সহর ছেড়ে পালাই। কিন্তু হায়! পারি কৈ"?

পদ্মলোচন বাবু পরিতোষ বাবুর মানসিক চঞ্চলতা কিছুক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাই তাঁহার শেষোক্ত কথায় ঈষৎ হাস্য করিয়া গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হঠাৎ এত বৈরাগ্য যে?"

পরি। তা' অনেক দিন আগে থেকেই হয়েছে; কিন্তু শুধু যে এ অভাব আমার হয়েছে অমন মনে করো না; সহরের সকলেরই তাই! সহরের মাঝে মাঝে যে, 'গার্ডেন' 'টার্ডেন' (বাগান টাগান)—আবার অনেকের বাড়ীতে যে 'টব্ টাব্' দেখ্‌ছ এরা কি পাড়াগাঁয়ের প্রতি নগরের লোকের পরোক্ষ শ্রদ্ধা প্রকাশ কর্‌ছে না? সহরের লোকেরা অত Charge এ Fange (বায়ু পরিবর্ত্তনাদিতে) কেন যায় জান?

শেষোক্ত প্রশ্নে পদ্মলোচন বাবু একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—

"কেন?—বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য"!

পরি। শুধু কি তাই?

পদ্ম। তবে?

পরি। সহরে যা' কিছু দেখ্‌ছ সবই কৃত্রিম! তাই কৃত্রিমতা ছেড়ে একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচবার জন্যেই তারা অত Change এ Fange এ (বায়ুপরির্ত্তনাদিতে) যায়। কিন্তু তোমাদের তা' দরকার করে না। Change এ fange এ (বায়ুপরিবর্ত্তনাদি) যা' কিছু আরাম—যা' কিছু সুখ সবই পাড়াগাঁয়ে দেখ্‌তে পাবে, তোমাদের সঙ্গে কয়েকটী পল্লীগ্রাম ঘুরে আমি তা' বেশ বুঝতে পেরেছি। এবার বাবা সহরতলায় বালীগঞ্জে একখানা বাড়ী করেছেন; আমি প্রায়ই সেখানে গিয়ে থাকি।

পরিতোষ বাবুর ন্যায় উচ্চ শিক্ষিত একজন নগরবাসীর মুখে পল্লীগ্রামের গৌরব ও প্রশংসার কথা শুনিয়া পদ্মলোচন বাবুর হৃদয়ে আনন্দ ধরিল না। কিন্তু তিনি মনের আনন্দে মনেই চাপিয়া রাখিলেন। পল্লীগ্রামের বিরুদ্ধবাদী—উক্ত শিক্ষিত যুবক তিনজনকে ব্যঙ্গ করিবার বাসনায়—পরিতোষ বাবুর কথা থামাইবার ছলে বলিলেন—

"চুপ! চুপ!! অমন কথা মহাশয়দের সামনে আর বের করোনা। মহাশয়েরা High Education (উচ্চশিক্ষা) পেয়ে সহরে আসতে চাচ্ছেন, আর তুমি Education (উচ্চশিক্ষা) পেয়েও সহর ছেড়ে পাড়াগাঁয়ে পালাবার মতলব করছ? মহাশয়েরা শুন্‌লে যে তোমায় Rustics Fastics (অসভ্য সভ্য) ডেকে বসবেন।

পরি। বলুক্‌গে! ত' বলে কি সত্যি কথা বল্‌ব না? মহাশয়দের মত—অমন ঢের শিক্ষিত লোক দেখেছি;—আরও কত দেখ্‌বো! আমার কথা ছেড়েই দাও;—তুমি বুঝি আর শিক্ষিত নও?—তবে সংসারে কেউবা দেখে শিখে, কেউবা ঠেকে শিখে! —মহাশয়দের ঠেকে শিখতে দাও।

কাল

[শ্রীযুক্ত তরণী সেন বড়ুয়া]

প্রথমতঃই আমাদের ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য,—কাল কাহাকে বলে, বা কাল শব্দের অর্থ কি? কাল শব্দের অর্থ সময়। নদী যেমন সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, কখনও কেহ তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না, সে আপন মনে খরস্রোতে চলিতে থাকে কালও তদ্রূপ।

সে কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। যেমন অমাবস্যার পর পূর্ণিমা, এবং পূর্ণমাসীর পর অমাবস্যা; দিবার পর রাত্রি, এবং রাত্রির পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ গত হইয়া যায়; সময়ও সেই প্রকার আপন মনে চলিতে থাকে।

সংসারের জটিল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সে ছুটিয়া যাইতেছে কেহ তাহাকে ধরিতে পারে না। সুতরাং যথাসময়ে আমাদিগের কার্য্যক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হওয়া কর্ত্তব্য। যাহাদিগের শরীরের আলস্য নাই, যাহারা অদ্যকার কাজ কল্য করিবে বলিয়া রাখে না বা মনে স্থান দেয় না যাহারা সময়ের কাজ সময়ে করিয়া ফেলে, তাহারাই সময়কে প্রকৃত আলিঙ্গন করিতে পারে বা ধরিতে সক্ষম হয়।

সদাই ধায়,
নদীর ঢেউ;
রাখিতে তায়,
পারে না কেউ;
সময় যায়;
তাহারি প্রায়;
কাহার ও মুখ,
চাহে না হায়;
চলিছে দিন,
চলিছে রাত;
ধরিতে তায়,
নাহিক হাত;
ধরিতে তায়,
সে পারে ভাই;
আলস্য যার,
শরীরে নাই।

হে বন্ধুগণ! সময় ত আমাদিগকে প্রতিমুহূর্ত্তে সতর্ক করিয়া দিতেছে বা চলিয়া যাইতেছে। এখনও সময় আছে, সময়ের সঙ্গে যদি যাইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে সময়ের কাজ সময়ে করিয়া ফেল। তবেসম য়ের সঙ্গে যাইতে পারিবে। চল যাই আমরা

আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সৎকর্ম্ম বা সৎপথে ভগবানের উপাসনায় রত হই।

যদি কাজ আলস্য করিয়া রাখিয়া দি, যা অন্য নয়—কল্য করিব বলিয়া মনে স্থান দি তবে তাহা কখনও করা হইবে না। হঠাৎ সেই দিন আমাদের আয়ু ফুরাইয়া যাইবে, যম বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদের শিয়রে আসিয়া উপস্থিত হইবে তখন আক্ষেপ করিতে হইবে—'হায়, কি করিলাম? কেনই বা বিষয়-মদিরা পান করিয়া সময়কে হারাইয়া আজ এই দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছি?

হায় কি করিলাম, কেনই বা বৃথা সময় অতিবাহিত করিয়া আলস্য করিয়া সময় হারাইলাম? সেই সময় যদি ভগবানের উপাসনায় বা সৎকর্ম্মে লিপ্ত থাকিতাম, তাহা হইলে কখনই যম আমাদের নিকট এইরূপ বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিতে পারিত না এবং তাহাকে দেখিয়া কখনই ভয় করিতাম না। যদি আমরা সময়ের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিয়া মানবের মঙ্গলার্থে জীবন উৎসর্গ করিতাম বা ভগবানের উপাসনা করিতাম তাহা হইলে আজ নির্ব্বিঘ্নে সময়ের সঙ্গে চলিয়া যাইতাম। বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের এতই দুর্দ্দশা!

ছুটে এস ছুটে এস ভাই,
সময়ের কাছে চলে যাই
এখনও সময় আছে ভাই,
সময়ের তরি বাহি যাই॥

অতএব বন্ধুগণ সময় থাকিতে সুপথ খুঁজিয়া লও সৎকর্ম্ম কর, দশের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ কর, ভগবানের উপাসনায় লিপ্ত থাক, সময় থাকিতে উপায় খুঁজিয়া লও! এত সুখের সময় আর পাইবে না! একবার চলিয়া গেলে সে সময় আর ফিরিয়া আসে না, তাই বুঝিয়া শুনিয়া আপনার সুপথ দেখ, যেন পরে সময়ের জন্য আক্ষেপ করিতে না হয়।

———

ভ্রান্তি

[শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র লাল কাঞ্জিলাল]

আমারি এ দেহ আমারি সংসার
কেন মূঢ়মন ভাব অনিবার ?!
জনক জননী সুতাসুত ধন
বিষয় বিভব বন্ধু পরিজন
কিছুই ত নহে তোমারি আপন।
নহে কি এ সব অলীক স্বপন ?
কনক রজত ভূষণ বসন
মরকত মণি পার্থিব রতন
কিছুই ত নহে চির সুশোভন।
কেন তবে মিছে মোহে নিমগন ?
নহে কি রে হায়! মানব নিকর
শমনের দাস, সদা বিনশ্বর ?
বহিবে ক'দিন এ'দেহে শোণিত ?
ক'দিন হেরিবে আঁখি চারিভিত ?
ক'দিন বধির হবেনা শ্রবণ ?
কতদিন রবে জিভে আস্বাদন ?
নাসারন্ধ্রে শ্বাস বহিবে ক'দিন ?
স্পর্শশক্তি ত্বকে হবেনা কি লীন ?
অলস-লালস-বিলাস-বিভোর
প্রমত্ত এ'চিত মোহবশে ঘোর
দুদিনের পর র'বেনা র'বেনা
তবু কেন হায়; হয় না চেতনা ?
কোথা র'বে গেহ আত্মীয় স্বজন
বিষয় বাসনা যতনের ধন,
যবে ভবলীলা হবে অবসান
দেহ হ'তে যবে বাহিরিবে প্রাণ!
রে ভ্রান্ত, দুর্ব্বল মোহ-হত চিত
বিধির মঙ্গল শাসন উচিত
লহ মানি শিরে ত্যজি মোহবেশ
ভ্রান্তি পরিহরি ভাব পরমেশ
এ'নিখিল ধরা রচনা যাঁহার,
নহে নহে কিছু তোমার আমার!
আমিও যে তাঁর তবে কেন আর
কহি বারম্বার আমার আমার ?
বিশ্বপতি যিনি সর্ব্বসারাৎসার
সকলি তাঁহার, সকলি তাঁহার!

———

ক্রোধ

[শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর বড়ুয়া]

ক্রোধ মানবের সর্ব্বপ্রকার বিনাশের মূল। ক্রোধ হইতে কি কুফল উৎপন্ন হয় এবং ক্রোধ দমনে কি উপকার তাহা বারংবার বিবেচনা করিয়া "আমি কখনও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইব না" এই রূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা মানব মাত্রেরই উচিত। ক্রোধের দ্বারা কোন কোন লোক কোন কোন (Tribe) জাতি কিরূপে নষ্ট হইয়াছে, তাহা আমাদের চিন্তা করা একান্ত কর্ত্তব্য। যখন শরীরে ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয় তখন বুদ্ধিতে পারিবেন যে মস্তিষ্ক খারাপ হইয়া গিয়াছে; এই সময়ে কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তাহা বিবেচনা করিবার শক্তি থাকে না। সুতরাং এই সময়ে অনেক বিজ্ঞ লোকও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক পাপ কার্য্যে রত হইয়া থাকেন, এমন কি সেই সময়ে গুরুকেও বধ করিতে সঙ্কোচ মনে করেন না। জ্ঞানীরা না করিতে পারে এমন কোন কাজ নাই, না বলিতে পারে এমন কোন বাক্য নাই। ক্রোধের উত্তেজনায় যাহারা অবধ্য তাহাদিগকেও বধ করে আর যাহারা বধ্য তাহাদিগকে সম্মান করিয়া থাকে। ক্রোধ ব্যক্তি আপনাকে শমন ভবনে প্রেরণ করিয়া থাকে। ক্রোধান্ধ হইলে শুভাশুভ জননীর ক্ষমতা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়, সম্মান কিরূপে রক্ষা করিতে হয় তাহা ক্রুদ্ধ ব্যক্তি দেখিতে পায় না।

ক্রোধ মানবের পরম অভিভাবী। ক্রোধ মানবের জ্ঞান নষ্ট করে। সুতরাং কাহার প্রতি ক্রোধ না করিয়া সকলের সঙ্গে বিনয় নম্র ব্যবহার করিয়া বন্ধুভাবে কাল যাপন করা মানব মাত্রেরই শ্রেয়ঃ। অন্তরে যখন ক্রোধের সঞ্চার হয় তখন মানব হৃদয়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে অতএব এমন সময়ে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয়—যাহার মুখ খানি তোমার নিকট বড়ই মিষ্ট বলিয়া বোধ হইত, যাহার মুখ খানি সর্ব্বদা অট্টহাসিতে পরিপূর্ণ এবং যাহার মুখ খানি দেখিলে হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার হইত। ক্রোধের সময় সেই মুখ খানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, দেখিবে যেন সেই অট্টহাসি মধুর আলাপন আর নাই, ক্রোধানলে ভীষণরূপ ধারণ করিয়াছে, চক্ষু রক্তময় ওষ্ঠ কম্পিত ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে এই সময়ে তাহাকে প্রবোধ দিবার কথা দূরে থাকুক, তাহার নিকট যাইতেও ইচ্ছা হয় না। সুশ্রীযুক্ত মুখকে কালিমা দ্বারা আচ্ছন্ন করিতে অন্য কোন রিপু সহসা কৃত কার্য্য হয় না কিন্তু এই ক্রোধ ৫ মিনিটের মধ্যে করিতে পারে। যেই ব্যক্তি চটীতে দেখিবেন তাহা হইতে সর্ব্বদা

দূরে থাকিবে। যদি কোন একটা বিষয় লইয়া যদি তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয় এবং মীমাংসার সুযোগ না হয় তাহা হইলে উহাতে ঝগড়া হইবার সম্ভাবনা। এমত অবস্থায় প্রথম দ্বিতীয়কে জয়ী বলিয়া ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া যাওয়া উচিত। না হয় সেই খানে কোন প্রকার অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। ক্রোধ দমন করিবার ৭৮টী উপায় আছে তাহা নিম্নে লিখা হইল।

(১) যাহার প্রতি ক্রোধ হইয়াছে, ক্রোধের অপমান হওয়া মাত্র অমনি তাহার নিকট আত্মদোষ স্বীকার করা কি তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা, ক্রোধ দমনের উৎকৃষ্ট উপায়।

(২) যখন হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার হইতে দেখিবে, অমনি এক হইতে ১০০ শত পর্য্যন্ত গণনা করিবে। এইরূপ গণনা করিলে ক্রোধের বেগ থামিয়া যায়।

(৩) ক্রোধ আসিবার উপক্রম হইলে দর্পণ করিয়া নিজের মুখ নিজে দর্শন করিলে ও ক্রোধের হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

(৪) ক্রোধের সময়ে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ক্রোধ দমনের আর একটী উপায়।

(৫) যখনই হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার হইতে দেখিবে, অমনি নিজে নিজে ভাবিবেন যেন আমার ন্যায় দুর্ব্বল, টাকা পয়সা হীন লোক সংসারে অতি বিরল। এইরূপ নিজকে নিজে ধিক্কার করিলে ক্রোধের পরিমাণ হ্রাস হইয়া যায়।

(৬) ক্রোধের সময়ে স্থান পরিবর্ত্তন করিলেও ক্রোধের পরিমাণ কমিয়া যায়।

(৭) কাম লোভ অহঙ্কার এবং পর দোষ আলোচনা যতই কমাইতে পারিবেন ততই ক্রোধ কমিয়া যাইবে। কাম লোভ কি অভিমানে আঘাত পড়িলে এবং পরদোষ দর্শন ও কীর্ত্তন করিলে ক্রোধের উদয় হয়।

(৮) ক্রোধ দমন করিতে হইলে প্রথমে ক্রোধ যাহাতে স্থায়ী হইতে না পারে তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ক্রোধ স্থায়ী হইতে না পারিলে ক্রমে কমিয়া যায়। ক্রোধের দ্বারা মানব অকালে মানবলীলা সংবরণ করে।

উপসংহার। যতই ক্রোধ কমাইতে পারিবেন ততই সংসারে পরম সুখে ও শান্তিতে কালযাপন করিতে পারিবেন।

মন্তব্য ও সংবাদ

মহাস্থবির।—আজ আমরা অতীব আনন্দের সহিত আমাদের বন্ধু বান্ধবগণকে জানাইতেছি যে পূজনীয় শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় আমাদিগকে চিন্তান্বিত করতঃ ভয়ানক অসুস্থাবস্থায় রাঁচি গিয়াছিলেন। চট্টগ্রামপ্রবাসী বৌদ্ধগণের সেবা শুশ্রূষায় এবং তথাকার সরকারি হাঁসপাতালের সিভিল্ সার্জ্জন শ্রীযুক্ত গৌরিচরণ গুপ্ত, ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ঘোষ এবং তাঁহার কম্পাউণ্ডার শ্রীযুক্ত পীতাম্বর ঘোষ মহোদয়গণ বিনা পারিশ্রমিকে মহাস্থবির মহোদয়কে সযত্নে চিকিৎসা করিয়া এবং বিনামূল্যে ঔষধাদি প্রদান করিয়া তাঁহার রোগ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক লাঘব করিয়াছেন। এইজন্য আমরা তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতার সহিত আমাদের কৃত পুণ্য কর্ম্মের পুণ্যাংশ সর্ব্বান্তঃকরণে বিতরণ করিতেছি।

বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভা।—ভগবান ত্রিরত্নের আশীর্ব্বাদে ধর্ম্মাঙ্কুর সভা তাঁহার কয়েকজন পৃষ্ঠপোষক, হিংসাকারী বন্ধু বান্ধব ও স্থায়ী-মেম্বরগণের বিবাগ যাতনা ভোগ করতঃ আগামী প্রচারণা উৎসবের দিনে ২৬শ তম বার্ষিক অতিক্রম করিয়া সপ্তবিংশ বর্ষে প্রদার্পন করিবেন। আমরা ধর্ম্মাঙ্কুরের এই নববর্ষে আমাদের প্রত্যেক পৃষ্ঠপোষক, হিতকামী বন্ধু বান্ধব ও মেম্বর গণকে শারদীয় আলিঙ্গন ও সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি এবং তাঁহাদিগের নিকট একান্ত অনুরোধ করিতেছি যে তাহারা যেন যথা শীঘ্র তাহাদের দেয় চাঁদা পাঠাইয়া বাধিত করেন। ধর্ম্মাঙ্কুর সভার স্থায়ী সভাপতি পূজনীয় শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়ের শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ তিনি তাঁহার প্রত্যেক বন্ধু বান্ধব গণের নিকট পত্রাদি দিতে পারিতেছেন না। আশা করি আমাদের হিতকামী বন্ধু বান্ধবগণ আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না।

চট্টগ্রামে বৌদ্ধ স্মৃতি।—চট্টগ্রাম সহর হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে খরণদ্বীপে জমিদার মিঞা সুরল আনোয়ারের বাড়ীর ভিটার মধ্যে একটি পুরাতন বটবৃক্ষ ছিল। সেই বট বৃক্ষটী মূলসহ তুলিয়া ফেলিবার সময় তাহার নীচে ৮ হাত চওড়া ও ৮ হাত লম্বা এক চতুষ্কোণ পাকা বাড়ী বাহির হইয়াছে এবং এই স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধ মঠের পুরাবস্তু ও পাওয়া গিয়াছে। ইহা বৌদ্ধ যুগের পুরাতন কীর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। কারণ প্রাচীন কালে চট্টগ্রাম এক বৌদ্ধ প্রধান দেশ ছিল। এখনও বুড়া গোঁসাই, চক্রশালা-স্তূপ ও চিক্ মরম প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্ত্তিতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমানেও চট্টগ্রামবাসী বঙ্গীয় বৌদ্ধগণ উক্ত প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহকে অতি ভক্তির সহিত সম্মান ও পূজা করিয়া থাকেন। বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলাম—খরণদ্বীপের পুরাবস্তুগুলি এখন কলিকাতার যাদুঘরে সংরক্ষিত অবস্থায় আছে।

চট্টগ্রাম বিহারে লাট— বিগত ৩১শে জুলাই বঙ্গেশ্বর বাহাদুর বিভাগীয় কমিশনার মিঃ কে, সি দে বাহাদুরের সমভিব্যহারে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম কলেজের পালি লেকচারার ও চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির সভাপতি শ্রীমৎ ধর্ম্মবংশ মহাস্থবির মহোদয় তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও উক্ত সভার সম্পাদক প্রমুখ কয়েকজন মেম্বর উপস্থিত থাকিয়া লাট বাহাদুরকে যথোচিত অভ্যর্থনা করতঃ মঙ্গলসূচক কয়েকটা গাথা আবৃত্তি করিয়া তাহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন।

কলিকাতা-সিংহলী বৌদ্ধ সমিতি;—অনেকজন সিংহলী বৌদ্ধ ব্যবসায় বাণিজ্য ও বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে এই কলিকাতা মহা নগরীতে অবস্থান করিতেছেন। সাধারণতঃ সিংহলী বৌদ্ধেরা হীনযান সম্প্রদায় বৌদ্ধদিগের মধ্যে অগ্রনীয় ও উন্নত। তাঁহারা কলিকাতা প্রবাসে অবস্থান করিয়াও তাঁহাদের ধর্ম্মানুগত কর্য্যাদি ভুলিতে পারিতেছেন না। বিগত ৪।৫ বৎসর ধরিয়া তাঁহারা কলিকাতা ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে শুভ বৈশাখী উৎসবের দিনে বৃদ্ধিষ্ট টেম্পল লেনস্থ বৌদ্ধ মন্দির ও বিহারের চতুষ্পার্শ্বস্থ লেন মনোহররূপে

সাজাইয়া বঙ্গীয় বৌদ্ধগণের অন্তরে ধর্ম্মের এক অনির্ব্বচনীয় ধারা প্রবাহিত করাইতেছেন। গতবৎসর হইতে অধিকাংশ কলিকাতা প্রবাসী সিংহলী বৌদ্ধগণ "কলিকাতা সিংহল বৌদ্ধ সমিতি" স্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যেক পূর্ণমাসী দিনে তাঁহাদের একমাত্র বুদ্ধবন্দনা ও বুদ্ধ পূজাদির স্থান—ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে আসিয়া সভার কার্য্য সুসম্পন্ন করেন।

বলা বাহুল্য যে উক্ত সমিতি "সত্যধর্ম্ম প্রকাশিকা" নামক এক মাসিক ধর্ম্মপত্রিকা প্রকাশিত করিয়া সর্ব্বসাধারণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। আমরা ভগবান ত্রিরত্নের সমীপে সমিতির মঙ্গল কামনা করি।

শ্রাদ্ধ।—উনাইন পুর নিবাসী স্বনামধন্য ৺রাজবল্লভ চৌধুরীর ২য় কন্যার পুত্র শ্রীযুক্ত মনচন্দ্র বড়ুয়া বিগত ১লা ভাদ্র সোমবার তাঁহার জন্ম দিনে স্বদেশ বাসিগণের সাহায্যে তাঁহার মাতামহীর সাপ্তাহিক ক্রিয়ার শ্রাদ্ধ সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। প্রাতে ১২ জন ভিক্ষুগণকে অন্নদান করেন এবং শতাধিক লোককে নিমন্ত্রনে আপ্যায়িত করেন। রাত্রি ১০ টার সময় গ্রামস্থ কলিকাতা প্রবাসী বন্ধু বান্ধব ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে সমবেত হইয়া ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করতঃ মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কৃত পুণ্যাদি অনুমোদন করেন। বলা বাহুল্য যে মৃত মহাত্মার অন্য দুইটী নাতি শ্রীযুক্ত সঙ্ঘদাস বড়ুয়া ও শ্রীযুক্ত সারদা রঞ্জন চৌধুরী মহোদয়গণও এই শ্রাদ্ধে অনেক সাহায্য করিয়া মন চন্দ্র বাবুর সহিত যোগ দান করিয়াছেন আমরা মৃত মহাত্মার পারলৌকিক মঙ্গল ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের শান্তি কামনা করি।

দান।—গাছবান নিবাসী শ্রীযুক্ত কলিধন কারবারি ৫৲ টাকা, লুদীবান নিবাসী শ্রীকমল কৃষ্ণ চাক্মা ১৲ টাকা, পানছরি নিবাসী শ্রীবিশক কারবারি ২৲টাকা এবং তাহার:স্ত্রী—১৲ টাকা, মোট এই নয় টাকা শ্রীযুক্ত কলিধন কারবারী মহাশয়ের মারফত দার্জ্জিলিং বিহারের দান স্বরূপপ্রাপ্ত হইয়াছি। ভগবান ত্রিরত্নের সমীপে উক্ত দাতাগণের মঙ্গল কামনা করিতেছি।

শোক সংবাদ।—(১) আমরা অতি দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি ধর্ম্মাঙ্কুর সভার স্থায়ী মেম্বর পাহাড়তলী গ্রামের স্বনামধন্য মুৎসুদ্দী পরিবারের ব্রজেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী মহাশয় আর ইহ জগতে নাই। তিনি তাঁহার পরিবারস্থ সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কয়েকদিন স্বর্গীয় বিপ্রদাস মুৎসুদ্দী মহোদয়ের অধীনে থাকিয়া পেলিটুয়ায়—বাণিজ্য ব্যবসায়ের নিয়ম প্রণালী শিক্ষা করতঃ জাতীয় উন্নতির মানসে পেলিটুয়ার কোলাদানে বাণিজ্য ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কার্য্য নিপুণতায় অচিরেই তিনি তাহাতে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা বড়ই শোকান্বিত। আমরা ভগবান ত্রিরত্নের সমীপে শোক সন্তপ্ত পরিবারে শান্তি ও প্রেতাত্মার পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করি।

(২) আমরা বড়ই শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে জানাইতেছি যে ধর্ম্মাঙ্কুর সভার পরম হিতৈষী চট্টগ্রাম নিবাসী কলিকাতা হাইকোর্টের সুযোগ্য উকিল ক্ষিতিশচন্দ্র সেন এম্ এ বিএল্ মহোদয় চট্টগ্রামবাসীকে এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণকে কাঁদাইয়া

অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ১৯০৯ ইংরেজীতে কলিকাতা হাইকোর্টে হাজির হইয়া বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যেই আপন প্রতিভা ও যোগ্যতা বলে সুযোগ্য উকিলরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। এজন্য আমরা কালে তাঁহাকে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে দেখিবারও আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু কালের কুটীলচক্রে আমাদিগের সেই আশা নিরাশায় পরিণত হইল! তাঁহার ন্যায় অমায়িক, হৃদয়বান ও প্রতিভাশালী বন্ধুকে হারাইয়া আমরা প্রকৃতই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। সম্প্রতি জানিতে পারিলাম তাঁহার সুযোগ্য কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সেন এম্‌এ বি এল মহোদয় অগ্রজের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার মানসে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে কলিকাতা হাইকোর্টে হাজির হইয়াছেন।

আশা করি পরেশ বাবু তাঁহার মৃত অগ্রজের যশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইবেন এবং আমরা তাঁহার যোগ্যতা, হৃদ্যতা ও অমায়িকতা গুণে বিমুগ্ধ হইয়া মৃত মহাত্মার শোক অপনোদন করিতে পারিব। ভগবান পরলোক গত মহাত্মার এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত অনুজ ও অন্যান্য পরিবারবর্গের শান্তি ও মঙ্গল বিধান করুন!

(৩) আমাদিগের পরম হিতৈষী বন্ধু প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুলসমূহের এডিসানেল ইনেস্পেক্টর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌চারার খাঁবাহাদুর মহম্মদ ইব্রাহিম আজ আর ইহজগতে নাই! তিনি আমাদিগকে এবং তাঁহার অন্যান্য বন্ধুবান্ধব ও চট্টগ্রামবাসিগণকে কাঁদাইয়া চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় জ্ঞানবান, হৃদয়বান ও ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষকে হারাইয়া শুধু আমরা কেন সকল সমাজের লোকই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তিনি জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকেই ভালবাসিতেন; পরপরোপকার তাঁহার জীবনব্রত ছিল; তাই প্রাণপণে পরের সাহায্য করিতেন। তিনি দেশের ও দশের কল্যাণের জন্যই চাকরী করিতেন; জীবিকানির্ব্বাহ করা তাঁহার চাকরীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না; এজন্য তাঁহার চাকরীর সার্থকতা ছিল। স্বদেশ সেবা ও ধর্ম্মসাধনা তাঁহার জীবনের মুল মন্ত্র! চাকরীর গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। একবাক্যে তিনি রাজর্ষি ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণে সাধক সাধনার উচ্চ মার্গে উন্নীত হইয়া মহাপ্রস্থান করিলেন।

আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গে শান্তি এবং পারলৌকিক সুখশান্তি কামনা করিতেছি।

পত্র প্রেরকগণের প্রতি।—আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে ধর্ম্মাঙ্কুর সভার স্থায়ী সভাপতি পূজনীয় শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় বর্ত্তমান সময়ে অসুস্থাবস্থায় রাঁচি অবস্থান করিতেছেন। তিনি জগজ্জ্যোতিঃর একমাত্র পরিচালক ও সত্বাধিকারী। তাঁহার বিনা অনুমতিক্রমে বন্ধুবান্ধবগণের প্রেরিত পত্রাদি জগজ্জ্যোতিঃতে প্রকাশিত করিবার অধিকার আমাদের নাই। আমরা প্রাপ্ত প্রেরিত পত্রাদি যথা সময়ে পূজনীয় মহাস্থবির মহোদয়ের নিকট পাঠাইয়াছি। তাঁহার অনুমতি পাইলে আমরা আগামীতে তাহা প্রকাশ করিব।

"ধরা কি শরা ?"—বড়ই আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে কলিকাতা ২৯নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ "হরিমোহন লাইব্রেরী"র স্বত্বাধিকারী আমাদিগের পরম শ্রদ্ধেয় মহাশয় বন্ধু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত বিদ্যা-বিনোদ এম্ আর্ এস্ মহোদয়ের "ধরা কি শরা" নামক একখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সামাজিক উপন্যাস যন্ত্রস্থ করিয়াছেন ; সপ্তাহ-কালের মধ্যেই তাহা বাজারে বাহির হইবে। সাধারণের সুবিধার্থ ৷৷০ আটআনা মূল্য স্থিরীকৃত হইয়াছে। আমরা গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি পাঠে পরম প্রীতি লাভ করিলাম। ইহা আধুনিক শিক্ষা বিকৃতির একখানি খাঁটি নক্সা —শিক্ষা সকল দেশে সকল কালেই পরম আদর ও গৌরবের সামগ্রী ; কিন্তু কিরূপে যুবকগণ যৌবনের চঞ্চলতায় সুশিক্ষাকে কুশিক্ষারূপে পরিণত করিয়া আমাদিগের আতঙ্ক ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিতে পারেন, প্রবীণ সাহিত্যিক এই গ্রন্থে তাহাই বিশদ-রূপে দেখাইয়াছেন। জগজ্জ্যোতিঃর বর্ত্তমান সংখ্যায় 'কথোপকথন' শীর্ষক প্রবন্ধে পাঠক-পাঠিকাগণ ইহার কথঞ্চিৎ আভাস পাইবেন। দেশের বর্ত্তমান দুর্গতির দিনে এই জাতীয় গ্রন্থের বিশেষ আবশ্যকতা আছে ; -ইহাতে ছাত্রগণের প্রভূত কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভাবী উন্নতির পথ যে সুপ্রশস্ত হইবে সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। আশৈশব সাহিত্যিক বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বঙ্গ সাহিত্যানুরাগীর নিকট,—বিশেষতঃ জগজ্জ্যোতিঃর পাঠকপাঠিকা গ্রাহক অনুগ্রাহক, এবং ধর্ম্মাঙ্কুর সভার মেম্বর ও পৃষ্ঠপোষকগণের নিকট সুপরিচিত ! উচ্চ অঙ্গের পুস্তক-প্রকাশক সুপ্রসিদ্ধ মেক্‌মিলান্ কোম্পাণি এযাবৎ তাঁহার পাঁচ খানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন ; ইহা হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে তিনি বয়সে নবীন হইলেও সাহিত্য-সাধনায় অনেক প্রবীণের স্থান অধিকার করিয়াছেন ; সুতরাং সুপরিচিতের পরিচয় আর নূতন করিয়া কি দিব ? আমরা তাঁহার দুইখানি কবিতা গ্রন্থ ও আটখানি স্কুল-পাঠ্য পুস্তক পাঠে তাঁহার ভাষার গাম্ভীর্য্য ও কবিত্ব শক্তির যেই পরিচয় পাইয়াছিলাম গত রচিত "ধরা কি শরা" "সংসার রহস্য" ও "শিক্ষা বিভ্রাটে" তাহার বিকাশ উপলব্ধি করিতেছি। "সংসার রহস্য" নামক সামাজিক উপন্যাস খানির এবং 'শিক্ষাবিভ্রাট" নামক সামাজিক নাটকখানির বিশেষ পরিচয় আমরা পরে দিব। জগজ্জ্যোতিঃর গত সংখ্যায় "আদর্শ নারী" নামক প্রবন্ধে পাঠক-পাঠিকাগণ "সংসার রহস্যের" আভাস পাইয়া-ছেন ; "শিক্ষা বিভ্রাট" নামক সামাজিক নাটকখানি শীঘ্রই কলিকাতার কোন বিশিষ্ট নাট্যশালায় অভিনীত হইবে বলিয়া আশা করিতেছি। 'রমণীরঞ্জন' বাবু সাহিত্য-সাধনায় শনৈ শনৈ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন ;—ইহাতে আমাদিগের আনন্দ ও গৌরবের সীমা নাই। জিরত্নের নিকট তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন ও মঙ্গল কামনা করিতেছি। আশা করি স্কুল কলেজের ছাত্রগণ এবং গ্রন্থকারের অনুরাগী বন্ধুবর্গ "ধরা কি শরার" এক এক কপি ক্রয় করিয়া তাঁহাদিগের বন্ধুবান্ধবগণকে শারদীয় পূজার উপহার দিতে সত্বর হইবেন। এইরূপ উপাদেয় গ্রন্থ সর্ব্বত্র আদৃত হইতে দেখিলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।

নমো তসস ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধসস

জগজ্জ্যোতিঃ

"সব্বপাপস্স অকরণং, কুসলস্স উপসম্পদা,
সচিত্ত পরিযোদপনং, এতং বুদ্ধানসাসনং।"

১২শ বর্ষ] আশ্বিন, কার্ত্তিক ২৪৬৩ বুদ্ধাব্দ, ১২৭৯ মগাব্দ, ১৩২৬ সাল। [৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা

পাগলের উক্তি

[শ্রীআরাধ্য নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

আমি মূর্খ, তাহার উপরে উত্তরাধি-কারীত্ব সত্বে পিতৃকূলে বা মাতৃকুলের কোনও সম্পত্তি পাওয়া আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই সুতরাং আমি দরিদ্রও বটে, কিন্তু এই দুইটী উপাধি ছাড়া লোকে আমাকে পাগলও বলিয়া থাকে। কেন যে লোকে আমাকে পাগল বলে তাহাও আমি বুঝিতে পারি না। প্রথমে আমার এই শেষোক্ত উপাধিটী যে কি সূত্রে আমি শুনিলাম তাহা আপনাদের নিকট বলিতেছি ; আমাদের পল্লীতে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটীতে ৺দুর্গোৎসব উপলক্ষে আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়, আমিও মহা আনন্দের সহিত মায়ের প্রসাদ পাইবার আশায় যথা সময়ে উক্ত বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, বাটীর প্রাঙ্গনটী একেবারে রক্তে ভাসিতেছে বলিলেই হয়। অনুসন্ধানে শুনিলাম যে দুইটি মহিষ এবং কয়েকটী মেষ ও ছাগ বলি দেওয়া হইয়াছে। কি সর্ব্বনাশ ! দুর্গা না জগন্মাতা ! গুটিকতক সন্তানের রক্তপান না করিলে বুঝি মায়ের পেট ভরে না ? একি মা না রাক্ষসী ? ফলে মনটা বড় খারাপ হইল। তারপর দেখি যে অনেকে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন। পুষ্পাঞ্জলি দিবার মন্ত্র বলা হইতেছে "মা আমাকে ধন দাও, পুত্র দাও, আমার সর্ব্ব কামনা সিদ্ধি কর ইত্যাদি।"

আমি শুদ্ধাচারে উপবাসী আছি শুনিয়া পুরোহিত মহাশয় পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াইবার জন্য আমাকে আহ্বান করিলেন কারণ পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াইলে তাঁহার দুই এক আনা লাভ আছে। আমি কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবে অস্বীকার করিলাম। তাহার কারণ কি জানি কেন বাল্যাবস্থা হইতেই আমার সকল জিনিষই পাকা না হইলে ভাল লাগে না। ঠিকা জিনিষে আমার একেবারেই অনিচ্ছা। ধন, পুত্র বা বাসনা তৃপ্তি হইলে কি হইবে ? সেটাত আমার জীবন পর্য্যন্ত ! যখন জীবনটা কিছুদিনের জন্য আসবে ইহাতে

আমার তৃপ্তির আশা কোথায় ? যদি কোনও উপায়ে জীবনটা চিরস্থায়ী করা যায়, যদি মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে তবেই আমার তৃপ্তি নচেৎ এই ক্ষণস্থায়ী ধনে পুত্রে আমার কোনও লাভ নাই। এই সকল ভাবিয়াই আমি পুরোহিত মহাশয়ের প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলাম। কিন্তু লোকে আমার মনের ভাব না বুঝিয়াই বলেন "আর ওটা পাগল ওর কথা ছাড়িয়া দাও।" সেই সপ্তমী পূজার দিনে আমি এই 'পাগল' উপাধিটি প্রথমে পাইলাম। পর বৎসর আমার বেশ মনে আছে ১৫ই আশ্বিন তারিখে আমার অষ্টমগর্ভের সন্তানটি জলমগ্ন হইয়া মারা যায়। তাহার মৃত্যুর সময় আমি কলিকাতায় আমার কর্ম্মস্থলে ছিলাম। অষ্টমগর্ভের সন্তান বলিয়া তাহার নাম রাখা হইয়াছিল কৃষ্ণধন। আমি যখন কর্ম্মস্থল হইতে বাটী যাইতেছি পল্লীস্থ দুইটি ভদ্রলোক পথিমধ্যে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমার হাতে তখন উক্ত বালকের জন্য দুধ জ্বাল দিবার একখানা কড়া ও তাহারই গরম আমার জন্য কতকটা গরম কাপড় ছিল। উক্ত দুইজন ভদ্রলোকের মধ্যে একজন আমার হাত হইতে উক্ত দ্রব্য দুইটি কাড়িয়া লইলেন আর অপর ব্যক্তি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ব্যাপারটা যে কি তাহা জানিতে আর আমার বিশেষ বিলম্ব হইল না। আমি ভাবিলাম এরা কেন এত কাতর হইতেছে। যখন এ পৃথিবীতে সকলই ঠিকা জমা তখনই এসব কথাত জানাই আছে, তবে আবার সুখ দুঃখ কিসের ? যাহা হউক আমি তাঁহাদের কিছু না বলিয়া বাটীর দিকে অগ্রসর হইলাম। বাটীতে পৌঁছিবামাত্রই "আমার কৃষ্ণধন আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে গো" বলিয়া তারস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আমার পত্নী আমার পাদমূলে পতিতা হইলেন বাটীর আর আর সকলেও কাঁদিতে লাগিলেন। পত্নীকে ধরিয়া উঠাইয়া বলিলাম, যদি কৃষ্ণধন তোমারই হইবে তবে তোমাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল কেন ? উত্তরে পত্নী বলিলেন ওগো তার যাইবার ইচ্ছা ছিল না— পোড়া যম তাহাকে জোর করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম—যদি যম জোর করিয়া লইয়া গিয়া থাকে তাহারই বা উপায় কি ? যমকে শাসন করিবার ক্ষমতা কি কাহারও আছে ? যদি তা থাকিত তার সসাগরা ধরিত্রীর অধিশ্বরী আমাদের মহামান্যা রাণী ভিক্টোরিয়ার পৌত্র এলবার্ট ভিক্টরকে যখন যম লইয়া গেল তখন তিনি কি করিতে পারিলেন ? যাঁর ভারে সসাগরা ধরা কম্পান্বিত, তিনিই যখন যমের কিছুই করিতে পারিলেন না ; তখন তুমি আমি সামান্য জীব আমরা যমের কি করিতে পারি ? আমার কথায় পত্নীও অন্যান্য পরিবারবর্গ শান্ত হইলেন বটে কিন্তু পাড়ার লোক আমাকেই বলিলেন "লোকটা পাগল ছিল, এখন পুত্রশোক একেবারে উন্মাদ হইয়া গিয়াছে।" আমি যে উন্মাদ হইয়াছি একথাটা ক্রমশঃ আমার প্রভুর কর্ণে উঠিল। তিনি অত্যন্ত দয়ালু। আমি পরিবারবর্গকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে একমাস ছুটীর জন্য আবেদন করিয়াছিলাম এবং আমার প্রভুও দয়া করিয়া আবেদন মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

কিন্তু আমার উন্মাদ রোগের কথা শুনিয়া তিনি ভাবিলেন যে, অলসভাবে বসিয়া থাকিলে আমার রোগের বৃদ্ধি হইবে সুতরাং আমাকে কার্য্যে ব্যস্ত রাখাই যুক্তি সঙ্গত এই ভাবিয়া তিনি আমাকে ডাকিয়া আনাইয়া বলিলেন যে, আপনাকে ছুটী দিলে সরকারী কার্য্যের ক্ষতি হইবে সুতরাং আমি আপনার আবেদন মঞ্জুর করিতে অক্ষম। কার্য্যতঃ আমার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হইল না। কিন্তু আমার উপাধি "পাগল" হইতে "উন্মাদে" উন্নীত হইল।

আমার ত ছুটী হইল না ; বাড়ীতে মহা অশান্তি ; কি করা যায়। ভাবিয়া স্থির করিলাম যে একবার আমার পুরোহিত মহাশয়ের কাছে যাই। তিনি সুপণ্ডিত এবং সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-পারদর্শী বলিয়া তাহার সুনাম আছে। আমার অনুপস্থিতিতে তিনি আসিয়া বুঝাইলে অনেকটা শান্তির সম্ভাবনা। এই ভাবিয়া পুরোহিত বাটীতে গমন করিলাম। পুরোহিত মহাশয় আমাকে অনেক সাদর সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "বাবা ! আমি আজ সন্ধ্যা পূজার পরে তোমার কাছে যাইব মনে করিয়াছিলাম। তুমি আসিলে, ভালই হইল। ছুটীর দিন ছাড়া ত তোমার সহিত দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই আজ যাইবার ইচ্ছা ছিল। বাবা ! তোমাকে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে। কি করিবে বল এ সংসারে সকলেরই এই দশা। সংসারটাই যখন অনিত্য তখন আর শোক কিসের। তুমিত অবোধ নহ। শুনিলাম তুমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছ। তা হইবারই কথা। তবে বাবা ! এ সংসার কেবল পরীক্ষার স্থান। এখানে বীরত্ব চাই তবে সাংসারিক ঘটনার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইবে। কাতর হইলেই আত্মহারা হইতে হইবে।"

আমি। পুরোহিত মহাশয় ! এ সংসারে বীরত্বের কি প্রয়োজন বুঝিতে পারিলাম না। কাহারও সহিত যুদ্ধ করা কি সংসারের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ? না বৃহদাকার মহিষাদি দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেবদেবীর কৃপা অর্জ্জন করিতে হইবে ? যদি তাহাই হয় আমাকে ক্ষমা করিবেন। যে দেবদেবী জীবরক্তে লোভ করেন তাঁহারা যদি দেবদেবী পদবাচ্য হয়েন তবে রাক্ষস রাক্ষসী কাহাকে বলা যাইবে ? কাহার সহিত আর কি জন্যই বা যুদ্ধ করিতে হইবে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিন।

পুরোহিত। বাবা ! স্থূলতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি জাতি— জানত ? সূক্ষ্মভাবে দেখিলে এই চারিটী মানব জন্মের অবস্থা ভেদ মাত্র। জন্ম লইয়া মানব প্রথমে শূদ্র। তখন ব্রাহ্মণের সেবা করাই তাহার কর্ত্তব্য। যিনি ব্রহ্মাকে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের সহবাসে শূদ্রের কিছু জ্ঞানোদয় হইলে তখন তিনি বৈশ্য হন। অর্থাৎ বৈশ্যেরা (বণিকেরা) যেমন লাভের আশায় আপনার অর্থ দ্বারা পণ্য দ্রব্য ক্রয় করেন সেইরূপ জ্ঞানার্জ্জন আশাতে মানব যখন উপবাসাদি দৈনিক কষ্ট স্বীকার ও যাগ যজ্ঞাদি করেন তখন তাঁহার অবস্থা বৈশ্য। তারপরে ক্ষত্রিয়। যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ হওয়াই ; ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য

কর্ম্ম। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ ও ষড়রিপুর সহিত যুদ্ধে জয়ী হইলেই তখন মানবের অবস্থা ব্রাহ্মণ। তখন তাঁহাদের যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

বাবা! লোক কষ্টে পড়িলেই, ঈশ্বরের উপর দোষারোপ করে। সেটী কিন্তু অন্যায়। কারণ ঈশ্বর কাহারও ভাল বা মন্দ করেন না। সকলেই স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকেন। আর বলিদানের কথা যাহা বলিলে তাহার অর্থ জীবহত্যা নহে। বলির পশুর পশুত্ব ঘুচাইয়া তাহার আত্মায় মুক্তিদান করার অর্থ বলিদান।

আমি। আচ্ছা। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন আবার দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয় ও কাম ক্রোধাদি ছয়টী শত্রুও সৃষ্টি কেন করিলেন বুঝিতে পারিলাম না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার বক্সরে গিয়াছিলাম। সেখানে দেখিলাম আহীর গোয়ালারা গোপার্চ্চনের দিন কতকটা স্থান ঘেরিয়া তন্মধ্যে একটী শূকর শাবক ও একটী দুষ্কর্ষ বৃষ ছাড়িয়া দেয়। তারপর সেই বৃষ শৃঙ্গ ও ক্ষুরাঘাতে ঐ শূকর শাবকটিকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে মারিয়া ফেলে। তখন আহীরগণ ভাবে তাহাদের গোপার্চ্চন সার্থক হইল। সেই নিহত শূকর শাবকটী আহারের জন্য নীচ জাতীয় লোকদিগকে দান করে। ঈশ্বরও কি সেইরূপ মানব-শূকরকে ইন্দ্রিয়াদি রিপুরূপ বলদের দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া আনন্দ লাভ করেন? আর যে মানব নিজে বদ্ধ তিনি পশুহত্যা করিয়া এবং তাহার মাংস ভোজন করিয়া কিরূপে তাহার আত্মাকে মুক্ত করেন তাহাও বুঝিতে পারিলাম না।

আমার কথা শুনিয়া পুরোহিত মহাশয় দুই তিনবার নস্য গ্রহণ করিয়া "বারাণ্ডায় তোমার সঙ্গে এ সকল কথা হইবে, এখন আমি একটু ব্যস্ত আছি" এই কথা বলিয়া বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন। পরে শুনিলাম যে তিনি অনেকের কাছে আমি একবারে উন্মাদ হইয়া গিয়াছি বলিয়া বড় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমার পত্নীকে বলিয়াছেন যে ন্যূনপক্ষে ৫০৲ টাকা খরচ করিয়া একটি স্বস্ত্যয়ন না করিলে আমার মঙ্গলের আশা নাই। ফলে আমি যে পাগল সেই পাগলই রহিয়া গেলাম। দরিদ্রতা যখন সকল দুঃখেরই আকর, তখন আর আমি 'পাগল' উপাধিতে দুঃখিত হইবার বিশেষ কারণ দেখিনা।

(ক্রমশঃ)

অভিধর্ম্ম মাতিকা ও তিকপট্‌ঠান

[রাজগুরু শ্রীমৎ ভগবানচন্দ্র মহাস্থবির]

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সুগভীর পট্‌ঠান বা মহাপ্রকরণ অনুচিন্তনে লোকনাথ তথাগতের শারীরিক রক্তের প্রসন্নতা, বস্তুরূপের প্রসন্নতা ও বর্ণপ্রসন্নতা লাভ করিয়া তাঁহার চিত্তসমুত্থিত বর্ণ ধাতু চতুর্দ্দিকে সর্ব্বত্র অশীতি হস্ত পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া সমুজ্জ্বল প্রভা সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত স্থিত হইয়াছিল। সম্যক সম্বুদ্ধের এই শারীরিক জ্যোতিঃ সমুদয় ঋদ্ধিময় প্রভাকে পরাভূত করিয়াছিল। এই জ্যোতিঃ মন হইতে উদ্ভাসিত বলিয়া মন ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম নামেও কীর্ত্তিত হইয়াছে। যেই পট্‌ঠানপ্রকরণে এই অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই পট্‌ঠান কি?

"কেনট্‌ঠেন পট্‌ঠানন্তি" কি অর্থে পট্‌ঠান (প্রস্থান)? "নানাপ্পকার পচ্চয়ট্‌ঠেন" নানাপ্রকার প্রত্যয়ার্থেই পট্‌ঠান। এস্থলে 'প'কারটী নানাপ্রকার অর্থপ্রকাশক, "ট্‌ঠান" শব্দটী প্রত্যয়ার্থ বোধক, নানাপ্রকার সূক্ষ্ম তত্ত্বের সমাধান, সমন্বয় ও আধার বলিয়া এই ২৪ প্রকার প্রত্যেককে একটী একটী পট্‌ঠান এবং সমুদয়ের সমষ্টিকে মহাপ্রকরণ বা পট্‌ঠান গ্রন্থ নামে কথিত হয়।

অথবা "কেনট্‌ঠেন পট্‌ঠানন্তি" কি অর্থে পট্‌ঠান? "বিভজনট্‌ঠেন" বিভক্তার্থেই পট্‌ঠান, প্রজ্ঞাপন, প্রস্থাপন, বিবরণ ও বিভজনাদি কর্ম্মের স্থান বলিয়া বিভক্তার্থে পট্‌ঠান প্রজ্ঞাপিত। কুশলাদি ধর্ম্ম হেতু প্রত্যয়াদি প্রভেদে বিভক্ত বলিয়া ২৪টী প্রত্যয় প্রত্যেককে এক একটী পট্‌ঠান বলা হইয়াছে। সমুদয় প্রকরণ সমষ্টিই পট্‌ঠান-গ্রন্থ;

কিম্বা "কেনট্‌ঠেন পট্‌ঠানন্তি" কি অর্থে পট্‌ঠান? "পট্‌ঠিতখেন গমনট্‌ঠেনাতি অত্থো" গমনার্থেই অর্থ। "গোট্‌ঠাপট্‌ঠিত গাবোতি" ইত্যাদিতে গমনার্থই প্রকাশিত।

নাতি বিস্তারিত নিয়মে ধর্ম্মসঙ্গনী আদি সমুদয় অভিধর্ম্ম অনিয়ঙ্গ গমনের সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞানে হেতুপ্রত্যয়াদি ভেদ ভিন্নে কুশলাদির বিস্তারিত নিয়মে নিয়ঙ্গরূপে প্রবর্ত্ত ও গমনত্ব বলিয়া এই ২৪ প্রকার প্রত্যয় প্রত্যেককে এক একটী পট্‌ঠান বলিয়া কীর্ত্তিত। এই সমুদয় পট্‌ঠান প্রকরণ সমষ্টিই পট্‌ঠান গ্রন্থ নামে অভিহিত। এই তাবৎ অনুলোমে প্রথমতঃ তিক বশতঃ উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল বলিয়াই তিক পট্‌ঠান নামে কথিত।

"তিকনং পট্‌ঠানং এথ অত্থীতি তিক পট্‌ঠানং" ত্রিকরূপে নানা প্রকার প্রত্যয় এই দেশনায় আছে বলিয়াই তিক পট্‌ঠান অর্থ।

দ্বিতীয় বিকল্পে "তিকনং পট্‌ঠানন্তেন তিক পট্‌ঠান" হেতু প্রত্যয়াদিরূপে তিক সমুদয় বিভক্তই তিকপট্‌ঠান অর্থ।

তৃতীয় বিকল্পে হেতু প্রত্যয়াদি ভেদ ভিন্ন লব্ধবিস্তার এই অর্থে "তিকা এব পট্‌ঠানং তিকপট্‌ঠান"। সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞানের নিযঙ্গ গমন ভূমিই অর্থ। দুক পট্‌ঠানাদিতেও উক্ত নিয়মে কথিত। প্রত্যেক ক্ষুদ্র পট্‌ঠানের সমাধান ও সমষ্টিই সমস্ত পট্‌ঠান বা মহাপ্রকরণ নামে প্রখ্যাত। ইহাকেই মাতিকা নিক্ষেপ বার বলা হয় অথবা প্রত্যয় বিভঙ্গ বার বলিয়াও অভিহিত হয়। তিক পট্‌ঠান, দুক পট্‌ঠান প্রভৃতি যে ছয় ছয় প্রকার পট্‌ঠান অনুলোমাদি ৪ বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে;

সেই—অনুলোমাদি চারি প্রকারের মধ্যে "সিয়াকুসলং ধম্মং পটিচ্চ কুসলো ধম্মো উপ্পজ্জেয্য হেতু পচ্চয়া" ইত্যাদি ধর্ম্ম অনুলোম নামে কীর্ত্তিত।

"সিয়ানকুসলং ধম্মং পটিচ্চ ন কুসলো ধম্মো উপ্পজ্জেয্য হেতুপচ্চয়া" ইত্যাদি ধর্ম্ম পচ্চনিক নামে কথিত।

"সিয়া কুসলং ধম্মং পটিচ্চ ন কুসলো ধম্মো উপ্পজ্জেয্য হেতু পচ্চয়া" ইত্যাদি ধর্ম্ম অনুলোম পচ্চনিক নামে আখ্যাত।

"সিয়া ন কুসলং ধম্মং পটিচ্চ কুসলো ধম্মো উপ্পজ্জেয্য হেতু পচ্চয়া" ইত্যাদি ধম্ম পচ্চনিয়ানুলোম নামে প্রখ্যাত।

এই ৪ প্রকারের মধ্যে প্রথমতঃ ধর্ম্মানুলোমে তিক পট্ঠান, দুকপট্ঠান, দুকতিক পট্ঠান, তিকদুক পট্ঠান, তিকতিক পট্ঠান ও দুকদুক পট্ঠান, এই ৬ প্রকার পট্ঠান। যেমন "সিয়া কুসলং ধম্মং পটিচ্চ কুসলো ধম্মো উপ্পজ্জেয্য হেতুপচ্চয়া" ইত্যাদি তিক পট্ঠান নামে অভিহিত।

"সিয়া হেতুং ধম্মং পটিচ্চ হেতু ধম্মো উপ্পজ্জেয্য হেতু পচ্চয়া" ইত্যাদি দুক পট্ঠান নামে কথিত।

দুক—তিকে প্রক্ষিপ্ত করিয়া "সিয়াহেতুং কুসলং ধম্মং পটিচ্চ হেতু কুসলোধম্মো উপ্পজ্জেয্য হেতু পচ্চয়া" ইত্যাদি দুকতিক পট্ঠান নামে প্রকীর্ত্তিত।

তিক-দুকে প্রক্ষিপ্ত করিয়া "সিয়া কুসলং হেতুং ধম্মং পটিচ্চ কুসলো হেতু ধম্মো উপ্পজ্জেয্য হেতু পচ্চয়া" ইত্যাদি তিকদুক পট্ঠান নামে খ্যাত।

তিক-তিকে প্রক্ষিপ্ত করিয়া "সিয়া কুসলং সুখায় বেদনায় সম্পয়ুত্তং ধম্মং পটিচ্চ কুসলো সুখায় বেদনায় সম্পয়ুত্তো ধম্মো উপ্পজ্জেয্য হেতু পচ্চয়া" ইত্যাদি তিকতিক পট্ঠান বলিয়া অভিহিত।

দুক-দুকে প্রক্ষিপ্ত করিয়া "সিয়া হেতু সহেতুকং ধম্মং পটিচ্চ হেতু সহেতুকোধম্মো উপ্পজ্জেয্য হেতুপচ্চয়া" ইত্যাদি দুকদুক পট্ঠান বলিয়া কথিত হয়।

এই উপরি কথিত ৬ প্রকার ধর্ম্মানুলোম পট্ঠান এবং ধম্মো পচ্চনিক, ধম্মানুলোম পচ্চনিক ও ধম্ম পচ্চনিয়ানুলোম প্রত্যেকে ছয় ছয় করিয়া ২৪ প্রকার মহাপ্রকরণ নামক পট্ঠান গ্রন্থ। হেতু পচ্চয়াদি ২৪ প্রকার প্রত্যয় ধম্মানুলোম প্রভৃতি তিক পট্ঠানাদির উদ্দেশ নামে কথিত হয়।

ধর্ম্মানুলোমাদি তিক পট্ঠান পটিচ্চবার (প্রতিত্য বার বা পর্য্যায়), সহজাত বার, পচ্চয় বার, নিস্সয় বার, সংসট্ঠ বার, সম্পয়ুত্ত বার ও পঞ্হা বার এই সাত বিভাগে বিভক্ত। এস্থলে পচ্চয় নির্দ্দেশ বার, হেতু পচ্চয় বার ও পঞ্হা বার এই তিন পর্য্যায়কে পটিচ্চ বারে গ্রহণ করিয়া উপরোক্ত ৭ বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু এই তিনটী বারকে পৃথককপে গ্রহণ করিলে তিকপট্ঠানে ১০টী বার হইয়া থাকে।

সেই ১০ প্রকার বারের মধ্যে "সিয়া কুসলং ধম্মং পটিচ্চ কুসলো ধম্মো উপ্পজ্জেয্য হেতু পচ্চয়া" ইত্যাদি পটিচ্চ বার নামে কথিত।

"সিয়া কুসলং ধম্মং সহজাতো কুসলো ধম্মো উপ্পজ্জেয্য হেতুপচ্চয়া" ইত্যাদি সহজাত বার নামে পরিকীর্ত্তিত।

"সিয়া কুসলং ধম্মং পটিচ্চ কুসলো ধম্মো উপ্পজ্জেয্য হেতু পচ্চয়া" ইত্যাদি পচ্চয় বার নামে কথিত।

সিয়া কুসলং ধম্মং নিস্সয় কুসলো ধম্মো উপ্পজ্জেয্য হেতু পচ্চয়া" ইত্যাদি নিস্সয় বার নামে খ্যাত।

সিয়া কুসলং ধম্মং সংসট্ঠো কুসলো ধম্মো উপ্পজ্জেয্য হেতু পচ্চয়া" ইত্যাদি সংসট্ঠ বার নামে কীর্ত্তিত।

"সিয়া কুসলং ধম্মং সম্পয়ুত্তো কুসলো ধম্মো উপ্পজ্জেয্য হেতু পচ্চয়া" ইত্যাদি সম্পয়ুত্ত বার নামে প্রখ্যাত।

"সিয়া কুসলো ধম্মো কুসলস্স ধম্মস্স হেতুপচ্চয়েন পচ্চয়ো" ইত্যাদি পঞ্হা বার নামে অভিহিত।

হেতু পচ্চয়াদি অবিগত পচ্চয় পর্য্যন্ত ২৪টী প্রত্যয় পূর্ব্বোক্ত ৭ বারের বর্ণনীয় বিষয় ভূত প্রত্যয় ধর্ম্ম স্বরূপ ও প্রত্যয় ধর্ম্ম আস্তিকতা পৃথক পৃথক ৭ প্রকার বারে বিস্তৃত রূপে উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়াই সেই ২৪টী প্রত্যয়কে উদ্দেশ নামে কথিত হয়। হেতু প্রত্যয় উদ্দেশ, আরম্মণ প্রত্যয় উদ্দেশ ইত্যাদি ২৪ প্রকার উদ্দেশের মধ্যে প্রথমতঃ হেতু প্রত্যয় উদ্দেশই বলা হইয়াছিল।

হেতু পচ্চয়ো উদ্দেস যথা,—

হেতু পচ্চয়ো—হেতু প্রত্যয়। হেতু প্রত্যয় কি? "হেতু চ সোপচ্চয়া চাতি হেতু পচ্চয়ো" অর্থাৎ যেই হেতু পরক্ষণে সেই প্রত্যয় হেতু প্রত্যয়। অথবা "হেতুহুত্বা পচ্চয়ো হেতু পচ্চয়ো" হেতু হইয়া প্রত্যয় অর্থাৎ হেতুরূপে প্রত্যয়—হেতু প্রত্যয়। কিম্বা "হেতু ভাবেন পচ্চয়ো হেতু পচ্চয়ো" হেতু ভাবে প্রত্যয় হেতু প্রত্যয়। হেতু বলিলে বচনাবয়ব, কারণ ও মূল বলিয়া কথিত। যেমন প্রতিজ্ঞা হেতু ইত্যাদিকে লোক বচনাবয়ব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। শাসনে—"যে ধম্ম হেতু পপ্পভবাতি" বলিলে কারণ বুঝায়। ত্রয় কুশল হেতু ত্রয় অকুশল হেতু বলিলে মূলরূপে অভিহিত হয়। ইহাই অভিপ্রেতার্থ।

পচ্চয়ো বলিলে—"পটিচ্চ এতস্মা এতীতি পচ্চয়ো, অপ্পকক্ খায়নং বত্ততীতি অত্থো" অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষরূপে প্রবর্ত্তই অর্থ। যেই ধর্ম্ম যে ধর্ম্মের উত্তর অপ্রত্যক্ষরূপে স্থিত বা উৎপন্ন হয় সেই ধর্ম্মই তাহার প্রত্যয় বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হয়। ইহা উপকারক লক্ষণ। যেই ধর্ম্ম যে ধর্ম্মের স্থিতি বা উৎপত্তির সহায়তা করিয়া উপকারক হয়, সেই ধর্ম্মই তাহার প্রত্যয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

প্রত্যয়, হেতু, কারণ, নিদান, সম্ভব ও প্রভব ইহারা ব্যঞ্জনে বা শব্দে নানাপ্রকার হইলেও অর্থে এক। মূলার্থে হেতু, উপকারার্থে প্রত্যয়, সংক্ষেপতঃ মূলার্থে উপকারক ধর্ম্মই হেতু প্রত্যয়। যেমন শালি আদির শালিবীজের ন্যায় অথবা মণির বর্ণাদি মণি প্রভার ন্যায়, কুশলাদির কুশল ভাব সাধক; ইহাই আচার্য্যগণের মত। এইরূপ হইলে তৎসমুত্থানরূপে হেতু প্রত্যয়তা সম্পাদিত হইতেছে না। এবং তাহাদের কুশলাদিভাব সাধিত হইতেছে না। না, প্রত্যয় হইতেছেনা নহে, হইতেছে—ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ বলিয়াছেন "হেতু—হেতু সম্পয়ুত্তকানং ধম্মানং তংসমুট্ঠানিক রূপানং হেতু পচ্চয়েন পচ্চয়োতি" ইহাতে অহেতুক বিনা অব্যাকৃত ভাব সিদ্ধ হয় ও সহেতুক ভাবও সিদ্ধ হয়। কুশলাদি ভাব "যোনিস মনসিকারাদি" প্রতিবদ্ধ, সম্প্রযুক্ত হেতু প্রতিবদ্ধ নহে। যদি সম্প্রযুক্ত হেতু স্বভাবতঃ কুশলাদি ভাব হয় তাহা সম্প্রযুক্ত হেতু প্রতিবদ্ধ হয়; অলোভ হেতু কুশলও হয় অব্যাকৃতও হয়, যখন উভয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন যথা সম্প্রযুক্ত ধর্ম্ম ও হেতু কুশলাদি ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কুশলাদিভাব সাধনে হেতুর মূলার্থ গ্রহণ না

করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত ভাব সাধন স্বরূপগ্রহণে কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধভাব দেখা যায় বটে, কিন্তু বিরুদ্ধতা কিছুই নাই। বিপুল বৃদ্ধি প্রাপ্ত পারপ যেরূপ মূল দ্বারাদ্বিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তদ্বৎ হেতু প্রত্যয়তা লাভেও ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত রূপে উপকৃত হইয়া থাকে। অহেতুক চিত্ত তিলবিজাদি বা শৈবালাদিবৎ মূলাভাবে অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুপ্রতিষ্ঠিত মূলার্থে উপকারক বলিলে সুপ্রতিষ্ঠিত ভাব সাধনে উপকারক ধর্ম্মই হেতু প্রত্যয় বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার—

হেতু প্রত্যয়—প্রত্যয় ও প্রত্যয়োৎপন্ন এই দুই বিভাগে বিভক্ত। সেই দুই প্রকারের মধ্যে লোভ, দ্বেষ, মোহ, অলোভ, অদোষ ও অমোহ এই ৬ প্রকার হেতুই প্রত্যয় ধর্ম্ম নামে কথিত। সহেতুক চিত্ত ১১ (মোহ মূল ২ চিত্তস্থ মোহবাদ) চৈতসিক ৫২, সহেতুক চিত্তজরূপ ও সহেতুক প্রতিসন্ধি কর্ম্মজরূপ এই সমুদয় হেতু প্রত্যয়ের প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত। পূর্ব্বোক্ত হেতু ধর্ম্মই শৈযোক্ত প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম্মের প্রত্যয়রূপে উপকার সাধন করিয়া থাকে।

তৃতীয় প্রকার—

হেতু প্রত্যয়—প্রত্যয়, প্রত্যয়োৎপন্ন ও প্রত্যনিক এই ত্রিবিভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে লোভ, দোষ, মোহ, অলোভ, অদোষ ও অমোহ এই ৬ প্রকার হেতু। সহেতুক চিত্তজরূপ ১১,(মোহ মূল ২ চিত্তস্থ মোহবাদ) চৈতসিক ৫২, সহেতুক চিত্তজরূপ ও সহেতুক কর্ম্মজরূপ এই সমুদয় হেতু প্রত্যয়ের প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম্ম। মোহ মূল ২ চিত্তস্থমোহ,অহেতুক চিত্ত ১৮, (ছন্দচৈতসিকবাদ) অজ্ঞান্যে সমান চৈতসিক ১২, অহেতুক চিত্তজরূপ, অহেতুক প্রতিসন্ধি কর্ম্মজরূপ, বাহ্যরূপ, আহারজরূপ, ঋতুজরূপ অঙ্গজসত্ত্ব কর্ম্মজরূপ ও প্রবৃত্তি কর্ম্মজরূপ,এই সমুদয় হেতু প্রত্যয়ের প্রত্যনিক ধর্ম্মনামে প্রকীর্ত্তিত হয়। এই শেষোক্ত ধর্ম্মগুলি প্রত্যয়ে প্রবর্ত্ত হয় না। এই যে প্রত্যয়, প্রত্যয়োৎপন্ন ও প্রত্যনিক তিন প্রকার ধর্ম্মের উল্লেখ করা গেল ইহার মধ্যে প্রত্যয় কি? প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম্ম কি? প্রভৃতি সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে হেতু প্রত্যয়াদির বা পট্ঠান গ্রন্থের বিশদ অর্থ বোধ হওয়া সুকঠিন ও অসম্ভব। এই জন্য তাহা সরল ভাবে ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইবে।

ইন্দ্রিয় তত্ত্ব

[শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ বর্ম্মা ঘোষ বিদ্যাবিনোদ কবিরত্ন]

ক্রিয়া এবং জ্ঞানরূপ বিভাগ হেতু ইন্দ্রিয় দুইপ্রকার—কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়কেই শাস্ত্রে তৈজস্ বলে। অর্থাৎ রজো প্রধান অহঙ্কার হইতে ইহাদের উৎপত্তি। যে হেতু প্রাণের ক্রিয়া শক্তি এবং বুদ্ধির বিজ্ঞান শক্তি আছে সুতরাং প্রাণ তৈজস্ হওয়াতে তদীয় ক্রিয়া শক্তি-বিশিষ্ট কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলও তৈজস্। আর বুদ্ধির তৈজসত্ব হেতু তদীয় জ্ঞানশক্তিযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়গণেরও তৈজসত্ব আছে। ত্বগিন্দ্রিয়, রসনা, ঘ্রাণ, চক্ষুঃ, এবং কর্ণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চতত্ত্ব। কিন্তু একমাত্র মনকে এই সকল ইন্দ্রিয়ের কারণ বলা যায়।

তৈজসাহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে মানসতত্ত্বের কার্য্য প্রকাশ হেতু ইন্দ্রিয়গণের উদ্ভব হয়। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা আভ্যন্তরিক বৃত্তিগুলির কার্য্য বাহ্যদেশে প্রকাশ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় তিন প্রকার; কিন্তু সামান্য বিভাগে ইন্দ্রিয় দুই প্রকার। অন্তরেন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয়। বাহ্যেন্দ্রিয় পুনরায় দুই ভাগে বিভক্ত! উহার এক ভাগকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অপর ভাগকে কর্ম্মেন্দ্রিয় কহে; অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা চিন্তন, জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করণ, এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা সকল কার্য্যের সাধন হইয়া থাকে।

অন্তর, জ্ঞান এবং কর্ম্ম, এই তিন প্রকার ইন্দ্রিয় বিভাগের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ই অপর দুই ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক। কারণ জ্ঞানেন্দ্রিয়ই অন্তর এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়কে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া থাকে। অন্তরেন্দ্রিয় স্বয়ং বাহ্য অর্থাৎ বাহিরের কার্য্য সমাধান করিতে সমর্থ হয় না; উহা কুলবধুর ন্যায় নেপথ্যে বা অন্তরালে অবস্থিতি করিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য সকল দর্শন করে; এবং কোন কার্য্য সাধনের নিমিত্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়কে কর্ম্মেন্দ্রিয় স্থানে প্রেরণ করিয়া থাকে। জ্ঞানেন্দ্রিয় অন্তরেন্দ্রিয়ের আদেশানুসারে কর্ম্মেন্দ্রিয়দিগকে নিজ নিজ কার্য্যে নিয়োজিত করে। কর্ম্মেন্দ্রিয় সর্ব্বদাই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের আজ্ঞার অপেক্ষা করে। সুতরাং উহাদিগকে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিতে হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়ও একক অন্তরেন্দ্রিয়ের আজ্ঞা না পাইয়া, স্বয়ং কোনরূপ আজ্ঞা প্রদানে অসমর্থ, বিধায় অন্তরেন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া থাকে। অন্তরেন্দ্রিয়কেও অহরহ বুদ্ধির সহিত পরামর্শ করিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আজ্ঞা প্রদান করিতে হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্বয়ং বুদ্ধি সন্নিধানে গমন করিবার ক্ষমতা নাই; এজন্য উহা অন্তরেন্দ্রিয়ের আজ্ঞার অপেক্ষায় বসিয়া থাকে। বুদ্ধিও স্বয়ং কিছু করিতে পারে না, উহাকেও আত্মার সঙ্গতি গ্রহণ করিতে হয়। আত্মা স্বয়ং সাক্ষী স্বরূপ প্রকৃতিরূপ সিংহাসনে সম্রাট্ হইয়া উপবিষ্ট আছেন। বুদ্ধি তাহার অধীনে মন্ত্রী হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করতঃ অন্তরেন্দ্রিয়কে উপদেশ দিয়া থাকেন। অন্তরেন্দ্রিয় তদুদ্দেশে জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আজ্ঞা প্রদান করেন। জ্ঞানেন্দ্রিয় তদাজ্ঞানুসারে কর্ম্মেন্দ্রিয়দিগকে কার্য্যে নিয়োগ করিয়া থাকেন। এইরূপ পরম্পর পরস্পরের অধীনে থাকিয়া কার্য্যনির্ব্বাহ নিমিত্ত আত্মার সংসার উপস্থিত হইয়া থাকে।

গীতার ৩য় অ; ৪২ শ্লোকের অর্থ এস্থলে লিপিবদ্ধ করত আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইল।

"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধির্বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ"

অর্থাৎ দেহাদি বিষয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয়াদি শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রিয়গণাপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; মন অপেক্ষা সংসার বিহীন বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; আর যিনি সেই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা।

অন্তরেন্দ্রিয় বৃত্তিভেদে নানা হইলেও এস্থলে মনকেই অন্তরেন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। এজন্য অন্তরেন্দ্রিয় একটী জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ও পাঁচটী। সমুদায়ে একা

দশটী ইন্দ্রিয় আছে। তন্মধ্যে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। উক্ত উভয়বিধ দশ ইন্দ্রিয় ও মনঃ সমুদায়ে এই একাদশ ইন্দ্রিয় আত্মার কারন স্বরূপ। প্রকৃত পক্ষে আত্মাই ইন্দ্রিয়গণের কর্ত্তা। শাস্ত্রে বিশেষ ভাবে লিখিত আছে যে, যাহা কর্ত্তৃক অহঙ্কারের ক্রিয়াশক্তি প্রকাশিত হয় তাহাই ইন্দ্রিয়।

ইন্দ্রিয়গণ অতীব সূক্ষ্ম এবং অদৃশ্য। তাহারা তাহাদিগের প্রতিষ্ঠাস্থানের সহিত এক নহে, অর্থাৎ বাহ্যদৃশ্যযুক্ত স্থূলশরীর সম্পন্ন ইন্দ্রিয় দ্বার সকল নহে। উহা কেবল ইন্দ্রিয় শক্তি মাত্র। ভ্রান্ত লোকসকল উহাদিগের প্রতিষ্ঠা স্থানের সহিত উহাদিগকে এক জ্ঞান করে; কিন্তু তাহা নহে। উহারা অতীব প্রিয়।

প্রমাণ যথা :—

"শ্রোত্রব্যতিরিক্তং কর্ণশষ্কুল্য বচ্ছিনং
নভোদেশাশ্রয়ং শব্দ গ্রহণ শক্তি মদিন্দ্রিয়ং
শ্রোত্রেন্দ্রিয় মিতি।"

আত্মানাত্ম বিবেকঃ। ১০ম পৃঃ।

কর্ণ ভিন্ন, অথচ কর্ণরন্ধ্রকে অধিকার করিয়া আছে এমন যে নভোদেশাশ্রিত ও শব্দ গ্রহণ শক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়, তাহাকেই শ্রবণেন্দ্রিয় কহে।

সকল ইন্দ্রিয়েরই সংজ্ঞা এইরূপ ভাবের দৃষ্ট হয় শঙ্করাচার্য্যের আত্মানাত্ম বিবেকঃ পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন :—

"অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তা নামধিষ্ঠানে।"

কপিল সূত্র। ২।২৩।

সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই অতীন্দ্রিয় বলা যায়। কারণ উহারা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত নহে। ভ্রান্ত লোকেরাই উহাদিগকে প্রত্যক্ষ স্বীকার করে মাত্র। আমরা যে চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, এবং হস্ত, পদ ইত্যাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়গণকে দেখিতে পাই, বাস্তবিক উহারা প্রকৃত ইন্দ্রিয় নহে। যথার্থ ইন্দ্রিয়গণ দেহস্থ স্থূল অঙ্গ সকলের উপর সৃষ্টিকর্ত্তা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ নিমিত্ত নিজের কর্ত্তৃত্ব ও ইন্দ্রিয়গণের করণত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। প্রমাণ যথা :—

"দ্রষ্টৃত্বাদিরাত্মনঃ করণত্বমিন্দ্রিয়াণাং।"

কপিল সূত্র ২।২৯।

দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি কর্ত্তৃত্বাদি আত্মার, এবং করণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গণের। অর্থাৎ পুরুষই দর্শনকর্ত্তা এবং চক্ষুঃ তাঁহার দর্শন ক্রিয়ার যন্ত্র মাত্র। এই নিমিত্ত চক্ষুঃকে দর্শনেন্দ্রিয় বলে। চক্ষুঃ যেরূপ দর্শন ক্রিয়ার করণ জন্য দর্শনেন্দ্রিয় বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ, শ্রবণ ক্রিয়ার করণ জন্য কর্ণকে শ্রবণেন্দ্রিয়, গন্ধাদি গ্রহণ করণ জন্য নাসিকাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় রসাদির আস্বাদ গ্রহণ করণ নিমিত্ত জিহ্বাকে রসনেন্দ্রিয়, স্পর্শ গ্রহণ করণ জন্য চর্ম্মকে স্পর্শেন্দ্রিয়, বাক্য প্রয়োগ করণ নিমিত্ত বাগিন্দ্রিয়, দ্রব্য গ্রহণ জন্য হস্তকে গ্রহণেন্দ্রিয় গমনাগমন করণ জন্য পদকে গমনেন্দ্রিয়, মল নিঃসরণ করণ জন্য পায়ুকে নিঃসারণেন্দ্রিয় এবং আনন্দ ভোগ করণ জন্য উপস্থকে আনন্দেন্দ্রিয় বলা হয়। এতদ্ব্যতীত সঙ্কল্পাদি করণ জন্য মনকে অন্তরেন্দ্রিয়রূপ একাদশ ইন্দ্রিয় বলা যায়। এই একাদশ ইন্দ্রিয়রূপ করণ দ্বারা আত্মা পৃথক পৃথক কার্য্য সাধন

করেন, এই নিমিত্ত কর্ত্তৃত্ব কেবলমাত্র আত্মারই। কিন্তু আত্মার নিষ্ক্রিয়ত্ব হেতু তাঁহাতে কোনরূপ কার্য্য সম্ভব হইতে পারে না। এজন্য বিজ্ঞান ভিক্ষু কহিতেছেন—

"অত আত্মনি কর্ত্তৃত্বমকর্ত্তৃত্বং চ সংস্থিতম্।
নিরিচ্ছাত্বাদকর্ত্তাসৌ কর্ত্তা সন্নিধি মাত্রতঃ॥"

বিজ্ঞান ভিক্ষু।

যেমন অকর্ত্তারূপ অয়স্কান্ত মণি, সান্নিধ্য বশতঃ লৌহাকর্ষণ জন্য কর্ত্তৃত্ব পদ প্রাপ্ত হয়। তেমনই পুরুষও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সকল কার্য্যের কর্ত্তা হইয়াও, অকর্ত্তা রূপে স্থিত আছেন। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা শূন্য বলিয়া অকর্ত্তা, এবং তাঁহার সন্নিধান মাত্রেই কার্য্য হয় বলিয়া তিনি কর্ত্তা, এইরূপ কথিত হইয়া থাকে। যেরূপ রাজা স্বয়ং যুদ্ধ না করিয়াও, সৈন্যদিগের জয়লাভে, রাজার জয় ঘোষণা হয়, এবং তাঁহার আজ্ঞা মাত্রই সৈন্যেরা কার্য্যসাধন করে বলিয়া তাঁহার যোদ্ধা পদ হয়; সেইরূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্য সাধন হেতু পুরুষের কর্ত্তৃত্ব ঘোষণা হয়, এবং পুরুষের সংযোগরূপ সান্নিধ্য মাত্র ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য দ্বারা পুরুষের কর্ত্তৃত্ব পদ হয়।

সাংখ্যমতে ইন্দ্রিয়গণ ভূতোৎপন্ন নহে। অর্থাৎ বৈদান্তিকেরা এবং অপরাপর দর্শনকারগণ যেরূপ ইন্দ্রিয় নিবহকে পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশ হইতে উৎপন্ন বলেন, সাংখ্যাচার্য্যেরা তাহা বলেন না। মহর্ষি কপিল কহেন—

"নিমিত্তব্যপদেশাৎ তদ্ব্যপদেশঃ।"

কপিল সূত্র। ৫।১১০

যেরূপ তেজঃ কাষ্ঠের অবলম্বনে অগ্নিরূপে প্রকাশ পায় বলিয়া কাষ্ঠ কখনই অগ্নির উপাদান কারণ নহে; কিন্তু নিমিত্ত কারণ জন্য তাহাকে কাষ্ঠোৎপন্ন বলা যায়, সেইরূপ অহংকার ভূতগণের আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশ পায় বলিয়া ভূতগণ কখনই ইন্দ্রিয়ের উপাদান কারণ নহে; কেবল নিমিত্ত কারণ জন্য ইন্দ্রিয়গণকে ভূতোৎপন্ন বলিয়া বোধ হয় এই কারণ বশতঃ ইন্দ্রিয়গণ ভৌতিক নহে, উহারা আহংকারিক।

কপিল সূত্রে আরও দৃষ্ট হয় —

"আহঙ্কারিকত্ব শ্রুতের্ণ ভৌতিকানি।"

কঃ, সূঃ। ২।২০॥

ইন্দ্রিয়গণ ভৌতিক নহে, উহারা আহঙ্কারিক, ইহা শ্রুতি সিদ্ধ।

তৈজসাহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি। ইন্দ্রিয় তিন প্রকার। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং উভয়েন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটী এবং উভয়েন্দ্রিয় একটী। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্, এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এ পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়; এবং মনঃ উভয়েন্দ্রিয়। ভূত পঞ্চের জ্ঞান, এবং ক্রিয়া সাধন নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গণের এই প্রকার বিভাগ হইয়াছে। ভূত সকল সূক্ষ্ম ও স্থূলভেদে দশটী বলিয়া, ইন্দ্রিয়ও দশটী সূক্ষ্ম ভূতপ্রপঞ্চের জ্ঞান * হেতু পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং স্থূল ভূত প্রপঞ্চের ক্রিয়া জন্য পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় হইয়াছে।

"চক্ষুষা গৃহ্যতে রূপং গন্ধো ঘ্রাণেন গৃহ্যতে।
রসো রসনয়া স্পর্শস্ত্বচা সংগৃহ্যতে পরঃ॥ ৭৫।
শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দোহভিমতঃ জ্ঞাতি নানাথা॥৭৬॥

শিব সংহিতা।

অর্থ—চক্ষুর দ্বারা অগ্নির গুণ যেরূপ, তাহা গ্রহণ হয়।

মন উভয়েন্দ্রিয়। উহার দ্বারা জ্ঞান এবং কর্ম্ম উভয়ই সাধিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত উহা একটা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় নামে কথিত হয়; নতুবা উহা অহঙ্কারের একটী বৃত্তি বিশেষ।

বেদান্ত দর্শনের মতে ইন্দ্রিয়গণ আহংকারিক নহে। উহারা ভৌতিক, অর্থাৎ ভূত প্রপঞ্চ হইতে জাত। বৈদান্তিকেরা সিদ্ধান্ত করেন যে অপঞ্চিকৃত পৃথক পৃথক পঞ্চভূতের সত্বাংশ হইতে পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং রজো অংশ হইতে পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। আর ঐ সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূতের সত্বাংশের সমষ্টি হইতে অন্তঃকরণ, যাহাকে বৃত্তিভেদে মন ও বুদ্ধি বলা যায়। এবং রজো অংশের সমষ্টি হইতে পঞ্চ প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে। যখন ঐ ভূত প্রপঞ্চ পঞ্চীকৃত হয়, অর্থাৎ স্থূল ভূতরূপে পরিণত হয়, তখনই ঐ ইন্দ্রিয়গণের আধার স্বরূপ ইন্দ্রিয় স্থান সকল উৎপন্ন হয়।

পঞ্চদশীর তত্ত্ববিবেকের "সত্বাংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাদ্ধীন্দ্রিয় পঞ্চকং" ইত্যাদি ১৯।২০—পঞ্চভূতের প্রত্যেক পঞ্চ সত্বগুণাংশ হইতে যথাক্রমে শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ আকাশের সত্বগুণ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সত্ব গুণ হইতে ত্বক, তেজের সত্বগুণ হইতে চক্ষুঃ জলের সত্বগুণ হইতে জিহ্বা এবং পৃথিবীর সত্বগুণ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সমুদায় পঞ্চতের সত্বগুণের সমষ্টি হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। সেই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে দুইপ্রকার হয়—মন ও বুদ্ধি। অন্তঃকরণের সংশয়াত্মিকা বৃত্তিকে মন এবং নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিকে বুদ্ধি বলা যায়।

পঞ্চদশীর তত্ত্ববিবেকের "রজোহংশৈ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু" ২১ ও ২২ ইত্যাদি—পঞ্চভূতের প্রত্যেক পঞ্চ রজোগুণাংশ হইতে যথাক্রমে বাক্য প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। আকাশের রজোগুণ হইতে বাক্য বায়ুর রজোগুণ হইতে হস্ত, তেজের রজোগুণ হইতে পদ, জলের রজোগুণ হইতে বায়ু পৃথিবীর রজোগুণ হইতে উপস্থ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সমুদায় পঞ্চভূতের রজোগুণ সমষ্টি হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়। সেই প্রাণ, বৃত্তিভেদে, পাঁচ প্রকার। যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান। নাসিকাস্থিত বায়ুর নাম প্রাণবায়ু, পায়ুস্থিত বায়ুর নাম অপান বায়ু, উদরস্থ দ্রবের পরিপাককারী বায়ুর নাম সমান বায়ু, কণ্ঠস্থিত বায়ুর নাম উদান বায়ু এবং সমুদায় শরীরব্যাপি বায়ুর নাম ব্যান বায়ু।

সাংখ্য দর্শনে পঞ্চপ্রাণকে মনেরই বৃত্তি বিশেষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন উহা কোনরূপ স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে। সাংখ্যকার মহর্ষি কপিল কহিয়াছেন—

"সামান্যকরণ বৃত্তিঃ প্রণোদ্যাবায়ব পঞ্চ।"

কঃ সূত্র ১।৩১

ঐরূপ—নাসিকা দ্বারা, পৃথিবীর গন্ধ গুণ; জিহ্বা দ্বারা জলের রসগুণ, কর্ম্মদ্বারা বায়ুর স্পর্শগুণ, শ্রোত্রের দ্বারা আকাশের শব্দগুণ গ্রহণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে ভূত হইতে শরীরের যে অবয়বের উদ্ভাবন হইয়াছে, অবয়বের দ্বারা সেই ভূতের গুণ গ্রহণ হইয়া থাকে,। ৭।।৭৩।

প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, কেবল মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অন্তঃকরণ বৃত্তিত্রয়ের সামান্য বৃত্তিমাত্র। উহারা বায়ুর ন্যায় কার্য্যকারী বলিয়া উহাদিগকে বায়ুরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

বৈদান্তিকেরা প্রাণকে স্বতন্ত্র পদার্থে বলিয়াছেন। কিন্তু উহারা ভূতজ, যেহেতু পঞ্চ ভূতের রজো অংশে উৎপন্ন। মনোবৃত্তির ন্যায়, প্রাণেরও পঞ্চ বৃত্তি আছে। যথা—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান। এই পঞ্চ প্রাণ পঞ্চ বায়ু বলিয়া উক্ত হয়। কিন্তু উহারা বাস্তবিক বায়ু নহে; তবে, বায়ুকে আশ্রয় করিয়া প্রাণ কার্য্যকারী হয়, এই নিমিত্ত বায়ু হইতে কার্য্যকারণের অভেদ লক্ষণার জন্য উহাকে বায়ু বলা যায়। বেদান্ত সূত্রে বলা হইয়াছে যে—

"পঞ্চবৃত্তির্মনোবৎ ব্যপদিশ্যতে।"

বে সূ ১২।২ অঃ ৪ পাদ।

অর্থাৎ—প্রাণ মনের ন্যায় পঞ্চবৃত্তি বিশিষ্ট যখন এরূপ বলা হইয়াছে, তখন প্রাণ অবশ্যই স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া ধৃত হইয়াছে; যেহেতু মন প্রাণের দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাণকে কোন ইন্দ্রিয়ও বলা যায় না। তাহার কারণ এই যে, প্রাণ ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শক্তি ধারণ করে। কারণ প্রাণ বস্তুটীকে "চক্ষুরাদীনানিন্দ্রিয়াণাং প্রবর্ত্তকঃ" বলিয়া 'পঞ্চদশী'র টীকাতে বৃত হইয়াছে। অর্থাৎ, প্রাণ ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্ত্তক। প্রাণ আর কিছুই নহে, ইহা জীবনী শক্তি বিশেষ। এই শক্তি দ্বারাই সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর রক্ষিত হইয়া থাকে। তাই বলিয়া প্রাণ কখনই জীবাত্মা নহে। প্রাণ জীবাত্মার অধীনে থাকিয়া কার্য্য করে। অতএব বুঝা গেল যে, প্রাণবস্তুটি ভৌতিক হইলেও, উহা ইন্দ্রিয় হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ তাহার আর সন্দেহ নাই!

শারদীয় প্রবারণ

[শ্রীজয়দ্রথ চৌধুরী]

এস শরদিন্দু নিভাননে সুখ প্রবারণে, তুমি অতীতের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া এস এবং জগতকে নিত্য নৈতিক ও অনিত্যতা শিক্ষা দাও, তোমাকে আমরা সাদরে আহ্বান করিতেছি, তুমি মানব মনমুগ্ধ কারিণী ও প্রীতিপ্রদায়িনী, তুমি যে অচিন্ত্য ক্রীড়াকর তাহা সামান্য মানব বুঝিতে পারে না কেবল স্তম্ভিত ও বিস্ফারিত লোচনে তোমার অপূর্ব্ব কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করে মাত্র। যখন সুনীল গগন হইতে বারিধি মণ্ডলী বিলুপ্ত হয়, বরষার জলধারা অন্তর্ধান হয়, গভীর নির্ঘোষ বজ্র নিনাদধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় না ও ক্ষণপ্রভা সুবিস্তীর্ণ নীলাম্বরে লীলাখেলা সাঙ্গ করিয়া প্রস্থান করে, তখন তুমিই আগমন করিয়া বৎসরে বৎসরে ধরণী বক্ষে নিত্য নব খেলা করিয়া মানব হৃদয়ে স্বর্গীয় সুখের ফোয়ারা ছাড়িয়া দাও এবং মানবও আহ্লাদে আটখানা হইয়া তোমার শুভাগমন দিগ্‌-দিগন্তে প্রচার করে। এই সুবিশাল বসুন্ধরার যে দিকে অবলোকন করি, শুধুই তোমার আহ্বাহন গীতি শুনিতে পাই। আকাশ

সুনির্ম্মল বক্ষে পূর্ণ শশধর ও অসংখ্য তারকা-রাজি ধারণ করিয়া তোমার অচিন্ত লীলা জগতকে দেখাইতেছে, নৈশ গগনে তারকা মালা মনের আনন্দে ঝকমক করিয়া তোমাকে আবাহন করিতেছে, কুমুদরঞ্জন আপন সুবিমল সুশীতল রজতকান্তি জোৎস্না ধরণী বক্ষে ঢালিয়া নৈশকালীন অন্ধকার দূরীভূত করিয়া জগতকে স্বর্গের নন্দনকানন গড়িতেছে। সুদূর নীলাম্বরে অবস্থান করিয়া আপন জীবন-সঙ্গিনী কুমুদিনী সাথে মধুর সম্ভাষণ করিয়া তোমার আগমন বার্ত্তা জগতকে জানাইতেছে। চাতক হরষে সুধা পান করিয়া সুমধুর পিয়ু পিয়ু রবে তোমার মধুর আগমন তানে গগন প্রান্তর মুখরিত করিতেছে। এসময়ে যদি আমরা অনন্ত সমুদ্রের সৈকত ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া সমুদ্রের ভাবভঙ্গী অবলোকন করি, দেখিতে পাই অসীম অনন্ত ফেনিলময় বারিরাশি সুবিশাল নীল আকাশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে ও অসংখ্য তরঙ্গ লহরী তালে তালে সমুদ্র বক্ষে নৃত্য করিতে করিতে উচ্চ বীচিরবে তোমার আবাহন গীতি গাহিতেছে। এই অনন্ত জলধির ভাবলহরী দর্শনে মানবের মনপ্রাণ পরম পিতা বিশ্ব-নিয়ন্তার ভক্তিরসে পরিপ্লুত হয়, তখন তোমাকে হৃদয়ের চিরসঞ্চিত আনন্দ জ্ঞাপন না করিয়া কোন মানব থাকিতে পারে? কোন্ মানব হৃদয়ে তোমার আবাহন গীতি সুমধুর পঞ্চম তানে বাজিয়া উঠে না? আবার আমরা যখন গগনস্পর্শী গিরির প্রতি নিরীক্ষণ করি দেখিতে পাই, যেন গিরিরাজ স্বগর্ব্বে আপন অভ্রভেদী শৃঙ্গ উত্তোলন করিয়া আকাশকে তোমার শুভাগমন বার্ত্তা কহিতেছে, স্বচ্ছ সলিলা স্রোতস্বিনী গিরিপদ প্রক্ষালন করিয়া কুলু কুলু নিনাদে তোমার সেই মধুর গান গাহিয়া অনন্ত জলধিকে এশুভ বারতা নিবেদন করিতেছে। দুপার্শ্বে ফুল সম্ভারে সজ্জিত সবুজ পত্ররাজি সুশোভিত বিটপী শ্রেণী একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আপন শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া তরঙ্গিনীর সুবিমল জলে পড়িয়াছে, শারদীয় নব পল্লবরাজি মৃদুমন্দ সমীরণ সঞ্চালনে মরমর শব্দ করিতেছে, ও রাশি রাশি সুগন্ধময় পুষ্পরাজি দলে দলে কল্লোলিনীর চরণে নিপতিত হইতেছে বোধ হয় যেমন বৃক্ষরাজি স্রোতস্বিনীর কুলু কুলু আবাহন গীতি শ্রবণে মাতোয়ারা হইয়া তাহার প্রতিদান স্বরূপ আপন কুসুমরাশি সরিৎ বক্ষে নিক্ষেপ করিতেছে। তরঙ্গিনীও সেই অযাচিত উপঢৌকন সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া আপন ক্ষুদ্র তরঙ্গের তালে তালে নাচাইয়া আপন সুহৃদ, সমুদ্রকে উপহার দিতেছে এবং সমুদ্র ও তাহা অনন্ত মহা-সাগরকে বিলাইয়া দিতেছে। বিজন বিপিনে সুরভি কুসুমাদি প্রস্ফুটিত হইতেছে, মলয় মারুত আপন চাতুর্য্য কৌশলে কুসুমের সৌরভ অপহরণ করিয়া সারাটী জগত সুগন্ধে ভরপুর করিতেছে, সুমধুর ঝঙ্কার নিনাদী অলিকুল মধু অন্বেষণার্থে দলে দলে ছুটিয়া পলাইতেছে এবং একুলে ওকুলে উড়িয়া বসিয়া মনের আনন্দে মধুপান করিতেছে ও অস্ফুট ঝঙ্কারে বিজন বিপিন মুখরিত করিয়া মানব হৃদয় মাঝারে শান্তিসুধা বর্ষণ করিতেছে, যেন অলিবৃন্দ ও সুদীর্ঘ বর্ষাকালে অনাহারে

মহাকষ্টে ক্ষেপন করিয়া,আজ মধুপান করিতে করিতে তোমার মঙ্গলগীতি গাহিতেছে এবং ধরণী বক্ষে দীর্ঘকাল প্রেমের ক্রীড়া কৌতুক করিবার জন্য তোমাকে দীর্ঘকাল অবস্থানের জন্য প্রার্থনা করিতেছে। মঞ্জু-কুঞ্জবনে পক্ষিগণ কল্ কূল্ ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত করিতেছে, তাহারা প্রদোষে-উষায়-তোমার মহিমা গানে মনপ্রাণ বিমোহিত করিতেছে। তোমার আগমনে সারাটী জগৎ আনন্দে ভরপুর হইয়াছে। তোমার অপূর্ব্ব কৌশলে যে আনন্দ মানব হৃদয়ে প্রবাহিত হয়, তাহা মানব বর্ণনা করিতে পারে না। তাই বলিতেছি তুমি চিরশান্তি প্রদায়িনী "শুভ প্রবারণে" তোমার বার্ষিক আগমনে আমরা অনেক নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে পারি। তুমি প্রকৃত অতীতের বিস্মৃতি-স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে জাগাইয়া দাও। এক সময়ে তোমার আগমনে সমগ্র ভারত ভূমি আনন্দ রসে প্লাবিত হইত। শুধু ভারত নহে, এমনকি সুবিশাল ভূমণ্ডলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত তোমার আগমনের মধুর নিক্কণে ধ্বনিত হইত, কিন্তু হায় দুরন্ত কালের কি ভীষণ পরিবর্ত্তন! যে ভারত ভূমি তোমার আবাহণ গীতি ভরপুর হইত আজ সেই ভারত হইতে প্রায় অন্তর্ধান হইয়া ধীরে ধীরে সুদূর চীন জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধ রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে! যদিও বিঘূর্ণিত কালচক্রে এত পরিবর্ত্তন হইতেছে তবুও তুমি চিরকালের জন্য ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারিবে না। কেননা ভারত ভূমি অতি পূণ্যময় স্থান। এখানে ভগবান অমিতাভ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, সমগ্র ভারত ভূমিতে আপনার মহামূল্য পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া শত শত নরনারী পাপী তাপীর উদ্ধার সাধন করিয়া পরম শান্তিময় নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। তাই ভারত ভূমি চির পুণ্যময় স্থান। এখনও ভারতবর্ষে সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা-মলয়জ-শীতলা বঙ্গভূমি তোমার আগমনে আনন্দিত হইয়া আপনাকে ফল, ফুল, পত্ররাজিতে ভূষিত করিতেছেন। ভাগিরথী তরঙ্গ লহরী উত্তোলন করিয়া, ধীরে ধীরে সৈকত ভূমি প্লাবিত করিয়া সাগরবক্ষে পতিত হইতেছে, সুতরাং আমরাও আজ তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি সেই অতীত কাহিনী জগতকে জানাও। তুমি নিত্য নূতন। তোমার লীলা খেলাও নিত্য নূতন। তুমি যে কাহিনী আমাদিগকে জানাও তাহা পুরাতন হইলেও আমরা নূতন বলিয়া মনে করি। তোমার মহিমা অপার। তুমি কতই গড়িতেছ কতই ভাঙ্গিতেছ তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারে না। তোমার অলৌকিক শক্তি দর্শনে আমরা বিমোহিত হই এবং তোমাকে পাইয়া আমরা স্বর্গের সুখ মর্ত্ত্যে লাভ করিতে পারি। আমরা সর্ব্বদা আনন্দ উপভোগ করি। ধনী দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, রাজা, প্রজা, সমভাবে তোমার আগমন প্রতীক্ষা করে। কেননা তোমার আগমনে জগত নবসাজে সজ্জিত হয় ও মানব হৃদয়ে আনন্দের ফোয়ারা প্রবাহিত হয়। সর্ব্বত্র আনন্দ বিরাজমান। কোথাও দুঃখের কিম্বা বিমর্ষের কালিমা মাত্র পরিলক্ষিত হয় না। উপরে সুনির্ম্মল নভোমণ্ডল, নিম্নে সুবিস্তীর্ণ বসুন্ধরা সবুজ ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ;

বাতাসের সংস্পর্শে ঢেউ খেলিতেছে। বৌদ্ধেরা আনন্দে বিভোর। তাহারা আপন আপন কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, আপন আপন আলয়ে উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিতেছে। " আবাল বৃদ্ধ বণিতার মুখমণ্ডলে আনন্দ-লহরী খেলিতেছে। সকলের হৃদয়াকাশ স্থনির্ম্মল কান্তি ধারণ করিয়াছে। অয়ি সুখ-প্রদায়িনী প্রবারণের তোমার আগমনে সমগ্র জগত আনন্দে বিভোর। তুমি সুদীর্ঘ কাল এখানে অবস্থান কর এবং জগতও যেমন তোমার নিত্য নব নব ভাব দর্শনে বিমোহিত হয়। সহসা বিদায় গ্রহণ করিও না। চিরকাল অপূর্ব্ব খেলা খেলিতে থাক। আমরা তোমাকে ছাড়িতে পারিব না। চিরকাল তোমায় ধরাধামে দেখিতে ভালবাসি। তুমি—সুখ-প্রদায়িনী তুমি — মঙ্গলময়ী, তুমি —শান্তি-প্রদায়িনী প্রবারণে।

———

সত্য ও মিথ্যা

(শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,)

'অসতো মা সদ্গময়'—সত্যকে চাই। সমস্ত মিথ্যা জাল ছিন্ন করিয়া দেও।

এই প্রার্থনা জগতে যত নরনারী জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন সকলেরই চিরকালের প্রার্থনা। এই প্রার্থনাই মানুষের সমাজ

সত্য ও সত্যকথনের প্রভেদ কি?

গড়িয়াছে, সাম্রাজ্য রচনা করিয়াছে, শিল্প সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে'। সত্যই জগতে সার বস্তু—তাহা সকলেই—পুরাকাল হইতে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। বেদান্ত বলিতেছে "ব্রহ্মসত্যংজগন্মিথ্যা"। ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতেছে—"সত্যম্ ব্রহ্ম, কেবলম্।" মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বলিতেছে "সত্যরূপংপরং-ব্রহ্ম সত্যংস্থি পরমং তপঃ"। উপনিষৎ বলিতেছে "সত্যেনৈব জয়তে নহিতৎ সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।" ঋষিগণ বলিতেছেন,—

"সত্যেন ধার্য্যতে পৃথিবী।
সত্যেন তপ্যতে রবিঃ।
সত্যেন বহতি বায়ুশ্চ
সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠীতম্।

—"সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্" সমস্তই সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

এখন দেখা যাউক সত্য কি?—না, 'সত্য জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম'। তবে 'সত্য' ও 'সত্যকথন' এই দুইটিতে অনেক প্রভেদ আছে; যেমন 'আমি' ও 'আমার গুণ'। আমি না থাকিলে আমার গুণ থাকিতে পারে না; অথবা আমার গুণ না থাকিলে আমার গুণ সম্বন্ধে কথা উত্থাপন হইতেই পারে না। সেইরূপ 'সত্য' ও 'সত্যকথন'। 'সত্য' না থাকিলে 'সত্যকথন', এ জিনিষটা থাকিত না; অথবা সত্যের অস্তিত্বপাওয়া না গেলে সত্যকথনের মূল্য বা মিথ্যা কথনের হানি উপলব্ধি করা যাইত না।

সত্য কথন কি?

কায় মন ও বাক্য দ্বারা লোকে যাহা কিছু অনুষ্ঠান করে, তাহা অকপটে সরল চিত্তে প্রকাশ

করার নাম সত্য কথন। সকল নীতির সার ও শ্রেষ্ঠ নীতি এই যে নিজের ও অপরের সহিত সত্য ব্যবহার কর। একটা সরল রেখা পাত করা ও সত্য আচরণ করা দুই আপাততঃ সহজ বোধ হইলেও কার্য্যতঃ উভয়ই বড় কঠিন। চিন্তায়, কথায় ও কার্য্যে সামঞ্জস্য রাখিয়া সত্য আচরণ করা যে কত কঠিন তাহা যিনি কখন চেষ্টা করিয়াছেন তিনিই জানেন। সত্যপালন করা মহাপুণ্য। সত্যের অপার মহিমা। যুগে যুগে মহাত্মাগণ সত্যের মহিমা ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। যাহা সত্য তাহাই সনাতন। সত্যকালের অতীত—ইহাতে অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ নাই। ইহা নিত্য কালই বর্ত্তমান। এই জন্য যাহা সত্য তাহা নিত্য সত্য। এই মহিমান্বিত সত্য পালন করিয়া সকলের ধন্য ও কৃতার্থ হওয়া উচিত।

আত্মার কল্যাণের জন্য, সর্ব্বপ্রথমে সত্য কথন আবশ্যক।

সত্যবাদী না হইতে পারিলে আত্মার কল্যাণ সাধন দুষ্কর।

সত্যকথন ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের ভিত্তিভূমি। সত্যবাদীতা সকল গুণের সার ও ধর্ম্মপ্রধান ভিত্তি। পৃথিবীর সকল শাস্ত্রই সকল মানবই সত্যের মাহাত্ম্য একবাক্যে কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছে। মহর্ষি পাতঞ্জল তাঁহার যোগসূত্রের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন যোগসিদ্ধির প্রধান অঙ্গ সত্যশীলতা। তৎপরে তিনি সত্যের অশেষ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম্ম আর নাই, এবং সত্যের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত মানবের শর্ব্বার্থ-সিদ্ধি যোগের আশা সম্পূর্ণ অসম্ভব। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, "নহি সত্যাৎ পরোধর্ম্মঃ" ব্যাস ও বাল্মীকির অমর লেখনী নিঃসৃত জগতের মহাকাব্যদ্বয়ে ও সত্যের অনন্তমহিমা ভূয়োভূয়ঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই পরম পবিত্র ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের সার। ইহা ইহকালের সম্বল ও পরকালের সহায় এবং ইহা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান ভিত্তি। সকল দেশের সকল ধর্ম্মশাস্ত্র এই মহাসত্য জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিতেছে। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক আপনার সত্যকথাগুলি, সত্য চিরাগুলি সত্য ধারণা গুলিকে চিরকালের শ্রুতিগোচর করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি পাহাড়ের গায়ে খুদিয়া দিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, পাহাড় কোন কালে মরিবে না সরিবে না—অনন্তকালের পথের ধারে অচল হইয়া দাঁড়াইয়া নব নব যুগের পথিকদের কাছে একথা চিরদিন ধরিয়া আবৃত্তি করিতে থাকিবে। পাহাড়কে তিনি কথা কহিবার ভার দিয়াছিলেন। পাহাড় কালাকালের কোন বিচার না করিয়া তাঁহার ভাষা বহন করিয়া আসিতেছে। কোথায় অশোক, কোথায় পাটলিপুত্র, কোথায় ধর্ম্মজাগ্রত ভারতবর্ষের সেই গৌরবের দিন! কিন্তু পাহাড় সেদিনকার সেই কথা কয়টি বিস্মৃত অক্ষরে অপ্রচলিত ভাষায় আজও উচ্চারণ করিতেছে। কতদিন অরণ্যে রোদন করিয়াছে,—অশোকের সেই মহাবাণী ও কত শত বৎসর মানব হৃদয়কে বোবার মত কেবল ইশারায় আহ্বান করিয়াছে। পথ দিয়া রাজপুত গেল, পাঠান গেল, মোগল গেল, বর্গির তরবারি বিদ্যু-

তের মত ক্ষিপ্রবেগে দিগ্‌দিগন্তে প্রলয়ের কশাঘাত করিয়া গেল—কেহ তাহার ইশারায় সাড়া দিল না।

"সমুদ্রপারের যে ক্ষুদ্রদ্বীপের কথা অশোক কখনও কল্পনাও করেন নাই—তাঁহার শিল্পীরা পাষাণফলকে যখন তাঁহার অনুশাসন উৎকীর্ণ করিতেছিল, তখন যে দ্বীপের অরণ্যচারী ঋষিগণ আপনাদের পূজার আবেগ ভাষাহীন গুহার স্তূপে স্তম্ভিত করিয়া তুলিতেছিল, বহুসহস্র বৎসর পরে সেই দ্বীপ হইতে একটী বিদেশী আসিয়া কালান্তরের সেই মূক ইঙ্গিত পাশ হইতে তাহার ভাষাকে উদ্ধার করিয়া লইলেন। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের ইচ্ছা এত শতাব্দী পরে একটি বিদেশীর সাহায্যে সার্থকতা লাভ করিল। সেই ইচ্ছা আর কিছু নহে, তিনি যত বড় সম্রাটই হউন তিনি কি চান, কি না চান তাঁহার কাছে কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ, তাহা পথের পথিককেও জানাইতে হইবে।

সত্য ও মিথ্যা কথনের প্রকারভেদ।

সত্য আচরণের তিনটি প্রকার ভেদ আছে। কায়, মন ও বাক্যে সত্য আচরণ করিতে হইবে। অথবা সরলভাষায় বলিতে হইলে চিন্তাতে সত্য কার্য্যে সত্য—কথায় আচরণ করা আবশ্যক। আমরা মানুষ; আবার মানুষ দুর্ব্বল, সম্পূর্ণ দূরদৃষ্টিহীন, একান্ত ঘটনা চক্রের দাস; আবার তাহার উপর অন্ধ। সত্যই একমাত্র আমাদের অন্ধ মানবদিগের যষ্টিস্বরূপ। সত্যই অনন্ত কালস্থায়ী গিরিদুর্গ। যখন "জীবন অতিশয় চঞ্চলম্" তখন আমাদের মনকে ছায়া মিথ্যার পশ্চাদ ধাবমান হইতে দিব কেন? একবার কল্পনা নেত্রে চাহিয়া দেখ দেখি স্বর্গটা কোথায়, আর নরকই বা কোথায়? স্বর্গ আমাদের নিকট হইতে কতদূরবর্ত্তী আর নরক এস্থান হইতে কত নিকটবর্ত্তী? একটু ভাবিয়া দেখ যেখানেই 'সত্য' সত্য কথনের আলোচনা সেইখানেই স্বর্গ; ইহার বিপরীত হইলেই নরক। স্বর্গই বা কি, আর নরকটাই বা কি? শান্তি পূর্ণ শান্তি ও সুখ যে হৃদয়ে বিরাজমান, সেই হৃদয় স্বর্গতুল্য। যে চিত্ত সদা সর্ব্বদাই অশান্তি, অসুখ ও ভয় বিরাজমান সেই চিত্তই নরক কুণ্ড নহে কি? সত্য চিন্তাতে, সত্যকার্য্যে ও সত্য কথায় আচরণ করিতে পারিলেই পূর্ণশান্তি অনুভব করিতে পারিবে। স্বর্গবাসী হইতে পারিবে। সত্যচিন্তাকর, সেই 'সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্মকে চিন্তাকর, সকলের সহিত সত্য ব্যবহার করিবে সেই চিন্তাকর। সত্য কার্য্যে পরিণত কর। যে কার্য্যই কর না কেন তাহা সাধু ভাবে করিতে হইবে। প্রবঞ্চনার পার্শ্বদিয়াও যাইবে না। কপটতার ছায়া ও মাড়াইবে না। তাহার পর সত্য কথা। যে কথাই বলনা কেন তাহা যেন সত্য হয়। এইরূপ ভাবে অভ্যস্থ হইতে পারিলে মানুষ হইতে পারিবে। পশুপক্ষী সহজেই পশুপক্ষী; কিন্তু মানুষকে মানুষ হইতে হইলে মানুষের কার্য্য করিতে হইবে। অনেক চেষ্টা করিতে হইবে বিশ্ববিধাতা সূর্য্যকে অগ্নিশিখার মুকুট পরাইয়া যেমন সৌরজগতের অধিরাজ করিয়া দিয়াছেন, তেমন মানুষকে যে তিনি তেজের মুকুট পরাইয়াছেন, দুঃসহ তার দাহ। সেই পরম দুঃখের দ্বারাই তিনি মানুষকে রাজ

গৌরব দিয়াছেন,—তিনি তাহাকে সহজ জীবন দেন নাই। এই নিমিত্তই সাধনার সাহায্যে মানুষকে মানুষ হইতে হইবে। এই সংসার আমাদের সাধনার ক্ষেত্র। এখন সে সাধনাই বা কি? সে সাধনা, সত্যাশ্রয় সত্য কথন। "ঈশ্বর যদি অসত্য উপেক্ষা করিতে পারেন", আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, "তবে আর তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে না। তাঁহার প্রধান স্বরূপ এই যে, তিনি সত্য স্বরূপ ধর্ম্ম জীবনের সর্ব্ব প্রথমেই তাঁহাকে সত্য স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে।" অতএব যেখানে পূর্ণ এবং অমিশ্রিত সত্য এবং সত্য ব্যতীত আর কিছুই নাই; সেই স্থানে আমাদের রসনা বাস করা কি উচিত নহে? ভগবানের রূপ যখন সত্য ভগবানের প্রিয় স্থান যখন সত্য লোক, তখন সত্য চিন্তা, সত্য কার্য্য ও সত্য কথন কি একান্ত উচিত নহে? যখন সত্য কথন ব্যতিরেকে মানব মানুষই হইতে পারে না, তখন সত্যবাদী হওয়া কি সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য নহে? যখন সংসারের সহিত সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইয়া ক্লান্ত হৃদয়ে সহরের কোলাহল ছাড়িয়া দূরগ্রামে জঙ্গলের ধারে অথবা খোলা ময়দানে গিয়া নিভৃতে উপবেশন করি, তখন কি সত্য চিন্তা অত্যাবশ্যক নহে বা সত্য চিন্তায়, সত্য কার্য্যে ও সত্য কথনে যখন ঈশ্বর পর্য্যন্ত বশীভূত, তখন সত্য লইয়া নাড়া চাড়া কি আমাদের খুবই উচিত নহে? হায়! আমরা যখন শ্মশান যাত্রীর যাত্রী, যখন প্রত্যেক দিবসই কর্ম্ম শকটযানে আমাদিগকে সেইপথে ক্রমাগত অগ্রসর করাইতেছে এবং শ্মশানই আমাদের একমাত্র গন্তব্য স্থান তাহা অনিবার্য্য; তখন সত্যচিন্তা, সত্য কার্য্য ও সত্য কথনের বিনিময়ে যশঃ মুকুট লইয়া মস্তকে পরিয়া, গন্তব্য পথে হাসিয়া হাসিয়া যাওয়া কি বাঞ্ছনীয় নহে? যখন মিথ্যা কথনে সকলের নিকট ঘৃণার পাত্র হইতে হইবেই, তখন সকলের প্রিয় মাত্র হইবার ইচ্ছায় সত্যবাদী হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নহে? মিথ্যা কথনে যে সুখ, যে লাভ তাহা শরৎকালীন মেঘের ন্যায় চঞ্চল; মেঘডাম্বা রৌদ্রের ক্ষণিক হাস্যের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; পদ্মপত্রে শিশির বিন্দুর ন্যায় টল টল; প্রভাত পদ্মের লাবণ্যের মত লজ্জা ভয়ে জড়সড়। আর সত্য চিন্তায়, সত্য কার্য্যের সত্য কথনের যে সুখ, তাহা মেঘারুত প্রাবৃট যামিনী অথবা তুষার সমাবৃত পর্ব্বতের সেই ধ্যান যোগ্য শোভার ন্যায় অচঞ্চল; সাগর জলের ন্যায় গভীর; সমাধি মন্দিরের ন্যায় শান্ত ও নির্ভীক এবং নির্বাত দীপ শিখার ন্যায় নিষ্কম্প। এরূপ স্থলে কোনটী বাঞ্ছনীয়? সত্যাশ্রয় সত্য কথনই কি বাঞ্ছনীয় নহে? মিথ্যাবাদী অনার্য্য অসভ্য ও অতি কুৎসিত সুখ লালসার সন্তর্পণের অভিলাষে অন্যের ছায়োপেত ও ধর্ম্ম সঙ্গত সুখ সম্পদচয়কে অসুরের মত পদতলে দলন করিতে ভাল বাসে,—একশত লোকের শত প্রাণ আগুনে আহুতি দিয়া আপনার একটী জীর্ণ, ক্ষণস্থায়ী প্রাণের ক্ষণিক তৃপ্তির জন্য উন্মত্ত হয়, একশত লোককে নয়নজলে ভাসাইয়া আপনি একমুহূর্ত্ত সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু সত্যবাদী?—সে পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়াও সমুদ্রের ন্যায় উদার, এবং বজ্রের ন্যায় কঠিন হইয়াও কুসুমের ন্যায় কোমল।

সত্যবাদী যদিও অভাবনীয় দুঃখ রাশির মধ্যে আকণ্ঠ থাকে; তথাপি সে দুঃখকে দুঃখ বলিয়া গণনা করে না; এবং পরকীয় সহানুভূতির শত প্রয়োজন সত্ত্বেও, কাহার প্রীতি কিংবা সহানুভূতির প্রত্যাশী না হইয়া আপনার আত্মার ধর্ম্ম জলের উপরেই আপনি অকুণ্ঠচিত্তে ও নির্ভীক হৃদয়ে দণ্ডায়মান থাকে। এবলে কোনটা অধিকতর প্রার্থনীয়! সত্যাশ্রয়, সত্য কখনই কি প্রার্থনীয় নহে?

(ক্রমশঃ)

কর্কট-জাতক

[রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্, এ]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে আর এক রমণীকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীবাসী কোন ভূস্বামী জনপদে অনেক অর্থ ধার দিয়াছিলেন। তিনি নাকি একদা ভাগ্যক্রমে সঙ্গে লইয়া সেই অর্থ আদায় করিতে গিয়াছিলেন এবং আদায় করিয়া ফিরিবার সময় দস্যুহস্তে পড়িয়াছিলেন। তাহার ভাগ্যে পরমকরুণবতী ছিলেন। দস্যুদিগের অধিনেতা তাঁহার রূপ দেখিয়া এমন মুগ্ধ হইল যে তাঁহাকে পাইবার জন্য সে ভূস্বামীর প্রাণসংহারে উদ্যত হইল।

সেই রমণী অতি শীলবতী ও আচারসম্পন্না ছিলেন এবং পতিকেই প্রধান দেবতা বলিয়া জানিতেন। তিনি দস্যুদলপতির পায়ে পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু আপনি যদি আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া আমার স্বামীর প্রাণনাশ করেন, তাহা হইলে আমি হয় বিষ খাইয়া, নয় নাসাবাত রুদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিব। কিছুতেই আপনার অনুগামিনী হইব না। অতএব অকারণে আমার স্বামীকে মারিবেন না।" এইরূপে প্রার্থনা করিয়া তিনি দস্যুদলপতির হাত হইতে পতিকে মুক্ত করিলেন।

অতঃপর স্বামী, স্ত্রী উভয়ে নির্ব্বিঘ্নে শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া গেলেন এবং জেতবন-বিহারের নিকট দিয়া যাইবার সময় সঙ্কল্প করিলেন যে ভিতরে প্রবেশ করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া যাইবেন। ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা গন্ধকুটীতে গমন করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে আসীন হইলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কোথায় গিয়াছিলে?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "কর্জ্জদাদনের টাকা আদায় করিবার জন্য (জনপদে) গিয়াছিলাম।" "পথে কোন বিঘ্ন হয় নাই ত?" ভূস্বামী উত্তর দিলেন "ভদন্ত, আমরা পথে দস্যুহস্তে পড়িয়াছিলাম, তাহাদের অধিনেতা আমার প্রাণসংহারে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু শেষে আমার এই ভার্য্যার প্রার্থনায় মুক্তিলাভ করিয়াছি। ইঁহার জন্যই আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে।" শাস্তা বলিলেন, "উপাসক, ইনি যে কেবল এজন্মে তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন তাহা নহে, পূর্ব্বেও ইনি পণ্ডিতদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।" অনন্তর ভূস্বামীর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় হিমবন্ত প্রদেশে এক মহাহ্রদে একটা প্রকাণ্ড সুবর্ণ কর্কট বাস করিত। ঐ কর্কটের বাসস্থান ছিল বলিয়াই উক্ত হ্রদের কুলীরদহ এই নাম হইয়াছিল। তাহার দেহ একটা খলমণ্ডলের ন্যায় * বিশাল ছিল। সে হস্তী ধরিয়া তাহাদিগকে মারিত ও খাইত। হস্তীরা তাহার ভয়ে সেই হ্রদ খাদ্যসংগ্রহের জন্য অবতরণ করিতে পারিত না।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব কুলীরদহের অবিদূরবর্ত্তী কোন গজযূথপতির ঔরসে এক হস্তিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হস্তিনী গর্ভ রক্ষার মানসে পর্ব্বতপাদাভ্যন্তরে গমনপূর্ব্বক সেখানে যথাকালে বোধিসত্ত্বকে প্রসব করে। বোধিসত্ত্ব কলক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক এবং পরিণতবুদ্ধি হইলেন; তাঁহার বিশাল দেহ বীর্য্যসম্পন্ন হইল এবং পরম রমণীয় অঞ্জন পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি এক করেণুকাকে নিজের পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন এবং কর্কটকে ধরিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

বোধিসত্ত্ব পত্নী ও মাতাকে লইয়া গজযূথের নিকট গমন করিলেন এবং পিতার দর্শন লাভ করিয়া বলিলেন, "বাবা, আমি কর্কটটাকে ধরিব।" যূথপতি বলিল, "বাবা, তুমি ইহা পারিবে না।" কিন্তু বোধিসত্ত্ব পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করায় সে বলিল, "চেষ্টা করিয়া দেখ; বুঝিবে আমার কথা সত্য কি না।"

অনন্তর, কুলীরদহের নিকটে যত হস্তী ছিল, বোধিসত্ত্ব তাহাদের সকলকে একত্র করিয়া সকলের সঙ্গে হ্রদের তটে গমন করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "কর্কট হস্তীদিগকে কখন ধরে?—যখন তাহারা জলে নামে না যখন তাহারা জলে চরে, না যখন তাহারা জল হইতে উঠে? তাহারা উত্তর দিল "জল হইতে উঠিবার সময় ধরে।"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তবে তোমরা হ্রদে অবতরণ করিও ইচ্ছামত বিচরণ কর এবং অগ্রে উঠিয়া যাও; আমি তোমাদের পশ্চাতে থাকিব।" হস্তীরা তাহাই করিল। বোধিসত্ত্ব সকলের পশ্চাতে উঠিতেছিলেন; কর্কটকার বৃহৎ সন্দংশ দ্বারা যেমন লৌহপিণ্ড ধরে, কর্কটও সেইরূপ শুণ্ডদ্বয় দ্বারা বোধিসত্ত্বের পা দৃঢ়রূপে ধারণ করিল। বোধিসত্ত্বের পত্নী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না, তিনি নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। বোধিসত্ত্ব কর্কটকে স্থলাভিমুখে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না; পরন্তু কর্কটই তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া নিজের দিকে লইয়া চলিল। বোধিসত্ত্ব মরণভয়ে ভীত হইয়া ক্রমাগত উচ্চরব করিতে লাগিলেন; অন্য সকল হস্তী মরণভয়ে ভীত হইয়া ক্রৌঞ্চনাদ করিতে করিতে ও মলমূত্র ত্যাগ করিতে করিতে পলাইয়া গেল; বোধিসত্ত্বের পত্নীও আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া পলায়ন আরম্ভ করিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব, যাহাতে তাঁহার

* খলমণ্ডল—খামার, যেখানে চাষারা গাছ হইতে শস্য ঝাড়ায়।

পত্নী পলায়ন না করেন সেই উদ্দেশ্যে নিজের বদ্ধভাব বর্ণনা করিয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :—

স্বর্ণ-শৃঙ্গী, জলচর, অলোম-শরীর—
অস্থিই চর্ম্মের কাজ করে যার দেহে,
মস্তক উপরে যার উঠিয়াছে ফুটি
বড় বড় চক্ষু দুটী, হেন জন্তু প্রিয়ে,
অভিভূত করিয়াছে প্রাণনাথে তব।
তাই সে করুণনাদ করে বার বার ;
ছাড়িয়া যেওনা তুমি এ বিপত্তিকালে।

ইহা শুনিয়া হস্তিনী ফিরিয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথায় তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন :—

ছাড়িব তোমায় নাথ, ষষ্টি বর্ষ বয়ঃ যার ! *
ছাড়িব না ; করিতেছি যথাসাধ্য প্রতিকার।
সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে তুমি প্রিয় অতি ;
তোমা ছাড়া অভাগীর আর কেবা আছে
গতি ?

এইরূপে বোধিসত্ত্বকে উৎসাহিত করিয়া হস্তিনী বলিল, "আর্য্যপুত্র, আমি কর্কটের সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিয়া তোমায় মুক্ত করিতেছি।" অনন্তর সে কর্কটকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিল :—

সমুদ্রে, গঙ্গার গর্ভে, অথবা নর্ম্মদা নীরে
বাস করে যত জলচর,
তুমি সবাকার শ্রেষ্ঠ,তাই কান্দি মাগি ভিক্ষা,
ছেড়ে দাও পতিরে আমার

করেণুকা যখন এই গাথা বলিতে লাগিল, তখন বামাকণ্ঠস্বরে কর্কটের মন মুগ্ধ হইল, এবং সে নির্ভয়ে বোধিসত্ত্বের পা হইতে নিজের শৃঙ্গ শিথিল করিয়া লইল,—বোধিসত্ত্ব বিমুক্ত হইলে কি করিবেন তাহা ভাবিল না। কিন্তু বোধিসত্ত্ব তখনই পা তুলিয়া কর্কটের পৃষ্ঠোপরি দাঁড়াইলেন ; তাহাতে তাহার অস্থিগুলি ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তিনি বিজয়নাদ করিয়া উঠিতেন। তাহা শুনিয়া অপর হস্তীগুলি আবার সেখানে ফিরিয়া আসিল এবং কর্কটকে টানিয়া তুলিয়া ও ভূতলে রাখিয়া এমন ভাবে মর্দ্দন করিতে লাগিল যে সে চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। তাহার শৃঙ্গদ্বয় দেহ হইতে পৃথক হইয়া অন্য এক স্থানে পতিত হইল।

কুলীরদহ গঙ্গার সহিত সংযুক্ত ছিল। কাজেই যখন গঙ্গা জলপূর্ণ হইত, তখন ইহাও গঙ্গাজলে পুরিয়া উঠিত ; গঙ্গার জল কমিলে দহ হইতে গঙ্গায় জল আসিয়া পড়িত। এইরূপে কর্কটের শৃঙ্গদ্বয় গঙ্গায় আসিয়া পড়িল। তাহাদের একটী সমুদ্রে প্রবেশ করিল ; অপরটী দশ ভ্রাতৃগণ * যখন জলকেলি করিতেছিলেন তখন তাঁহাদের হাতে গিয়া পড়িল। তাঁহারা ইহা দ্বারা আনক নামক মৃদঙ্গ প্রস্তুত করাইলেন। যে শৃঙ্গটা সমুদ্রে গিয়াছিল, তাহা অসুরদিগের হস্তগত হইয়াছিল এবং তাহারা তদ্দ্বারা আড়ম্বর নামক ভেরী নির্ম্মাণ করাইয়াছিল। অতঃপর অসুরেরা শক্রের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাস্ত হয় এবং এই ভেরি ফেলিয়া পলাইয়া যায়। তখন শক্র ইহা নিজের ব্যবহারার্থ গ্রহণ করেন। এই বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়াই লোকে বলিয়া থাকে, "আড়ম্বর মেঘের ন্যায় বজ্রধ্বনি হইতেছে।"

কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া ভূস্বামী ও তাঁহার পত্নী উভয়েই স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই উপাসিকা ছিলেন সেই করেণুকা এবং আমি ছিলাম তাঁহার পতি।

----

* ষাট বৎসর বয়স হইলে হস্তীরা পূর্ণযৌবন সম্পন্ন হয়।

* 'দশ ভাই' সম্বন্ধে ঘটজাতক (   ) দ্রষ্টব্য। বসুদেব আনকদুন্দুভি নামে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খরূপী পঞ্চজন অসুরকে বধ করিয়া তাহার কঙ্কাল দ্বারা পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

মানব

[শ্রীযুক্ত তরণী সেন বড়ুয়া]

এই বিশ্ব সংসারে মানবের উপযুক্ত মানব কে ? আমরা সচরাচর সকলকে মানুষ বলিয়া মনে করি ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মানব-উদ্যানে প্রকৃত ভাবে মানবের কার্য্য কয়জনকে করিতে দেখিয়াছ ? সকলেই স্ব স্ব কাজে ব্যস্ত, বিষয় মদিরাপানে বিভোর, দিবারাত্রি সমভাবে যাইতেছে তবুও তাহাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে না, কেবল আমার আমার করিয়া লালায়িত, কে কিরূপ ভাবে প্রবঞ্চনা করিয়া অপরের ধন সম্পত্তি অপহরণ করিয়া নিজের ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিতে পারিবে, কি ভাবে অপরের চক্ষুতে ধূলা নিক্ষেপ করিয়া সুখে থাকিতে পারিবে সদা তাই চেষ্টা, কিরূপে শরীরের পুষ্টি সাধন করিবে কি ভাবে নিত্য নবনীত নানা প্রকার আহারাদি দ্বারা বোকা পেটুক সাজিতে পারিবে এই ব্যতীত অন্য আর কোন চিন্তা নাই। অন্ধ আতুর দীন দরিদ্র যদি তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া কাতর কণ্ঠস্বরে রাস্তা হইতে বাড়ী পর্য্যন্ত নিনাদিত করিয়া অশ্রুধারা দর্ দর্ করিয়া শরীর বহিয়া জলের স্রোত বহিয়া যায় এই সকল দেখা সত্বে ও কর্ত্তা মহাশয়দিগের মোহনিদ্রায় অচৈতন্য, দেখেও দেখে না শুনেও শুনে না।

গাঁজা, মদ, অফিয়েমরে নেশা পান করিয়া স্বর্গানুভব সুখে মাতোহারা হইয়া পথের ধারে, বাড়ীতে,না হয় রাস্তায় হেলিয়া দুলিয়া চলিতে থাকে সেই সময়ে তাহারা মনে করে—আমি সব, আমি হও, আমি কর্ত্তা, আমি বিধাতা, যে সময়ে রাস্তায় নর্দ্দমার ধারে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে এদিকে কুকুর আসিয়া সুকোমল জিহ্বা দ্বারা মুখ চুম্বন করিতে থাকে এবং সেই জিভ চাটনির দ্বারা নেশা ছুটিয়া যায় তখন মাথা নীচু করিয়া অধোমুখে চলিতে থাকে আত্মীয়স্বজনের এমন কি আপনার বংশ মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া ফেলে।

পিতা মাতা ভাই ভগিনী এমন কি দারা পুত্র পরিত্যাগ করিয়া অনেকেই বরাঙ্গনা লয়ে গমন করিয়া নব্য ফটিকচাঁদ বাবু সাজিয়া আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া, দেবদুর্ল্লভ সুধা পান করিবার আশায় পৈশাচিক

সুধা পানে নূতন এক স্বর্ণাম্বু নির্ম্মিত উদ্যানে বসিয়া স্বর্গের অপ্সরা জ্ঞানে পিশাচিনীর পদতলে পড়িয়া বিভোর, পুনঃ যদি সুকোমল পদাঘাতে বাহির করিয়া দেয়, সেই সময়ে উন্মাদের ন্যায় বাড়ীতে যাইয়া পিতামাতাকে দুই চারি কথা শুনাইয়া, তারপর স্বাধ্বী সতি ভার্য্যার উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিয়া অলঙ্কারাদি লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া প্রণয়াভিলাষিণীর শ্রীপাদপদে অর্পণ করিয়া স্বর্গের সুধা পান করিতে যাইয়া গরল ভক্ষণ করিয়া থাকে এমন কি তাহারা ঘৃণিত কার্য্য সম্পাদনে দ্বিধা করে না বরং আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে।

এই সুবিশাল মহাসমুদ্রের কুল কিনারা নাই, কেহ তাহা নির্ণয় করিতে পারে না এবং সমর্থ হয় না, অগণিত তরঙ্গমালা আসিয়া বিলুপ্ত হয় পুন শত শত লহরী আসিতে থাকে, এই সকল কোথা হইতে আসিতেছে কেনই বা বিলুপ্ত হইতেছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ আজ পযন্ত বলিতে কেহ সক্ষম হয় না। কেবল দর্শক মাত্রই সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়া সমুদ্রের বীচিমালা অবলোকন করিয়া থাকে বিদ্যাও সেইরূপ— বিদ্যা অনন্ত জলধিপ্রায়, অনেক নব্য সমাজের বাবুরা মনে করিয়া থাকে এই সংসারে অ মার ন্যায় দুই একটী আছে কিনা সন্দেহ, মূঢ় ব্যক্তি মাত্রেই এইরূপ ধারণা করিয়া থাকে। সুবিশাল সমুদ্রের মধ্য হইতে একবিন্দু বারি উঠাইলে সমুদ্রের অঙ্গহানি হয় না এবং জলও কমে না, বিদ্যাও সেই প্রকার, প্রত্যেক মানব মাত্রই সেই প্রকার লাভ করিয়া থাকে।

সকলই বড় হইতে চায়, বড় কিরূপভাবে হওয়া যায় তাহা কেহ ভাবিয়া দেখে না। ভাই তুমি বড় তোমার লেজে কেহ ধরিতে পারে না, তুমি আত্মমোহে মোহিত রহিয়াছ চক্ষে চশমা অাটিয়া চেয়ারে বসিয়া ধুমপানে বিভোর, সময় সময়, আকাশ কুসুম গড়িয়া তুলিতেছে, কতই ভাঙ্গিতেছ পুনঃ তৈয়ার করিতেছ তাহার ইয়ত্তা নাই, কোন বিপদাপন্ন লোক সাহায্য প্রত্যাশায় তোমার নিকট আসিলে তুমি তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতে লজ্জা মনে করিয়া কথা কও না, তাহাদের সম্প্রলাপ করিলে তোমার মর্য্যাদা নষ্ট হইয়া থাকে। ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলিয়া ক্ষুধাতুরা তোমার নিকট আসিয়া আহারের জন্য কাতর ক্রন্দন করে সেই সময়ে তুমি মনে করিয়া থাক কি বিপদ! ভিড়্ ভিড়্ করিয়া আমার মাথা খারাপ করিতে আসিয়াছে। সেই সময়ে তুমি রাগে ঘড়্ ঘড়্ স্বরে চেয়ার হইতে নামিয়া তাহাকে মারিবার জন্য ধাবিত হও, কেহ তোমার সঙ্গে মিশিতে চাহিলে তুমি তেলে বেগুনে জ্বলিয়া যাও। লোকের উপকার করিবার সময়ে তোমার মাথায় বজ্রপাত হইয়া থাকে, তৈল ও জল এক সঙ্গে নাড়া চাড়া করিলেও মিশে না উভয়ে বিচ্ছেদ ভাব অবলম্বন করিয়া জলের উপরিভাগে থাকে। ভাই তুমিও সেইরূপ। তুমি সদা সর্ব্বদা চর্ব্বিশ ডিগ্রি উপরে উঠিয়া কালযাপন করিতে ভালবাস। তুমি দুগ্ধ হইতে চাওনা। এই সংসারে দুগ্ধই প্রধান! দুগ্ধ জলকে বক্ষে ধারণ করিয়া থাকে, সেই দুগ্ধ মিশ্রিত জল উচ্চ-ত্ব প্রাপ্ত হইয়া যায়, তুমি সেইরূপ

ভাবে চলিতে ভালবাস না ; কেহ তোমার সঙ্গে মিশিতে থাকিলে, তেলে বেগুণে জ্বলিয়া মর, সতৈল মস্তকে তুমি তৈলদিতে চাও। তৈলহীন মস্তকে তৈল প্রদানে তুমি কুণ্ঠীত। যার আছে তাহার তোষামোদ কর। যার নাই তার কাছে ঘেসিতে চাও না। ভাই তোমরা ত বিদ্যার ভাণ্ডার, সকল বিদ্যা উদরসাৎ করিয়া বসিয়াছ, তোমরাত সবই জান, আমি অন্ধ তোমাদিগকে যে বুঝাইব সে আশা নাই, এই বিশ্ব সংসারের মধ্যে মানব উদ্যান সৃজন করিয়াছেন যাঁহার মহিমার কণার দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত, যাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত সামান্য বালুকাকণা পর্য্যন্ত স্থানান্তর হয় না সেই লোক ত্রাণ কর্ত্তা করুণাময় ভগবানের নামে তোমরা প্রবঞ্চনা করিয়া থাক, তুমি না চাহিতে তিনি সবই তোমাদিগকে দিয়াছেন, কিন্তু তুমি তাঁহার কাজ করিতে চাওনা। ৩৬৫ দিনে এক বৎসর। এই ৩৬৫ দিনের মধ্যে করুণাময় ভগবানের কাজ কে করিয়াছে? তাঁহার নাম একবার ভুলিয়াও উচ্চারণ করিয়াছ বলিয়া বোধ হয় না ; কেননা তোমাদেরও অবসর নাই,দয়াময়ের নাম উচ্চারণ করিবার বেলায় তোমাদের মুখ ব্যথা হইয়া যায়, তুমি ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিবার জন্য সারাটী দিন কেউ, কেউ করিয়া মরিতেছ ; সেই সময়ে তোমাদের কষ্ট বোধ হয় না। ভাই! চিরদিন সমভাবে যাইবে না ,তুমি জানিয়াও জাননা শুনিয়াও শুননা। আজ অনেক দিনের কথা চট্টগ্রামে এক সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তিনি সর্ব্বদা উলঙ্গ অবস্থায় থাকিতেন। কেবলমাত্র চারিটী লোককে দেখিলে কাপড় পরিধান করিতেন। এক সময়ে সন্ন্যাসী ঠাকুরের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা তুমি সর্ব্বদা উলঙ্গ থাক কেবল অগ্নি লোন্দকার, সন্ন্যাসী প্রবর মহাথের, সুকলাল সুবাদার ও অন্য এক মেরুয়ানী এই চারিটী লোককে দেখিলে কাপড় পরিধান কর কেন?" তিনি স্বীয় জননীর বাক্য শ্রবণে বলিলেন—"মা আপনি কি তাহা জানিতে চাহেন? তাহা হইলে আমার হাতের ছিদ্র দিয়া দেখুন"। মাতা দেখিতে পাইলেন সংসার উদ্যানে অগণিত পশু পক্ষী। আর উল্লিখিত চারি ব্যক্তি মানব। সেই সময়ে সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন "এই সংসারে যে মানুষ আছে তাহারা মানব নহে, তাহারা মানবাকৃতি পশু। কেবল ঐ চারিটি মাত্র মানব। মা এই জন্যই আমি পশুগণকে দেখিয়া উলঙ্গ থাকি ; কিন্তু চারিটী মানবকে দেখিলে কাপড় পরিধান করিয়া থাকি।"

প্রকৃত মানব কে? যে স্বার্থত্যাগ করিতে পারে সেই প্রকৃত মানব। এই সংসার বড়ই জটীল, প্রতিমুহূর্ত্তেই বিপদ, যে ব্যক্তি বিপদকে বিপদ বলিয়া মনে করেন না, বিপদকে তুলাদণ্ডের ন্যায় সমুদ্রের গভীর জলে নিক্ষেপ করিয়া থাকে এবং বিপদাপন্ন লোককে ধন প্রাণ দানে উদ্ধার করিয়া থাকে প্রাণান্তে অন্যায় কাজ করেন না সৎকাজ মুহূর্ত্তেই করিয়া ফেলেন সর্ব্বদা ভগবানের উপাসনা করেন তিনিই প্রকৃত মানব। যেমন আট নয় হস্ত পরিমিত জলপূর্ণ পুষ্করিণীর শৈবাল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতঃ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া জলের উপরিভাগে প্রস্ফুটিত হইয়া মানবের নয়নরঞ্জন করে। বিপদগ্রস্ত লোককে

উদ্ধার করিবার জন্য বিপদে পতিত হও, তুমিও শৈবালের ন্যায় মানবের ভক্তিভাজন হইতে পারিবে, স্বর্ণের সমাদর অধিক সামান্য কাঁচখণ্ডকে বক্ষে ধারণ করিয়া থাকে, স্বর্ণের সঙ্গে কাঁচের উজ্জলত্ব হয়। সৎ পথাবলম্বনে বিপদে পতিত। যিনি বিপদে বিচলিত না হইয়া স্বর্ণ ও কাঁচের ন্যায় বিপদকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখে সেই মানব। রাস্তার ধারে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান। পথে চলা ফেরার লোক ক্লান্ত হইয়া সেই বৃক্ষতলায় বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকে, দুষ্ট রাখাল বালকগণ কুঠারাঘাতে ডাল পালা ছেদন করিয়া থাকে। পশু পক্ষী হইতে দীন, দরিদ্র, রাজা, মহারাজা, শত্রু মিত্র সকলকে সুশীতল ছায়া প্রদানে শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া থাকে, বৃক্ষ ত ছোট বড় ভেদাভেদ করে না দুষ্ট বালক ছেদন করিতেছে তবুও ছায়াদান করিতেছে, সে কখনও বলে না যে তুমি ছোট অমুক বড় আমার গায়ে আঘাত করিয়াছে সে কখনও বলে না যে তোমাদিগকে ছায়াদান করিব না। বৃক্ষ ত সকলকে সমভাবে অনবরত আহ্বান করিয়া শান্তি সুধা বর্ষণ করিতেছে। যেই ব্যক্তি বৃক্ষের ন্যায় ধীর প্রতিজ্ঞ ও উন্নত মস্তকে বিপদাপন্ন বা নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়া থাকেন সেই প্রকৃত মানব যোগী, যে ব্যক্তি শয়ন স্বপনে কিংবা জাগরণে পরম করুণাময় অমিতাভ তাপহরা ভবকাণ্ডারী ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হয় এবং প্রত্যেক কাজে তিনিকে ভয় করিয়া চলেন এবং ভগবান ব্যতীত অন্য কাহাকে জানেন না সেই মানব নামে পরিচিত। এই সংসার উদ্যানের ন্যায়, এই মানব উদ্যানেও তৃণ লতা গাছ পালা পশু পক্ষী জলচর স্থলচর মানব ইত্যাদি সৃজন করিয়াছেন। সেই ভকতবৎসল করুণাময়ের মানব উদ্যানের জীর্ণ সংস্কার সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকে। যেই ব্যক্তি বিদ্বেষ ভাব না রাখিয়া মানব উদ্যানের প্রতি মৈত্রীয় ভাবাপন্ন হয় সেই প্রকৃত মানব। যে কোন লোক আহার করিবার জন্য বসিয়াছে তৎমুহূর্ত্তে কোন ক্ষুধার্ত্ত আহার প্রত্যাশায় আসিয়া দ্বারে উপস্থিত হইলেন। নিজে না খাইয়া ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা নিবৃত্তি করায়, যাহারা সাধ্যানুসারে দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত না হয়,কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য এই ছয়টী রিপু বিরাজমান। এই সুবিশাল সমুদ্র মধ্যে একটি নাবিক একখানি তরী বহিয়া যাইতেছে— কতদূর যাইতে না যাইতে তুফান আসিয়া নৌকা-খানিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে অন্য দিকে বিশাল তরঙ্গমালা নাবিককে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে সে বিপদে পতিত হইয়াও সুদক্ষ মাঝি অবনত মস্তকে লহরীর সঙ্গে যুঝিয়া সমুদ্রের তটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এই মানব দেহ হইল নৌকা মন তার মাঝি কাম ক্রোধাদি রিপুর বাতাস। সেই নাবিকের ন্যায় যে ব্যক্তি দৃঢ়তা অবলম্বনে রিপুবরকে দমন করিতে পারে সেই মানব—যেই ব্যক্তি নিজের স্ত্রী ব্যতীত অপর স্ত্রীগণকে মাতৃসম জ্ঞান করেন মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনের সেবা করিতে কুণ্ঠিত না হয়, এবং যিনি পিতামাতা গুরুজনের আদেশ অবনত মস্তকে পালন

করিয়া থাকেন সেই মানব পতিত পাবন করুণাময় ভগবান বুদ্ধদেবের অমৃতময় বাণী অবনত মস্তকে পালন করিয়া থাকেন পশু পক্ষী জলচর স্থলচর, অন্ধ আতুর দীন দরিদ্র এমন কি প্রত্যেক মানবের প্রতি মৈত্রী ভাবাপন্ন হয়, প্রত্যেক প্রাণিগণকে দয়ার চক্ষে দেখিয়া থাকেন বিনম্রী ও পরোপকারী সেই সকল ব্যক্তিরাই মানব এবং তাহাদের মানব জন্ম সার্থক।

মোহ-মুদ্গর*

[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ এম্, আর্, এ, এস্]

(১)

ধনের লালসা মূঢ় কর পরিহার
কায়মনোবাক্যে কর বৈরাগ্য সঞ্চার।
কর্ম্মফলে লব্ধ হয় যেই মহাধন।
তাহাতেই পরিতুষ্ট রাখ তব মন॥

(২)

দেখহ সংসার অতি বিচিত্রতাময়
কেবা তব পত্নী হেথা কেবা তব তায়?
কোথা হতে আসিয়াছ,—তুমি কার ভবে?
চিন্তিলে আপন মনে জানিবে গো তবে॥

(৩)

ধন-জন-রূপ-গর্ব্ব কভু না করিবে।
সর্ব্বগ্রাসী কাল সবে নিমেষে হরিবে॥
মায়াময় সংসারের মায়া পরিহরি।
স্বরায় লভহ মুক্তি ব্রহ্ম অন্বেষরি॥

(৪)

পদ্ম পত্রে জল কভু নাহি রয় স্থির।
এ জীবন দেহ-ভাণ্ডে তেমনি অস্থির॥
ঘটে যদি সাধু-সঙ্গ ক্ষণেকের তরে।
তবে জীব ভবসিন্ধু অনায়াসে তরে॥

(৫)

লভিলে জনম ভবে মরণ নিশ্চয়।
গর্ভাবাস দুঃখ পুনঃ নাহিক সংশয়॥
জনম-মরণ-দুঃখ হেরিয়া মানব।
শান্তি সুখ আশা তবু কোন অভিনব?

(৬)

দিবারাত্রি সন্ধ্যা উষা বসন্ত শিশির।
ঘুরে ফিরে আসে যায় নাহি রয় স্থির॥
কালের সহিত ক্রত আয়ু চলে যায়।
নাহি ছাড়ে নর তবু কভু আশা হায়॥

(৭)

ফলেবর জরাজীর্ণ শিরে পক্ক কেশ।
বদনেতে দশনের নাহি কিছু রেশ॥
থর থর কাঁপে চলে যষ্টি লয়ে হাতে।
তথাপি আশার ভাণ্ড রহিয়াছে সাথে॥

(৮)

তোগ সুখে নাহি যার কোন অভিলাষ।
দেবতা মন্দিরে কিম্বা তরুতলে বাস॥
অজিন আসন যার ভূতলে শয়ন।
তাঁর সম সুখী ভবে আছে কোন জন?

(৯)

শত্রু মিত্র পুত্র বন্ধু সকলের সনে।
সম ব্যবহার সদা করহ যতনে॥
অচিরে ব্রহ্মত্ব যদি কামনা তোমার—
কলহ-মিলন দূরে কর পরিহার॥

* শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের "মোহ-মুদ্গর" নামক গ্রন্থের পদ্যানুবাদ।

(১০)

অষ্ট কুলাচল কিম্বা এ সপ্ত সাগর।
ব্রহ্মা ইন্দ্র মহেশ্বর কিম্বা দিবাকর॥
তুমি আমি এই লোক সম্বন্ধ বিহীন
তবু কেন জীব এত হীন শোকে লীন?

(১১)

বিষ্ণুময় তুমি আমি অপর সকল
বৃথা কোপে কেন তবে হতেছ বিকল?
ভেদ জ্ঞান সযতনে কর বরজন
সর্ব্বভূতে আপনারে কর দরশন।

(১২)

বালক রয়েছে মত্ত খেলায় সতত
যুবকের মন সদা যুবতীতে রত।
বিবিধ চিন্তায় বৃদ্ধ সতত মগন।
যাচে না পরমব্রহ্ম কভু কারো মন॥

(১৩)

অর্থ অনর্থের মূল জানিও সদায়
প্রকৃত সুখের লেশ নাহিক তাহায়
ধনবান পুত্রকেও সদা করে ভয়।
সর্ব্বদেশে এই নীতি নাহিক সংশয়॥

(১৪)

ধনার্জ্জনে শক্তি তব থাকে যতদিন
পরিজন অনুরক্ত রবে ততদিন।
তারপর জরাজীর্ণ হইবে যখন
কভু না শুধাবে তোমা গৃহে কোন জন॥

(১৫)

কাম ক্রোধ লোভ মোহ কর বিসর্জ্জন
"কেবা আমি"—এই তত্ত্ব কর নির্দ্ধারণ॥
আত্মজ্ঞান বিরহিত মূর্খ যেইজন।
অশেষ নরক ভোগ করে অনুক্ষণ।

(১৬)

করহ সহস্র বার ঈশ নাম গান।
বিশ্বরূপ নারায়ণে কর সদা ধ্যান॥
রাখহ যতনে সদা সাধু পথে মন॥
বিতরণ কর দীনে যত আছে ধন॥

(১৭)

প্রদানিতে উপদেশ সব শিষ্যগণে।
রচিলাম ষোল শ্লোক পরম যতনে॥
এতে ও না হবে যার বিবেক সঞ্চার।
তাহাকে বুঝাতে সাধ্য নাহিক আমার!!

গয়া জেলার বৌদ্ধকীর্ত্তি

[শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার]

শিল্প, চিত্রবিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ ভাস্কর্য্যাদি কলাবিদ্যা হইতেও বৌদ্ধ সভ্যতা তাহার স্থায়ী চিহ্ন ইহাদের বক্ষে রাখিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত মিশিয়া নিজ অস্তিত্ব হারাইয়াছে তাহা ক্রমশঃ পর পর বিবৃত করিব। ভাস্কর্য্য সাহিত্য ও ধর্ম্ম পৃথিবীর বক্ষে ইহার প্রভাব সম্বন্ধে যথাসম্ভব পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। আমাদের দীক্ষা, শিক্ষা, ধর্ম্ম, রীতিনীতি, চিন্তা শ্রোত, বিজ্ঞান শিল্প, সমাজনীতি, রাজনীতি সকলেই বুদ্ধ-দেবের শক্তির প্রভাব থাকিয়া গিয়াছে। এই প্রভাব যে কেবল বিহার প্রদেশের মাটির বক্ষে থাকিয়া গিয়াছে এমত নহে, সুদূর মধ্য এসিয়া খণ্ডেও এই প্রভাব প্রদীপ্ত-ভাবে তদ্দেশীয় শিল্পকলায় প্রতিষ্ঠিত আছে। ভারতবর্ষ হইতে কোন্ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম

চীনে প্রবেশ লাভ করে, যে সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান হইয়াছে; এবং এই অনুসন্ধানের ফলে পরস্পর বিরোধী নানা মতের উদ্ভব হইয়াছে। ফেনপুঞ্জের ন্যায় এই বিবিধ মত রাশি এখন সঙ্কুচিত হইয়া ইহাই সিদ্ধান্তে দাঁড়াইয়াছে যে, সম্রাট সিংটির রাজ্যকাল (৬৫ খৃষ্টাব্দ) হইতে চীন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসার লাভ করে, ও চীনদেশবাসিগণের লৌকিক ও জাতীয় ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চীনাদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের ভূগোল সম্বন্ধে গ্রীকদের যেরূপ ধারণা ছিল, চীনাদেরও সেইরূপ ছিল। আমরা চীনদেশের প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জানিতে পারি যে ইনি বংশের সম্রাট হোয়েটী বা উ-টী (Hweity or Wu-ti) খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে অতি প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহার বীর্য্যে ও শৌর্য্যে বহিঃশত্রুগণ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ১২৪—১১৯ সাল পর্য্যন্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। ন্যায় বিচার ও সুশাসনগুণে তাঁহার রাজত্বকালে বিশাল চীনসাম্রাজ্য মধ্যে শান্তি বিরাজিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রধান শত্রু ছিল হিউঙ্‌নুগণ; কিন্তু তাহারাও পরে তাঁহার দ্বারায় বিধ্বস্ত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করে। এই কার্য্য সমাধার জন্য তাঁহাকে ঐ পার্ব্বত্য জাতির প্রধান অরাতি হিউযেছি জাতির সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া ইহাদের সহচর্য্যে হিউঙ্গহু (হুন) গণকে স্রোতমুখে নিক্ষিপ্ত তৃণপুঞ্জের ন্যায় বাকৃত্রীয় বা (বহ্লীক), দেশপর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গিয়া সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেন। এই সময় হইতেই চিনাগণ ভারত সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞান-লাভ করেন এবং ইহার পর হইতেই উভয় দেশদ্বয় মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হইতে থাকে। বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের সদ্ধর্ম্ম-প্রচার-প্রচেষ্টাই এই দৃঢ় সম্পর্কের মূল কারণ। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধ প্রচারকগণ পশ্চিমে গ্রীস, উত্তরে মধ্য এসিয়া ও পূর্ব্বে স্বর্ণভূমিতে (বর্ত্তমান ব্রহ্মদেশে) প্রচার-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে শত শত মঠ মধ্য এসিয়ার উষর মরুভূমে মঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কৃষ্ণবর্ণ কষায় বাস পরিহিত সযত্ন ক্ষৌরিত শীর্ষ শত শত ভিক্ষু ও ক্ষপনকগণের গাথাগীতে ভীষণ মরুদেশও যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল; কুস্তনের (বর্ত্তমান খাটান) গোশৃঙ্গ মট ইহার জলন্ত সাক্ষী!! এই রাজার রাজত্বকালে তাঁহার প্রধান সেনাপতি প্যান্‌চাওর প্রতিভা ও শৌর্য্যবলে খোটান, সেন, সেন নব্য কুশাগারপুর (বর্ত্তমান কাশঘর) প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সমূহ চীনসাম্রাজ্যের সীমা-ভুক্ত হয় এবং এই সময় হইতে ভগবান বুদ্ধদেবের সদ্ধর্ম্ম ক্রমশঃ চীনদেশে প্রসার লাভ করিতে থাকে। এই চীন সম্রাটের পরলোকগমনের পর প্রায় ৬৫ খৃষ্টাব্দে অষ্টাদশ সংখ্যক চীনা পাদড়ী বা পুরোহিত খোটানে সমবেত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ মানসে ভারতের সীমাপ্রদেশ পর্য্যন্ত অভিযানরূপে আগমন করিয়া বহু তথ্য ও পুস্তকাদি সংগ্রহ সহ সেকালের প্রধান বৌদ্ধভিক্ষু কশ্যপ মদঙ্গকে স্বদেশে লইয়া যান। ইহার গুরু সমন গোভরণ

চীনারাজধানী লো-সাঙে আসিয়া একটা সুন্দর বিহার প্রতিষ্ঠিত করেন। এই দুইজন ভারতীয় ভিক্ষুর প্রতিভা ও চেষ্টায় বহু বৌদ্ধগ্রন্থ চীনাভাষায় অনুদিত হইয়া চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসারের সোপান উন্মুক্ত হয়। এই দুইজন ভিক্ষু চীনভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ২।৩ শতাব্দী এইরূপ প্রচার কার্য্যের পর সাধারণ চীন অধিবাসীগণ বৌদ্ধধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল এবং অনেকেই আগার ত্যাগ করিয়া অনাগারী ভিক্ষুধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। চীনদেশে প্রচলিত সংঘের নিয়ামক শাসন সূত্র সমূহ খাটী আছে কিনা অথবা তাহার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে এই সন্দেহ নিরাকরণ কারণ এবং ভারতবর্ষে গেলে প্রকৃত বিনয়ের অনুসন্ধান হইতে পারে আর আত্মার শান্তিদাতা পরিত্রাতা বুদ্ধদেবের জন্মভূমি সুতরাং গরীয়ান তীর্থক্ষেত্র বলিয়াও বহু বাধাবিঘ্ন ও বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ভারতবর্ষে আসিতে লাগিলেন। ইহাদিগের মধ্যে হিওয়েন সাঙ্, ফা এাহিয়ান, ওয়াই লুন্, ইৎসিঙ্, লুইনিঙ্, ওয়ংকি মোচাদেব, কুই চুঙ্গ, টাঙ্গ, ফাওলিন্, ফাও কোয়াঙ্, হুইন সিঙ্গ, হুইটা, সেঙ্গচি; ও হিঙ্গ, লিঙ্গওয়ান, শেন্ ভূঙ্গ, টাওসিঙ্গ প্রভৃতি ৫৬ জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দশম ভাগ ইণ্ডিয়ান এণ্টিকুরী পত্রিকায় এসম্বন্ধে সামুয়েল বীল সাহেবের প্রবন্ধ পাঠ করিলে সকল বিষয় সম্যক জানা যাইবে। উপরোক্ত ভিক্ষুগণের মধ্যে কেহ কেহ মধ্য এসিয়ার ভিতর দিয়া এবং কেহ জলপথ দিয়া ভারতে আসিয়াছিলেন। যেমন চীন হইতে ভিক্ষুগণ ভারতে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেন, সেইরূপ ভারত হইতেও ভিক্ষুগণ চীনে আসিতেন। ৪০১ খৃষ্টাব্দে কুমার জীব ইয়া ও হিমঙ্ নামক সম্রাটের নিকট বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনিই রাজাদেশে বজ্র (চ্ছেদিক) সূত্র চীনভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভায় সম্রাট তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পরে রাজ পুরোহিতও করিয়া দিয়াছিলেন। ইঁহার লিখিত নাগার্জ্জুন ও অশ্বঘোষের জীবনচরিত বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ৫২০ খৃষ্টাব্দে বোধিধর্ম্ম কাণ্টন হইয়া নানকিঙ্গে গিয়া সদ্ধর্ম্ম প্রচার করেন। হান ও পরবর্ত্তী রাজবংশের সময় চীনদেশের প্রভাব ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল এবং তাহা মধ্য এসিয়ায় সম্যক্ আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহার পর চীনদেশে নানা ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটায় চীনা রাজগণ হীনবল হইতে থাকেন এবং তুর্কীদের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। টাঙ্গ বংশের তাইৎ সুঙ্ সম্রাট ৬২৭—৬৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, তুর্কীদিগকে কয়েকটী যুদ্ধে পরাজিত করিয়া চীনের লুপ্ত গৌরব পুনরুজ্জ্বল করেন। হামিও ও-তুরএান চীনসাম্রাজ্যভুক্ত হয়; ও কুটা খোটান, থরস্থান, কাশগার প্রভৃতি জনপদগুলি চীন শাসনকর্ত্তার অধীনে আইসে। কাসপিয়ান হ্রদ পর্য্যন্ত চীনসাম্রাজ্য এই সময় বিস্তৃত হয় এবং এই সময়ে সম্পদ ও সুদৃঢ় নেপাল হইতে দৌত্য চীনসম্রাটের নিকট আসিতে থাকে। পারস্যের বাদসাহ ও রুমের সুলতান চীন সম্রাটকে ভেট্ পাটাইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে

করিতে লাগিলেন। জাতীয় একতায় প্রতিষ্ঠায় সাহিত্য ও সুকুমার কলাবিদ্যা, সকলের ও সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সাধিত হইতে লাগিল। এই টাঙ্গবংশ এতদূর শক্তিশালী হইয়া উঠিল যে ভারতবর্ষের উত্তরসীমা তাহার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই; ইহার ফল অবশ্যই বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকুলই হইয়াছিল। চীন ভারতকে বিজয় করিল, ভারত ও চীনকে আধ্যাত্মিক ভাবে এরূপ বিজয় করিল যে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল চীনক্ষেত্রে সুদৃঢ়ভাবে অনুপ্রতিষ্ঠ হইয়া তাহাকে বিপুল মহীরূপে পরিণত করিয়া ফেলিল এবং ইহার শাখা প্রশাখা সকল সুদূর চীন সাম্রাজ্যকে সমগ্র সভাজগতে বিস্তার করিয়া ফেলিল।

———

আমিত্বের শান্তি

[শ্রীহীরেন্দ্র লাল সেন গুপ্ত বি, এ]

আমি কে? ইহা যদি কখনও মনে হয় তবে অমনই উত্তর দিয়া থাকি—আমি মানুষ! কিন্তু মানুষ অর্থে যাহা বুঝায় তাহার কতটা গুণ আমার ভিতর আছে তাহা একবার সম্যক্ প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি ঐ সমস্ত গুণের অনেকটা আমাতে নাই। এই প্রাণময় পৃথিবী-রাজ্যে আমার মত একটা ক্ষুদ্র পরমাণুর সৃষ্টিতে কি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ত আসে না। কিন্তু তবু মনে হয়—এই সৃষ্টি আকস্মিক নহে! যদি তাহা হয়, তবে ঠিক আমারই মত এতগুলি জীব এ পৃথিবীতে ঘুরিতেছে কেন। একটা ভুলে তৈয়ারি হইলেও এতগুলি ত আর ভুলে তৈয়ারি হইতে পারে না। তাই বলিতেছি ভুল হইলেও ইহার একটি উদ্দেশ্য আছে; প্রমাদ হইলেও তাহার একটা নিয়ম আছে, ইহা অবশ্য আমি বুঝিতেছি না; কিন্তু যে নিয়মের বলে আমি আজ এখানে, যাঁহার বলে আমার মত একটা ক্ষুদ্র প্রাণী ও মুক্তি চায়, তিনি এ বিশাল যবনিকার পশ্চাদ্দেশে থাকিয়া নিজের উদ্দেশ্যমত কখনও গড়িতেছেন কখনও বা ভাঙ্গিতেছেন।

কিন্তু তাহাতে আমার কি? আমি যা ছিলাম্ তাহাত নই; যা চাই তাহাও ত পাইতেছি। আমার এ স্ফীত অনন্ত আশাপূর্ণ এ হৃদয়নিয়া আমি কি বিমান চ্যুত তারকার মত ঘুরিতে থাকিব? আমার এ জীবনের কি অন্ত নাই? আমার এই অনন্ত আশার কি একদিন তৃপ্তি হবে না? কিন্তু কখনও মনে হয় নিদাঘের মাধ্যাহ্ন তাপের পর যদি সুশীতল অপরাহ্ন থাকে, বরিষার ঘনঘটাচ্ছন্ন তিমিরান্ধকারের পর যদি শারদ জ্যোৎস্না থাকে, তবে এপথশ্রান্ত তৃষ্ণাদগ্ধ হৃদয়েরও একদিন বিশ্রাম আছে।

আহা! সে দিন কতদূরে! অথচ জগতের অনন্ত কালের তুলনায় কত অল্প! সে আমার কি সুখের দিন! সে হয়তঃ এক পলকেই অনন্তে মিশিয়া যাইবে, অনন্তের অনন্তে নিজকে বিলাইয়া দিব। আমি নিজকেই হারাইয়া অসীমের অসীমত্ব লাভে কৃতার্থ হইব। আর তার

কিন্তু কই আমার এই পার্থিব জ্ঞানতৃষ্ণা

যাহার জন্য,—কাষ্ঠাহরণ করিতে করিতে এ পার্থিব শক্তি দিনরাত প্রয়োগ করিয়াছিলাম যাহার কল্পনানিন্দিত রূপের প্রভায় আমার চোখ ধাঁধাইয়া গিয়াছিল, জাগরণে যাহার প্রতীক্ষায় সুস্থির অজানে যাহার ইসারায় আমি চলিতাম—সে কোথায়? একি, আমি কি তাহাকে সঙ্গে করে নিতে পারি না? যদি নাই বা পারি তবে সে খসিয়া কোথায় পড়ে গেল? আমার জীবনে এই অনন্তের পথে কেন তাহার সঙ্গে দেখা হইল? তবে কি এই বুঝিতে হইবে যে আমার মুক্তির পথে তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই? যদি তাই হয় তবে নিশ্চয়ই এ ভোগ তৃষ্ণার একান্ত কোন আবশ্যকতা নাই। শুধু আমিই মোহ বশতঃ তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলাম। তাহার জন্য বৃথা জীবনপাত করিয়াছিলাম। ইহা নিশ্চয়ই আমার মোহ অথবা অজ্ঞানতা; পণ্ডিতগণ ইহাকে অবিদ্যা বা মায়া বলিয়া থাকেন। ইহা আমার গন্তব্য পথে মিথ্যাদৃষ্টি প্রদান করতঃ অনর্থক আমার বিলম্ব ঘটাইয়াছিল।

অতএব আমি কে যদি এখন বুঝিতে চাই তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে আমার আমিত্বের সঙ্গে এই অবিদ্যার সঙ্গে ঐহিক বন্ধুত্ব আছে। আমার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে এই অবিদ্যার প্রভাব নষ্ট হইয়া যাইবে। তবে কেন আমি জীবনে ইহার বৃথা প্রলোভনে দিনপাত করি? এই স্বগমপথে কেন পরার্থ ভারবাহী পশুর মত বোঝা বহিয়া আমার সেই শুভ মুহূর্ত্তের সময় বাড়াইয়া ফেলি? যদি এই দুঃখময় দারিদ্র নিপীড়িত জীবনের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষরূপ নিবৃত্তিরও ব্যবস্থা থাকে তবে কেন নৈরাশ্যের ছায়া আমাদের পথে অন্তরায় হইবে?

তবে একবার দিব্যজ্ঞানের সাহায্যে চল কর্ম্মস্থানে উপনীত হই। ইহাই জীবনের একমাত্র পথ,—ইহাই এই জীবনের অঙ্কক। ইহাই মুক্তির পথে আমাদিগকে লইয়া যাইবে।

———

শ্রীগৌতম

[শ্রীযুক্ত দয়ানন্দ চৌধুরী]

(১)

হে বরেণ্য যেই শুভক্ষণে
নগর প্রবেশ দ্বারে দেখি জরাগ্রস্ত নরে
বৈরাগ্য জাগিল তব প্রাণে

(২)

বিশ্ববাসী তরে তব প্রাণ
আপনি উঠিল কাঁদি মরম মরম ভেদি
বুঝিলনা রাজা শুদ্ধোধন।

(৩)

হে স্বাধীন তোমারে বাঁধিতে
বিলাসিতা ধনজন মায়াগৃহ সিংহাসন
সঁপি দিল তোমার করেতে।

(৪)

নদীগতি কে রোধেছে কবে?
পত্নি-পুত্র-পরিজন সবে করি বিসর্জ্জন
ছুটিলে অক্ষয় শান্তি আনিতে এ ভবে।

(৫)

রাজপুত্র হয়ে দীনহীন
শাশ্বত রতন তরে মিশিলারে সে অপারে
রহিলে কতই বর্ষ যোগনিমলীন

(৬)

সেই সিদ্ধি তব সাধনার
মূর্খ, জ্ঞানী, রাজা, ধনী জগতের ক্ষুদ্রপ্রাণী
বিলাইলে সকলেরে ভাবি আপনার।"

(৭)

বিতরিলে সত্য সুধাকণা
মিথ্যা যজ্ঞে ফুলে ফলে সেই নিধি নাহি মিলে
জ্ঞান ভক্তি প্রেমে বাঁধা সে আনন্দ ভূমা।

(৮)

স্থাপিতে অক্ষয় শান্তি ভবে
প্রাণিগণে পরস্পরে বাঁধিতে প্রেমের ডোরে
অহিংসা পরমোধর্ম্ম জানাইলে সবে।

(৯)

বিশ্ববাসীনরগণ সবে
ভুলি প্রেম ভুলি প্রীতি ভুলি সবে তব নীতি
রত আজ ভয়ঙ্কর মরণ আহবে।

(১০)

হেথা দেখ তব জন্মভূমে
নীতির ছলনা করি স্বাধীনতা আদি হরি
অশরণে দলি যায় কপট ব্রাহ্মণে।

(১১)

সে অমূল্য নীতি আজ তব
বিশ্ববাসী সকলেরে সিক্ত করি প্রেম নীরে
স্থাপুক ধরায় সাম্য রাজ্য অভিনব।

(১২)

সে বৈরাগ্য সে মহা প্রাণতা
সেই প্রেম সেই ত্যাগ শিখাক্ হে মহাভাগ।
ভাই ভাই বিশ্ববাসী ভেদই হীনতা।

———

পঞ্চেন্দ্রিয়

শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির]

"চক্ষুং স্রোতং ঘাণং জিহ্বা-কায়ো
পসাদরূপং নাম"

বোধিসত্ত্ব বোধিতরুমূলে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া সপ্ত সপ্তাহের পর বারাণসীতে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে "ধম্মচক্কপ্পবত্তন সুত্তং" দেশনা করিতে গিয়াছিলেন। তখন পশ্চিম দিকে সূর্য্য অস্তগত হইতেছে, পূর্ব্বদিকে আষাঢ়ী নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণচন্দ্র উদয় হইতেছে, এমন সময়ে তিনি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুপ্রমুখ ১৮ কোটি মহাব্রহ্মাকে ধর্ম্মামৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই দেশনায় কোণ্ডঞ্ঞ এবং ১৮ কোটি মহাব্রহ্মা স্রোতাপন্ন ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, প্রতিপদ তিথিতে বপ্প, দ্বিতীয়াতে ভদ্রীয়, তৃতীয়া তিথিতে মহানাম এবং চতুর্থীতে অশ্বজিত স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপর পঞ্চমী তিথিতে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু সকলেই "অনত্তলক্খণ সুত্তং" শুনিয়া অর্হৎফল প্রাপ্ত হইলেন। সেই হইতে ক্রমান্বয়ে ভগবান প্রথম বৎসর বারাণসীতে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে রাজগৃহের বেণুবনে; পঞ্চম বৎসরে বেশালীর মহাবনে কূটাগার শালায়, ষষ্ঠ বৎসরে মঙ্কুল পর্ব্বতে,

সপ্তম বৎসরে তাবতিংস স্বর্গভবনে, অষ্টম বৎসরে ভগ্গরাজ্যে সুংসুমার গিরে ভেসক লাবনে, নবম বৎসরে কোসম্বিতে, দশম বৎসরে পারিলেয্য বনসণ্ডে, একাদশ বৎসরে নালাকার ব্রাহ্মণগ্রামে, দ্বাদশ বৎসরে বেরঞ্জ গ্রামে, ত্রয়োদশ বৎসরে চালিয় পর্ব্বতে, চতুর্দ্দশ বৎসরে জেতবনে, পঞ্চদশ বৎসরে কপিলবস্তুতে, ষোড়শবৎসরে আলবক যক্ষকে দমন করিয়া আলবী নগরীতে, সপ্তদশ বৎসরে রাজগৃহে, অষ্টাদশ ও একোনবিংশতি বৎসরে চালিয় পর্ব্বতে, বংশতিতম বৎসরে রাজগৃহে বাস করিয়া তৎপর ক্রমান্বয়ে পঞ্চবিংশতি বৎসর শ্রাবস্তী নগরীতে বাস করিয়া ছিলেন। ভগবান ৩৫ বৎসর বয়সে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই ৪৫ বৎসর কাল সুর নরলোকে ধর্ম্মদেশনা করতঃ ৮০ বৎসর বয়সে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন।

সেই সুনীললোচন অমিতাভ ৪৫ বৎসরের মধ্যে ৮৪০০০ হাজার ধর্ম্মস্কন্ধ দেশনা করিয়া গিয়াছিলেন। আবার, সেই গম্ভীর জ্ঞান-সমুদ্র হইতে 'পঞ্চিন্দিযো' ধর্ম্মদেশনা পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার প্রদান করিতেছি।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও কায়াকে (ত্বককে) পঞ্চেন্দ্রিয় বা প্রসাদরূপ বলে। প্রথমতঃ চক্ষু দ্বিবিধ—মাংসচক্ষু ও প্রজ্ঞাচক্ষু। কিন্তু প্রজ্ঞাচক্ষু পঞ্চবিধ—বুদ্ধচক্ষু, সমন্তচক্ষু, জ্ঞানচক্ষু দিব্যচক্ষু ও ধর্ম্মচক্ষু।

১। আশয়ানুশয় জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়পর পর্য্যাপ্তি জ্ঞানকে বুদ্ধচক্ষু বলে। যেমন—'বুদ্ধচক্খুনা লোকং বোলোকেন্তো' বুদ্ধচক্ষু দ্বারা জগৎ অবলোকন করতঃ স্থলে 'বুদ্ধচক্ষু' দেশিত।

২। স্রোতাপত্তি, সকদাগামী ও অনাগামী মার্গ এবং ফলকে ধর্ম্মচক্ষু বলে। 'যেমন—'বিরজং বীতমলং ধম্মচক্খুং উদপাদি' বিরজ বীতমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল স্থলে 'ধর্ম্মচক্ষু' দেশিত।

৩। সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞানকে সমন্তচক্ষু বলে। যেমন পাসাদমারুয্হ সমন্তচক্খু, প্রজ্ঞা-প্রাসাদে আরোহণ করিয়া স্থলে 'সমন্তচক্ষু দেশিত।

৪। আলোক বর্দ্ধন দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানকে দিব্যচক্ষু বলে। যেমন—'দিব্বেন চক্খুনা বিসুদ্ধেন' বিশুদ্ধ দিব্যচক্ষু দেশিত।

৫। চারি আর্য্যসত্য পরিচ্ছেদ করণ জ্ঞানকে প্রজ্ঞাচক্ষু বলে। 'যেমন চক্খুং উদপাদি' জ্ঞানচক্ষু উৎপন্ন হইল স্থলে 'প্রজ্ঞাচক্ষু' দেশিত।

পুনঃ মাংসচক্ষুও দ্বিবিধ—সসম্ভার চক্ষু ও প্রসাদচক্ষু।

অক্ষিকোটরে অক্ষিপটল চর্ম্মদ্বারা পরিক্ষিপ্ত যেই মাংসপিণ্ড আছে, সেখানে পৃথিবীধাতু, জলধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু, বর্ণ, গন্ধ, রস, ওজ, সন্তান সম্ভব, জীবিত; ভাব, কায়প্রসাদ ও চক্ষু প্রসাদ এই ১৪ প্রকার সংক্ষিপ্ত সম্ভার, অন্য প্রকারে চারিধাতু, বর্ণ, গন্ধ, রস ওজ সন্তান ও সম্ভব এই ১০ প্রকারকে কর্ম্ম, চিত্ত, ঋতু ও আহার এই ৪ প্রকার দ্বারা গুণ করিলে ৪০ প্রকার সম্ভার ইহার সহিত জীবিত, ভাব, চক্ষুপ্রসাদ ও কায়প্রসাদ চতুষ্টয় যোগ

করিলে ৪৪ প্রকার সসম্ভার চক্ষু নামে কথিত হয়।

(ক) যাহা শ্বেতমণ্ডল পরিক্ষিপ্ত কৃষ্ণ মণ্ডলের মধ্যে উকাশির তুল্য এবং রূপ-দর্শন সমর্থ প্রসাদ তাহাই চক্ষু প্রসাদ। এই চক্ষু প্রসাদ তিল তৈল-সিক্ত সপ্ত পটল ধুনিত কার্পাসের ন্যায় সপ্ত পটল চর্ম্ম মধ্যে অবস্থিত। পরিশুদ্ধ আদর্শ মণ্ডল সদৃশ কর্ম্মজ মণ্ডই প্রসাদরূপ নামে কথিত। ইহা যূগ পটল প্রমাণ। তজ্জন্য মহানিদ্দেস' গ্রন্থে কথিত হইয়াছে—

যেন চক্খুপ্পসাদেন রূপানি অনুপস্সতি,
পরিত্তং সুখুমং এতং উকাসির সমূপমন্তি।

যেই চক্ষু প্রসাদ দ্বারা রূপ সমূহ দর্শন করে তাহা ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম, ইহা উকাশির সহিত উপমিত হয়।

সেই চক্ষু শ্লেষ্মা বহুল ব্যক্তির শ্বেতবর্ণ পিত্ত বহুল ব্যক্তির কৃষ্ণবর্ণ ও লোহিত বহুল ব্যক্তির রক্তবর্ণ। যাহার চক্ষে পৃথিবী ধাতু অধিক তাহার চক্ষু বৃহদাকৃতি। চারি ধাতুর মধ্যে তেজ ধাতুই চক্ষুতে অধিক পরিমাণে আছে, তজ্জন্য আমরা দেখিতে পাই। চক্ষু গর্ত্তে প্রবিষ্ট সর্পের ন্যায় চক্ষু বিবরে অবস্থিত।

(খ) কর্ণ ছিদ্রের অভ্যন্তরে অঙ্গুরী আকৃতি স্থানে তনু তাম্রবর্ণ লোমাবৃত আছে। কর্ণে বায়ু ধাতু অধিক। কর্ণ জল বিবরে কুম্ভীর সদৃশ অবস্থিত।

(গ) নাসিকা অজপদাকৃতি, নাসিকায় পৃথিবী ধাতু, অধিক নাসিকা ঊর্দ্ধাভিমুখে গমন চিন্ত পক্ষী সদৃশ, তজ্জন্য নাসিকার গতি সর্ব্বদা ঊর্দ্ধদিগে থাকে।

(ঘ) জিহ্বা উৎপলদলাকৃতি, জিহ্বায় জলধাতু অধিক। জিহ্বা গ্রাম্য কুক্কুর সদৃশ সর্ব্বদা খাদ্য ভোজ্যাদি অন্বেষণে ব্যস্ত।

(ঙ) কায় তৈলসিক্ত কাপাস বর্ত্তিকার ন্যায়, কেশাগ্র, লোমাগ্র, নখাগ্র ও শুষ্কচর্ম্ম ব্যতীত অবশিষ্ট শরীর কায়নামে অভিহিত। কায়াতে চারিধাতু সমান। কায় শশ্মানের শৃগালতুল্য নানা উপকরণ অনুভব করিতে ব্যস্ত।

এই পঞ্চেন্দ্রিয়কে পৃথিবীধাতু সন্ধারণ করিতেছে, জলধাতু আবন্ধন করিতেছে তেজধাতু পরিপাচন করিতেছে ও বায়ুধাতু পরিচালন করিতেছে।

যেমন ক্ষত্রিয়কুমারকে চারিজন ধাত্রী-মধ্যে কেহ ধারণা করে কেহ স্নান করায়, কেহ মর্দ্দন করে ও কেহ ব্যজন করে তেমন চারিধাতু পঞ্চেন্দ্রিয়কে ঋতুচিত্ত আহার সহিত রক্ষা করিতেছে। যদি কোন কারণে পঞ্চেন্দ্রিয় পরায়ণ সত্ত্বাগণের চিত্ত বিচিত্র ভবি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে চিত্ত বিচিত্রহেতু সংজ্ঞা বিচিত্র হয়। সংজ্ঞা বিচিত্রহেতু তৃষ্ণা বিচিত্র হয়, তৃষ্ণা বিচিত্রহেতু কর্ম্মসমূহ বিচিত্র হয়, কর্ম্মসমূহ বিচিত্রহেতু কর্ম্মজভূত সমূহ বিচিত্র হয়, ভূতবিচিত্রহেতু ভূতাশ্রিত গৃহীতরূপ সমূহ বিচিত্র হইয়া সত্ত্বাগণ লক্ষণতঃ বিসদৃশাকার ধারণ করিয়া থাকে।

কপোলার্দ্ধে দন্ত মুষল বিচূর্ণিত ও জিহ্বা হস্তে পরিবর্ত্তিত খাদ্য ভোজ্যাদি নিষ্ঠীবন ও লালাঙ্কিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই বর্ণ গন্ধরস তন্তুবায়ের খলি সদৃশ হইয়া যায়। উহা পিত্ত-শ্লেষ্মা বতে পরিবেষ্টিত হইয়া উদরাগ্নি দ্বারা সন্তপ্ত হয়। তৎপর উহা ৫ ভাগে

বিভক্ত হইয়া থাকে। এক ভাগ কৃমিকুল খাইয়া ফেলে, এক ভাগ উদরাগ্নিতে দগ্ধ করে, একভাগ মূত্ররূপে পরিণত হয়, একভাগ বিষ্ঠারূপে পরিণত হয় ও একভাগ রস হইয়া শোণিত মাংসাদি উৎপাদন করে, ইহা দ্বারাই পঞ্চেন্দ্রিয় জীবিত থাকে ও বর্ণাদির পরিবর্ত্তন হয়।

সেই পঞ্চেন্দ্রিয় রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এই পাঁচটি বিষয় অবলম্বন করিয়া থাকে। তবে এখন প্রশ্ন হইতে পারে আমরা রূপাদি অনুভব করি কিরূপে? তিনটি কারণে আমরা নিমিত্তানুভব করিয়া থাকি। আমরা চক্ষু দ্বারা স্ত্রী প্রভৃতির রূপ দেখি এবং চক্ষু বিজ্ঞান দ্বারা অনুভব করি, তখনই জানিতে পারি যে এই স্ত্রী, এই পুরুষ, এই দ্রব্য ইত্যাদি। যেমন ভেরীচর্ম্মের ন্যায় চক্ষুধাতু, ভেরী প্রহারক দণ্ডের ন্যায় রূপধাতু ও দণ্ডাঘাতজনিত শব্দের ন্যায় চক্ষু বিজ্ঞান ধাতু। আদর্শজলের ন্যায় চক্ষু ধাতু, মুখের ন্যায় রূপ ধাতু ও মুখ প্রতিবিম্বের ন্যায় বিজ্ঞান ধাতু। এখন এই দুইটি উপমায় সহজে বুঝা গেল, আমরা যাহা কিছু দর্শন শ্রবণাদি করি না কেন তাহা চক্ষু বিজ্ঞান দ্বারাই উপলব্ধি হইয়া থাকে। এখন কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন ভেরী দণ্ডের ন্যায় রূপধাতু কিরূপে চক্ষুতে আঘাত করে? তাহাও উপমাদ্বারা সহজে বুঝা যায়, মনে করুন একজন লোক তেতুল বৃক্ষে বসিয়া তেতুল ভক্ষণ করিতেছে, অন্যজন বৃক্ষের অনতিদূরে বসিয়া তাহার মুখের দিকে দেখিবা মাত্রেই মুখ হইতে লালা পড়িতে আরম্ভ করে, তদ্রূপ রূপধাতু চক্ষু বিজ্ঞান দ্বারা অনুভব করা মাত্রেই সত্ত্বগণের নানা প্রকার সঙ্কল্প ও বিকারাদি উপস্থিত হইয়া থাকে।

আবার এই পঞ্চেন্দ্রিয় বা পঞ্চ প্রসাদরূপ বস্তু গণনায় ৬ প্রকার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও হৃদয় বস্তু।

হৃদয়বস্তু বলিতে হইলে তাহা মনোধাতু ও মনোবিজ্ঞান ধাতুর আশ্রয় স্থান। সেই হৃদয় কোষাভ্যন্তরে পুন্নাগ ফলের আঁটি পরিমিত স্থানে অর্দ্ধ প্রসাত (আঁধ পোঁস) মাত্র লোহিত ব্যাপৃত করিয়া হৃদয় বস্তু অবস্থিত। কিন্তু হৃদয় লোহিত ও চরিত্র ভেদে পৃথক্ পৃথক্ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে রাগচরিত ব্যক্তির হৃদয় রক্তবর্ণ; দোষ চরিতের কৃষ্ণবর্ণ; মোহ চরিতের মাংস-ধৌতজল বর্ণ, বিতর্ক চরিতের মাসকলাই পক্ক জলবর্ণ; শ্রদ্ধা চরিতের কর্ণিকার পুষ্পবর্ণ ও বুদ্ধিচরিতের সুপরিশুদ্ধ প্রভাস্বর রও শ্বেত মিশ্রবর্ণ।

আবার হৃদয়কোষ তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষুদ্র কিন্তু হৃদয় ছিদ্র বড় ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তির হৃদয়কোষ মহৎ কিন্তু হৃদয় ছিদ্র ক্ষুদ্র হয়।

তদ্ধেতু বিগ্রহবাক্যে কথিত হইয়াছে "মনোধাতুঞ্চ মনোবিঞ্ঞাণ ধাতুঞ্চ হরতীতি হদয়ং। হরিযতি বা রক্খিযতি জীবিতং বিয সন্তেহীতি হদযং। 'র'সস' 'দ' ত্তং। অথবা বসন্তি চিত্ত চেতসিকা এথাতি বত্থু, হদয়ঞ্চ তং বত্থু চাতি হদয বত্থু। তং ধাতুদ্বয় নিস্সয লক্খণং"।

সাধারণতঃ পঞ্চেন্দ্রিয় দুই ভাগে বিভক্ত। চক্ষু ও কর্ণ একভাগ। নাসিকা, জিহ্বা ও কায় একভাগ। দর্শন শ্রবণ ইন্দ্রিয়দ্বারা দুষ্কাদি

মহাপুরুষ দর্শন ও ধর্ম্মশ্রবণ হয় বলিয়া সত্ত্বগণের বিশুদ্ধার্থে চক্ষুকর্ণ উৎপন্ন হয়। তদ্ধেতু তাহা ব্রহ্মলোকে ও লাভ হয়, নাসিকা, জিহ্বা ও কায় কেবল কাম পরিভোগার্থেই ব্যবহৃত হয়, সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য নহে। এই ত্রিবিধেন্দ্রিয় কাম পরিভোগ বিরহিত ব্রহ্মলোকে লাভ হয় না, সেই কারণেই অরূপ ব্রহ্মলোকে নাই বলিয়া কথিত আছে।

আবার এই শরীরকে ৩ ভাগেও বিভক্ত করা হইয়াছে। কণ্ঠ হইতে উর্দ্ধ দিগে ব্রহ্মভাগ নাভি হইতে উর্দ্ধ দিকে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত দেবভাগ ও নাভি হইতে অধঃদিগে তীর্য্যগ্ ভাগ। সুতরাং শরীরের দুই অংশই পুণ্য কর্ম্ম সম্পাদনের প্রধান ক্ষেত্র। অপর ভাগ সেবনে পুনঃপুনঃ দুঃখ হইয়া থাকে এবং দীর্ঘকাল সংসার কান্তারে পরিভ্রমণ করিতে হয়। তদ্ধেতু যোগিগণ পঞ্চেন্দ্রিয় সুরক্ষিত করিয়া ধ্যানানুষ্ঠান করতঃ নির্ব্বাণের অনুসরণ করেন।

মন্তব্য ও সংবাদ

মেম্বরগণের প্রতি ঃ—আমাদের বন্ধুবান্ধব, পৃষ্ঠপোষক, মেম্বর ও বঙ্গীয় বৌদ্ধগণের সহানুভূতিতেও অপার অনুগ্রহে আজ ধর্ম্মাঙ্কুর সভা সপ্তবিংশ বর্ষ কাল তাহার যাবতীয় কাজ নিয়মিতরূপে অতিবাহিত করিয়া অতীতের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করতঃ শারদীয় পুণ্য প্রবারণে নূতন বর্ষে পদার্পণ করিবেন। আমরা এই শারদীয় প্রবারণে প্রত্যেক বন্ধু বান্ধবকে বিজয়ালিঙ্গন ও সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। মেম্বরগণও আমাদের বন্ধু বান্ধবগণের নিকট নিবেদন এই পূজনীয় মহাস্থবির মহোদয়ের শারীরিক অসুস্থতার দরুণ তিনি প্রত্যেক মেম্বরগণের নিকট চাঁদার টাকার জন্য পত্রাদি লিখিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা যেন মহাস্থবির মহোদয়ের নামে শারদীয় প্রবারণের পূর্ব্বে তাঁহাদের দেয় চাঁদা আদায় করতঃ আমাদের অভাব মোচন করিয়া সুখী করাইবেন। ইহাই আমাদের একমাত্র অনুরোধ।

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার অষ্টবিংশ বার্ষিক অধিবেশন ঃ—দেখিতে দেখিতে নানা উৎপাত উপদ্রব, জগদ্ব্যাপী ঘোর আহবের ভিতর দিয়া একটী বৎসর কাটিয়া গেল। ধর্ম্মাঙ্কুর সভার জীবনেও একটী আধ্যায় নিঃশেষিত হইল। ইহার জীবন নাটকের নূতন অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইবে। আগামী ২০শে আশ্বিন ৯ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার কোজাগরী পূর্ণিমার দিনে ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস শেষ করিয়া প্রবারণা সমাপনান্তে দেশ দেশান্তর ভ্রমণে বহির্গত হইবেন। উপাসক ও উপাসিকাগণ যথাসাধ্য দান-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বিহারে সমবেত হইয়া ধর্ম্মাদিশ্রবণ করিবেন।

তৎপর দিন হইতে নিম্নলিখিত তালিকা মতে বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইবে!

প্রথম দিবস—২৩শে আশ্বিন ১০ই অক্টোবর শুক্রবার—বুদ্ধ সঙ্কীর্ত্তন, বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা, বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার রিপোর্ট পাঠ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় দিবস—২৪শে আশ্বিন ১১ই

অক্টোবর শনিবার—বুদ্ধ সংকীর্ত্তন, ধর্ম্মদেশনা, রচনা, বক্তৃতাদি পাঠ।

তৃতীয় দিবস—২৫শে আশ্বিন ১২ই অক্টোবর রবিবার বুদ্ধসংগীত, ধর্ম্মালোচনা রচনাও বক্তৃতাদি পাঠ।

পঞ্চম দিবস—২৭শে আশ্বিন, ১৪ই অক্টোবর মঙ্গলবার সর্ব্বসাধারণ সম্মিলন।

ষষ্ঠ দিবস—২৮শে আশ্বিন ১৫ই অক্টোবর বুধবার মহিলা সম্মিলনী।

সপ্তম দিবস—২৯শে আশ্বিন ১৬ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার ৮মী তিথিতে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন সূত্রপাঠ।

সপ্তবিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়া বিতরিত হইয়াছে। কোন মেম্বর না পাইয়া থাকিলে আমাদিগকে জানাইলে আমরা তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিব।

দান প্রাপ্তি ;— শিলং বৌদ্ধ সমিতির কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠ চরণ তালুকদারের মারফত ১৭৲ টাকা পাইয়াছি। তন্মধ্যে শিলং বৌদ্ধ সমিতির দান ১০৲ টাকা অবশিষ্ট উনাইনপুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিশ চন্দ্র বড়ুয়ার ছেলে শ্রীমান মৃত্যুঞ্জয় বড়ুয়া ও বালিকা শ্রীমতি উর্ম্মিলা সুন্দরী ১৲ এক টাকা। পাহাড়তলী নিবাসী শ্রীযুক্ত অরুণেশ্বর বড়ুয়ার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী ক্ষিরোদেশ্বরী বড়ুয়া ১৲ টাকা এবং উনাইনপুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত সরুদাস বড়ুয়া ১৲ এক টাকা। জগজ্জ্যোতিঃর উন্নতি কল্পে দান করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। ত্রিরত্নের সমীপে দাতাগণের মঙ্গল কামনা করিতেছি।

রেঙ্গুনে শিক্ষাফণ্ড ঃ—বিগত ১৪ই সেপ্টেম্বর রেঙ্গুনস্থ চট্টল বৌদ্ধ সমাজের "শিক্ষাফণ্ডের" কার্য্যকরী সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হয়। ইহাতে স্থির হয় যে, উক্ত সমিতি বি,এ, আই,এ, ও মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী গরীব ছাত্রদিগকে ফিস্ দিবার কালীন যে সাহায্য করিত তাহা এ বৎসরের জন্য স্থগিত থাকিবে।

ভিষগ্ বাচস্পতি ঃ— আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে, কলিকাতা নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর, দাবিড় বরিশাল মেদিনীপুর খুলনা, কামরূপ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বহু বিখ্যাতস্থানের সর্ব্বাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মণ্ডলী ও কবিরাজ একত্রে মিলিত হইয়া কলিকাতার ১১° নং প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটস্থ নানা শাস্ত্র বিশারদ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসা নিপুণ লব্ধ প্রতিষ্ঠ সুবিখ্যাত কবিরাজ চৌধুরী শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র দাস গুপ্ত শাস্ত্রী কবিশেখর, এল্, সি, পি, এস, মহোদয়কে "ভিষগ্ বাচস্পতি" উপাধি প্রদানে সম্মানিত করিয়াছেন। ভারতীয় প্রথিত নামা শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত মণ্ডলী এমন জ্ঞান বৃদ্ধ সুযোগ্য পাত্রে উপাধি দানে কেবল শাস্ত্রী মহাশয়কে বা তাঁহার জননী জন্মভূমি চট্টলাকে মাত্র গৌরবান্বিত করিয়াছেন এমন নহে জগতের গুণগ্রাহী সুধী মাত্রকেই গৌরবান্বিত করিয়াছেন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ত্রিরত্নের নিকট প্রার্থনা—তিনি সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবি হইয়া লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে মুখরিত করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানে ভারতকে অধিকতম গৌরবান্বিত করুন।

———

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

জগজ্জ্যোতিঃ

"সব্বপাপস্স অকরণং, কুসলস্স উপসম্পদা,
সচিত্ত পরিযোদপনং, এতং বুদ্ধানসাসনং।"

১২শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ ২৪৬৩ বুদ্ধাব্দ, ১২৭৯ মগাব্দ, ১৩২৬ সাল। [৬ষ্ঠ সংখ্যা

গয়া জেলার বৌদ্ধকীর্ত্তি

[শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র সরকার]

চীন কল্পনায় এই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব সর্ব্বদিকেই প্রকটিত হইল, চীনা আদর্শ নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিল, সকল কল্পনায় নূতন রঙ ধরিল। ইহা এই সময়ের আদর্শ চীন শিল্পী উতাত্তৎসুর চিত্রে ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত হইল। স্যার আরেল ষ্টাইন সাহেব বিস্তর শ্রম স্বীকারে পূর্ব্বে মধ্য এসিয়াতে সুগভীর বালুকা স্তর নিহিত যে লুপ্ত রত্নের উদ্ধার করিয়াছেন তাহার কতক পরিচয় তিনি তাঁহার Ruins of Desert Cathay নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া বর্ত্তমান সভ্য জগৎকে কতক পরিমাণে মন্ত্র মুগ্ধ করিয়াছেন। ডাক্তার কুমার স্বামী, মিঃ বিনয় প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনিষীগণ এই সকল ছবি আমাদের চক্ষের সমক্ষে ধরিয়া ধন্য হইয়াছেন। প্রাচীনকালে মধ্য এসিয়ায় ভারতের মগধ প্রদেশের বৌদ্ধ কেন্দ্র হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের কিরূপ বিস্তার ঘটিয়াছিল, কিরূপে তুর্কী সাদীয়ানগণ উইগুরাদি সেমিটিক জাতিগণ নির্ম্মল বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, কিরূপে চীনের সীমান্তে জল বুদ্বুদের সৃষ্টি ও বিলয়ের মত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থান-পতন ও সমাধি হইয়াছিল, অজ্ঞতমিশ্রাবৃত ভূগর্ভে প্রোথিত ভাস্বর রত্নরাজির পুনরুত্থান ও উন্নয়নে তাহা দিবালোকের মত প্রতিভাত হইতেছে। এখন এমন কত খনিমধ্যে লুক্কায়িত হীরকরাজির মত কত প্রাচীন সভ্যতায় সামগ্রী সম্ভার বাহির হইয়া পড়িতেছে, যাহাতে অর্দ্ধ বিলীন অতীতের স্মৃতি সেই সুদূর পুরাতন স্মৃতির অতীত যুগের দৈনন্দিন চঞ্চল জীবনের স্পন্দন আজ আমরা অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছি। কত কাজের অকাজের আসবাব, সাজ সরঞ্জাম, ইন্দুর ধরার কল, প্রাচীন দলিল দস্তাবেজ, অরণিকাষ্ঠ, মন্থনদণ্ডাদি দেখিলে

মনে হয় যে ঐগুলি কল্যকার তৈয়ারি !!! তুখারা ও ইয়ামেনে প্রাপ্ত অরণি, ও টুঙ্-হয়ানে উদ্‌ঘাটিত মন্থনদণ্ড যাহা সেদিন পাওয়া গিয়াছে তাহা দেখিলে মনে হয় যে এই মরুকুক্ষি হইতে যে শীর্ণ সম্পদ্ লব্ধ হইয়াছে তাহার তুলনায় এ সব কিছুই নহে সেই জন্য এই গুলির একটা সামান্য পরিচয় পরে দিব মনে করিয়াছি। (১)

খাদালিক, নিয়া, মিরণ, টুঙ্ হয়াঙ্গে যে সমস্ত বৌদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে সেগুলিতে গান্ধার বা গ্রিকো-বৌদ্ধ প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত উল্লেখ ও বিবরণ ১৩২৫ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা মানসী ও মর্ম্মবাণী পত্রিকায় "মধ্য এসিয়ার বৌদ্ধ-ধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধে সবিস্তার প্রকাশিত হইয়াছে। মধ্য এসিয়ায় যে সমস্ত প্রস্তর নির্ম্মিত বৌদ্ধমূর্ত্তি সকল ভূগর্ভ হইতে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে সেই গুলিতে বুদ্ধ ধ্যান, অভয়, বর, বিতর্ক, নানাবিধ মুদ্রায় চিত্রিত হইয়াছে; বিহার প্রাচীর গাত্রে বিবিধ বিষয় অবলম্বনে চিত্রসমূহ লিখিত হইয়াছে—উড্ডীন গন্ধর্ব্ব, উপদেষ্টা বুদ্ধ, অবহিত রাজপুত্র, বুদ্ধের গাত্রে সেমিটিক রীতির বেশ, মুখে যবন (গ্রীক্) রীতির ভাব প্রকাশ, কোথাও বা আনন্দ প্রমুখ শিষ্যগণ বেষ্টিত প্রশান্ত বুদ্ধমূর্ত্তি, কোথাও বা তিনি ধর্ম্মের অপবাদ করিতেছেন এবং বদ্ধ করপুট রাজপুত্র অবহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছেন, গান্ধিত, ভারুত, অজান্তা, অনুরাধাপুর, গয়া বুদ্ধগয়া, প্রবরগিরি ও সারানাথ, প্রভৃতি বিহারে যেমন জাতক চিত্র সমুহ অঙ্কিত আছে, মধ্য ভারতের নব উদ্‌ঘাটিত প্রাচীন বিহার সমূহেও সেইরূপ। মিরণেয়া চিত্রসমূহেও সেই গ্রীকে বৌদ্ধ পদ্ধতিই বর্ত্তমান !!! (১)

অধ্যাপক ডাক্তার কুমার স্বামী লিখিত Mediaeval Sinhalese Art নামক গ্রন্থে বেসসান্তের জাতকের ঘটনাবলম্বনে যে অসবন্ধ ও সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিলিপি দেখিলে কেনা মুগ্ধ হইবে? মিরণের শিল্পকলায়—কি চিত্রে কি ভাস্কর্য্যে সেই গান্ধার আদর্শের অনুবর্ত্তন বক্ষে ধারণ করিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিতেছে। আসনোপবিষ্ট এবম্বিধ বৌদ্ধ মূর্ত্তি গুলির এরূপ ভাবে পরিচ্ছদ সন্নিবেশিত, হইয়াছে, যে সেই সুদূর লপ-নর মরুর ভোঙ্গর ; কি সুন্দর ও নিপুণ ভাবেই যে গ্রীকো-বৌদ্ধ অঙ্কন রীতির অনুকরণ করিয়া ভাব ও রং ফলাইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও হইতে হয় !!! বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে মধ্য এসিয়ায় যে সকল শিল্পকলার অঙ্কন ও ভাস্কর্য্যের সম্ভার বর্ত্তমান সভ্যযুগের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যে জাতক-চিত্রের কণ্ঠদেশে সুষমাময় পুষ্পরাশির দ্বারা গ্রথিত স্রগ্‌দাম তরঙ্গায়িত হইয়া চলিয়াছে ও তাহারই ফাঁকে ফাঁকে কর্ণচৌবনা গন্ধমালা পরিশোভিত কতকগুলি নরনারীর মূর্ত্তি অঙ্কিত

1. Ruins of Desert Cathay Vol I p. 313-393.

1. Coomors amy's Buddha and the Gospel &c. P. 338—41.

দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও গ্রীকো-রোমীয় চিত্রাঙ্কণ রীতির সুস্পষ্ট ছাপ বর্ত্তমান এ সম্বন্ধে বলিবার কথা অনেক আছে, বিস্তর ভয়ে লেখনি সংযত করিলাম। এসম্বন্ধে ১৩২৫ সালের চৈত্রসংখ্যায় বাবু কালিপদ মিত্র লিখিত ভারতী পত্রিকায় এক সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম বলিয়া মনে হয়। এ সম্বন্ধে ফাউচারের পুস্তক যত্ন সহকারে দ্রষ্টব্য। টুম হয়াঙের শিল্পিগণ ভারতীয় শিল্পীগণের অনুসেবিত গ্রীকোবৌদ্ধ শিল্পকলায় অনুকরণ করিয়া চির যশস্বী হইয়াছেন। প্রাচীন আর্য্যসাহিত্যে চিত্র বিদ্যার বিস্তর নিদর্শন পাওয়া যায়। দৃশ্য-কাব্যের সহিত উহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। উহা কলাবিদ্যার অন্তর্গত। আমাদের শ্রব্য কাব্যেও উহার প্রভূত উল্লেখ আছে। অনেক প্রাচীন কাব্যেই চিত্রের প্রসঙ্গ আছে। আর্য্য ঋষিগণের দর্শন শাস্ত্রে, ধর্ম্মশাস্ত্রে, তন্ত্রে" পুরাণেও অন্যান্য বহু ধর্ম্মগ্রন্থে চিত্রবিদ্যার উল্লেখ ও প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। বেদান্তের পঞ্চদশীর অন্তর্গত এক পরিচ্ছেদ "চিত্রদীপ" নামে অভিহিত। সাংখ্য দর্শন মতে চিত্রপূজায় অন্যতম আধার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের মতে নারায়ণ মুনি এই কলাবিদ্যার স্রষ্টা এবং উদ্‌ভাবক। নারায়ণ মুনি চিত্র সূত্র বিশ্বকর্ম্মাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই চিত্রবিদ্যার প্রাচীনকালে খুবই উন্নতিলাভ করিয়াছিল এবং বৌদ্ধযুগে ইহার উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছিল। গয়াজিলার নানা স্থানে যে ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে চিত্রসূত্রাধ্যায়ে কথিত নৃত্যসূত্র মত হংস, ভদ্র, মালব্য, রুচক ও শশক শ্রেণীর খোদিত পুরুষমূর্ত্তি সকল বহুল দেখিতে পাওয়া যায়। বরাহমিহির রচিত বৃহৎ সংহিতায়ও চিত্র-বিদ্যার বিশেষ প্রসঙ্গ ও আলোচনা আছে। কাব্যে যেমন নবরসের বিন্যাস হইয়া থাকে, চিত্রেও তেমনিই শৃঙ্গারাদি রস প্রকটনের উপদেশ আছে। রামায়ণে আমরা সীতা-দেবীর আলেখ্য দর্শনের প্রসঙ্গ আছে। এ বিষয়ে এইখানেই লেখনি সংযত করিলাম কারণ ইহার পূর্ণ আলোচনা এস্থানের নহে। নৈষধ চরিতে দময়ন্তীর উক্তি হইতে বেশ জানা যায় যে হংস দূত সংবাদে হংসরাজ নখের আঁচড়ের দ্বারাই নলরাজের আকৃতি দময়ন্তীকে দেখাইয়াছিল। বরাহমিহির, মাঘকবি ও অপরাপর লেখকগণ যাহারা চিত্র বিদ্যার উল্লেখ ও আলোচনা তাঁহাদের কাব্যেও লেখায় করিয়াছেন, তাঁহারা অধিকাংশই বৌদ্ধযুগের লোক !!!

(ক্রমশঃ)

পাগলের উক্তি

[শ্রীযুক্ত আরাধ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

(২)

আমি সংসারের অশান্তি দূরীকরণাভিপ্রায়ে পুরোহিত মহাশয়ের আশ্রয় লইলাম কিন্তু আমার দুরদৃষ্টক্রমে তাহার ফল বিপরীত হইল। পুরোহিত মহাশয় আমার পত্নীর কাণে যে বীজ রোপণ করিয়া-

Missing Page(s)

ছিলেন ক্রমশঃ তাহা বৃক্ষে পরিণত হইয়া বড়ই বিষময় ফল উৎপাদন করিয়া ছিল। এতবড় দুর্ব্বিসহ পুত্রশোক পাইয়াও যখন আমার আহার,নিদ্রা এমন কি আফিসের চাকরীরও কোনও ব্যতিক্রম ঘটিল না তখন পত্নী মনে করিলেন যে তাঁহার পুত্র গিয়াছে আবার স্বামীর যে অচিরে কি ভয়ানক অবস্থা হইবে তাহা চিন্তার অতীত। পাশের বাটীর কোনও বৃদ্ধা আসিয়া একদিন পরম আত্মীয়তা সহকারে বলিলেন "দেখ বৌমা! তুমি আকণ্ঠাছটীর লোভে গুড়কলসীটী হারাইওনা। তোমরা বাঁচিয়া থাকিলে ঈশ্বরের কৃপায় অমন অনেক পুত্র পাইতে পার কিন্তু ভেবে দেখ দেখি, মা! তোমার স্বামীর ভাল মন্দ হইলে কি ভয়ানক অবস্থা হ'বে? পুরোহিত মহাশয় যা, বলিয়াছেন তোমার তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি গ্রহশান্তি ক'রে ওঁই পাড়ার শৈলেশকে একেবারে যমের মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে এসেছেন বলিলেই হয়। মাত্র পঞ্চাশটাকা বইত নয়। যে কোনও উপায়ে হোক তুমি ঐ টাকা সংগ্রহ করিয়া পুরোহিত মহাশয়কে দিয়া তাহার পায়ে ধরিয়া বল যে বাবা আমাকে রক্ষা করিতেই হইবে। তিনি পরম দয়ালু; নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল কামনায় একার্য্য করিবেন। আর এক কথা তোমাকে বলিয়া রাখি। তুমি যে এই সব করিতেছ ঘুণাক্ষরেও তোমার স্বামী যেন তাহা জানিতে না পারেন। তাহা হইলে কোনও ফল হইবে না।"

পুরোহিত মহাশয় প্রোথিত বীজত বৃক্ষাকার ধারণ করিয়াছিল এখন আবার প্রতিবেশিনীর এইরূপ শান্তিবারি প্রাপ্ত বৃক্ষ একেবারে ফলমুখী হইল। কিন্তু ফল হইবার আশা বড় বিরল। দরিদ্র পত্নী এত টাকা পান কোথায়? একমাত্র অলঙ্কার ইস্তের বলয়; তাহা বন্ধক দিলেই আমি জানিতে পারিব। একে পুত্রশোক তাহার উপর স্বামীর ভাবী অমঙ্গলের চিন্তা দারিদ্র্য সহ মিলিত হইয়া আমার পত্নীকে একেবারে বিলোড়িত করিয়া তুলিল! ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার ভয়ানক রক্তামাশয় রোগ হইল। একপক্ষ পর্য্যন্ত চিকিৎসায় কোন ফলই হইল না। ক্রমশঃ রোগীর জীবনের আশা অল্প হইতে অল্পতর হইতে লাগিল; তখন বাধ্য হইয়া আমি আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে সমস্ত বিষয় খুলিয়া লিখিলাম এবং যাহাতে স্ত্রীকে তাঁহার বাটিতে (কলিকাতায়) লইয়া গিয়া চিকিৎসা করান হয় তাহার প্রার্থনা করিলাম। আমার পত্রপ্রাপ্তি মাত্রে শাশুড়ী ঠাকুরাণী নিজেই আমার বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমার অনুপস্থিতিতে পত্নীর মুখে সকল কথা শুনিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন যে জামাতার ভাবী মঙ্গলের জন্য পঞ্চাশ টাকা ত পরের কথা পাঁচশত টাকা দিতেও তিনি কুণ্ঠিতা নহেন। তবে তাহার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার জামাতার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিবেন। টাকা পাওয়া যাইবে শুনিয়া পত্নীর মনের অবস্থা অনেক ভাল হইল এবং সেইদিন হইতেই তাঁহার উপশম আরম্ভ হইল।

কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তর আমি শাশুড়ী ঠাকুরাণীর পদধূলি গ্রহণাভিপ্রায়ে

তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি অত্যন্ত কাতরভাবে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। কান্নার কিছু উপশম হইলে আমি তাঁহাকে বলিলাম—"মা! আপনাকে এখানে আনাই-বার কারণ এই যে আপনি আপনার কন্যাকে বুঝাইয়া তাহার কাতরতা কমাইবেন। তাহা না করিয়া যদি আপনিই এইরূপ অস্থির হন তাহা হইলে আমার সংসার একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। দেখুন গাছে যত ফল হয় সবগুলিই কি পাকে? অনেকটা তাহার পূর্ব্বেই ঝরিয়া পড়ে। লোকের যতগুলি সন্তান হয় সকলগুলিই যে বাঁচিয়া থাকিবে তাহার অর্থ কি? যেটী মারা গিয়াছে সেটি ত আমার আত্মজ কই আমিত এত কাতর হই নাই। একটীর জন্য যদি প্রাণপাত করি, বাকী কয়টীর অবস্থা কি হইবে তাহা কি ভাবিয়া দেখা উচিত নহে?

আমার কথা শুনিয়া তিনি যুগপৎ সন্তুষ্টা ও বিস্মিতা হইলেন। এবং পুরোহিত মহাশয় ও প্রতিবেশীর সমস্ত কথা আমাকে শুনাইয়া বলিলেন যে কাহারও সর্ব্বনাশ ও কাহারও পৌষমাস ইহাকেই বলে। এই সুযোগে পুরোহিত মহাশয় কিছু অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টায় আছেন এবং প্রতিবেশিনী তাঁহার চর।" অতঃপর তিনি আমার পত্নীকে সমস্ত বুঝাইয়া সুচিকিৎসার জন্য কলিকাতায় লইয়া গেলেন। এই ঘটনায় প্রায় এক মাসের মধ্যেই পুরোহিত মহাশয় একটি দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্র আতিসারিক বিকার জ্বরে জীবনত্যাগ করিল, মৃত্যুর দুইদিবস পরে সান্ত্বনা করণাভিপ্রায়ে আমি পুরোহিত মহাশয়ের বাটীতে গেলাম। আমাকে বসিতে বলিয়াই তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম—"মহাশয়! আপনি বিজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ আমি আর আপনাকে কি বুঝাইব? আপনিই ত বলিয়াছেন যে সংসার অনিত্য; ইহাতে সুখ দুঃখ করিবার কিছুই নাই। তবে আপনি নিজে এত কাতর হইতেছেন কেন?" পুরোহিত মহাশয়। বাবা! সবই জানি। অন্যের সময়ে একথা বলা চলে বটে; কিন্তু নিজের বেলায় সহ্য করা বড়ই কঠিন। পুত্রশোক অপেক্ষা আর কোনও শোক আছে কি? ঈশ্বর যে আমার উপর এত নারাজ তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।" "সে কি মহাশয়? আপনিই ত বলিয়াছিলেন যে জীব নিজকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলে সুখ দুঃখ ভোগ করে। কষ্টে পড়িলে ঈশ্বরকে দোষ দেওয়া অন্যায়। তবে আপনিই আবার ঈশ্বরের নিগ্রহ করার কথা বলিতেছেন কেন? কর্ম্মফল ত নিশ্চয়ই। তবে কি জান? গীতায় আছে অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে যখন বলিয়াছিলেন যে গুরু পিতামহ ইত্যাদি আত্মীয় স্বজনকে বনে হত্যা করিয়া রাজত্ব গ্রহণ করিতে আমার প্রাণ চাহে না, তখন ভগবানব লিলেন—অর্জ্জুন! তুমি অহং জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়াছ। তাই তোমার মুখ হইতে আমি হত্যা করিব এই কথা উচ্চারিত হইতেছে। তুমি ভ্রান্ত; জীবের কোনও কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা নাই। আমি জীবকে যাহা করাই জীব তাহাই করে মাত্র।" "তবে কি আপনি বলিতে চান যেরূপ অশুভ কর্ম্ম করিলে লোক পুত্র শোক পায় ঈশ্বরই আপনাকে সেই কর্ম্ম করাইয়া-

ছেন? একথাত মন্দ নহে। তিনি কাহাকেও শুভ এবং কাহাকেও অশুভ কর্ম্ম করান আর যে সেইরূপ কর্ম্মকার সে নিজে কিন্তু সেই শুভাশুভ ফলভোগ করে, ব্যবস্থা ত মন্দ নহে! যদি গীতা কথিত সেই শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান হন, তবে তাঁরই অনুমতিক্রমেই যুধিষ্ঠির দ্রোণ বধের জন্য বলিয়াছিলেন "অশ্বথামা হত ইতি গজ" আবার এই ছলনা বাক্যের জন্য তাঁহাকে নরকদর্শন করিতে হইল। ঈশ্বর কি পক্ষপাতী। আর এক কথা, আপনি আমার পত্নীকে বলিয়াছিলেন যে পঞ্চাশ টাকা খরচ করিতে পারিলেই আমার গ্রহ বৈগুণ্য বিদূরিত করিতে পারেন তবে নিজের গ্রহ বৈগুণ্যটা রাখেন কেন?"

পুরোহিত। তুমি যেরূপ সুবিদ্বান ও বুদ্ধিমান সেইরূপ সুন্দর প্রশ্নই করিয়াছে। তবে বাবা! এক্ষণে আমার মন স্থির নহে সুতরাং সময়ান্তরে তোমাকে ইহার সুবিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া দিব।

এই কথা বলিয়া পুরোহিত মহাশয় নস্য দ্বারা আপন নাসারন্ধ্র দুইটী একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য যে এ যাবৎ আমার অদৃষ্টে সেই "সুবিস্তারিত ব্যাখ্যা" শ্রবণ করা ঘটে নাই। আমার দরিদ্র জীবনের এই গর্ভাঙ্কের যবনিকার এই খানেই পতন হইল।

দেওঘরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

[শ্রীযুক্ত ননীগোপাল সমাদ্দার
টি, কে, ঘোষের একাডেমির ছাত্র, বাঁকীপুর]

দেওঘর (বৈদ্যনাথ) হিন্দুদিগের একটী পবিত্র দেবস্থান। জসিদি জংসন হইতে ইহা চারি মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা একটী ছোট সহর। মুসলমান রাজত্বের সময় দেওঘর বীরভূম জেলার অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা সাওতাল পরগণার অন্তর্গত। ইহা পার্ব্বত্যভূমি; ইহার কিছুদূরে নন্দনগিরী, পঞ্চমাইল দূরে পূর্ব্বদিকে ত্রিকুট পর্ব্বত এবং দক্ষিণে ফুলজুয়ারী পর্ব্বত-শ্রেণী অবস্থিত। পশ্চিমে জমুনজর নাম ক্ষুদ্র নদ কিন্তু ইহা প্রায় সব সময়েই শুষ্ক থাকে। সহর হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে দারয়া (দারবান) নামক আরও একটী ছোট নদী আছে। বর্ত্তমান সহরের দক্ষিণ দিকের সমস্ত সম্পত্তিই রোহিণীর। উত্তরদিকের জঙ্গল ডাটা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ডাটা নামক একজন ফকীরের নাম হইতে ঐ নামটী উৎপত্তি হইয়াছে। দেওঘরের আয়তন প্রায় ২ মাইল লোকসংখ্যা আট নয় হাজার; কিন্তু যাত্রী সংখ্যার হিসাবে ধরিলে প্রায় ১০০০০।১১০০০ হাজার লোক হয়। কিন্তু সাধারণ যাত্রীরা এখানে ৫।৬ ঘণ্টার অধিক-কাল বাস করে না। এখানকার অধিকাংশই লোক বাঙ্গালী ও সাঁওতাল। তন্মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় অধিক লোক কথা কহে। এখানকার জমি উর্ব্বরা এবং প্রচুর পরিমাণে

শস্য উৎপাদন করে। সাধারণতঃ সাঁওতালদিগের দ্বারাই কৃষিকার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। এখানে প্রায় ৩০০ শত ঘর পাণ্ডার বাস। এখানকার জলবায়ু খুব স্বাস্থ্যকর। এখানে প্রায় সব জায়গাই খোলা, বাড়ীঘর খুব কম। এস্থানে একটী মাট্রিক স্কুল (নূতন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে) কয়েকটী চিকিৎসালয় ও একটী দাতব্য চিকিৎসালয়, থানা, পোষ্ট আফিস ইত্যাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যই আছে। প্রতিদিন সকালে একটী হাট বসে এখানে সমস্ত তরিতরকারী ও মাগুর মৎস্যই অধিক পাওয়া যায়; কিন্তু মধ্যে মধ্যে ভাগলপুর হইতে রোহিত মৎস্য ও অন্যান্য মৎস্য আইসে। দেওঘর শিব মন্দিরের জন্য খুব বিখ্যাত—কথিত আছে ত্রেতাযুগে লঙ্কাধিপতি মহাবীর রাবণ একদিন স্থির করিয়াছিলেন যে তাঁহার লঙ্কায় দেবাদিদেব মহাদেবকে স্থাপন করিতে হইবে এইরূপ স্থির করিয়া তিনি কৈলাসে গিয়া যখন পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইবেন এমন সময় দ্বারপাল নন্দী তাঁহাকে বাধা প্রদান করাতে তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে বহুদূরে ছুড়িয়া ফেলিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার ক্রোধের উপশম না হওয়াতে কৈলাস পর্ব্বতে উঠিলেন ইহাতে জগজ্জননী ভগবতী ভীত হইয়া মহাদেবকে স্মরণ করিলেন। মহাদেব রাবণের বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইলাম তুমি ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর! রাবণ বিনীতভাবে উত্তর করিলেন প্রভু! যদি আমার প্রতি সদয় হইয়া থাকেন তবে আমার লঙ্কায় চলুন; সেইখানে স্থিরভাবে অবস্থান করিবেন। শঙ্কর কহিলেন আমার এই মহালিঙ্গ গ্রহণ কর ইহাতে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। কিন্তু যদি রাস্তায় আমার লিঙ্গ নামাও তবে আর উঠাইতে পারিবে না। দশানন লিঙ্গ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে পার্ব্বতী কহিলেন—বিনা আচমনে এই মহালিঙ্গ স্পর্শ করিও না—এই জল গ্রহণ করিয়া আচমন করিয়া লও! রাবণ আচমন করিয়া লিঙ্গ লইয়া লঙ্কাভিমুখে যাইতেছেন দেখিয়া অন্যান্য দেবগণ ভীত হইয়া বিষ্ণুর স্মরণ লইলেন বিষ্ণু তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া বৃদ্ধ বিপ্রের রূপ ধারণ করতঃ দশাননের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। বহুদূরে গিয়া রাবণের প্রস্রাব আসাতে কি করিবেন স্থির করিতেছিলেন এমন সময় ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বলিলেন প্রভু আমার এই মহালিঙ্গটী একটু ধরুন—আমি প্রস্রাব করিয়া পুনরায় লইতেছি। বহু সাধ্য সাধনার পর বিপ্র স্বীকৃত হইলেন কিন্তু তিনি বলিলেন আমি বৃদ্ধ অধিকক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারিব না বলিয়া একটী সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। বিপ্র-হস্তে লিঙ্গ প্রদান করিয়া রাবণ জল লইয়া ১ মাইল দূরে প্রস্রাব করিতে গেলেন—শিবলিঙ্গ লইবার সময় পার্ব্বতী দেবী ছল পূর্ব্বক মন্ত্রপূত জল আচমনার্থে লঙ্কেশকে দিয়াছিলেন সেইজন্য লঙ্কেশ বহুক্ষণ অবধি প্রস্রাব করিতে লাগিলেন—এদিকে ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণু নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাক্ষস এবং দৈত্যের বিনাশহেতু শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন। লিঙ্গ তৎক্ষণাৎ অষ্ট অঙ্গুলীমাত্র উপরে রহিয়া সপ্ত পাতাল বিদ্ধ হইল। কিছুক্ষণ

পরে রাবণ ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে লিঙ্গটী স্থাপিত হইয়াছে আর একজন ভীল গঙ্গাজল দিয়া উহার পূজা করিতেছে। ভীল, রাবণকে কি উপায়ে বিষ্ণু ঐ লিঙ্গ স্থাপন করিলেন ইত্যাদি সমস্তই বলিল। রাবণ পুনরায় লিঙ্গটীকে লঙ্কায় লইবার জন্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া ঐখানেই পূজা করিলেন। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন যে রাবণের মৃত্যুর পর লিঙ্গটী কিছুদিন অনাদরে পড়িয়াছিল কিন্তু কিছুকাল পরে বৈদ্য নামক এক ব্যাধ উহাকে স্থাপন করেন। ঐ ব্যাধের নাম হইতেই বৈদ্যনাথ নাম উৎপত্তি হইয়াছে। রাবণ যেস্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ঐ জায়গার নাম হারলাজুরী এবং যেস্থানে লিঙ্গটী স্থাপিত হইয়াছিল তাহার নাম বৈদ্যনাথ বা (দেওঘর)। হারলাজুরীতে এখনও একটী ছোট পুষ্করিণী আছে। এখান কার পাণ্ডারা বলেন যে রাবণের প্রস্রাবে এই পুষ্করিণী হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাসে ইহার কোন উল্লেখ নাই। বর্ত্তমান মন্দিরের পার্শ্বে আরও অনেকগুলি দেব মূর্ত্তি আছে—যথা বিষ্ণু, কালী, দুর্গা, বটুক, গায়ত্রী নবগণেশ ইত্যাদি হিন্দু শাস্ত্রে বলে যে ব্যক্তি বৈদ্যনাথে (দেওঘর) মৃত্যুমুখে পতিত হন তাঁহার কৈলাস প্রাপ্তি হয়। তীর্থকৃত পাপ কাশীতে নাশ হয় আর কাশীকৃত পাপ এই বৈদ্যনাথ ক্ষেত্রে নাশ হয়। আর এখানকার পাপ বজ্রলেপ। এই ক্ষেত্রের জল গঙ্গাজল ও মৃত্তিকা কাঞ্চন তুল্য। ভারতে যে দ্বাদশ শিব পিণ্ডন যথা ১। কাশীধামে বিশ্বেশ্বর, ২। বদরিকাশ্রমে কেদারেশ্বর লিঙ্গ, ৩। শৈল মল্লিকার্জ্জনে বৃদ্ধি লিঙ্গ, ৪। ভীমপদে ভীম শঙ্কর লিঙ্গ, ৫। মান্ধাতাপুরে ওঁকারেশ্বর লিঙ্গ, ৬। উজ্জয়িনীতে মহাকাল লিঙ্গ, ৭। সৌরাষ্ট্রে সোমনাথ লিঙ্গ, ৮। হাদ্রপীঠে বৈদ্যনাথ লিঙ্গ, ৯। আনন্দ নগরে নাগনাথ লিঙ্গ, ১০। ইলাপুরে সম্বলেশ্বর লিঙ্গ ১১। সেতুবন্ধে রামেশ্বর লিঙ্গ আছে তন্মধ্যে বৈদ্যনাথের মন্দিরের প্রধান পাণ্ডাদিগের বংশ তালিকা নিম্নে দিলাম।

১। যুধন ওঝা।
২। রঘুনাথ
৩। চিরুওঝা
৪। মহুওঝা
৫। বামাদেব
৬। কেমাকারণ্য
৭। সদানন্দ
৮। চন্দ্রমোহন
৯। রত্নাপাণীওঝা
১০। জয়নারায়ণ
১১। যদুনন্দণ
১২। টিকারাম
১৩। দেবকীনন্দন
১৪। নারায়ণদত্ত
১৫। রামদত্ত
১৬। আনন্দদত্ত
১৭। পরমানন্দ
১৮। সর্ব্বানন্দ
১৯। ঈশ্বরীনন্দ
২০। শৈলযানন্দওঝা
২১। উমাশানন্দওঝা।

শেষোক্ত জন বর্ত্তমান প্রধান পাণ্ডা।

পটিচ্চ সমুৎপাদ

বা

জন্ম মৃত্যুরূপ ভবচক্র রহস্য

[রাজগুরুশ্রীমৎ ভগবানচন্দ্র মহাস্থবির]

প্রতীত্য সমুৎপাদ লিখিতে হইলে, প্রথমতঃ প্রতীত্য সমুৎপাদ কি ; সংক্ষেপে তাহার পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক। ইহার অপর নাম দ্বাদশ নিদান বা দ্বাদশ কারণ রূপ ভবচক্র। ইহাকে ভবচক্র বলিবার কারণ এই যে, চক্রের যেরূপ অন্ত বা শেষ নির্ণয় করা যায় না সেইরূপ এই দ্বাদশ কারণ যুক্ত ভবচক্রেরও অন্ত বা শেষ নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। উৎপন্ন ও বিনষ্ট অর্থাৎ জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর পুন জন্ম, এই জন্মমৃত্যু প্রবাহের আবর্তনে অবিরাম আবর্ত্তিত ভবচক্রের অন্ত কোথায় কে বলিতে পারে? সুতরাং এই জন্ম মৃত্যু রূপ ভবচক্রের শেষ বা সীমা কোথায় তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য ভগবান তথাগত এই প্রতীত্য সমুৎপাদে —হেতু ও প্রত্যয় অর্থাৎ কার্য্যকারণ ভাবের অবতারণা করিয়াছেন। কার্য্য বর্ত্তমান, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে ; তাহার কারণ অতীত ফল ভবিষ্যৎ বলিয়া তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে না অর্থাৎ মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পিপীলিকা, বৃক্ষ, লতীকা, প্রস্তর, মৃত্তিকা, ঘট ও পট প্রভৃতি কার্য্যগুলি আমরা সকলেই দেখিতেছি কিন্তু সেই সমুদয় কার্য্যগুলির কারণ কি? এই সকল কোথা হইতে আসিল আমরা কেহই, তাহা সম্যক-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। এই সমুদয় কার্য্যের মূল কি? কার্য্যের সহিত কারণের সম্বন্ধ কি? জড়ের সহিত চেতনের সম্বন্ধ হইল কেন? এই কার্য্য কারণ তত্ত্বের চিন্তা বা অনুসন্ধান করিতে করিতে ভগবান সম্যক্ সম্বুদ্ধ প্রতীত্য সমুৎপাদ দ্বাদশ বিভাগে বিভক্ত করিয়া বিশিষ্ট পরমার্থতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন। যাহা না বুঝিলে দর্শন শাস্ত্রে সম্যক অধিকার জন্মে না। জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রভৃতি মানব সভ্যতার সামগ্রীগুলি যাহাতে নিহিত, যাহা ভূতভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সম্বন্ধ এক কথায় বলিতে গেলে যাহা সকল বিদ্যার মূল ভিত্তি, সমুদয় দর্শনের আকর স্বরূপ, যাহা সকল দার্শনিকের অবলম্বনীয় তাহাই প্রতীত্য সমুৎপাদ নামে অভিহিত।

ইহা উদ্দেশ ও নির্দ্দেশ এবং সুত্তান্ত ভাজনি ও অভিধর্ম্ম ভাজনি মাতিকা এই দুই প্রকার। পঞ্চম চতুষ্ক, হেতু চতুষ্ক, সম্পযুত্ত চতুষ্ক ও অঞ্ঞমঞ্ঞ চতুষ্ক এই চতুর্বিধ চতুষ্কে বা চতুর্বিধ চতুষ্কে বিভক্ত করিয়া প্রতীত্য সমুৎপাদ উপদেশ দিয়াছেন। অতি গম্ভীর ভাবযুক্ত প্রতীত্য সমুৎপাদ ধর্ম্ম মহাসমুদ্রবৎ গম্ভীর। কুশ নিক্ষেপ করিয়া সমুদ্রজল পরিমাণ করা যেমন দুঃসাধ্য, ভূমিতে স্থিত হইয়া বৃহৎ বৃক্ষের অগ্রভাগ স্পর্শ করা যেমন অসম্ভব সেইরূপ সাধারণ জ্ঞানে প্রতীত্য সমুৎপাদ ধর্ম্ম বুঝিয়া উঠাও দুষ্কর ; তজ্জন্য সাধারণের উপকারার্থে ভগবান তথাগত প্রতীত্য সমুৎপাদ উপদেশ দিয়াছেন—তাহা নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

সুত্তান্তভাজনি মাতিকা উদ্দেশ।

পালি—

অবিজ্জা পচ্চয়া সঙ্খারা, সঙ্খার পচ্চয়া

বিঞ্ঞাণং, বিঞ্ঞাণ পচ্চয়া নাম রূপং, নামরূপ পচ্চয়া সলাযতন, সলাযতন পচ্চয়া ফস্সো, ফস্সো পচ্চয়া বেদনা, বেদনা পচ্চয়া তণ্‌হা, তণ্‌হা পচ্চয়া উপাদানং, উপাদান পচ্চয়া ভবো, ভবপচ্চয়া জাতি, জাতি পচ্চয়া জরা মরণ সোক পরিদেব দুক্খ দোমনস্সুপায়াসা সম্ভবন্তি, এবমেতস্স কেবলস্স দুক্খ ক্খন্ধস্স সমুদয়ো হোতী তি।

অবিদ্যা প্রত্যয় সংস্কার,সংস্কার প্রত্যয় বিজ্ঞান, বিজ্ঞান প্রত্যয় নাম রূপ, নামরূপ প্রত্যয় ষড়ায়তন, ষড়ায়তন প্রত্যয় স্পর্শ, স্পর্শ প্রত্যয় বেদনা, বেদনা প্রত্যয় তৃষ্ণা, তৃষ্ণা প্রত্যয় উপাদান, উপাদান প্রত্যয় ভব, ভব প্রত্যয় জাতি বা জন্ম, জাতি প্রত্যয় জরা মরণ, শোক, বিলাপ, দুঃখ দৌর্ম্মনস্য ও উপায়াশ সম্ভব হয়। এইরূপে কেবল্ল এই দুঃখ স্কন্ধের সমুদয় হইয়া থাকে।

এ স্থলে অবিদ্যা কি? দুঃখে অজ্ঞান, দুঃখ সমুদয়ে অজ্ঞান। দুঃখ নিরোধে অজ্ঞান, ও দুঃখ নিরোধ গামিনী—প্রতিপদায় অজ্ঞান, ইহাকেই অবিদ্যা বলিয়া কথিত।

অবিদ্যা প্রত্যয় সংস্কার কাহাকে বলে? পুণ্যাভি সংস্কার, অপুণ্যাভি সংস্কার, আনেঞ্জাভিসংস্কার, কায়সংস্কার, বাচীসংস্কার ও চিত্ত সংস্কার এই সমুদয়ই সংস্কার। উপরোক্ত সংস্কারের মধ্যে পুণ্যাভি সংস্কার কি? কামাবচর ও রূপাবচর, দানময়, শীলময় ও ভাবনাময় কুশল চেতনাই— পুণ্যাভিসংস্কার।

অপুণ্যাভি সংস্কার কি? কামাবচর অকুশল চেতনাই অপুণ্যাভি সংস্কার।

আনেঞ্জাভিসংস্কার কি? অরূপাবচর কুশল চেতনাই আনেঞ্জাভি সংস্কার।

কায়সংস্কার কি? কায় সংচেতনা ভাবই কায় সংস্কার।

বাচী সংস্কার কি? বাক্য সংচেতনাই বাচী সংস্কার।

চিত্ত সংস্কার কি? মন সংচেতনাই চিত্ত সংস্কার। ইহাই অবিদ্যা প্রত্যয় সংস্কার নামে অভিহিত।

সংস্কার প্রত্যয় বিজ্ঞান কি? চক্ষু বিজ্ঞান, শ্রোত্র বিজ্ঞান, ঘ্রাণ বিজ্ঞান, জিহ্বা বিজ্ঞান, কায় বিজ্ঞান ও মন বিজ্ঞান ইহারাই সংস্কার প্রত্যয় বিজ্ঞান।

বিজ্ঞান প্রত্যয় নাম রূপ কি? নাম ও রূপ দুই প্রকার। ইহার মধ্যে নাম কি? বেদনা স্কন্ধ, সজ্ঞা স্কন্ধ ও সংস্কার স্কন্ধ ইহাই নাম।

রূপ কি? চারিপ্রকার মহাভূত এবং সেই চারি প্রকার মহাভূতের উৎপাদ্য রূপ সমূহই রূপ, ইহারাই বিজ্ঞান প্রত্যয় নাম রূপ।

নামরূপ প্রত্যয় ষড়ায়তন কি? চক্ষ্বায়তন, শ্রোত্রায়তন, ঘ্রাণায়তন, জিহ্বায়তন, কায়ায়তন ও মনায়তন ইহারাই নাম রূপ প্রত্যয় ষড়ায়তন।

ষড়ায়তন প্রত্যয় স্পর্শ কি? চক্ষুস্পর্শ, শ্রোত্র সংস্পর্শ, ঘ্রাণ সংস্পর্শ, কায়সংস্পর্শ, ও মনসংস্পর্শ, ইহাই ষড়ায়তন প্রত্যয় স্পর্শ।

স্পর্শ প্রত্যয় বেদনা কি? চক্ষু সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা সংস্পর্শজ বেদনা,

কায়সংস্পর্শজ বেদনা ও মনঃ সংস্পর্শজ বেদনা, ইহারাই স্পর্শ প্রত্যয় বেদনা।

বেদনা প্রত্যয় তৃষ্ণা কি? রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা ও ধর্ম্মতৃষ্ণা, ইহারাই বেদনা প্রত্যয় তৃষ্ণা।

তৃষ্ণা প্রত্যয় উপাদান কি? কামুপাদান দিট্‌ঠুপাদান (মিথ্যা দৃষ্টিরূপ উপদান), শীল ব্রতুপাদান ও আত্মবাদুপাদান ইহাই তৃষ্ণা প্রত্যয় উপাদান।

উপাদান প্রত্যয় ভব কি? ভব দ্বিবিধ কর্ম্ম; ভব ও উপপত্তি ভব। ইহার মধ্যে কর্ম্ম ভব কি? পুণ্যাভিসংস্কার (কুশল সংস্কার), অপুণ্যাভি সংস্কার (অকুশল সংস্কার), আনেঞ্জাভি সংস্কার (উপেক্ষা সংস্কার) ইহাই কর্ম্মভব। সমুদয় ভবগামী কর্ম্মই কর্ম্মভব নামে কথিত।

উপপত্তি ভব কি? কামভব, রূপভব, অরূপভব, সজ্ঞাভব, অসজ্ঞাভব, নৈবসজ্ঞানা-সজ্ঞা ভব, একবোকার ভব (একস্কন্ধরূপ ভব), চতুবোকার ভব (চতুস্কন্ধরূপ ভব), পঞ্চবোকার ভব (পঞ্চস্কন্ধরূপ ভব) ইহারাই উপপত্তি ভব নামে কীর্ত্তিত।

ভব প্রত্যয় জাতি কি? যে—সেই সেই প্রাণিগণের তথা তথা সত্বরূপে জাতি, সংজাতি, ওক্কন্তি (গর্ভেজাত), অভিনির্ব্বর্ত্তি স্কন্ধ সমূহের প্রাদুর্ভাব ও আয়তন সমূহের প্রতি লাভ, ইহাকেই বলে জাতি।

জাতি প্রত্যয় জরা মরণ কি? জরা ও মরণ দ্বিবিধ, তন্মধ্যে জরা কি? যে সেই সেই প্রাণিগণের তথা তথা সত্বকায়ে (অর্থাৎ সেই সেই শরীরে) জরা, জীর্ণতা, খণ্ডিত্ব, পলিত্ব, বলিত্বতা, আয়ুরহানি ও ইন্দ্রিয় সমূহের পরিপক্ক ইহাই জরা।

মরণ কি? যে সেই সেই প্রাণিগণের তথা তথা বা সেই সেই সত্বকায়ার চ্যুতি, চবনতা, ভেদ, অন্তর্দ্ধান, মৃত্যু, মরণ, কাল ক্রিয়া, স্কন্ধ সমূহের ভেদ, কলেবরের নিক্ষেপ, ও জীবিতেন্দ্রিয়ের উপচ্ছেদ ইহাই মরণ। ইহাকেই বলে জাতি প্রত্যয় জরামরণ।

শোক কি? জ্ঞাতি ব্যসনে, ভোগব্যসনে রোগ ব্যসনে, শীলব্যসনে বা দিট্‌ঠিব্যসনে ম্রিয়মানের অথবা অন্যতর বা অন্যান্য ব্যসন সময়াগতের, অন্যান্য দুঃখ ধর্ম্মে ম্রিয়মানের, শোক, শোচনা, শোচিতত্ব, অন্তশোক, অন্তপরিশোক, চেতস্‌পরিদাহন, দৌর্ম্মনস্য ও শোকশল্য ইহাই শোক।

পরিদেব কি? জ্ঞাতিব্যসনে, ভোগব্যসনে, রোগব্যসনে, শীলব্যসনে, বা দিট্‌ঠিব্যসনে ম্রিয়মানের, অথবা অন্যান্যব্যসন সমন্বাগতের, অন্যান্য দুঃখ ধর্ম্মে ম্রিয়মানের আদেব, পরিদেব, আদেবনা, পরিদেবনা, আদেবিতত্ব, পরিদেবিতত্ব, বাক্‌প্রলাপ বিপ্রলাপ, লালপ্য, লালপ্যনা ও লালপ্যিতত্ব ইহাকেই বলে পরিদেব।

দুঃখ কি? যে কায়িক অশুভ, কায়িক দুঃখ, কায়সংস্পর্শজ অশুভ দুঃখবেদয়ীত ও কায়সংস্পর্শজ অশুভ দুঃখ বেদনা ইহাই দুঃখ।

দৌর্ম্মনস্য কি? যে চৈতসিক অশুভ, চৈতসিক দুঃখ, চেতসংস্পর্শজ অশুভ দুঃখবেদয়ীত, চেতসংস্পর্শজ অশুভ দুঃখবেদনা— ইহাই দৌর্ম্মনস্য।

উপায়াশ কি? জ্ঞাতিব্যসনে, ভোগ

ব্যসনে, রোগব্যসনে, শীলব্যসনে বা দিট্‌ঠি ব্যসনে ম্রিয়মানের অথবা অন্যান্যব্যসনাপন্নের, অন্যান্য দুঃখ ধর্ম্মে নিপীড়িতের আয়াশ, উপায়াশ, আয়াশিতত্ব ও উপায়াশিতত্ব, ইহাই উপায়াশ।

এইরূপে কেবল এই দুঃখ স্কন্ধের সমুদয় হয় বলিলে এইরূপে কেবল এই দুঃখস্কন্ধের সঙ্গতি, সমাগম, সমোধান ও প্রাদুর্ভাব হয়। তজ্জন্য বলা হইয়াছে—এইরূপে কেবল এই দুঃখস্কন্ধের সমুদয় হয়।

ভগবান সম্যক্ সম্বুদ্ধ—এই প্রতীত্য সমুৎপাদ—ত্রয়কাল, দ্বাদশ অঙ্গ, বিংশতি আকার, ত্রয় সন্ধি, চতুসংক্ষেপ, ত্রয় বর্ত্ম ও দুই মূলে বিভক্ত করিয়াছেন।

যেমন—অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি ও জরামরণ প্রতীত্য সমুৎপাদের বা ভব চক্রের এই দ্বাদশ অঙ্গ বা বিভাগ। শোকাদি বাক্যগুলি ভবচক্রের অবিচ্ছেদ্য ফল প্রদর্শনার্থ বলা হইয়াছে ইহারা অঙ্গ নহে।

এই দ্বাদশ অঙ্গের মধ্যে অবিদ্যা ও সংস্কার অতীত কাল, জাতি ও জরামরণ ভবিষ্যৎ কাল, উভয়ের মধ্যের আট প্রকার অঙ্গ বর্ত্তমান কাল; এইরূপে অতীতের সহিত বর্ত্তমান ও বর্ত্তমানের সহিত ভবিষ্যতের সম্বন্ধ।

অবিদ্যা ও সংস্কার অতীতকালরূপে গ্রহণ করাতে তৃষ্ণা, উপাদান ও ভবও গৃহীত, এই জন্য এই পাঁচটী অতীত হেতু। বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, জাতি ও জরামরণ ইহারা সেই অতীত হেতুর বর্ত্তমান ফল। তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব বর্ত্তমানে গ্রহণে তাহাদের সহগামী বলিয়া অবিদ্যা ও সংস্কারও গৃহীত এইজন্য এই পাঁচটী বর্ত্তমান হেতু এবং বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, জাতি ও জরামরণ ইহারা উক্ত বর্ত্তমান হেতুর ভবিষ্যৎ ফলরূপে কথিত।

এবম্প্রকারে অতীত হেতু ৫, বর্ত্তমান ফল ৫, বর্ত্তমান হেতু ৫, ও ভবিষ্যৎ ফল ৫, এই বিংশতি আকার। অতীত হেতু ও বর্ত্তমান ফল, বর্ত্তমান ফল ও বর্ত্তমান হেতু এবং বর্ত্তমান হেতু ও ভবিষ্যৎ ফল এই ত্রয় সন্ধি অর্থাৎ অতীত কারণের সহিত বর্ত্তমান ফলের, বর্ত্তমান ফলের সহিত বর্ত্তমান কারণের ও বর্ত্তমান কারণের সহিত ভবিষ্যৎ ফলের সন্ধি বা সম্বন্ধ।

অথবা সংস্কার ও বিজ্ঞানের অন্তর এক সন্ধি, বেদনা ও তৃষ্ণার অন্তর এক, এবং ভব ও জাতির অন্তর এক সন্ধি এই ত্রয় সন্ধি।

অথবা হেতু ও ফলের অবিচ্ছেদ্য প্রবর্ত্তিভাব হইতে হেতু ও ফল সম্বন্ধ বলিয়া হেতু ও ফলে প্রথম সম্বন্ধ বা সন্ধি, দ্বিতীয় সন্ধি কিন্তু ফলের সহিত হেতুর অবিচ্ছেদ্য প্রবর্ত্তিভাব হইতে ফলও হেতুর প্রত্যয় হইয়া থাকে বলিয়াই ফল ও হেতু দ্বিতীয় সন্ধি অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে ফলের উৎপন্ন আবার সেই ফল হইতেও বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে এইরূপ কারণ হইতে কার্য্যের অভিব্যক্তি পুন সেই কার্য্য পরক্ষণে ভবিষ্যৎ কার্য্যের কারণত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভবিষ্যৎ কার্য্যের উৎপাদক হইয়া থাকে। ইহাই দ্বিতীয় সন্ধির তাৎপর্য্যার্থ।

তৃতীয় সন্ধি প্রথম সন্ধির ন্যায় হেতু ও ফল সম্বন্ধ মাত্র। এই ত্রিসন্ধি।

অতীত হেতু, বর্ত্তমান ফল, বর্ত্তমান হেতু, ভবিষ্যৎ ফল এই চতুর সংক্ষেপ।

অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও উপাদান এই তিনটী ক্লেশ বর্ত্ম, কর্ম্ম-ভব কথিত ভব একদেশ বা ভবিষ্যৎ প্রতিসন্ধি প্রত্যয় চেতনা ও সংস্কার কর্ম্মবর্ত্ম; উপপত্তি ভবরূপ ভব একদেশ এবং বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, জাতি ও জরামরণ এই সমুদয় বিপাক বর্ত্ম। এই ত্রয় বর্ত্ম। পূর্ব্বান্তে অবিদ্যা মূল, অপরান্তে তৃষ্ণা মূল এই ২ প্রকার মূল কথিত হইয়াছে।

এই দ্বাদশ অঙ্গযুক্ত প্রতীত্য সমুৎপাদ বা দ্বাদশ নিদানরূপ ভবচক্রের প্রত্যেক অঙ্গের লক্ষণাদি বলিতে গেলে—অবিদ্যার লক্ষণ অজ্ঞানতা সম্মোহন ইহার রস, আচ্ছাদন প্রত্যুপস্থান ও আসব পদস্থান। সংস্কারের লক্ষণ অভি সংস্করণ আয়ুহন (কর্ম্ম সঞ্চয়) ইহার রস, চেতনা প্রত্যুপস্থান ও অবিদ্যাই পদস্থান। বিজ্ঞানের লক্ষণ, বিজানন পূর্ব্বাঙ্গম ইহার রস, প্রতিসন্ধি প্রত্যুপস্থান এবং সংস্কারপদ স্থান অথবা বস্তু আরম্মণই পদস্থান। নামের লক্ষণ নমন, সম্প্রযোগ ইহার রস, অভিনির্ভোগ প্রত্যুপস্থান, এবং বিজ্ঞানই পদস্থান। রূপের লক্ষণ রূপ্পন (পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হওয়া), বিকিরণ ইহার রস, অব্যাকৃত প্রত্যুপস্থান, ও বিজ্ঞানই পদস্থান। ষড়ায়তনের লক্ষণ আয়তন (বিষয়ে বিস্তৃত হওয়া), দর্শনাদি ইহাদের রস, বস্তু দ্বারভাব প্রত্যুপস্থান ও নামরূপই পদস্থান। স্পর্শের লক্ষণ ফুশন (স্পর্শন), সঙ্ঘটন ইহার রস, সঙ্গতি প্রত্যুপস্থান, এবং ষড়ায়তনই পদস্থান। বেদনার লক্ষণ অনুভবন (অনুভব করণ), বিষয় সম্ভোগ ইহার রস, সুখ দুঃখই প্রত্যুপস্থান, এবং স্পর্শই পদস্থান। তৃষ্ণার লক্ষণ হেতু, (অনুসন্ধান) অভিনন্দন ইহার রস, অতৃপ্তিভাব ইহার প্রত্যুপস্থান, বেদনাই পদস্থান। উপাদানের লক্ষণ গ্রহণ, অমুঞ্চন (অমুক্তভাব) ইহার রস, গাঢ় তৃষ্ণাসংযুক্ত দৃষ্টি প্রত্যুপস্থান, এবং তৃষ্ণাই পদস্থান, কর্ম্ম, কর্ম্মফলই ভবের লক্ষণ, ভাবনভবন (উৎপন্ন হওয়া) ইহার রস কুশলাকুশল ও অব্যাকৃত প্রত্যুপস্থান, উপাদানই পদস্থান। জাতির লক্ষণ তত্র তত্র ভবে প্রথমাভিনির্ব্বর্ত্তি, নির্য্যাতন ইহার রস, অতীত ভব হইতে ইহলোকে নিমজ্জনই (নিমগ্ন হওয়া) প্রত্যুপস্থান, অথবা ফলাত্মরূপ দুঃখ বৈচিত্র্যতাই প্রত্যুপস্থান, ভবই পদস্থান। জরার লক্ষণ স্কন্ধের পরিপক্কতা, মরণুপনয়ন ইহার রস, যৌবন বিনষ্ট প্রত্যুপস্থান, ও জাতি ইহার পদস্থান। মরণের লক্ষণ চ্যুতি, বিয়োগ ইহার রস, বিপ্রবাস প্রত্যুপস্থান এবং জাতিই পদস্থান।

অবিদ্যা—অজ্ঞান ও মোহাদিরূপে একই প্রকার, অপ্রতিপত্তি ও মিথ্যা প্রতিপত্তি ভেদে দুই প্রকার, সেইরূপ সংস্কার ও অসংস্কার ভেদে দুই প্রকার। বেদনাত্রয় সম্প্রযোগে ত্রিবিধ, চতুর সত্য প্রতিবেধ বলিয়া চতুর্ব্বিধ, গতি পঞ্চকাদির আচ্ছাদক বলিয়া পঞ্চবিধ, দ্বার ও আরম্মণ ভেদে সমুদয় অরূপ ধর্ম্মে অবিদ্যা ছয় প্রকার।

সংস্কার—সাশ্রব বিপাক ধর্ম্মের ধর্ম্ম বলিয়া একই প্রকার, কুশলাকুশলভেদে দুই প্রকার,

সেইরূপ পরিত্ত ও মহগ্‌গত ভেদে দুই প্রকার, হীন ও মধ্যম রূপে, মিথ্যাত্বনিয়ত ও অনিয়ত রূপে দুই প্রকার। পুণ্যাপুণ্য ও আনেঞ্জভেদে ত্রিবিধ, চতুর্যুনি সংবর্ত্তনিক বলিয়া চতুর্ব্বিধ, পঞ্চগতিগামী বলিয়া পঞ্চবিধ।

বিজ্ঞান—লৌকিক বিপাকরূপে একই প্রকার, সহেতুক ও অহেতুক ভেদে দুই প্রকার, ভব ত্রয় পর্য্যায়াপন্নরূপে ত্রিবিধ, সেইরূপ বেদনা ত্রয় সম্প্রযোগে ত্রিবিধ, অহেতুক, দ্বিহেতুক ও ত্রিহেতুকরূপে ত্রিবিধ, চতুঃযুনি রূপে চতুর্ব্বিধ, পঞ্চগতিরূপে পঞ্চবিধ হইয়া থাকে।

নামরূপ বিজ্ঞান সন্নিশ্চয় ও কর্ম্মপ্রত্যয় রূপে একই প্রকার, সারম্মণ ও অনারম্মণ ভেদে দ্বিবিধ, অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান ভেদে ত্রিবিধ, চতুর্যুনিরূপে চতুর্ব্বিধ, পঞ্চগতি রূপ পঞ্চবিধ।

ষড়ায়তন সঞ্জাতি ও সমশরণ স্থানরূপে একপ্রকার, ভূতপ্রসাদ ও বিজ্ঞানাদিরূপে দ্বিবিধ সম্প্রাপ্ত ও অসম্প্রাপ্ত ও ত্রয়গোচররূপে ত্রিবিধ, চতুঃযুনিরূপে চতুর্ব্বিধ, পঞ্চগতিরূপে পঞ্চবিধ হয়। এইরূপে স্পর্শাদিরও এক বিধাদি ভেদ জানিতে হইবে।

ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ দেশনা ভেদে—বল্লিআহরক চতুঃপুরুষের বল্লি গ্রহণবৎ আদি বা মধ্য হইতে—আরম্ভ করিয়া যাবৎ শেষ পর্য্যন্ত, সেইরূপ শেষ বা মধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া যাবৎ আদি পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিধ প্রতীত্য সমুৎপাদ উপদেশ দিয়াছেন। যেমন বল্লিআহরক চারিজন পুরুষে প্রথমতঃ একটী বল্লির মূল দর্শন করে, তাহা হইলে সেই বল্লির মূল ছেদন করিয়া সমুদয় বল্লি গ্রহণ করিয়া কার্য্যে প্রয়োগ করে; সেইরূপ ভগবান সম্যক্ সম্বুদ্ধ,—"ইতিখোভিক্‌খবে অবিজ্জা পচ্চয়া সঙ্খারা, সংখার পচ্চয়া বিজ্ঞান ইত্যাদি জাতিপচ্চয়া জরামরণ" আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রতীত্য সমুৎপাদ উপদেশ দিয়াছেন। যদি সেই পুরুষগণ সেই বল্লির প্রথমঃ মধ্যভাগ দর্শন করে তাহা হইলে তাহারা সেই বল্লির মধ্যভাগে ছেদন করিয়া উপরিভাগ মাত্র কার্য্যে প্রয়োগ করে, সেইরূপ ভগবান তথাগত তাহাদের সেই বেদনা অভিনন্দন করিয়া বেদনা হইতে নন্দি বা তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি এই মধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া যাবৎ পর্য্যাবসান পর্য্যন্ত প্রতীত্য সমুৎপাদ উপদেশ দিয়াছেন।

যদি সেই পুরুষগণ ঐ বল্লির প্রথমতঃ অগ্রভাগ দর্শন করে তাহা হইলে তাহারা সেই বল্লির অগ্রভাগ গ্রহণ করতঃ অগ্রাহনুরূপে যাবৎ মূল পর্য্যন্ত সমুদয় কার্য্যে প্রয়োগ করে সেইরূপে ভগবান লোকনাথ জাতি প্রত্যয় জরামরণ অগ্ররূপে গ্রহণ করিয়া এই অগ্রভাগ হইতে প্রতিলোম ক্রমে যাবৎ অবিদ্যা মূল পর্য্যন্ত প্রতীত্য সমুৎপাদ উপদেশ দিয়াছেন।

পুন যদি সেই পুরুষগণ সেই বল্লির মধ্যভাগ প্রথমতঃ দর্শন করে তাহা হইলে সেই মধ্যভাগ কর্ত্তন করিয়া তৎ নিম্ন অংশ মূল পর্য্যন্ত সমুদয় কার্য্যে প্রয়োগ করে—সেইরূপ ভগবান তথাগত—"ইমেচ ভিক্‌খবে চত্তারো আহারা কিং নিদানা? কিং সমুদয়া? কিং জাতিকা? কিং পভবা?

ইমে বত্তারো আহারা তন্‌হা নিদানা, তন্‌হা সমুদয়া তনহা জাতিকা, তন্‌হা পভবা।"

হে ভিক্ষুগণ! চারি প্রকার আহারের নিদান কি! সমুদয় কি? জাতি কি? প্রভব কি? চারি প্রকার আহারের নিদান তৃষ্ণা, তৃষ্ণা সমুদয়, তৃষ্ণা জাতিক, তৃষ্ণাই প্রভব। তৃষ্ণার নিদান কি? বেদনা, বেদনার নিদান কি? স্পর্শ, স্পর্শের নিদান কি? ষড়াতন, ষড়ায়তনের নিদান কি? নামরূপ, নাম রূপের নিদান কি? বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের নিদান কি? সংস্কার, সংস্কারের নিদান কি? অবিদ্যা এইরূপ মধ্য হইতে যাবৎ আদি পর্য্যন্ত উপদেশ দিয়াছিলেন।

ভগবান সম্যক্ সম্বুদ্ধ—এক প্রতীত্য সমুৎপাদ ধর্ম্ম কেন চারি প্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন? প্রতীত্য সমুৎপাদের সমস্ত ভদ্রকত্ব অর্থাৎ সকল দিগদিয়াই সম্যক্ উপলব্ধি করিবার উপযুক্ততা বিদ্যমান আছে বলিয়া। অথবা স্বয়ং দেশনা বিলাশপ্রাপ্ত বলিয়া দেশনা বিলাশপ্রাপ্ত ভগবান অমিতাভ চতুর বৈশারদ্য ও প্রতি সম্ভিদা যোগে নানাকারে, অচিন্তনীয়, সাধারণ জ্ঞানের অনববোধ্য, জ্ঞানীগনের জ্ঞানগম্য চতুর্ব্বিধ গুম্ভীর ভাবযুক্ত ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছিলেন।

বিশেষতঃ—যাহা আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনুলোম দেশনা তাহা প্রবর্ত্তি কারণ বৈনেয্য জনের সংমূঢ়তা সমন্থুস্পর্শনের জন্য, স্বীয় কারণ হইতে কার্য্যের প্রবর্ত্তন সন্দর্শনার্থ—উৎপত্তি ক্রম প্রদর্শনার্থ বলা হইয়াছে। যাহা পর্য্যারসান হইতে আদি পর্য্যন্ত প্রতিলোম দেশনা, তাহা সংসারের কার্য্যাবলোকন করিয়া অর্থাৎ জন্মিতেছে জীর্ণতাপ্রাপ্ত হইতেছে, মৃত্যু হইতেছ ইত্যাদি কার্য্যাপন্ন লোক এই কার্য্যের পূর্ব্বভাগ বা কারণ অজ্ঞাত বলিয়া সেই সেই জরামরণ দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার উপায় নিষ্কারণ করিতে পারিতেছে না; অতএব সেই মুক্তির উপায় প্রদর্শনার্থ বলা হইয়াছে। যাহা মধ্য হইতে আদি পর্য্যন্ত উপদেশ তাহা—আহার কারণ ব্যবস্থাপনানুসারে যাবৎ অতীতকাল হইতে হেতুফলাদি প্রতিপটিরূপে প্রদর্শনার্থ বলা হইয়াছে। পুনঃ যাহা মধ্য হইতে পর্য্যাবসান পর্য্যন্ত দেশনা তাহা প্রত্যুৎপন্নকালে ভবিষ্যৎ হেতু সমুত্থান বশতঃ অনাগত কাল প্রদর্শনার্থ বলা হইয়াছে।

এই চারি প্রকার দেশনার মধ্যে যাহা প্রতিলোম দেশনা তাহাই অন্যান্য দেশনায় কার্য্যানুরূপে প্রক্ষিপ্ত করিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে মাত্র ইহারা পৃথক কিছুই নহে।

অগ্রশ্রাবক ধর্ম্ম সেনাপতি মহাস্থবির সারিপুত্র বলিয়াছিলেন ভগবন্ আপনার মত গুরু লাভ করা অতি ভাগ্য ফলেই বলিতে হইবে। আপনার মত মহাজ্ঞানী অসীম অনন্ত জ্ঞানী পূর্ব্বেও ছিল না বর্ত্তমানেও নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। আমাদের পূর্ব্ব পুণ্য ফলেই আপনার মত গুরুর শ্রীচরণ লাভ করিয়াছি। সেই মহাজ্ঞানী তথাগত সর্ব্বজ্ঞ—

অবিদ্যা কি? অবিদ্যা পূর্ব্বে কোথায় কিরূপই ছিল; অবিদ্যার পূর্ব্বেই বা কি ছিল? অবিদ্যা কখন প্রবর্ত্তিত হইল? অবিদ্যা ভাব কি অভাব পদার্থ, সাবয়ব বা নিরাবয়ব, সাকার কি নিরাকার, সৎ বা অসৎ, স্থির বা অস্থির ইহার নির্দ্ধারণার্থ ভগবান সম্যক্ সম্বুদ্ধ

অবিদ্যাকে কিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অনুসন্ধান করা যাউক। তিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির কারণ রূপে অবিদ্যাকে ভবচক্রের বা সৃষ্টিতত্ত্বের আদিতেই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এই অবিদ্যাকে কেন আদিতে গ্রহণ করিলেন? অবিদ্যাই কি জগতের মূল কারণ? অথবা প্রকৃতি বাদিগণের প্রকৃতির ন্যায় অবিদ্যা অকারণ? না—অকারণ নহে, আসব; সমুদায়ে অবিদ্যা সমুদয় বলিয়া অবিদ্যার কারণ উক্ত হইয়াছ। এইরূপ কারণ পরম্পরার মূল কারণ আছে কি? যদি থাকে সেই কারণ কি? এইরূপ প্রশ্ন অনেক হইতে পারে কিন্তু জ্ঞানীগণ যাহা নিরর্থক অপ্রয়োজনীয় তাহা ত্যাগ করিয়া বর্ত্ম কথায় শীর্ষ ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন; যদ্দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে তাহাই মূল রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

ভগবান তথাগত বর্ত্ম কথায় দুইটি ধর্ম্মকে শীর্ষ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, অবিদ্যা ও ভব তৃষ্ণা। অবিদ্যা অতীত শীর্ষ ও ভবতৃষ্ণা বর্ত্তমান শীর্ষরূপে গৃহীত। "পুরিমা ভিক্খবে কোটি নপঞ্ঞায়তি আবিজ্জায় ইতো পুব্বে অবিজ্জানাহোসি, অথ পচ্ছা সম ভবীতি।"

হে ভিক্ষুগণ! অবিদ্যার পূর্ব্বকোটি জানা যায় না; ইহার পূর্ব্বে অবিদ্যা ছিল না অথপর হইয়াছে। ভব তৃষ্ণাও সেইরূপ। ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ কেন এই দুই ধর্ম্মকে শীর্ষ বা মূল করিয়া উপদেশ দিয়াছেন? তাহার কারণ এই—সুগতি ও দুর্গতিগামী কর্ম্মের বিশেষ হেতু বলিয়া।

দুর্গতিগামী কর্ম্মের হেতু অবিদ্যা, কারণ অগ্নিসন্তপ্ত লঘুড়াভিঘাত, বা পরিশ্রমাভিভূত ব্যক্তির শান্তিবিধান মানসে, অবিদ্যাভিভূত পিপাসিত পৃথকজন অজ্ঞানবশতঃ তাহার অনর্থবাহ উষ্ণ জালপানের ন্যায়, ক্লেশসন্তপ্ত নিরাস্বাদদুর্গতি ও বিনিপাতগামি নিজের অনর্থবাহ প্রাণ বধাদি দুর্গতিগামি কর্ম্ম আরব্ধ করিয়া দুর্গতি ভোগ করিয়া থাকে।

সুগতিগামী কর্ম্মের হেতু ভবতৃষ্ণা, কারণ অগ্নিসন্তপ্ত, লঘুড়াভিঘাত বা পরিশ্রমাতুর পিপাসিতের শান্তিবিধান মানসে পরিশ্রম বিনোদক পিপাসার শান্তিকারক শীতোদক পানের ন্যায় ক্লেশ সন্তাপ বিরহিত আস্বাদযুক্ত সুগতি সম্প্রাপক দুর্গতি বিনোদক প্রাণবধাদি বিরতি সুগতিগামী কর্ম্ম আরব্ধ করিয়া সুগতি ভোগ করিয়া থাকে।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায় এই বর্ত্ম কথায় যদি দ্বিমূলিক ধর্ম্মই নিদৃষ্ট হইল তাহা হইলে ভগবান সম্যক্ সম্বুদ্ধ—অবিদ্যা প্রত্যয় সংস্কার, সংস্কার প্রত্যয় বিজ্ঞান ইত্যাদি এক মূলিক ধর্ম্মের উপদেশ দিলেন কেন? ইহার কারণ এই যে, যেখানে যেরূপ উপদেশ দেওয়ার আবশ্যক সেস্থানে সেইরূপ উপদেশ দেওয়ার উপযোগিতা বোধে ভগবান কখন এক মূলিক কখন দ্বিমূলিক ধর্ম্ম নানাকারে উপদেশ দিয়াছেন। সেই সমুদয় উপদেশের মধ্যে অবিদ্যা প্রত্যয় সংস্কার, সংস্কার প্রত্যয় বিজ্ঞান ইত্যাদি এক মূলিক ধর্ম্ম; দেশনা ভেদে অবিদ্যা মূলই প্রদর্শন করিয়াছেন।

অবিদ্যার পর আর কিছুই উপদেশ দেন নাই, কারণ তাহা সাধারণ মানবগণের

এই সঙ্গীতত্রয়ের উদ্যোগকারী মহোদয়গণকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

১ম অধিবেশন ঃ—২৩শে আশ্বিন ১০ই অক্টোবর শুক্রবার রাত্রি ১১টার সময় রাজগুরু শ্রীমৎ ভগবান চন্দ্র মহাস্থবির মহোদয়ের সভাপতিত্বে ধর্ম্মাঙ্কুরের বার্ষিক সভার ১ম অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজয় বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত মেঘনাথ বড়ুয়া, শ্রীমান কুমুদরঞ্জন তালুকদার, শ্রীমান বিজয়ানন্দ বড়ুয়া ও শ্রীযুক্ত তরণী সেন বড়ুয়া প্রভৃতি মহোদয়গণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিষয়ে সারগর্ভ রচনা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বড়ুয়া ধর্ম্মপদের কতয়কটী গাথা আবৃত্তি করিয়া একটী উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা করেন। অবশেষে রাজগুরু শ্রীমৎ ভগবান চন্দ্র মহাস্থবির মহোদয় সভাপতির অভিভাষণ প্রসঙ্গে এক সুদীর্ঘ ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান পর করিলে রাত্রি প্রায় ২টার সময় সভার কার্য্য স্থগিত হয়।

২য় অধিবেশন ঃ—২৪শে আশ্বিন ১১ই অক্টোবর শনিবার রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় শ্রমণ শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বামী মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত অন্নদা চরণ বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বড়ুয়া ও শ্রীযুক্ত রেবতীমগধ বড়ুয়া প্রভৃতি মহোদয়গণ উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহোদয়ের বক্তৃতার পর রাত্রি প্রায় ১টার সময় সভা ভঙ্গ করা হয়।

৩য় অধিবেশন ঃ—২৫শে আশ্বিন রবিবার রাত্রি ১১টার সময় লঙ্কাপ্রবাসী পণ্ডিত প্রবর হেট্টিমুলে শ্রীমৎ ধম্মপাল মহাস্থবির মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতি মহাশয়ের আসন পরিগ্রহণের পর চট্টগ্রাম—শাকপুরা বৌদ্ধবালক সঙ্গীত সমিতির দুইজন বালক অতি মধুর স্বরে গান গাহিয়া সভাপতি মহোদয়কে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। সভাপতি মহোদয় "পুণ্য কি? এবং মানবগণের পক্ষে ইহার আবশ্যকতা কি?" বিষয়ে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া সমবেত সভ্যবৃন্দের মনোরঞ্জন করেন। জলযোগান্তে রাত্রি দুই ঘটিকার সময় সভার কার্য্য স্থগিত হয়।

সাধারণ সম্মিলন ঃ—১৪ই অক্টোবর মঙ্গলবার অপরাহ্নে ৫॥ ঘটিকার সময় বৌদ্ধ-ধর্ম্মাঙ্কুর সভার অষ্টবিংশতিবার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও রাজগুরু শ্রীমৎ ভগবান চন্দ্র মহাস্থবির মহোদয়ের সমর্থনে ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীমান সুরেশচন্দ্র বড়ুয়া সুমধুর স্বরে গান গাহিয়া সভাপতি মহাশয়কে মাল্যপ্রদান করে। শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বামী মহোদয় প্রবারণা উৎসব সম্বন্ধে সবিশেষ বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ভগবান বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যসহ প্রবারণা উৎসব সুসম্পন্ন করেন।

বক্তৃতা—ডাক্তার শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম, এ; ডি, লিট—"ঐতিহাসিক সাধক বিশেষ, কেবল কতকগুলি গ্রন্থ হইতে কতকগুলি কথা সংগ্রহ করিলে ইতিহাস হয় না, সুদূর বৈদিক যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাস কি আছে? তাহার উত্তরে আমি বলিব—ভক্তি ও ভাবের ক্রমবিকাশ বা বিপর্য্যয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস এখনও নাই, জার্ম্মেনীর Wagment নামক জনৈক পণ্ডিত

একটী গ্রন্থ লিখিয়াছেন বটে কিন্তু তাহাও অসম্পূর্ণ। ২৫০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম আরম্ভ হয়; বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবাহ অন্ত সলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় এখনও বিদ্যমান। যেমন Geologists ক্ষীণ কঙ্কাল সাহায্যে তৎসম্বন্ধে যাবতীয় বিবরণ প্রকাশ করিতে সমর্থ, আমরাও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তেমন পরিচয় দিতে পারি। জাতীয় জীবন বাদ দিলে ধর্ম্ম জীবন পাওয়া যায় না। ভারতের ইতিহাস সম্পূর্ণ অবগত না হইলে বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয় অবগত হইতে পারি না। যে সকল দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার হইয়াছে সেই সকল দেশের পক্ষে তাহা গৌরবের জিনিস হইলেও ভারতের পক্ষে তাহা গৌরবজনক বলিয়া মনে হয় না, কারণ আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষের ধর্ম্ম অন্তর্মুখী কিন্তু যে সকল দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম দেখা যায় তাহা বহির্মুখী ধর্ম্ম। অন্যান্য দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাতে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহার অন্তর্মুখীভাব টুকু গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। বিম্বসার হইতে কনিষ্কের সময়টুকু আমরা আলোচনা করিব। বৈশালীতে দ্বিতীয় মহা সভা হইতে মহা সংঘের সৃষ্টি হয়। তৎপরে ডাক্তার আর, কিমুরা, প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হেট্টিমুলে শ্রীমৎ ধর্ম্মপাল স্থবির ও মিঃ বোধিপাল প্রভৃতি মহোদয়গণ বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

সভাপতির অভিভাষণ—গানের লিখিত পদ্যে আমি বলিব আজ আমাদের বড়ই শুভদিন। আজ ধর্ম্মাঙ্কুর সভার ২৮শ জন্মদিনে আমরা ভগবানের নিকট মধুর মিলন,প্রার্থনা করিতেছি, আমরা সকল সম্প্রদায়ের লোক পাইয়া মধুর মিলন বলিয়া গৌরব করিতেছি, হিন্দু বৌদ্ধধর্ম্ম এক কি না কি বলিব? সিংহলী বক্তা যাহা বলিয়াছেন হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম এক, বৌদ্ধধর্ম্ম অতি পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহার মত নীতির উপর স্থাপিত ধর্ম্ম আর নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের মূল কথা অহিংসা পরম ধর্ম্ম, বলিদান ধর্ম্মের নিম্নতম অঙ্গ,বলিদানের সহিত আহারের সম্পূর্ণ বহিঃকৃত, সার্ব্বজনীন ধর্ম্মই বর্ত্তমান যুগের বাসনা ও উদ্দেশ্য। সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা অনেক কাজ করিতেছেন, ইহাদের নিকট আমরা হিন্দু বৌদ্ধ সম্প্রদায় ঋণী, বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর বিহারের কর্ত্তৃপক্ষগণ বৌদ্ধছাত্রদের অভিভাবক এই বিষয়ে আমরা সকলে তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ আমরা বন্ধুবর ডাক্তার বড়ুয়া মহোদয়কে অনুরোধ করিতেছি যে তিনি আমাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মের ধারাবাহিক ইতিহাস দিবেন, সংকীর্ণ মতদ্বারা আমরা কিছুই পাইবনা, সংকীর্ণতা দূরীভূত করিয়া সেই অহিংসা পরমধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ভগবান অমিতাভের সেই পবিত্র ধর্ম্ম অনুকরণ করা মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য। অবশেষে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন সেন গুপ্ত এম, আর, এ, এস, মহোদয় ধর্ম্মাঙ্কুরের পক্ষ হইতে সভাপতি ও সভ্যমণ্ডলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল চৌধুরী মহোদয়ের যত্নে তাঁহার ঐক্যতান বাদন ও সঙ্গীতে সভা মুখরিত করিয়া রাত্রি ৮॥ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য স্থগিত রাখা হয়।

ধর্ম্ম চক্রপ্রবর্ত্তন সূত্র ঃ—১৩ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার ধর্ম্মাঙ্কুর সভার অষ্টবিংশতি বার্ষিক অধিবেশনের অবসান দিনে রাত্রি ১২টার সময় ভগবান সম্যক্ সম্বুদ্ধের প্রথম বাক্য "ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন" সূত্রের সূচনা আরম্ভ হয়। কলিকাতাবাসী ও প্রবাসী বৌদ্ধগণ ধর্ম্মশ্রবণ করিবার আগমনে দানীয়দ্রব্যাদিও মঙ্গলঘট নানারঙ্গের পত্র পুষ্পে সজ্জিত করিয়া নানারঙ্গের বৈদ্যুতিক রঙ বিরঙের আলোকে বাদ্যসহ ধর্ম্মাঙ্কুরে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মাঙ্কুরকে স্বর্গের নন্দন কানন করিয়া তুলিয়াছিলেন, বাস্তবিক বলিতে গেলে ইহা বৌদ্ধগণের ধর্ম্মের ও আমোদের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, রাজগুরু শ্রীমৎ ভগবান চন্দ্র মহাস্থবির মহোদয় উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে ধর্ম্মচক্রের বিশদ ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিয়াছেন, লঙ্কাপ্রবাসী পণ্ডিত প্রবর হেট্টিমুলে শ্রীমৎ ধম্মপাল স্থবির তাঁহার দেশীয় স্বভাবসিদ্ধ সুললিত সুমধুর কণ্ঠে ভিক্ষুগণ সহ সূত্রপাঠ করিয়া সকলকে আশীষ প্রদান করেন, পণ্ডিত প্রবর ভিক্ষু মহোদয় বোলপুর অবস্থান করিয়াও আমাদের এই উৎসবে যোগদান করতঃ আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা একমাত্র লঙ্কাবাসী ভিক্ষু মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করি।

মন্তব্য ও সংবাদ

পূজনীয় মহাস্থবির—আমরা দুই মাস পূর্ব্বে সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণকে পূজনীয় মহাস্থবির মহোদয়ের আরোগ্য সংবাদ জানাইয়াছি। ডাক্তারগণের পরামর্শানুসারে তাঁহাকে আরও দুই মাসের জন্য রাঁচি অবস্থান করিতে হইয়াছে। "নীচু বাজার বাঙ্গালীর চায়ের দোকান,—রাঁচি" এই ঠিকানায় পত্রাদি লিখিলে তিনি পাইতে পারিবেন।

দান প্রাপ্তি স্বীকার ঃ— আমরা নিম্নলিখিত দান সাদরে গ্রহণ করতঃ অতীব কৃতজ্ঞতার সহিত প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া দাতাগণকে ধন্যবাদ আন্তরিক প্রদান করিতেছি।

ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে শান্তি উৎসব—বিগত ১৪ই ডিসেম্বর শান্তি উৎসবের দিনে কলিকাতা বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে অতি সমারোহে সদাশয় সম্রাটের মঙ্গল কামনা করা হইয়াছে। কলিকাতাবাসী ও প্রবাসী বৌদ্ধগণের উদ্যোগে এক মহা পরিত্রাণ সূত্র পাঠেরও আয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ সমস্ত রাত্রি মহাপরিত্রাণ সূত্র পাঠ করিয়া সদাশয় সম্রাটের ও প্রজাবৃন্দের মঙ্গল কামনা করেন। পরদিন প্রাতে বৌদ্ধ দায়কবৃন্দ ২২ জন ভিক্ষুকে অন্নাদি দান করিয়া মহাপুণ্যানুষ্ঠান করেন। বলা বাহুল্য যে, ইহাই ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে প্রথম মহাপরিত্রাণ সূত্র পাঠ এই সদনুষ্ঠানের জন্য আমরা প্রত্যেক দায়কগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

রেঙ্গুন চট্টল বৌদ্ধ সমিতি ঃ—বিগত ৯ই অক্টোবর ভিক্ষুগণের বর্ষাবাসের শেষ পূর্ণিমাতিথিতে রেঙ্গুন প্রবাসী চট্টল বৌদ্ধগণ তাঁহাদের বৌদ্ধ বিহারে দুই দিন অতীব সমারোহে প্রবারণা উৎসব সমাধা করিয়াছিল। সেই দিন প্রবাসী বৌদ্ধগণ দলে দলে বুদ্ধ পূজোপকরণাদি লইয়া বিহারে গমন করিয়া ধর্ম্মাদি শ্রবণ করতঃ ও ভিক্ষু-

গণকে যথাসময়ে অন্ন ও দানীয় সামগ্রী দান করিয়া পূণ্যানুষ্ঠান করেন।

পূণ্যানুষ্ঠান;—বিশস্তসূত্রে জানিতে পারিলাম—চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্পাতি—সাতবারিয়া, পূর্ব্ব সাতবারিয়া, তালসরা, হাসিমপুর ও মধ্যম জোয়ারা প্রভৃতি গ্রামে বিগত পূজা-মাসে বা ভিক্ষুগণের বর্ষাবাস অবসানে ভিক্ষুগণকে কঠিন"চীবর"দান করিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করেন। ইহা আমাদের প্রায় আড়াই হাজার বৎসরের প্রাচীন নীতি এই কঠিন চীবর দানের পুণ্যফল আমরা বারান্তরে প্রকাশ করিব।

মহাপরিত্রান সূত্র;— আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি বিগত ১লা নবেম্বর চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত কর্ত্তালা গ্রামবাসীগণের উদ্যোগে তথায় অতীব সমারোহে মহাপরিত্রাণ সূত্র পাঠের আয়োজন হয়। স্থানীয় দায়কগণের নিমন্ত্রণে প্রায় ২৫ জন ভিক্ষু তথায় উপস্থিত হইয়া ক্রমান্বয়ে তিন দিন এই মহাপরিত্রান সূত্র পাঠ করেন। এই সূত্র পাঠ শ্রবন করিবার নিমিত্ত পার্শবর্ত্তী গ্রামবাসী বৌদ্ধগণও তথায় যোগদান করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে—সমবেত দায়কগণও তথায় পরিপাটী ভোজনে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। পরিত্রান সূত্র পাঠের শেষ দিনে তথায় এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। পাঁচরিয়া নিবাসী মাষ্টার শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র বড়ুয়া, সাব্‌ডিপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত উমাচরণ বড়ুয়া, উকিল শ্রীযুক্ত ধর্ম্মরাজ বড়ুয়া বি, এল, প্রভৃতি মহোদয়গণ সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। পণ্ডিত প্রবর শ্রীমৎ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির, শ্রীমৎ ধর্ম্মানন্দ মহাস্থবির, শ্রীমৎ নবরাজ ভিক্ষু প্রভৃতি ভিক্ষুবৃন্দ এই পরিত্রাণ সূত্র শ্রবনের পুণ্য ও তাহার অনুমোদন সম্বন্ধে সুদীর্ঘ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। অবশেষে ডাক্তার শ্রীযুক্ত শান্তকুমার চৌধুরী সমবেত ভদ্র মহোদয়গণকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

গুণালঙ্কার স্মৃতি;—বিগত ৩রা অগ্রহায়ণ শিলক নিবাসী শ্রীমৎ অখিলচন্দ্র ভিক্ষু মহোদয়ের উদ্যোগে পাহাড়তলী মহানন্দ বিহারাধিপতি পূজনীয় শ্রীমৎ লালমোহন মহাস্থবীর ও রাঙ্গুনীয়া গ্রামের ভিক্ষুগণ সমবেত হইয়া ভূতপূর্ব্ব বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভার সুযোগ্য সহকারী সভাপতি ও জগজ্জ্যোতিঃর সম্পাদক গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয়ের স্বগ্রাম শীলকে "গুণালঙ্কার-স্মৃতি"মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। আশা করি অখিলচন্দ্র ভিক্ষু মহোদয় অচিরে এই কার্য্য সমাধা করিয়া মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবেন।

শোক সংবাদ;—আমরা অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে,—(১)বিগত ৩০শে অক্টোবর শীলক নিবাসী শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামী (মহেন্দ্রলাল ভিক্ষু) ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অভিধান-প্রদীপিকা ও রাহুল সূত্র প্রভৃতি কয়েকটী পালিপুস্তক বঙ্গানুবাদ করিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

(২) বিগত ২রা নবেম্বর চট্টল মাতার প্রসিদ্ধ উকিল জমিদার যাত্রামোহন সেন এম, এ, বি, এল মহোদয় ইহ ধাম পরিত্যাগ করিয়া অমর ধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার পরলোক গমনে চট্টগ্রামবাসী কেন সমগ্র বাঙ্গালী মাত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন সন্দেহ

নাই। আমরা তাহার সুযোগ্য পুত্র বারিষ্টার মিঃ যতীন্দ্রমোহন সেন ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের শান্তি কামনা করিতেছি।

(৩) বিগত ৯ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার কর্ত্তালা নিবাসী সর্ব্বানন্দ চৌধুরী অকালে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি তাহার মাতাঠাকুরাণী সহ গয়াধামে যাইবার সময় তাহার মাতার অনুমত্যানুসারে ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারের পশ্চিমপার্শ্বের দোতলায় উঠিবার পাকা সিঁড়িখানা প্রস্তুত করাইয়া মাতা পিতার স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় তিনি তাহার বৃদ্ধা মাতা প্রভৃতি পরিবারস্থ সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। আমরা শোক-সন্তপ্ত পরিবারের শান্তি কামনা করিয়া মৃত মহাত্মার সদ্গতি কামনা করিতেছি।

মহাস্থবিরের শুশ্রুষার চাঁদাঃ—

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চৌধুরী সাং পিঙ্গলা ৩৲
" লক্ষীচরণ তালুকদার সাং কর্ত্তালা ১০৲
" নগেন্দ্রলাল বড়ুয়া হাং সাং পুরুলিয়া ১৲
" উমাচরণ বড়ুয়া সাং হাসিমপুর ৩৲
" নবকিশোর চৌধুরী সাং উনাইনপুরা ১০৲
" কমলাকান্ত বড়ুয়া সাং হোয়ারাপাড়া ৫৲
" চিত্তরঞ্জন বড়ুয়া সাং নয়াপাড়া ১৲
" বেণীমাধব বড়ুয়া সাং উনাইনপুরা ৫৲
" অনুরত বড়ুয়া সাং রাউজান ১৲
" সূর্য্যকুমার বড়ুয়া সাং হোয়ারাপাড়া ৫৲
" রেবতীরঞ্জন বড়ুয়া সাং সারোয়াতলী ২৲
" সুকরাজ বড়ুয়া সাং হোয়ারাপাড়া ১৲
" বরদারঞ্জন বড়ুয়া সাং বাগোয়ান ১৲
" জন্মেঞ্জয় বড়ুয়া সাং ঐ ১৲
" গগনচন্দ্র বড়ুয়া সাং তিসরী ১৲
" তারকবন্ধু বড়ুয়া সাং জৈষ্ঠপুরা ১৲
" হরিশ্চন্দ্র বড়ুয়া সাং উনাইনপুরা ৪৲
" মৃত্যুঞ্জয় বড়ুয়া সাং ঐ ১৲
" গুজুলা বড়ুয়া সাং ঐ ১৲
" হরিশ্চন্দ্রের মাতা সাং ঐ ২৲
" রজনীকুমার বড়ুয়া সাং নাইখাইন ১৲
" অন্নদারঞ্জন বড়ুয়া সাং বাথুয়া ১৲
শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বড়ুয়া সাং রাঙ্গুনিয়া ২৲
শ্রীমতী কীলবরন হাং সাং শিলং ২৲
" দয়মন্তি বড়ুয়া বাড়ীওয়ালী কলিকাতা ৫৲
শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বড়ুয়া সাং রাউজান ১৲
" প্রসন্নকুমার বড়ুয়া সাং আন্ধারমাণিক ১৲
" চন্দ্রকুমার বড়ুয়া সাং শিলং পাহাড় ১৲
" উমাচরণ চৌধুরী সাং লাখেরা ৫৲
শ্রীমতী কুলিমিলা সাং শিলং পাহাড় ১৲
শ্রীযুক্ত অপর্ণাকুমার বড়ুয়া সাং সাতবাড়িয়া হাং সাং শিলং ৩৫৲
" বৈষ্ণবচরণ তালুকদার সাং নাইখাইন ১০৲
" নবরাজ বড়ুয়া সাং হোয়ারাপাড়া ২৲
" হরগোবিন্দ বড়ুয়া সাং হোয়ারাপাড়া ৩৲
" দুর্য্যোধন বড়ুয়া সাং ভাণ্ডালগাঁও ১৲
" বরদাপ্রসাদ বড়ুয়া সাং ঐ ১৲
" দুর্য্যোধন বড়ুয়া সাং ঐ ১৲
" ভীমরাজ বড়ুয়া সাং ঐ ১৲
" কালাকুমার বড়ুয়া সাং ঐ ৩৲
" বীরভদ্র বড়ুয়া সাং ঐ ১৲
" মহিমচন্দ্র বড়ুয়া সাং ঐ ৩৲
" রজনীরঞ্জন চৌধুরী সাং ঐ ৫৲
" আনন্দমোহন বড়ুয়া সাং ঐ ২৲
" চন্দ্রকান্ত চৌধুরী সাং কর্ত্তালা ১৲
" শশীমোহন বড়ুয়া, সাং ঐ ।০
" লালমণ বড়ুয়া সাং চরকানাই ১৲
" মহেন্দ্রলাল বড়ুয়া সাং হাজারীচর ২৲
" কালীকুমার বড়ুয়া সাং ঐ ১৲
" চুণীলাল বড়ুয়া সাং ঐ ১৲
" যামিনী বিমল বড়ুয়া সাং বৈদ্যপাড়া ১৲
" সারদাকুমার বড়ুয়া সাং রুদ্রহরা ১৲
" দেবেন্দ্রলাল বড়ুয়া সাং জৈষ্ঠপুরা ১৲
" ভারতচন্দ্র চৌধুরী সাং পাঁচরিয়া ১৲
" বিহারীলাল চৌধুরী সাং ঠেগরপুনি ১৲
" মহানন্দ বড়ুয়া সাং চেনামতি ১৲
" হরিনন্দ বড়ুয়া সাং গোমদণ্ডী ১৲
" ঈশানচন্দ্র বড়ুয়া সাং আন্ধারমাণিক ২৲
" পীতাম্বর বড়ুয়া সাং পদুয়া ২৲
" বিপ্রমোহন বড়ুয়া সাং উনাইনপুরা ১৲
" রাজচন্দ্র বড়ুয়া সাং ঐ ১৲

শ্রীযুক্ত ধুর্জ্জটী রঞ্জন বড়ুয়া সাং রাউজান ৪৲
" পিতাম্বর বড়ুয়া সাং হাগারীচর ২৲
" রাজেন্দ্রলাল বড়ুয়া সাং চেনামতী ।০
" মহন্তকুমার বড়ুয়া
(ভাল পারিশো হোটেল) ৬৷৵০
" জয়ধন বড়ুয়া সাং বরিয়া ১৲
" শৈলেন্দ্রলাল বড়ুয়া পীং বিপ্রমোহন
বড়ুয়া সাং উনাইনপুরা ৪৸৶৫
" মনকিশোর বড়ুয়া সাং চরতি ১৲
" প্রেমলাল বড়ুয়া সাং তালসরা ।০
" অনন্তকুমার বড়ুয়া সাং ওষলাইন ১৲
" রাজচন্দ্র বড়ুয়া সাং গোমদণ্ডী ১৲
" দ্বারিকামোহন বড়ুয়া সাং শাকপুরা ১৲
" লক্ষীন্দর বড়ুয়া সাং মেহেরহাটী ১৲
" দেবেন্দ্রলাল চৌধুরী সাং বেলথাইন ৫৲

ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে চাঁদা ঃ—

শ্রীযুক্ত অপর্ণাকুমার বড়ুয়া সাং সাতবাড়িয়া
হাং সাং শিলং ৫৲
" কালাচাঁদ চৌধুরী,
সাং মাণিকছরী রাজবাটি ১০৲
" অঙ্গরাজ বড়ুয়া সাং লাখেরা ১০৲
ভিক্ষুদের জন্য ৩৲
" গিরীশচন্দ্র বড়ুয়া ও ললিতকুমার বড়ুয়া
সাং মেশোপটামিয়া ১০৲
লাখেরা নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বড়ুয়া
তাহার মাতৃবার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৫৲
পাহাড়তলী নিবাসীশ্রীযুক্ত অরণ্যেশ্বর বড়ুয়া
তাহার সহধর্ম্মিণী ক্ষীরোদেশ্বরী মৃত্যোপলক্ষে ১৲
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বড়ুয়া সাং চেনামতি ২৫৲
" গিরীশচন্দ্র বড়ুয়া সাং ওষথাইন ৩৲
" উপেন্দ্রলাল বড়ুয়া সাং চেনামতি ২৲

জগজ্জ্যোতিঃ ফণ্ডে ঃ—

শ্রীযুক্ত অপর্ণাকুমার বড়ুয়া সাং সাতবাড়িয়া
হাং সাং শিলং ২৲
" দ্রোণকুমার বড়ুয়াসাং বোয়ালখালী ৮৲
" ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী সাং বেলখাইন ৫৲
" পুলিন বিহারী চৌধুরী
সাজুভেলি, টি কোং, কলিকাতা ৫৲

বৌদ্ধ চিত্রাবলী ঃ— আমরা শ্রীযুক্ত জে,এন্,রায় বি,এ,এম আর,এ, এস মহাশয়ের সংবুদ্ধ চিত্রাবলী সমালোচনার জন্য উপহার পাইয়াছি। প্রথম খানিতে—১। বোধিসত্বকে দেবগণের আরাধনা। ২। লুম্বিনী বনে জন্ম। ৩। ঋষি কালদেবলের সিদ্ধার্থকে দর্শন। ৪। সর্ব্ববিদ্যার পারদর্শিতা ৫। জম্বুবৃক্ষতলে কুমার সিদ্ধার্থের ধ্যানমগ্নাবস্থা। ৬। ধনুর্ব্বিদ্যার পরিচয় দান। ৭। শুভবিবাহ। ৮। চতুর্পূর্ব্বনিমিত্ত দর্শন। ৯। রাহুলদর্শন। ১০। অশ্বোপরি ছন্দের সহিত অনামা নদী উত্তীর্ণ হওয়া। ১১। সিদ্ধার্থ ও গোপা।
দ্বিতীয় খানিতে—১। সিদ্ধার্থের কেশচ্ছেদন। ২। বিম্বিসারের সাক্ষাৎ। ৩। কঠোর তপস্যা। ৪। সুজাতার অন্নদান। ৫। মারের আক্রমণ ও বুদ্ধ কর্ত্তৃক পরাভব। ৬। পঞ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণের ধর্ম্মে দীক্ষা। ৭। রাহুলকে যশোধারার শিক্ষাদান ও বুদ্ধকে নির্দ্দেশকরণ। ৮। ভিক্ষুনী সঙ্ঘ স্থাপনার্থে আনন্দ ও মহাপতি গৌতমার অনুনয়। ৯। স্বর্গে অভিধর্ম্ম প্রচার। ১০। মহাপরিনির্ব্বাণ। ১১। বোধিবৃক্ষ মূলে বুদ্ধ। তৃতীয়চিত্রে আষাঢ় পূর্ণিমারজনীতে মহামায়ার স্বপ্নে বোধি সত্বের ষড়দন্ত শ্বেত হস্তীরূপে কুক্ষি প্রবেশভাব। ছবিগুলি নিপুণতার সহিত দেখান হইয়াছে বাস্তবিকই চিত্রকলা ও রঙে ইহা মনোমুগ্ধকর। এই ছবিগুলি দেখিলেই ভগবান বুদ্ধের জীবনবৃত্তান্ত মোটামুটি জানিতে পারা যায়। ছবিগুলির রং এবং অঙ্কন অতি সুন্দর হইয়াছে। তিনি সাধারণের সুবিধার জন্য মূল্যও সুলভ করিয়াছেন। আমাদেরই একজন বাঙ্গালীর এরূপ প্রথম উদ্যম সেজন্য বিশেষ প্রশংসনীয়। আশা করি এই ছবিগুলি আমাদের বঙ্গদেশে সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই। জীতেন্দ্র বাবু এই কার্য্যের জন্য যে বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি।

(১) বুদ্ধ চিত্রাবলী সংসার মূল্য ৸০ (২) ঐ সন্ন্যাস ৸০ [৩) স্বপ্নে মহাবতরণ ৷৷০

১৯১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধসস

জগজ্জ্যোতিঃ

"সব্বপাপস্স অকরণং, কুসলস্স উপসম্পদা,
সচিত্ত পরিযোদপনং, এতং বুদ্ধানসাসনং।"

১২শ বর্ষ] পৌষ, ২৪৬৩ বুদ্ধাব্দ, ১২৭৯ মগাব্দ, ১৩২৬ সাল। [৭ম সংখ্যা

গয়া জেলার বৌদ্ধ কীর্ত্তি

[শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার]

৬৪৮ খৃঃ অব্দে শ্রীহর্ষ রাজের পরলোক গমনের পর হইতে মগধ রাজ্য ক্রমশঃ হীন বল হইয়া আসিতে থাকে। কুসুমপুর বা পাটলীপুত্র মগধ রাজ্যের রাজধানী ক্রমশঃ শ্রীহীন হইয়া আসিতে লাগিল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজগণ স্বাধীন হইতে লাগিলেন, এবং অবশেষে প্রথম গোপাল নামক সামন্ত রাজা বঙ্গে স্বাধীন হইয়া নবম খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ ৮১৫ খৃঃ অব্দে মগধ সিংহাসন পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া পাল রাজগণের প্রতিষ্ঠাতা হইয়া দাঁড়াইলেন লামা তারানাথের মতে ইনি ৪৫ বৎসর রাজ্য শাসন করেন এবং ইনি ৭৫০ খৃষ্টে রাজ্যারোহণ করেন। এই পালবংশীয় নৃপতিগণ মাহিয্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধ ছিলেন তাহা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহারা বহু তাম্র এবং প্রস্তরলিপি উৎকীর্ণ করিয়া নিজেদের সার্ব্বভৌমত্ব এবং প্রাধান্য বিজ্ঞাপিত করিয়া গিয়াছেন। গোপাল বহু দেশ-দেশান্তরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ধর্ম্মযাজকগণকে প্রেরণ করেন এবং রাজধানী পাটলীপুত্র হইতে বিহারে স্থানান্তরিত করিয়া এবং সুবৃহৎ বিহার তথায় নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহার বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও সম্ভ্রমের পরিচয় দেন। ইঁহারই শাসনকালে অদীত নামক এক ধর্ম্মযাজক তিব্বতে গিয়া তত্রত্য লামা ধর্ম্মকে সুসংস্কৃত করেন। পালরাজগণ বৌদ্ধ হইলেও হিন্দু ধর্ম্মোদ্রোহী ছিলেন না এবং তাঁহাদেরই শাসনকালে গয়া মহান্ হিন্দু তীর্থরূপে পরিগণিত হইতে লাগিল এবং বহু সৌধমালা বেষ্টিত বৃহৎ নগরীতে পরিগণিত হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

পালবংশীয় নৃপতি গণের মধ্যে পূর্ব্বলিখিত দেবের পুত্র ধর্ম্মপাল দেব প্রবল ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন। ইনি ৭৯০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বিজয় করেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন মহাযানের সন্নিকট করতোয়া নদীর তীরস্থ গোবিন্দপুরের অনতি-

দূরেই অবস্থিত ছিল। এই হইতেই গৌড়-বর্দ্ধন ক্রমশই হৃতশ্রী হইয়া ধ্বংশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ১১৬১ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দ পাল দেব মগধ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া মগধের শাসন দণ্ড পরিচালনা করেন কিন্তু তাঁহার সময় হইতেই পাল বংশ ক্রমশই হীনপ্রভ হইতে থাকে। •

মদ্বন্ধু বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় Memoirs of the Asiatic Society of Bengal পঞ্চম ভাগ পুস্তকে পালরাজগণের অতি অদ্ভুত ইতিহাস কাহিনী লিখিয়া মহিয়সী বিদ্যা ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। পাল রাজগণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে মুসলমান বিজয় পর্য্যন্ত মগধের শাসনদণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে পরিচালনা করিয়া নানা সময়ে প্রস্তরলিখিত শিলালিপি ও বিজয়লিপি উৎকীর্ণ করিয়া দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। এই গুলির মধ্যে অনেকগুলি গয়া, বুদ্ধগয়া আদি-স্থানে প্রোথিত ছিল। সেইগুলি বিলাত, জার্ম্মনি, আমেরিকা, রুশিয়া, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে নীত হইয়া সভ্য জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। গয়া নগরের মধ্যে যে গুলি অদ্যাবধি স্থানে স্থানে সন্নিবিষ্ট আছে, তাহাদের বিবরণ যথাযথ পরে প্রদত্ত হইতেছে।

গয়া কপারপ্লেট

গয়া নগরে একটী তাম্রফলক রাজা সমুদ্র গুপ্তের সময়ে উৎকীর্ণ বহুকাল হইল পাওয়া গিয়াছিল। ইহার সম্বন্ধে Cor Ins Ind Vol III page ২৫৪-২৫৭ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার ক্যানিংহাম তাঁহার "Book of Indian Eras" নামক পুস্তকের ৫৩ পৃষ্ঠায় ইহার সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইহাকে নকল বা স্বকপোল কল্পিত বলিয়া বিবেচনা করেন। তাহা ছাড়া দেওবর্ণারক, বৈদ্যনাথ, দিনাজপুর, গুসে-রাঁওয়া প্রভৃতি স্থানে উৎকীর্ণ প্রস্তরলিপি পাঠে অনেক প্রাচীন ইতিহাসের আভাষ পাওয়া যায়। আদিত্য গুপ্ত, গুপ্তবংশের শেষ রাজা তাহা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি। বৈদ্যনাথ শিবমন্দিরের সম্মুখস্থ মাট মন্দিরে তিনি এক শিলালেখ উৎকীর্ণ করেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এই প্রস্তর লিপিতে গুপ্ত রাজগনের দ্বারা গয়া জিলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উৎকীর্ণ লিপির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া ঐতিহাসিক সত্য বিস্মৃতির নিমজ্জ্যমান তামসীগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া বৈজ্ঞানিক ইতিহাস সঙ্কলনের দ্বার উদ্ঘাটিত করা যাইতে পারে।

• এই প্রস্তর ফলকটী সাত পংক্তিতে লিখিত।

"শান্তা সমুদ্রান্তবসুন্ধরায়াঃ
যষ্টাশ্বমেধাযমহাক্রতুনাম্।
আদিত্য সেন প্রথিতপ্রভা ১।
যো বভূব রাজামরতুল্য তেজাঃ ॥
মাঘ্যাম্ বিশাখাপদসংযুতায়াম্ কৃতে যুগে •
চোলপুরন্দ ২।
পেত্য মহামণীনময়ুত ত্রশেণ ত্রিলক্ষ-
চামকিরটঙ্ককেণ ॥
ইষ্ট্বাশ্বমেধাবিত ৩।
যেন দত্ততুলাসহস্রমহয়কোটিযুক্তম্।
শ্রীকোষ দেব্যাসহিতো মহিষ্য অচিকরৎকী ৪।
র্ত্তিমিমাম্ স সর্ব্বম্ ॥

কৃত্বা প্রতিষ্ঠাম্ বিধিবদ্দ্বিজেন্দ্রৈঃ
স্বয়ং যথা বেদপথম্ নরেন্দ্রঃ।
কল্যাণহে ৫ •
তোভুবন ত্রয়স্য চকার সংস্থাম্ নৃহরেঃ সঃ এব ॥
স্থাপিতো বলভদ্রেণ বারাহো মূর্ত্তি মুক্তি ৬।
দঃ। স্বর্গার্থে প্রিতৃ মাতৃণাম্ জগতঃ
সুখ হেতবে ॥
ইতি মন্দার গিরি প্রকরণম্ ৭॥

রাজা আদিত্য সেনের রাজত্বকালে এই রূপ কোন প্রশস্তি উৎকীর্ণ হয় নাই বলিয়া রাখাল বাবু বলিয়াছেন। রুক সাহেবও ঐ মতের সম্পূর্ণ পোষকতা করেন। উপরোক্ত লিপিটি বৈদ্যনাথ মন্দিরের বারান্দার দক্ষিণ পার্শ্বে দেওঘরে সন্নিবিষ্ট আছে। ইহার সম্বন্ধে বিবরণ I B, A, S, Vol LII prt I page ১৭০ এবং ২১৩ পৃষ্ঠা of Cor, Ins, Ind, Vol IIIতে বিশদরূপে লিখিত আছে। বাদল স্তম্ভলিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে দেবপাল দেবের মৃত্যুর পরে সুরপাল বা বিগ্রহ পাল দেবের নাম দৃষ্ট হয়। ভাগলপুর প্রশস্তিতে দেবপাল দেব এবং নারায়ণ পাল দেবের নামের মধ্যে কেবল বিগ্রহ পাল দেবের নাম পরিদৃষ্ট হয়। সুরপাল দেব I এর শাসনকালে উৎকীর্ণ কেবল মাত্র দুইটি শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে; এই দুইটিই তাঁহার রাজ্যারোহণের দ্বিতীয় বৎসরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী পূর্ণদাস কৃত নন্দণ্ডপুরে বিহার নির্ম্মাণের কথা উভয় লিপিই জগৎ সমক্ষে বিদিত করিতেছে। অধ্যাপক নীলমনি চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন, যে এই দুইটি দ্বিতীয় সুর পালের রাজ্যাধিরোহণের দ্বিতীয় বৎসর উৎকীর্ণ হইয়াছিল। উদ্দণ্ডপুর (বর্ত্তমান বিহার নগরের) প্রাচীন নাম হইতেছে। সুরা পাল এবং বিগ্রহ পাল ত্রিপুরীর হৈহয় রাজকন্যা লজ্জা দেবীর পাণিপীড়ন করেন। বিগ্রহ পাল দেব পাল দেবের ভ্রাতা জয় পাল দেবের পুত্র ছিলেন। জয়পাল দেবের পিতা বক পালের মৃত্যুর পর তিনি হিন্দুমতে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা ঐ শ্রাদ্ধোপ-লক্ষে মহাদানগ্রাহী ব্রাহ্মণের পৌত্র নারায়ণ চন্দোগপরিশিষ্ট বা পরিশিষ্ট প্রকাশ নামক পুস্তক পাঠে সম্যগবগত হওয়া যায়। বিগ্রহ পাল 1 বা সুরপাল 1 অতি সংক্ষিপ্তকাল শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। তাঁহার পরে নারায়ণ পাল রাজ্যাধিরোহণ করেন। মুদ্গ-গিরি বা মুঙ্গের এবং গয়া তাঁহার রাজ্য কালের সপ্তম বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার অধীনে ছিল বলিয়া মনে হয়। মুদ্গাগিরি লিপি তাঁহার রাজত্বের সপ্তম বর্ষে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই লিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে তখনও পর্য্যন্ত তীর ভুক্তি বা মিথিলা প্রদেশ তাঁহার অধিকার ভুক্ত ছিল।

ভাগলপুর প্রশস্তি দৃষ্টে আমরা জানিতে পারি যে নারায়ণপাল দেবের রাজ্যকালের সপ্তদশ বৎসর পর্য্যন্ত মুদ্গগিরি বা মুঙ্গের তাঁহার অধিকার ভুক্ত ছিল। নারায়ণ পাল দেবের রাজত্বকালের সপ্তমবর্ষে গয়া বিষ্ণু মন্দিরের প্রাঙ্গন স্থিত শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়। ডাঃ কানিংহাম তাঁহার আর্কিঃ সার্ভে রিপোর্টের তৃতীয় ভাগের ২২০ পৃষ্ঠায় সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার প্রতি লিপি পূর্ব্বে বিষ্ণুপদ পর্য্যায়ে উদ্ধৃত কর

Missing Page(s)

হইয়াছে। ইহা ছাড়া কয়েকটি গয়া নগরের শিলালেখ পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

পূর্ব্ব লিখিত বাদলস্থিত গড়ুর স্তম্ভলিপি পাঠে গৌড়ীয় দ্রাবিড় বৈদিক ব্রাহ্মণ গুরব মিশ্রের বংশ তালিকা সম্যাবগত হওয়া যায়। এই গোড়ীয় আদি দ্রাবিড় বৈদিকগণ বঙ্গের প্রাচীন মাহিযাযাজী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ছিলেন এবং পালরাজগণ এই দেশের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বি মাহিষ্য সম্প্রদায় ভুক্ত নরপতি ছিলেন তাহা বহুবার এই পর্য্যায়ে বলিয়াছি। গুরবমিশ্র নারায়ণ পালদেবের তাঁহার পিতা কেদার-মিশ্র সুরপাল দেব এবং দেবপাল দেব এবং তাঁহার পিতামহ সোমেশ্বর সৈন্যাধ্যক্ষ এবং তদীয় পিতা দর্ভপাণি দেবপাল দেবের মন্ত্রি ছিলেন। দর্ভপাণির পিতা গর্গ ধর্ম্মপাল দেবের মন্ত্রি ছিলেন। গরুড় স্তম্ভের বিষয় অনুসন্ধিৎসু পাঠক মদ্বন্ধু পণ্ডিত হরিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কৃত "ভ্রান্তিবিজয়" পুস্তক যত্নে পাঠ করিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

অহঙ্কার

[শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ, কোন্নগর]

মুর্খতা, অজ্ঞান বা মোহ হইতে মানব হৃদয়ে অহঙ্কারের জন্ম ও সংবর্দ্ধন হইয়া থাকে। এই অহঙ্কারের সহায়তায় পুরুষার্থ-প্রাপ্তির বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। অহঙ্কার, মানবের মহাব্যাধি ও প্রচণ্ড শত্রুস্বরূপ। এই কারণ বশতঃই সাধু ও সুধীগণ অহঙ্কারকে অতিমাত্র শঙ্কা করিয়া থাকেন। দুর্জ্জয় শত্রু অহঙ্কারের প্রভাব বশেই ইহ-সংসারে নানাপ্রকার দোষের ও বিবিধ অনিষ্টের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ঐ সমুদায় দোযাদি স্বভাবতঃই অতি ভয়াবহ। মানব কলেবর ও মানস ক্ষেত্রে যে বহুবিধ ব্যাধির ও রাগাদি দুশ্চেষ্টার উদ্রেক হয়, একমাত্র অহঙ্কারই তাহার কারণ। অহঙ্কারকে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বাস্তবিকই দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি বলিয়া বোধ করেন! মৃগয়াজীবি লুব্ধক নিচয় যেমন বাগুরা দ্বারা নির্ব্বোধ ও নিরীহ হরিণগণকে আবদ্ধ করে, অহঙ্কার সেই প্রকার মোহিনীমায়ারূপ সংশয় গ্রথিত দুর্ভেদ্য জাল বিস্তার পূর্ব্বক জীবগণকে অনায়াসেই বদ্ধ করিয়া থাকে। এই অহঙ্কার দুঃখ পরম্পরায় প্রসূতি, শান্তিরূপ ইন্দুলেখার রাহু, গুণরূপ কমলের হিমানী বজ্র এবং শমরূপ পয়োধারের শরৎকাল স্বরূপ। এই নিমিত্তই শ্রমণগণ ইহা পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। সাধুগণের কোন বিষয়েই বাসনা বা আসক্তি নাই। তাঁহারা জৈনগণের ন্যায় সদা শান্তভাবেই অবস্থান করেন। তাঁহারা ইহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করেন যে, অহঙ্কারের অনুসারী হইয়া, যাহা ভোজন বা হোম করা যায়, তৎসমস্তই অবস্থ। অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া যাহা ভোজন বা হোম করা যায়, তৎসমুদায়ই অবস্থ। অহঙ্কার না থাকাই মঙ্গলের কারণ।

অহং জ্ঞানের লেশমাত্র থাকিতেও, কাহারও নিস্তার নাই। সুতরাং যত দিন না জীবের অহং বোধ দূর হইবে, তাবৎ

বিপৎ উপস্থিত হইয়া সময়ে সময়ে অতিমাত্র দুঃখ পাইবে, ইহা ধ্রুব সত্য। অহঙ্কার বিদ্যমানে দুঃখের ভার লাঘব হয় না। অহং জ্ঞানের তিরোধান হইলে, মহাবিপদকেও মহাসম্পদ বলিয়া বোধ হয়।

অহঙ্কার পরিহার করাই সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ-কল্প। এ সংসারে সাধুগণ ভোগবাসনা মূলক অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া, শান্তিলাভ কামনায়, বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক, নিখিল উদ্বেগে পরিহার প্রাপ্ত হইয়াছেন। অহঙ্কার রূপ ঘন ঘটায় হৃদয় আকাশ সমাচ্ছন্ন হইলে, বিষয় বাসনারূপ কুটমঞ্জরী বিকসিত হইয়া থাকে, এবং উল্লিখিত ঘনঘটার তিরোধানে বাতাহত দীপশিখার ন্যায় তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। এই অহঙ্কার বিশাল গিরিসদৃশ। মানবের মন, মত্ত মহাগজের ন্যায় উহাতে প্রতিনিয়তই গর্জ্জন করিয়া থাকে। জলদ মণ্ডল মধ্যে অশনি বিস্ফূর্জ্জিতবৎ ঐ গর্জ্জন অতীব গভীর ভাবাপন্ন মানবদেহ মহারণ্য স্বরূপ। তাহাতে অহঙ্কার, কুপিত কেশরীর ন্যায়, সগর্ব্বে অনবরত বিচরণ করে। এই কারণ বশতঃই অহঙ্কারী ব্যক্তি মাত্রেই লোকের ঘৃণা, তৎজ্য এবং অশ্রদ্ধেয় হইয়া থাকে। এজন্যই শ্রমণগণ অহঙ্কার পরিহারে অভিলাষী হইয়া থাকেন। যে বিষয় আত্মার অবনতিকর, যাহা শান্তিধামের দুর্ভেদ্য অর্গলস্বরূপ, যাহা নরকের সোপান, এবং যাহা অসন্তোষরূপ কৌমুদীর ভীষণ রাহুজিহ্বা, কোন্ মানব জানিয়া শুনিয়া, সেই অহঙ্কারকে পোষণ করিতে পারে? বস্তুতঃ অহঙ্কারের উদয়ে —দিবসের সমাগমে উলুকের ন্যায়—শান্তি একেবারেই লুক্কায়িত হয়। শান্তির তিরোহিতের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সুখ,—শিশিরের আবির্ভাব পদ্মের ন্যায়,—এককালেই বিনষ্ট হয়; এবং সুখের বিনাশে, অজের গল স্থিত স্তনের ন্যায়, জীবন নিতান্ত নিষ্ফল ও অসার হইয়া থাকে। অহঙ্কার দারুণ অগ্নি স্বরূপ। পুত্রমিত্রাদিরূপ অভিচার-দেবতা এই অহ-ঙ্কারেরই প্রভাব বশতঃ সমুৎপন্ন হইয়া, বিনা মন্ত্রে মানব সংসারে নানা প্রকার ক্লেশের দ্বার বিস্তার করিতেছে। প্রবল শত্রু অহঙ্কারের মূলোচ্ছেদ হইলে সমস্ত আধি-ব্যাধির মুলোচ্ছেদ ও নিরতিশয় সন্তোষযোগ সংঘটিত হয় ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। শিশি-রের অন্ত হইলে, যেমন নীহার পটল নিঃশেষিত হয়, তদ্রূপ অহঙ্কারের তিরোধানে অজ্ঞান বা মোহরাশি দূরীভূত হইয়া থাকে। কুজ্ঝটিকায় যেমন দিন মুখমণ্ডল আছন্ন ও মলিন হয়, এবং পয়োধরপটলে যে প্রকার আকাশমণ্ডল সমাকীর্ণ ও বিমলিন হয়, তদ্রূপ অহঙ্কার প্রভাবে মানব হৃদয় আবৃত; আচ্ছন্ন ও মলিন হইয়া থাকে।

অহঙ্কারের এই রূপ প্রভাব পরিদৃষ্টে সাধু মহাত্মাগণ নিরতিশয় আগ্রহ ও অধ্য-বসায়-পরতন্ত্র হইয়া, অহঙ্কার পরিহারে কৃতচিত্ত হইয়া থাকেন। যতকাল অহঙ্কার সম্যক্ পরিত্যাগ করিতে না পারা যায়, তত দিন কোন ক্রমেই ভদ্রস্থতা ও স্বস্তিসঞ্চার হয় না। অহঙ্কার হইতেই নিখিল আপৎ ও অশান্তির আবির্ভাব, এবং শান্তি, সন্তোষ প্রভৃতি সকল সম্পদের বিনাশ হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই অহঙ্কার দূর করা একান্ত আবশ্যক। বলিতে কি, সর্ব্বপ্রযত্নে অহঙ্কার

ত্যাগ করাই উত্তম কল্প। কেননা, উহাতে পরম পদার্থ পুরুষার্থের প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

পাগলের উক্তি

[শ্রীযুক্ত আরাধ্য নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

(৩)

সাধারণতঃ লোকে বলে যে দশে যে কথা বলে তাহা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও মূলে যে কিছু সত্য নিহিত আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। দশচক্রে যখন ভগবানই ভূত হইয়া থাকেন তখন আমি পাগল না হইলেও দশজনের কথা অনুসারে অতৃপ্ত কিঞ্চিৎ বিকৃত মস্তিষ্ক যে হইবে তাহাতে সন্দেহ থাকিতেই পারে না। কাজেই আমিও তাহাই স্বীকার করিয়া লইলাম। তাহার উপায় আমি যে মূর্খ সেকথাও পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন একজন ধনকুবের প্রেমচাঁদ রাইচাঁদ উপাধিধারীর কথা আপনাদের কাছে বলিতেছি শ্রবণ করুন :—

এই কৃতবিদ্য ধন কুবের কার্য্য ব্যপদেশে কিছু দিনের জন্য বিদেশে থাকিয়া আপন গৃহে ফিরিলেন তখন তাঁহার মাতাঠাকুরাণী বিদেশ প্রত্যাগত পুত্রের আহারের জন্য নানাবিধ চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া পুত্র বধূকে স্বহস্তে রন্ধন জন্য আজ্ঞা করিলেন এবং তিনিও যতদূর সম্ভব যত্নসহকারে পাককার্য্য সমাধা করিলেন। বাবুটী আহারে বসিয়া একটী ব্যঞ্জন মুখে দিয়া বলিলেন যা একেবারে মাটী ক'রে ফেলেছে"। এরূপ বলিবার কারণ ক্রমক্রমে তদীয় পত্নী তাহাতে দুইবার লবণ দিয়া ফেলিয়াছেন। কোন দ্রব্য বা কার্য্য নষ্ট হইলেই লোকে তাহাকে, মাটীর সহিত তুলনা করে কেন? মাটী কি এত ঘৃণ্য পদার্থ? যে পিতামাতার, শুক্রশোণিতে মানবজন্ম গ্রহণ করেন সেই পিতা মাতা এমন কি সেই শুক্রশোণিত ও মৃত্তিকা রসোচ্যুত। যে দেহে নানা প্রকার গন্ধ দ্রব্য লেপন করা হয়, যে কেশ বিন্যাসের জন্য কত অর্থ ব্যয় ও কত সময় নষ্ট করা হয় সেই দেহ ও সেই কেশওত মৃত্তিকারস সম্ভূত। যে কিছু সুখাদ্য খাদ্য, এই যে আম্র যাহাকে অমৃত ফল বলা হয় ইত্যাদি সমস্ত ইত মৃত্তিকার রূপান্তর মাত্র। কারণ পীড়া হইতে রক্ষা করিবার যে সমস্ত ঔষধাদি তাহাত সেই মৃত্তিকা হইতেই জাত তবে কেন মৃত্তিকাকে এত ঘৃণ্য পদার্থ বলা হয়? এরূপ কথা বলা কি পণ্ডিত ও প্রকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির উপযুক্ত? মূর্খ ও বিকৃত মস্তিষ্ক থামিত ইহার অর্থ বুঝিতে পারে না। পুরোহিত মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি—শাস্ত্র বলেন যে এই অনিত্য সংসারে সকল দ্রব্যই অনিত্য। সকলেরই কাল লোপ হইবে চিরস্থায়ী কিছুই নহে। আচ্ছা এই "লোপ" শব্দটীর অর্থ কি? অনন্তে লীন হওয়া না রূপান্তর প্রাপ্ত হওয়া! আমার মত মূর্খের মতে "লোপ" কথাটা এখানে ব্যবহার করা ঠিক নহে। কেননা কোনও দ্রব্যের কি "লোপ" আছে? এই যে গাছের মূলে জল সেচন করা হইতেছে সমগ্রান্তরে এ জলের চিহ্নও থাকিবে না কিন্তু তাই বলিয়া কি

জলটা অনন্তে লীন হইয়া গেল না রূপান্তর প্রাপ্ত হইল মাত্র? জলের কতকাংশ সূর্য্যতাপে বাষ্পকীয় ধারণ করিয়া আর বাকী অংশ মৃৎরসে সংমিশ্রিত হইয়া গাছের শাখা-প্রশাখাদির অঙ্গ পুষ্ট করিয়া অর্থাৎ তদ্রূপ ধারণ করিল। মৃত্যু শব্দের অর্থ কি? পঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশ্রিত হওয়ার নামই ত মৃত্যু তবে লোপ পাইল কে? রূপান্তর মাত্র প্রাপ্ত হইল। "লোপ" অর্থে যদি "রূপান্তর" হয় তবে লোপ কথা ব্যবহার করার ক্ষতি নাই। শাস্ত্র আরও বলেন "নিষ্কাম কর্ম্ম কর"। যাহাতে কামনা আছে তাহারই নাম কর্ম্ম তবে সেই কর্ম্ম আবার নিষ্কাম কিরূপে হইতে পারে বুঝাইয়া দিলে তবে আমার মত মূর্খ বুঝিতে পারে। পাথর না লইয়া সোনার পাথর বাটী প্রস্তুত হয় কি? এ জগতে নিষ্কাম কর্ম্ম কে করে বুঝিতে পারি না। সাধারণ লোকের কথা ত দূরে থাকুক যোগী যে যোগাভ্যাস করেন তাঁহার কি কামনা নাই? যিনি বলেন যে আমার কোনও কামনা নাই কেবল কর্ত্তব্য সাধনের জন্য কার্য্য করিয়া থাকি এই কর্ত্তব্য সাধনই তাঁহার কামনা। তবে নিষ্কাম কর্ম্মটা কি আমাকে—এই মূর্খকে বুঝাইয়া দিন।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং
ন ভুক্তং ক্ষীয়াত কর্ম্ম কল্পকোটি হতৈরপি।

যদিতোই হয় তবে পাপ খণ্ডনের জন্য নিরীহ পশু বলি দিয়া দেবগণকে সন্তুষ্ট করিতে চাওয়া কি ভ্রম নহে। আমার স্বকৃত কর্ম্মের ফল দেবতাই হউন আর অপর মানবই হউন কি প্রকারে খণ্ডন করিতে পারে? আমি অগ্নিতে হাত দিলে রামকৃষ্ণের হাত পুড়িবে না আর আমি ক্ষীর সর খাইলে বা রাধারমণের ক্ষুধার তৃপ্তি হইবার সম্ভাবনা কোথায়? আমি মূর্খ, দরিদ্র ও বিকৃত মস্তিষ্ক আর আপনি বিদ্বান, ধনকুবেরও প্রকৃত মস্তিষ্ক। আখ্যা বিভিন্ন হইলেও আমি ত আপনাতে ও আমাতে বিশেষ কোনও পার্থক্য দেখি না। আপনারাও আমারই মত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু ইত্যাদি সমস্তই আছে তবে আমি আপনাকে ভয়ের চক্ষে দেখি আর আপনি আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন এই মাত্র বিভিন্নতা। আপনি বলিতে পারেন যে দরিদ্রের অর্থ কষ্ট আছে আর ধনবানের তাহা নাই। আমি কিন্তু একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি; কারণ আমি বেশ জানি যে যিনি শত মুদ্রার অধিপতি তিনি সহস্র মুদ্রার জন্য লালায়িত, যিনি সহস্র মুদ্রার স্বামী তিনি বলেন যে অযুত মুদ্রা না হইলে চলে না আবার অযুত মুদ্রা পাইলেই তিনিই বলিবেন যে লক্ষ মুদ্রার কম সকল অভাব ঘুচিতে পারে না। এইরূপ বাসনার ক্রম বিকাশই মানবকে দুঃখের পথে আনয়ন করে।

যে স্বর্গপ্রসূ ভারতবর্ষ এককালে রামচন্দ্র কৃষ্ণ, বুদ্ধ, বেদব্যাস, বশিষ্ঠ ও বাল্মিকী প্রভৃতি ধর্ম্ম ও জ্ঞানোপদেষ্টা মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়াছিল আজ কি সেই ভারতবর্ষ কেবল আত্মাভিমানী আপাত লাভবান সার্ট, চশমা, টেরী ও ঘড়িধারিগণের বিচরণ ভূমি হইয়াছে? না, তাহা কখনই হইতে পার না। অনেক মহাপুরুষও নিশ্চয়ই

এখনও এখানে আছেন। তবে আমার মত হতভাগা মূর্খের সে স্বর্গীয় পদার্থের দর্শন লাভ ঘটিবে কি? অবশ্য ঘটিবে। তাঁহারা যে পতিতপাবন। আমার মত পতিতকে ত্রাণ না করিলে-তাঁহাদের পতিত পাবন নামের স্বার্থকতা থাকে কোথায়! অন্তরের এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা কল্লে অবশ্যই তৃপ্ত হইবে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তবে ঠাকুরমা কথিত 'সেই একদিন আর এই এক দিনের' গল্পটা মনে পড়ে তাই ভয় হয়, পাঠকের অবনতির জন্য সেই গল্পটী বলি যদি ধৈর্য্যচ্যুতি হয় অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন :—

কোনও দেশে এক ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ বড়ই দরিদ্র। দিনান্তে স্ত্রী পুরুষের অর্দ্ধাশনেরও কোন উপায় ছিল না। দরিদ্র হইলে, চপলতা ক্রোধ প্রভৃতি সে সকল দোষ থাকার আশা করা যায় উক্ত ব্রাহ্মণে তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। এই সকল কারণে পল্লীস্থ সকলেই তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিতেন। ব্রাহ্মণপত্নী কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত ভাবাপন্না ছিলেন তিনি পল্লীস্থ সকলেরই গৃহকার্য্যে সাহায্য করিতেন। রোগীর সেবায় ও শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা করিয়া তিনি অগ্রণী ছিলেন। সেই জন্য সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন এবং সকলেই তাঁহাকে দয়া শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাদেরই দয়াতে এই ব্রাহ্মণ দম্পতি অনাহার জনিত মৃত্যুমুখ হইতে কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়াছিলেন!

একদিন ব্রাহ্মণী শুনিলেন যে সন্নিকটস্থ কোনও রাজা যজ্ঞবস্ত কল্পতরু হইয়া বসিয়াছেন। অর্থাৎ যে যাহা চাহিতেছে তাহাকে অবাধে তাহা দান করিতেছেন। দাতার কথা শুনিয়া দরিদ্র পত্নীর মনে আশার সঞ্চয় হইল তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার কুটীরে আসিয়া স্বামীকে ভিক্ষার্থে রাজ দরবারে যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু অলস ব্রাহ্মণ যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিলেন যে এতদূর যাইয়া যদি কিছু পাওয়া না যায় তবে তাঁহার বৃথা পরিশ্রম করাই সার হইবে। তাহার উপায় তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ও উত্তরীয় নাই। রাজসভায় যাওয়া কোন মতেই হইতে পারে না। ব্রাহ্মণী কিন্তু ছাড়িলেন না। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া এবং প্রতিবেশীর নিকট হইতে পরিধেয় বস্ত্র ও উত্তরীয় ভিক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণকে রাজসভায় পাঠাইতেছেন। কিন্তু অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়। রাজসভায় যাইতে হইলে একটী অল্পতোয়া নদী পার হইতে হয়। ব্রাহ্মণ সেই নদীর প্রায় তিন ভাগ পার হইয়া গিয়াছেন এমন সময়ে অকস্মাৎ মুষল ধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল. অন্নাভাবে রক্তশূন্য দেহে নীচে ও উপরে জল পাওয়ায় ব্রাহ্মণের অত্যন্ত শীতার্ত্ত ও কম্পান্বিত কলেবর হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া যাওয়া অপেক্ষা রাজসভায় যাওয়া সহজ মনে করিলেন। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে এবং কি জন্যই বা এখানে আসিয়াছেন?"

ব্রাহ্মণ। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। ভিক্ষার্থী হইয়া আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি।

এই কথা শুনিয়া রাজা ঈষৎহাস্য করিয়া বলিলেন "সেই একদিন আর এই একদিন।"

এই কথা শুনিয়া, ব্রাহ্মণ যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। যথাসময়ে সভাভঙ্গ হইল রাজপরিষদ ও অন্যান্য অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। কেবল ব্রাহ্মণ নিরাশ মনে একাকী বসিয়া আছেন এমন সময়ে একজন প্রহরী আসিয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন "আমি ভিক্ষার্থী হইয়া এখানে আসিয়াছি। রাজা মহাশয় কি আমাকে কিছু দিবেন না?

প্রহরী। আমরা পরিচারক মাত্র। এ কথার জবাব দিতে আমি অক্ষম।

তখন কাজেই ব্রাহ্মণ নিজ কুটীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আসিবার সময়ে জলে ভিজিয়া ব্রাহ্মণ কাঁপিয়া অস্থির হইয়াছিলেন আর যাইবার সময় ব্রাহ্মণীর ভয়ে—ক্রোধে তাঁহার কৃশ দেহযষ্টি কাঁপিতে লাগিল। তিনি বাটী গিয়া প্রথমেই ব্রাহ্মণীকে অকথ্য ভাষায় গালি বর্ষণ করিলেন তারপরে রাজার সহিত যেরূপ কথা হইয়াছিল তাঁহাকে বলিলেন। ব্রাহ্মণী সে সময়ে তাঁহার স্বামীকে কিছু না বলিয়া তাঁহার পাদধৌত করিয়া দিলেন এবং নিজের ভিক্ষালব্ধ অন্নব্যঞ্জনাদি তাঁহাকে খাইতেদিলেন। রাত্রে যখন ব্রাহ্মণ বুঝিলেন যে ব্রাহ্মণের ক্রোধের একটু উপশম হইয়াছে তখন তিনি স্বামীকে বলিলেন—"দেখুন, আমাদের এই দরিদ্রতার জন্য আমিই দায়ী কেননা কথায় বলে যে স্ত্রীভাগ্যে ধন। যদি আমি একান্ত হতভাগিনী না হইতাম তবে আপনার এত কষ্ট হইত না।

ব্রাহ্মণ। কেবল তুমি হতভাগিনী কেন? আমিও নিশ্চয় হতভাগ্য কেননা তাহা না হইলে তোমার সহিত আমার বিবাহ হইত না।

ব্রাহ্মণী। আচ্ছা, ভাগ্য কি?

ব্রাহ্মণ। স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল।

ব্রাহ্মণী। এ জন্মে ত জ্ঞানেও এমন কোন কুকর্ম্ম করি নাই যে এত কষ্টভোগ করি। পূর্ব্বজন্মে দুই জনেই কি মহাপাপ করিয়াছিলাম?

ব্রাহ্মণ। নিশ্চয়ই করিয়াছি, আরও জানিও যে তুমি যে কেবল এই জন্মেই আমার স্ত্রী হইয়াছ তাহা নাও হইতে পারে; বোধ হয় পূর্ব্বে কোনও জন্মে দুই জনে একত্রিত হইয়া কোনও বিশেষ গর্হিত কার্য্য করিয়া থাকিব সেই জন্যই দুইজনেই এই দুর্ব্বিসহ কষ্টভোগ করিতেছি।

ব্রাহ্মণী। যদি কোন কর্ম্মফলই ভাগ্য হয় তবে এ জন্মে এমন কর্ম্ম কি করিতে পারি না যাহাতে আমাদের এই দুঃখ ঘুচে?

ব্রাহ্মণ। এমন কি কর্ম্ম করিব তাহাই আমার ধারণায় আসে না।

ব্রাহ্মণী। আপনি যদি রাগ না করেন তবে আমি একটা কথা বলি। কিন্তু বলিবার পূর্ব্বে আপনি আমাকে অভয় দান না করিলে আমি বলিব না।

ব্রাহ্মণ। তোমার যাহা ইচ্ছা হয় বলিতে পার, আমি রাগ করিব না।

ব্রাহ্মণী। দেখুন রাজা যে আপনাকে "সেই একদিন আর এই একদিন" বলিয়া হাসিয়াছিলেন তাহার অর্থ আমি বুঝিয়াছি। রাজা আমাদের কিছু দান করুন আর

নাই করুন তাঁহার এই কথাটার জবাব আপনার দিয়া আসা উচিত।

প্রথমে ব্রাহ্মণ পুনরায় সেই দুষ্ট রাজার সভায় যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। অনেক অনুনয় বিনয়ের পরে তিনি পত্নীর অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণীর পরামর্শ মত একখণ্ড প্রস্তর ও একটুকরা কাঠ লইয়া তিনি রাজ-সভায় উপনীত হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার দিকে হস্ত প্রসারণ করাতে যে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কোনও আশীর্ব্বাদ ফল বা পুষ্প দিবেন ভাবিয়া রাজা হাত পাতিলেন। তখন ব্রাহ্মণ সেই প্রস্তর ও কাষ্ঠখণ্ড রাজার হস্তে দিয়া প্রথমে রাজার হাতের দিকে দেখিলেন তারপর রাজার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎহাস্য করিয়া বলিলেন—"সেই একদিন আর এই একদিন।"

এই কথা শুনিয়া রাজা শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণ-চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে কোষাধ্যক্ষকে বল এই ব্রাহ্মণ যাহা চান যেন কোনও আপত্তি না করিয়া এখনই তাঁহাকে তাহাই দেওয়া হয়। মন্ত্রী তখনই রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া বলিলেন —"মহারাজ! গতকল্য আপনি এই ব্রাহ্মণকে যাহা বলিয়াছিলেন আজ এই ব্রাহ্মণও আপনাকে তাহাই বলিলেন। কাল কিন্তু আপনি ইঁহাকে কিছুই দিলেন না আজ কেন আবার আপনার এত দয়া হইল বুঝিতে পারিলাম না। যদি বাধা না থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া ইহার কারণ আমাকে বলুন।"

রাজা। গতকল্য এই ব্রাহ্মণকে সামান্য বৃষ্টির জলে ভিজিয়া কম্পান্বিত কলেবর দেখিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম যে মহামুনি অনভ্যস্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি গণ্ডূষত্রয়ে সমুদ্র শোষণ করিয়াছিলেন; আর সেই ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এক ব্যক্তি সামান্য বৃষ্টির জলের শৈত্যও সহ্য করিতে অক্ষম। তবে ইঁহার ব্রাহ্মণত্ব কোথায়? তাই বলিয়াছিলাম "সেই একদিন আর এই একদিন।" আজ ব্রাহ্মণ আমাকে ইহার প্রকৃত উত্তর দান করিয়াছেন। তিনি আমার হস্তে কাষ্ঠ ও প্রস্তর খণ্ড দিয়া যখন দেখিলেন যে কাষ্ঠ ও প্রস্তর তাহাই রহিল তখন তিনিও আমাকে বলিলেন—"সেই একদিন আর এই একদিন।" একথার অর্থ এই যে রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পাদস্পর্শে কাষ্ঠময় নৌকা স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন আর অহল্যা পাষাণীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। আমিও সেই ক্ষত্রিয়বংশে জন্মিয়াছি কিন্তু পাতরের কথা আমার হাতে পড়িয়াও কাষ্ঠ ও প্রস্তর খণ্ড পরিবর্ত্তিত হইল না।

দরিদ্রের আশা মনে উৎপন্তি হইয়া মনেই লয় হয় কখনও পূর্ণ হয় না এইজন্য ইহার অপর নাম স্বয়ম্ভু। এক্ষেত্রে কিন্তু পত্নীর বুদ্ধিবলে দরিদ্রের আশা পূর্ণ হইল। আমার আশা পূর্ণ হইবার যে কোনও ভরসা নাই। কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করি তাহাতে আপত্তি নাই। শাস্ত্রে বলেন "যদ্বর্ষে, যন্মাসে, যদ্দিনে, যন্মুহূর্ত্তে যদ্ধবেৎ তদ্ভবিষ্যতি

দেবৈরপি ন বাধ্যতে" তাই যীশুখ্রীষ্টের একজন ভক্তশিষ্য বলিয়াছিলেন—"O Lord let thy will be done but let me have strength of mind enough to brave away the dissasters that may lie before us" ইহার ভাবার্থ এই যে—হে প্রভো! আপনার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হউক, যে সকল দুর্ব্বিপাকে পড়িব তাহা যেন অবাধে সহ্য করিতে পারি এইরূপ মনের দৃঢ়তা প্রদান করুন—এই আমার ভিক্ষা।

আপনারা আমাকে উন্মাদ, দরিদ্র, মূর্খ অথবা নীচ হইতেও নীচতম বলুন আমি তাহাতে বিন্দুমাত্রও দুঃখিত নহি। কারণ আমি জানি যে বস্তুতই আমি অত্যন্ত নীচ, কেননা পশুপক্ষী যোনিজাত জীবও স্বধর্ম্ম পালনে সক্ষম আর আমি এই দুর্ল্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়াও যে ধর্ম্মপালন করিতেছি না; তাই বলি আমি আপনাদের কৃপাকণার প্রার্থী। করুণাদানে কার্পণ্য দেখিলেই মর্ম্মাহত হইব। গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্ এই আমার একমাত্র ভরসা।

অনুরাগ

[শ্রীজয়দ্রথ চৌধুরী]

সুরভি কুসুম ফোটে
মলয়-সৌরভ লুটে
অনুরাগে ধরা অলিকুল—
উড়ে ব'সে ফুলে ফুলে
মধুর ঝঙ্কার তোলে
বিশ্বপ্রাণ মাতিল আকুল।

প্রভাতে নূতন রবি
হৃদে এঁকে রাঙ্গা ছবি
ধরণীর তমরাশি হ'রে—
সূর্য্যমুখী কমলিনী
বুকভরা প্রেমখনি
অনুরাগে ভ'জে দিবাকরে।

নিশাকান্ত নিশাকালে
সুস্নিগ্ধ জোছনা ঢেলে
শান্ত স্তব্ধ ক'রে ধরাতল—

চাতকের সুধাগানে
কুমুদিনী ফুল্লাননে
অনুরাগে হাসে চলচল্।

অনিত্য সকল লীলা
ক্ষণস্থায়ী ভবখেলা
অনুরাগ শৈবালের নীর

তিনিই সারাৎসার
ভবার্ণব কর্ণধার
সমভাবে অটল সুস্থির।

মজ তাঁর অনুরাগে
স্মৃতিকণা হৃদে জেগে
নে'বে সবে ভবপরপারে

আশা-তৃষা মিটে যাবে
ভবজ্বালা নাহি রবে
মোহপাশ টুটিবে অচিরে।

প্রতীত্য সমুৎপাদ

বা

জন্ম মৃত্যুরূপ ভবচক্র রহস্য

[রাজগুরু শ্রীমৎ ভগবানচন্দ্র মহাস্থবির]

অবিদ্যা হইতে সংস্কারাদির উৎপত্তি প্রদর্শন করিতে হইলে পুত্রের পরিচয় দিতে প্রথমতঃ পিতার পরিচয় আবশ্যক। পুত্র বলিলে কাহার পুত্র? এইটী জানিবার আসক্তি থাকিয়া যায়, এইজন্য মিত্রের পুত্র, দত্তের পুত্র ইত্যাদি পিতার নাম বলিয়া দিলেই সুপরিচিত হয়। সেইরূপ দেশনা-কৌশল ভগবান তথাগত সংস্কারাদির মাতৃ-স্বরূপা অবিদ্যার প্রথমতঃ পরিচয় দিয়াছেন।

আবার লক্ষণের সহিত কথিত না হইলে সুকথিত হয় না, যেমন কোন ব্যক্তি নষ্ট গোধন অন্বেষণ করিতে করিতে যদি কাহাকে বলে মহাশয় একটী গোধন যাইতে দেখিয়াছেন? উত্তরে এই দেশে বহুতর গোধন আছে আপনার গোধনের লক্ষণ কি? তখন অমুক অমুক লক্ষণ বলিয়া দিলে সুপরিচিত হয়, সেইরূপ লক্ষণ ও যুক্তির সহিত কথিত হইলেই সুকথিত হয়। এইজন্য ২৫ প্রকার লক্ষণের সহিত অবিদ্যার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

যথা :—১ জ্ঞান বলিলে প্রজ্ঞাকে বুঝায়, ইহা অর্থার্থ কারণাকারণ ও চতুসত্য ধর্ম্ম বিদিত ও প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু অবিদ্যা জ্ঞানকে আচ্ছাদন করতঃ বিদিত বা প্রকাশ করিতে দেয় না তদ্ধেতু এই অবিদ্যাকে জ্ঞান প্রত্যনিক অজ্ঞান বলিয়া কথিত।

২ দস্সন বলিলে প্রজ্ঞা, ইহা তাহার আকার দর্শন বা স্পর্শন করে কিন্তু অবিদ্যা স্পর্শন বা দর্শন করিতে দেয়না বলিয়া অদর্শন নামে অভিহিত।

৩ অভিসময় বলিলেও প্রজ্ঞা, ইহা তাহার অভিসম করে; কিন্তু অবিদ্যা অভিসম করিতে দেয় না বলিয়া অনভিসময়।

৪ অনুবোধ, ৫ সম্বোধ, ৬ প্রতিবোধ বলিলেও প্রজ্ঞা। অনুবোধ, সম্বোধ ও প্রতি-বোধ করিয়া থাকে কিন্তু অবিদ্যা অনুবোধ, সম্বোধ, ও প্রতিবোধ করিতে দেয়না এইজন্য অবিদ্যা অননুবোধ, অসম্বোধ ও অপ্রতিবোধ নামে কীর্ত্তিত।

৭ সল্লক্খনা বলিলে প্রজ্ঞা ইহা তাহার স্বরূপ গ্রহণ করে, কিন্তু অবিদ্যা স্বরূপ গ্রহণ করিতে দেয় না বলিয়া অসল্লক্খনা। ৮ পরিয়োগহনা বলিলেও প্রজ্ঞাকে বুঝায়, ইহা অনুপ্রবেশ করিয়া তাহার স্বরূপ পরি-গ্রহণ করে; কিন্তু অবিদ্যা অনুপ্রবেশ বা স্বরূপ গ্রহণ করিতে দেয়না বলিয়া অপরিয়-গাহনা।

৯ সমপেক্খণা ও প্রজ্ঞা, ইহা সমপেক্খণ বা সম্যক দর্শন করে, অবিদ্যা সম্যক দর্শন করিতে দেয়না এইজন্য অসমপেক্খনা। ১০ পচ্চবেক্খন বলিলে প্রজ্ঞাকে বুঝায় ইহা তাহার স্বরূপ প্রত্যবেক্ষণ করে কিন্তু অবিদ্যা প্রত্যবেক্ষণ করিতে দেয়না বলিয়া অপ্রত্য-বেক্ষণ।

১১ ইহার কোন কর্ম্ম প্রত্যক্ষ নহে,

স্বয়ং অপ্রত্যক্ষ কর্ম্ম বলিয়া অবিদ্যাকে অপ্রত্যক্ষ কর্ম্ম বলে।

১২ দুর্ম্মেধ বলিয়া অবিদ্যা দুর্ম্মেধ্য।

১৩ বালভাব বলিয়া অবিদ্যা বাল্য। ১৪ সম্পজঞ্ঞ বলিলে প্রজ্ঞা ইহা অর্থার্থ কারণাকারণ ও চতুসত্যধর্ম্ম সম্যকরূপে জানে, অবিদ্যা চতুসত্যাদিকে জানিতে দেয় না বলিয়া অসম্পজঞ্ঞ বলিয়া কথিত। ১৫ মোহন স্বরূপ অবিদ্যামোহ, ১৬ পমোহরূপে অবিদ্যা প্রমোহ, ১৭ সম্মোহনরূপে অবিদ্যা সম্মোহ।

১৮ অবিন্দিয়ং বিন্দতীতি অবিজ্জা অর্থাৎ দুষ্চরিত্রাদি অলভনীয় ধর্ম্ম লাভ করিয়া থাকে বলিয়াই অবিদ্যা অবিন্দিয় নামে কথিত।

১৯ বিন্দিয়ং নবিন্দতীতি অবিজ্জা অর্থাৎ সুচরিত্রাদি লভনীয় ধর্ম্ম লাভ করিতে দেয় না বলিয়াই অবিদ্যা বিন্দিয় নামে কথিত।

২০ সংসারবট্ট অর্থাৎ সংসারাবর্ত্ত স্রোতে প্রবাহিত ও নিমগ্ন করে বলিয়াই অবিদ্যোঘো।

২১ সংসারবট্ট অর্থাৎ সংসারাবর্ত্তে সংযোজিত করে বলিয়াই অবিদ্যা যোগ। ২২ অপ্পহীন অর্থাৎ অপ্রহীনরূপে পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হয় বলিয়াই অবিদ্যানুশয়। ২৩ মার্গে পথিকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনকারী ডাকাতের ন্যায় কুশল লুণ্ঠন, গ্রহণও বিলোপ সাধন করে বলিয়া অবিদ্যা পরিয়ুট্ঠান নামে কথিত হয়।

২৪ প্রাচীর পরিবেষ্টিত নগরদ্বারে পলিঘ-রূপ কপাট রুদ্ধ করিলে নগরের অভ্যন্তরের লোক বহির্ভাগে, বাহিরের লোক অভ্যন্তরে গমনাগমনের পথ রুদ্ধ হয়, সেইরূপ সংকায় নগরে অবিদ্যা পলিঘ বা কপাটেও নির্ব্বাণ সম্প্রাপক জ্ঞান গমনের পথ রুদ্ধ করে বলিয়াই অবিদ্যা লঙ্গি নামে আখ্যাত হয়। ২৫ অকুশল মূল বলিয়া অবিদ্যা অকুশল মূল নামেও কথিত হয় অর্থাৎ মোহই অকুশল মূল ইহাকে অবিদ্যা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই ২৫ প্রকার অবিদ্যার লক্ষণ।

ইহা হইতে বুঝা গেল অবিদ্যা জ্ঞান-বিরোধী অজ্ঞান ও সত্যের আচ্ছাদক। সত্য বলিলে সংসারে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণও আছে, দুঃখের ধ্বংসও আছে এবং দুঃখ ধ্বংসের উপায়ও আছে ইহা ধ্রুব বিশ্বাস। এই ৪টী মহাবাক্যই সত্য। এই ৪টী মহাবাক্যই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ভিত্তি। ভগবান তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ সমুদয় দুঃখ ভোগ করিয়াছেন তাহা সম্যক বুঝিয়াছেন এইজন্য দুঃখ ধ্বংসের উপায় বলিয়া গিয়াছেন। যদি তিনি দুঃখ ভোগ না করিতেন তাহা হইলে তিনি দুঃখ ধ্বংসের উপায় উদ্ভাবন করিতেন না। দুঃখই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম মুল ভিত্তি, যাহারা দুঃখকে দুঃখ বলিয়া বুঝে না তাহারা তীর্থ্যক হইতেও অধম। কারণ তীর্থ্যকেরাও দুঃখ বুঝিয়া থাকে। যাহারা দুঃখকে দুঃখ বলিয়া বুঝিতে সমর্থ হয় না তাহাদের দুঃখ মুক্তির চেষ্টাই বা কোথায়? যাহারা দুঃখকে দুঃখ বলিয়া বুঝে, যাহারা দুঃখ ধ্বংস ও মুক্তিকামী বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রীষ্টান ও মুসলমান যে কেহ হউক না কেন এই চতুরার্য্য সত্যের আশ্রয়ই গ্রহণ করিতে হইবে নতুবা সম্যক মুক্তির উপায় কোথায়? আমরা দুঃখকে সুখ বলিয়া বুঝিয়া

থাকিবার কারণ এই যে—দুঃখ,দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ ও নিরোধের উপায় এই চতুরার্য্য সত্যকে অবিদ্যা আচ্ছাদন করতঃ তাহাদের স্বরস লক্ষণ জানিতে, স্পর্শ করিতে ও প্রতিবোধ করিতে দেয় না বলিয়া সেই সত্যগুলি সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। অবিদ্যা দুঃখ সত্যের একদেশ এবং সহজাত হয়, দুঃখ সত্যকে আরম্মণ ও আচ্ছাদন করিয়া থাকে। সমুদয় সত্যের একদেশ হয় না কিন্তু সহজাত হইয়া থাকে, এবং তাহার আরম্মণ ও আচ্ছাদন করে। নিরোধ ও মার্গ সত্যের একদেশ বা সহজাত হয় না এবং তাহার আরম্মণও করে না; কিন্তু আচ্ছাদন করিয়া থাকে। দুঃখারম্মণে অবিদ্যা উৎপন্ন হইয়া দুঃখকে আচ্ছাদন করে বলিয়াই দুঃখ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না)। সমুদয় সত্যও সেইরূপ। নিরোধ ও মার্গারম্মণে অবিদ্যা উৎপন্ন হয় না কেবল আচ্ছাদন করিয়া থাকে।

প্রথম দুই সত্য দুর্দ্দর্শত্ব গম্ভীর ও দ্বিতীয় দুই সত্য গম্ভীরত্ব দুর্দ্দর্শ। অপিচ দুঃখ নিরোধ সত্য গম্ভীরও দুর্দ্দর্শ হয়। মহা সমুদ্র মন্থন করিয়া ওজাহরণ বা সেনেরুপর্বতের পাদদেশ হইতে বালি আহরণ অথবা পর্ব্বত নিস্পেষিত করিয়া রস নিহরণ করা যেরূপ দুঃসাধ্য সেইরূপ দুই সত্য গম্ভীর বলিয়া দুর্দ্দর্শ দুই সত্য দুর্দ্দর্শ বলিয়া গম্ভীর এবং নিরোধসত্য অতি গম্ভীর বলিয়া অতি দুর্দ্দর্শ, এইরূপ চতুরার্য্য সত্যকে আচ্ছাদক মোহান্ধকারই অবিদ্যা নামে কথিত হইয়াছে। মায়াবী বহুরূপী যেরূপ আমাদের সম্মুখে নানাকারে, নানা ভঙ্গিতে, নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগকে ভুলাইয়া থাকে, সেইরূপ অবিদ্যাও নানাপ্রকারে নানা মূর্ত্তিতে আমাদিগকে ভুলাইয়া থাকে। এই অবিদ্যা প্রসূত অলিক সংসারকে আমরা অলিক বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হই না, অব্যক্ত ছিল কিছুদিনের জন্য দেখা দিল পুনঃ অল্পদিনের মধ্যে কোথা লুকাইয়া গেল এইরূপ মিথ্যা ও অলিক বলিয়া ধারণাও করিতে পারি না। কারণ আমরাও অবিদ্যা প্রসূত, এই অবিদ্যা প্রসূত সংসার,ধন, জন, স্ত্রী,পুত্র,নিত্য ও সত্য কিরূপেই বা হইবে অবিদ্যা ত অস্থির পদার্থ। যাহা নিজে অনিত্য তাহার উৎপাদ্য পদার্থ ই বা কিরূপে নিত্য হইতে পারে? এইজন্য যিনি অমিত জ্ঞানী, তেজে বা জ্ঞানালোকে সূর্য্য সম, শীতলতায় চন্দ্র তুল্য পদ্মপত্র জলবৎ নির্লিপ্ত, বিশুদ্ধ সত্ত্ব সেই ভগবান তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ এই মিথ্যা প্রপঞ্চ মায়াময় পরিবর্ত্তনশীল সংসার অনিত্য! অনিত্য!! অনিত্য!!! এই সত্যগুলি জলদগম্ভীর স্বরে আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন; তাহা আরও একটু বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করা যাইতেছে। *

অবিদ্যা অনির্ব্বচনীয় ভাবাভাবের বিশিষ্ট পদার্থ। অবিদ্যা অস্থির, চঞ্চল, স্পন্দন ও গতিশীল অনির্ব্বাচ্য পদার্থ। অবিদ্যার পূর্ব্বেও সাম্যতা ছিল না, বর্ত্তমানেও সাম্যতা নাই, এবং ভবিষ্যতেও সাম্যতা হইবে না। অবিদ্যার আদি নাই, অন্ত নাই অনাদি অনন্ত অবিদ্যা অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে। অবিদ্যা মহাসমুদ্রবৎ, ইহার হ্রাস বৃদ্ধিও নাই, যেমন মহাসমুদ্র জল বাষ্পাকারে আকাশে উত্থিত হইয়া মেঘ হয় যথাসময় পুনঃ বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া তাহা মহাসমুদ্রে আসিয়া সম্মিলিত হইয়া থাকে, ইহাতে যেমন সমুদ্র জলের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, সেইরূপ অবিদ্যার অজ্ঞান নানাকারে ব্যাকীর্ণ আকীর্ণ বা আকর্ষণ বিকর্ষণ হইলেও তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। অর্হৎ জ্ঞান লাভ হইলে আর্য্যবুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ, ও আর্য্য অর্হৎ শ্রাবকগণের নিকট অজ্ঞান স্থান পায় না সত্য; ইহা ব্যষ্টি অজ্ঞান, সমষ্টি অজ্ঞান পক্ষে তাহা খাটে না। যেমন গৃহাভ্যন্তরস্থ প্রদীপ কেবল সেই গৃহের অন্ধাকারই দূরীভূত করিয়া থাকে অপর অন্ধকার থাকিয়া যায় সেইরূপ অর্হৎ জ্ঞান লাভ হইলেও ব্যাধি অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

* ১২শ বর্ষের আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যার প্রবন্ধটী ভ্রমে বাদ দেওয়া গেল।

অবস্থার বিপর্য্যয়

[শ্রীযুক্ত তরণী সেন বড়ুয়া]

"অন্ধভূতো অয়ং লোক তনুকেহ্য বিপস্সতি,
সকুন্তো জলমুত্তো ব অপ্পো সগ্‌গায় বাচ্ছতি।"

এই পৃথিবী অন্ধকারময় হিতাহিত জ্ঞানের অভাবে এখানে অল্প লোকেই উত্তমরূপে দেখিতে পায়; অল্প লোকেই জালমুক্ত পক্ষীর ন্যায় স্বর্গে গমন করে।

তোমরা দুঃখ পাও কেন? দুঃখ পাইবার কারণই বা কি? তোমরা ত নিজের দুঃখ নিজেই সাদরে নিজের স্কন্ধে আনিয়াছ। দুঃখ পাও কেন তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত নয় কি? তোমাদের প্রপিতামহের সমকালীণে লোকে মাসিক ২০।২৫ টাকা চাকুরী করিয়া ১০।১২ জন লোকের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতেন, এবং সেই মাহিনা হইতে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আরও তোমাদের জন্য অতিরিক্ত জায়গা জমি ও টাকা পয়সা জমাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তৎসঙ্গে পুষ্করিণী সেতু মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তোমরাও ত তাঁহাদের বংশধর আজ তোমরা মাসে ৪০০।৫০০ টাকা মাহিনায় চাকুরী করিয়া এক পরিবারের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছ না। সেই দোষ কাহার? সেই দোষটুকুই তোমাদের। আজ তোমাদের প্রপিতামহের কীর্ত্তি কলাপ লুপ্ত করিয়া ভারাটিয়া ঘড়, প্রমোদ উদ্যান ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া ফেলিতেছ। এই সকল করা সত্ত্বেও তোমাদিগকে কুলাইতেছে না। আর সেই দাদার দিন নাই। বহু শতাব্দী হইল সেইদিন চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়টি বাবুগিরীর দিন, তোমরাত অবস্থানুযায়ী চলিতে চাও না। বিলাসে গা ঢালিয়া দিয়াছ, বিলাসিতার স্রোত বাড়িয়া তুলিতেছ। প্রপিতামহের সমকালীন চালচলন ছাড়িয়া দিয়া নূতন ফেশনে চলা ফেরা করিয়া থাক। তাহাইত তোমাদের দুঃখের একমাত্র কারণ। সৎকর্ম্ম করিতে সৎপথানুযায়ী চলিতে ভগবানের উপাসনা করিতে তোমাদের মাথা ব্যথা হইয়া থাকে। শ্রমণ,ব্রাহ্মণ,ভিক্ষুদিগকে মান্য করিয়া চলিতে ইচ্ছা কর না। তোমার পিতামহ

হইতে প্রপিতামহগণ শ্রমণ ও ভিক্ষুদিগকে দেখা মাত্র অবনত মস্তকে পদধুলা লইয়া মস্তকে লেপন করিত।

আজ তোমরা সেই শ্রমণ, ব্রাহ্মণদিগের পদধূলী গ্রহণ করা দূরে থাকুক প্রণাম করিতে লজ্জা মনে করিয়া থাক। কেহ কেহ অগত্যা না পারিয়া বানরের ন্যায় খাঁড়া হইয়া প্রণাম করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে অনেক নব্য বাবুরা উকি মারিয়া ভেঙ্কি বাজির মত প্রণাম করিয়া থাকে। পিতা মাতা কোন প্রকার ভাল উপদেশ দিতে চাহিলে do not care বলিয়া উড়াইয়া দাও। সেই জন্যই তোমাদের এই অধোগতির একমাত্র কারণ। তোমরা সর্ব্বদা আত্মগরীমায় মোহিত, তোমাদের ঋণে ভয় নাই; ধার করিয়া বাবুগিরী করিতে চাও, গাড়ী দেখিলে ঘোড়া হইয়া যাও, পদব্রজে চলা ফেরা করিলে কষ্ট বোধ করিয়া থাক। তোমরা সম্মানার্থ বাবু সাজিছে আজ তোমাদের সেই বাবুগিরী দেখিয়া সাধারণ লোকেরা তোমাদের পার্শ্ব হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছে। আজই বাবুগিরীতে তোমাদের এত দুর্দ্দশা অপরের ও ভ্রাতার পরিচয় করিতে গিয়া ধনের পরিমাণ করিয়া থাক নিজের কথা ছাড়িয়া অপরের বুলি বলিতে শিখিয়াছ; অন্য চাল চলন দেখিয়া হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া তোমরা সেই চালে চল বলিয়া আজ তোমাদের অবনতি। আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে শেখ, না বিলাসের স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিতেছ তাই আজ তোমাদের নিগ্রহ। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সাদাসিদে ভাবে চলিত, সেই পূর্ব্ব পুরুষগণের চাল ছাড়িয়া, আজ তোমরা চক্ষে চশমা আঁটিয়া টেরি কাটিয়া ছড়িটী লইয়া, কুঁছাটি ঝুলাইয়া সেই সুগন্ধি পরিপূর্ণ কুন্তলীন মস্তকে মর্দ্দন করিয়া দিনে ২৪ বার Lookiug glassএ মুখ দেখিয়া পথে চলিবার সময় কুঁছিটীর বাহারে মুচ্‌কী হাসিয়া চল এবং সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোযাক লইয়া চলিতে ভাল বাস। ভগবানের উপাসনা করিতে সাধু সন্ন্যাসী-দিগকে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি করিতে চাও না। কেননা প্রণাম করিতে গেলে তোমাদের সেই সাধের কুঁছিটী ময়লা হইয়া যাইবে। পরিষ্কার হস্তে ময়লা লাগিলে টেরীটী ভাঙ্গিয়া যাইবে। বর্ষাকালে যেমন হঠাৎ আকাশ মাগে বিজলী চমকিতে থাকে, যেই বিজলী দেখিয়াই দুগ্ধপোষ্য বালক হইতে আবাল বৃদ্ধ বণিতা পর্য্যন্ত চম্‌কিয়া যায়। তোমরাও পাহাড় পর্ব্বতের ন্যায় খাঁড় হইয়া বিজলীর ন্যায় ভেঙ্কি মারিয়া প্রণাম কর। তাই আজ তোমাদের এই দুর্দ্দশা। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ-গণের নিয়মানুসারে চলিতে চাওনা। তাঁহারা সর্ব্বদা মোটা ভাত মোটা কাপড় পরিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু তোমরা সেইরূপ করিতে চাওনা, হায়! সংসার বড়ই পরিবর্ত্তনশীল। যাহা চলিয়া যায় তাহা পুনঃ আসে না, কেবল নিত্য নূতন আসিতে থাকে। বর্ত্তমান সময় মোটা কাপড় পরিধান করিলে তোমাদের শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠে। মোটা চাউলের ভাত খাইলে তোমাদের পেটে অজীর্ণ অম্লরোগ উৎপন্ন হয় সর্ব্বদা গলা বেদনা করে। মোটা কাপড় ছাড়িয়া মিহি সুচিক্কণ জরীর

কাজ করা চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে কাপড় ব্যবহার করিতে ধরিয়াছ। তাহার সঙ্গে সঙ্গে মোটা চাউলের ভাত ছাড়িয়া সরু চাউলের ভাত খাইতে শিখিয়াছ। তোমরা যদি দুঃখ না পাও তবে আর পাইবে কে?

তোমরা নিজেই মজিয়াছ, অপর কে মজাইবার চেষ্টা করিতেছ। তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে কুল কামিনীদিগকে ভাসাইবার ফাঁদ তৈয়ার করিয়াছ। তোমরা নিজে মজিলে, কুল ললনাদিগকেও মজাইলে। অলক্ষীর শ্বাসে গৃহলক্ষীদিগকে অলক্ষী গড়িয়া তুলিলে। সেই জন্যই তোমাদের আজ এতই নির্য্যাতন। তোমরা সমাজ সংস্কার করিতে চাও না সমাজ সংস্কার করার কথা দূরে থাক, তোমরা সকলেই মিলিত হইয়া কতকগুলি নিত্য নূতন কুসংস্কার আনাইয়া সমাজে ঢুকাইতে চেষ্টা করি-তেছ বলিয়াই তোমাদের এত কষ্ট। রাস্তা এবং রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকে পরম করুণাময় ভগবান প্রত্যেক প্রাণিগণের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যেমন দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, অমাবস্যার পর পূর্ণমাসি ও পূর্ণমাসির পর অমাবস্যা। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ, তোমরা বিশ্বাস না করিবে বলিয়াই চাক্ষুষ প্রমাণ তোমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন। তোমরা তাহা দেখিয়াও বিশ্বাস কর না, কেবলমাত্র সারাটাদিন গালবাজি করিয়া মরিতেছ বলিয়াই আজ তোমাদের নির্য্যাতন। তোমরা সর্ব্বদাই কর্ম্মকে ধিক্কার বাঁ নিন্দা করিতেছ। সেই কর্ম্মই তোমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে— তোমরা মিছামিছি আমার উপর অভিমান করিতেছ তাহাতে ত আমার কোন হাত নাই। তোমাদের স্বকীয় কর্ম্মের ফল প্রদান করাই আমার কর্ত্তব্য। তোমরা যাহা সঞ্চয় করিয়া আমার নিকট জমা রাখিয়াছ তাহাই তোমাদিগকে বণ্টন করিয়া দেওয়াই আমার ধর্ম্ম। আমি কাহারও পক্ষাবলম্বন করিয়া বিচার করি না। তোমাদের স্বকীয় কর্ম্মের ফল বণ্টন করাই আমার কাজ।

যদি তোমরা ভাল চাও তবে আত্মসম্মান বজায় রাখিতে চেষ্টা কর। তাহা হইলে তোমাদের দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে। আপন হইতে সুখ আসিয়া জুটিবে। আর সুখের জন্য হায় হায় করিয়া কাঁদিতে হইবে না। সুখ আপ্‌না আপ্‌নি তোমা-দিগকে অনুসন্ধান করিয়া ধরিবে। সুখ কি করিয়া পাইবে তাহা বলিতেছি শুন, ভাল চাও ত বুঝিয়া চল;—আয় বুঝিয়া ব্যয় কর; বিলাসের মূল তুলিয়া ফেল তবেত তোমা-দের দুঃখ ঘুচিবে ও সুখ আসিবে। অপরের বুলি ছাড়িয়া দাও নিজের বুলি বলিতে থাক। পরের খাদ্য ছাড়িয়া দাও, তোমাদের দেশীয় খাদ্য খাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ কর তবে তোমরা সুখে থাকিবে। পরের ভদ্রতা দেখিয়া ধনের পরিমাণ করা ছাড়িয়া দাও। তোমরা দেশের ও দশের মঙ্গল সাধন করিতে চেষ্টা কর। তোমাদের বাবুগিরীর চাল ছাড়িয়া দাও। প্রপিতামহগণের চালে চলিতে থাক। তবেত তোমরা ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারিবে। তোমাদের আত্মগরীমা ছাড়িয়া দাও, বিনয়ী হইয়া চল এবং অপরকে চালাইবার চেষ্টা কর। তাহার সঙ্গে কুল

মহিলাদিগকে পূর্ব্বের চালে চালাইতে তৎপর হও। তোমরা কাক হইয়া ময়ূর সাজিতে ইচ্ছা করিও না। কারণ তোমরা ময়ূর সাজিতে গিয়া অন্যায় করিয়াছ। ময়ূর সাজিবার বাসনা পরিত্যাগ কর। যে কাক ছিলে, সেই কাক থাকিতে চেষ্টা কর। তোমাদের যেই কুলে জন্ম এবং যেই ধর্ম্মে দীক্ষিত সেই ধর্ম্মপালনে তৎপর হও। অহিংসা পরম ধর্ম্মানুযায়ী চলিয়া নিজের ও দশের মঙ্গল সাধন করিতে চেষ্টা কর। তবে তোমরা এই জন্মে বা পরজন্মে সুখে থাকিতে পারিবে। প্রমোদ উদ্যানাদি তুলিয়া ফেল। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পুরুষানুক্রমে যাহা করিয়া গিয়াছেন, সেই অনুকরণে তোমরাও চলিতে চেষ্টা কর। তাঁহাদের ন্যায় সেতু পুষ্করিণী, মন্দিরাদি প্রস্তুত করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে চেষ্টা কর; তাহাতে তোমরা চির সুখী হইতে পারিবে সন্দেহ নাই।

ভগবান সম্যক্ সম্বুদ্ধ বলিয়াছেন ;—
"মা পমাদমনুযুঞ্জেথ মা কামরতি মন্থবং,
অপ্পমত্তোহি ঝায়ন্তো পপ্পোতি বিপুলং সুখং।"

তোমরা কখনও প্রমাদের অনুসরণ করিবে না ; এবং কাম ও রতি সম্ভোগে আসক্ত হইবে না। প্রমত্ত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা বিপুল সুখ লাভ করেন।

অনুভূতি

[শ্রীযুক্ত দয়ানন্দ চৌধুরী]

কাহার করুন-ধ্বনি অলক্ষিতে পশিয়া হিয়ায়,
আমারে ব্যাকুল করে আজি এই বসন্ত সন্ধ্যায়।
নিত্য নিত্য সংসারের সুখ দুঃখ সহি অগণন,
কে কোথায় হইয়াছে প্রাণহীন পাষাণ মতন।
জগতের কোন্ কেন্দ্রে কহ আজি কোথা সে মলয়।
বিষাদে নীরবে বসি ডাকিতেছে "বিভো দয়াময়।"
সেকি মাতৃহারা শিশু—পিতৃহারা সে কি নিরাশ্রয়,
একাকী বিপুল বিশ্বে সে কি তাই পাইয়াছে ভয়?
সে কি পতিহীনাবালা চিরতরে বঞ্চিতা কি প্রেমে,
তাই গুমরিয়া মরে নিশিদিন জ্বলিয়া মরমে।
সে কি পুত্রহারা মাতা শোকে তাই সাজি উন্মাদিনী,
করুণ বিলাপে আজি কাঁপাইছে বিপুলা মেদিনী।
জন্ম হতে মোর মত সে কি শুধু করিছে ক্রন্দন।
সহি নিত্য অভাবের মর্ম্মঘাতী অসহ্য বেদন,
মুকুল কুসুমপূর্ণ স্বপ্নসম এই রম্য ধরা,
আশায় মোহিত চিত্ত তাহারই কি কল্পনায় গড়া।
নীরবে বিধাতৃপদে নিবেদিত তাহার প্রয়াস
বক্ষের কি তুমি তার কহ বায়ু সেই দীর্ঘশ্বাস।
করুণ পরশে তব তুষ্ট করি বিশ্ববাসীজনে,
ধীরে ধীরে চলেছ কি পরশিতে বিধাতৃচরণে?
আমার আবেগ গতি লহ ওগো তুমি যাও
দ্রুতগতি;
নিবেদিও বিধাতৃচরণে দুঃখীদের করুণ মিনতি।

পাটনা

[শ্রীমান্ মাখনলাল সমাদ্দার
ছাত্র, পাটনা কলিজিয়েট স্কুল, বাঁকীপুর]

পাটনার অন্য নাম বাঁকিপুর। আগে যখন রাজা অশোক রাজত্ব করিতেন তখন ইহার নাম ছিল পাটলিপুত্র। ইহা খুব পুরাণো শহর—ইহা এখন বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত। ইহার পূর্ব্ব দিকে পাটনাসিটি, সেখানে লোকজন তত বেশী নাই। পশ্চিমে দানাপুর শহর—সেখানে বিহার প্রদেশের অন্যতম সেনা নিবাস। উত্তরে গঙ্গানদী—নদীর একপার্শ্বে পাটনা এবং অপর দিকে হাজীপুর নামক সারণ জেলার অন্তর্গত ছোট শহর। হাজীপুরের কলা বিখ্যাত হাজীপুরের অন্তর্গত শোনপুরেই "হরিহর ছত্রের মেলা" হয়, দক্ষিণে কঙ্করবাগ নামক একটী বন। সেখানে লোকজনের বাস, কথায় বলিতে গেলে, একবারেই নাই। সেখানে ধান, গম, ছোলা এবং অনেক রকম ফল পাওয়া যায়।

পাটনা গঙ্গার উপরে। এখানে কলিকাতা হইতে আসিতে হইলে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেল যোগে আসিতে হয়। পাটনা জংসন বলিলেই পাটনা বুঝায়। পাটনা জংসন বলিয়া টিকিট কিনিলে কোনখানে গাড়ী বদল না করিয়া এখানে আসা যায়। ঘোড়া গাড়ী ইত্যাদি ষ্টেশনেই পাওয়া যায়। এক্ষণে যাতায়াত করিবার জন্য ট্যাক্সি মোটর গাড়ী খোলা হইয়াছে।

শহরে দেখিবার জিনিষ খুব বেশী নাই। দেখিবার জিনিষের মধ্যে অনেকগুলি জিনিষ এক্ষণে হাইকোর্ট হওয়াতে কিছু বাড়িয়াছে। এখানে তরিতরকারি খুব পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে আলু, ফুল এবং বাঁধাকপি, মটরশুটি খুব বেশী। আফিম এখানে খুব সস্তায় পাওয়া যায়। এখানে আফিম গুদাম নামে একটী আফিস্ ছিল। সেখান হইতে গভর্ণমেণ্টের আদেশে আফিম্ সরবরাহ করা হইত। এখানে ফল প্রায় সব রকমের পাওয়া যায়। চাউল, ডাউল খুব সস্তা দরে পাওয়া যায়—কিন্তু এখন একটু দর বেশী হইয়াছে। ডালের মধ্যে মুসুর, মাস কলাই খুব অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। দুধ আগে ১৮ সের ১৭ সের করিয়া টাকায় পাওয়া যাইত কিন্তু এক্ষণে ৬ সের করিয়া টাকায় হইয়াছে। দুধ বাড়ী বসিয়া পাওয়া যায়। গোয়ালা নিজে গরু সঙ্গে লইয়া আইসে এবং সকলের সামনে দুধ দোহাইয়া দেয়। মুদির দোকান এখানে অনেক আছে। মাছ পাওয়া যায় কিন্তু আস্বাদ নাই। রোহিত এবং কাতলা খুব বড় বড় পাওয়া যায়।

পাকা রাস্তার মধ্যে দুইটী রাস্তা খুব বড়। আরও অনেক আছে কিন্তু তাহারা তত বড় নহে। ২টী বড় রাস্তার একটী গয়া পর্য্যন্ত তার নাম পাটনা গয়া রোড এবং অন্য একটীর নাম পাটনা দানাপুর রোড—ইহা দানাপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এখানে রাস্তায় আলো দিবার ভাল বন্দোবস্ত এখনও হয় নাই। মধ্যে ২টী ১টী গ্যাসের এবং কেরোসিনের আলো দেওয়া হয়। নিউ-ক্যাপিটালে সুবন্দোবস্ত হইয়াছে।

বর্ষাকালে জলে রাস্তায় চলা যায় না। কাদায় জুতা বসিয়া যায়। আবার গরম কালে ধূলাতে চোখ ভরিয়া যায়। বাড়ীময় ধুলা হইয়া যায়। রাস্তায় জল দেওয়া হয় কিন্তু তাহাতে কিছুই হয় না। রাস্তায় ফুটপাথ নাই যে লোকে তাহার উপর দিয়া চলে।

স্বাস্থ্য তত ভাল নয়। গরমকালে প্লেগ নামক মহামারী অসুখ এখানে প্রবল প্রকোপে হয়। দলে দলে লোক পাটনা ছাড়িয়া চলিয়া যায়। লোক অনেক মরে। কিন্তু গিয়া এইরূপ হয় না। কোন কোন বার বাদও যাইয়া থাকে। কলেরা ও অন্যান্য সংক্রামক অসুখও এখানে হয়।

ডাক্তার, কবিরাজ, পাওয়া যায়। এখানকার বাঙালী ডাক্তার, কবিরাজ মহাশয়েরা বিনা পয়সায় বাঙালীদের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ঔষধালয় অনেক আছে। এখানকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়গণের কয়েক জনের নাম দিলাম। শ্রীযুক্ত সনৎ কুমার বরাট—ইনি খুব দক্ষ চিকিৎসক, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ ইনি চোখ দেখেন। যশ খুবই আছে। মেডিকাল স্কুল সরকারী ১টী আছে। সেখানে বিনা পয়সায় রোগীরা থাকিতে পারে। সরকারী চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিয়া থাকেন। এই স্কুলে কম্পাউণ্ডারী পড়া হইয়া থাকে।

মিউনিসিপ্যালিটীর বন্দোবস্ত এখানে ভাল নহে। ড্রেনগুলি নিত্য খুব কমই সাফ হইয়া থাকে। আলো এবং রাস্তার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ময়লা ফেলা গাড়ীগুলি রোজ আসিতেছে যাইতেছে কিন্তু পরিষ্কার খুব হয় না।

কলের জল ও গঙ্গার জল পানার্থ ব্যবহৃত হয়। স্নানের জন্য কুপাদি আছে। কিন্তু কূপের জল কেহ পান করে না। কারণ কিছু বিস্বাদ। এক্ষণে কলের জলের বন্দোবস্ত হওয়াতে লোকের অনেক সুবিধা হইয়াছে। তাহার জল এখন প্রায় সমস্ত লোকেই পান করিবার এবং রাঁধিবার জন্য ব্যবহার করে। গঙ্গার জল বিশুদ্ধ। পান করিতে মিষ্ট লাগে। কিন্তু গঙ্গার জল বর্ষাকালে বড় ময়লা হইয়া যায় তখন পান করা যায় না। তখন তাহা গরম করিয়া পান করিতে হয়। কিন্তু এখন কলের জলের বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহার জন্য আর কোনরূপ কষ্ট হয় না।

তাল ও খেজুরের গাছ এখানে অনেক পাওয়া; যায় কিন্তু এখানকার লোকেরা তাহার তাড়ী করিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলে। এখানকার সাধারণ লোকেরা বড় মদ্য পান করে।

এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে বিহারীই

বেশী, হিন্দু ও মুসলমান দুই আছেন। বাঙালী তত বেশী নয়।

কলেজ, স্কুল আছে। সর্ব্বশুদ্ধ দুইটী কলেজ। কলেজের মধ্যে পাটনা কলেজ প্রসিদ্ধ ইহা অনেক দিনের। আর একটীর নাম বিহার ন্যাশনাল কলেজ। পাটনা কলেজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে। ইহার অধ্যক্ষ ডাক্তার কড্ডওয়েল খুব বড় বৈজ্ঞানিক। ন্যাশনাল কলেজ এখানকার কয়েকজন ধনী লোকের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। অধ্যক্ষ সেন মহাশয় কলেজের জন্য খুব পরিশ্রম করেন। স্কুল অনেকগুলি আছে। তাহারা এখন নূতন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। তাহার মধ্যে পাটনা নিউ কলেজ প্রসিদ্ধ। ইহার স্কুলটী দেখিতে খুব সুন্দর। নিউ কলেজ পাটনা কলিজিয়েট স্কুলের সহিত এক্ষণে মিলিত হইয়াছে। অন্যান্য স্কুলগুলির নাম—টি, কে ঘোষের স্কুল, রামমোহন রায়ের স্কুল, এংগ্লো সংস্কৃত স্কুল, পাটলিপুত্র স্কুল, বিহার ন্যাশনাল কলেজিয়েট, ও সিটি স্কুল। মেডিকেল স্কুল বাদে ল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলও আছে। এখানকার মধ্যবিত্ত লোকেরা সবাই চাকরী করে। উকিলের সংখ্যা খুব বেশী। অন্যান্য সকলে চাষবাস এবং ব্যবসায় করে।

পোষ্ট আফিস, এখানে কয়েকটা আছে। হেড আফিস্ পাটনার নূতন শহরে —মোরাদপুরে একটা সাব্ পোষ্ট আফিস আছে। সেইটা পাটনার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান দর্শনীয় স্থান—খুদাবক্স পুস্তকালয়ের কাছে। পাটনা হইতে দানাপুর যাইবার জন্য যে ভাল রাস্তা আছে, (যাহাকে "উপর কি সড়ক" কহে, তাহারই বাম পার্শ্বে মোরাদপুরের পোষ্ট আফিস। আর একটী ষ্টেশন হইতে আসিবার পথে যেদিকে ময়দান আছে তাহারই কাছে। এটাও পাটনা হইতে দানাপুর যাইবার রাস্তায় আছে। ষ্টেশনেও পোষ্ট আফিস আছে; সেটা ষ্টেশন হইতে সামনের রাস্তার বামপার্শ্বে অবস্থিত। মোরাদপুরের পোষ্টমাষ্টার এক্ষণে একজন বাঙালী। পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের আপিস আগে গুলজারবাগে ছিল, এখন নূতন শহরে আসিয়াছে।

কয়েকটা পুলিস্ আফিস্ আছে। ষ্টেশন হইতে শহরে আসিবার পথে বামপার্শ্বে একটী আর একটী পাটনার ছোট আদালতের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত।

ষ্টেশন হইতে আসিবার পথে একটী বিদেশী ও আগন্তুকদের থাকিবার জন্য একটী ডাক্ বাঙলো আছে। ষ্টেসনের নিকটে একটী ধর্ম্মশালাও আছে। গুলজারবাগেও একটী বড় ধর্ম্মশালা আছে। সেখানকার খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত শুনিয়াছি বেশ ভাল। সেখান ১ মাস ২ মাসের জন্য থাকিতে পারা যায়।

স্নান করিবার জন্য যদি কেহ গঙ্গায় যাইতে চাহেন তবে তাহার জন্য অনেকগুলি ঘাট আছে। ঘাটগুলি ইট দিয়া বাঁধান, সিঁড়ি দিয়া উঠা নামা যায়। ঘাটগুলির মধ্যে দারভাঙ্গার মহারাজা দ্বারা নির্ম্মিত ঘাটটী সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। আরও অনেক ঘাট আছে। পাটনা থেকে দানাপুর যাইবার যে রাস্তা আছে তাহার উপর দিয়া যাইয়া বামপার্শ্বে যে সমস্ত রাস্তা আছে, তাহার দ্বারা ঘাটে যাওয়া যায়।

ঘাটে দেব দেবীর মন্দিরাদি আছে। ফোটা দিবার জন্য ভাল ব্রাহ্মণ আছে। তাহারা ১টা পয়সা দিলে ফোটা দিয়া থাকে। গঙ্গার পার্শ্ব দিয়া রাস্তা আছে। তাহার উপর দিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। ঘাটে বসিয়া বায়ু সেবন করিবার জন্য বেদী তৈয়ারী আছে। সেখানকার দৃশ্য খুব মনোরম।

দারভাঙ্গার মহারাজা গঙ্গার পার্শ্বে নির্ম্মিত প্রাসাদে থাকেন। 'মিথিলা' নামক ষ্টীমার ঘাটে বাঁধা থাকে। তাহার উপর উঠিতে চাহিলে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠা যায়। এই ষ্টীমারখানি ইলেক্‌ট্রিক্ দ্বারা চালিত হয়। ভ্রমণাদির জন্য একা, টমটম, পাল্কী ও ফিটন গাড়ী পাওয়া যায়। তাহারা তাহাদের নিয়ম অনুসারে ভাড়া লইয়া যে যেখানে চায় সেখানে লইয়া যায়। ষ্টেশন হইতে আসিতে হইলে নিম্নলিখিত হারে ভাড়া লয়।—

ফিটন—

১।০—১৲—ষ্টেশন হইতে মোরাদপুর।
৸০— „ „ ডাকবাঙলো।
১॥০ „ „ হাইকোর্ট।
১॥০— „ „ সেক্রেটারিয়েট।

পাল্কী—

৸৵০—৸০—ষ্টেশন হইতে মোরাদপুর।
৸৵০—৸০— „ „ ডাকবাঙলো।
১৲ „ „ হাইকোর্ট।
১৲— „ „ সেক্রেটারিয়েট।

টমটম্ বা একা—

যদি একজন হয় তবে নিম্নলিখিত হারে। আর যদি ২।৩ জন হয় তবে বেশী লইবে।

/১০—ষ্টেশন হইতে আদালত।
/০— „ „ ডাকবাঙলো।
।/০—।০—ষ্টেশন হইতে হাইকোর্ট।
।/০—।০— „ „ সেক্রেটারিয়েট।
/০— „ „ মোরাদপুর।

আদালত মোরাদপুর হইতে বেশী দূরে নয়। এক্ষণে টাক্সি মোটর গাড়ী আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতে উঠিলে তাহারা (চালক) একখানি কাগজে ছাপা নিয়মাবলী দেয় তাহাতে ভাড়ার কথা সমস্ত লেখা থাকে।

দ্রষ্টব্য স্থান :—

দেখিতে হইলে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি দেখা উচিত ঃ—

১। পাটনার শহরে অবস্থিত গুরু নানকের মন্দির। ইহাতে দেখিবার জিনিষ আছে।

২। পাটন দেবীর মূর্ত্তি। এখানে অনেক দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে। প্রদক্ষিণ করিতে হইলে যাহার যেমন ইচ্ছা তত দিতে পারেন।

৩। পাত্থল মসজিদ। ইহা প্রস্তর দ্বারা তৈয়ারী। মুসলমানেরা এখানে নামাজ পড়ে। বেশী একটু উঁচু। ইহা দেখিতে তাজমহলের আকৃতির ন্যায়।

৪। ভিখনা পাহাড়ীতে মাটীর স্তূপ। কথিত আছে—বৌদ্ধ ভিক্ষুর নামে এই স্থানটীর নাম ভিখনা পাহাড়ী। ছইটী মৃত্তিকার তৈয়ারী পাহাড়ের আকারে আছে। অশোকভ্রাতা মহেন্দ্র ভিক্ষু কিংবা অন্য কাহারও স্মৃতির জন্য ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

৫। কুমড়াহার। প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরের ভগ্নাবশেষ। মহারাজ অশোকের প্রাচীন প্রাসাদ ও অন্যান্য জিনিষ এক্ষণে

মাটি খুড়িয়া বাহির করা হইতেছে। অনেক পাথরের মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে। একটী শ্বেত পাথরের থাম বহুসর থানেক হইল বাহির হইয়াছে। বাঁধান পুষ্করিণীর সিড়িও বাহির হইয়াছে।

৬। খুদাবকস্ পুস্তকালয়—অনেক প্রাচীন পুস্তক ও সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। পুস্তকগুলির মধ্যে পারসী এবং উর্দ্দু লিখিত পুস্তকগুলিই মূল্যবান্ এবং অনেক দিনকার। এখানে প্রাচীনকালের বন্দুক, ঢাল, তরবারি ও অন্যান্য রকমের অস্ত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ ইচ্ছা করিলে পুস্তকালয়টী দেখিতে পারেন। যাইবার সময় নিজ নাম ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়া যাইতে হয়। পুস্তকালয়ের সামনেই মোরাদপুরের পোষ্ট আফিস্। পুস্তকালয়টী দোতালা এবং দুইটী বাড়ী লইয়া প্রস্তুত। ইহার দক্ষিণ দিকের রাস্তা দিয়া গঙ্গার ঘাটে যাওয়া যায়।

৭। দারভাঙ্গার মহারাজ নির্ম্মিত প্রাসাদও কালী বাড়ী।—প্রাসাদটী নির্ম্মাণ করিতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। দেখিতে খুব সুন্দর। অনেক রকম কারুকাজ এই প্রাসাদে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাসাদে যাইবার পথেই দক্ষিণ পার্শ্বে কালী বাড়ী পড়ে। কালী পূজার জন্য পূজারী আছে।

৮। রাধাকিশোর বাবুর বাটী। শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর ভট্টাচার্য্য মহাশয় একজন গণ্যমান্য উকিল ছিলেন। তিনিই এই বাটীটী তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। ইহাকে "প্যালেস" বা রাজবাড়ী বলে এই বাটীটী এক্‌জিবিসন্ রোডে। ইহা ষ্টেশন হইতে আসিবার বাম পার্শ্বে পড়ে। এই বাড়ীটী দেখিতে খুব ভাল ইহাতে এক্ষণে তাঁহারই লোকজন থাকেন। বাড়ীর ভিতরে একটী সুন্দর পুষ্করিণী আছে। পাটনায় বাঙালীদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বচেয়ে ধনী ছিলেন। বর্ত্তমানে মান্যবর রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ বাঙ্গালীদের নেতা। ইনি খুব কর্ম্মিষ্ঠ, দয়ালু ও ধার্ম্মিক। সকলেই ইহাকে খুব সম্মান করেন।

৯। গোলঘর।—ইহা ময়দানের কাছে বে পোষ্টাফিস্ আছে তাহারই কাছে। ইহার উপর হইতে সমস্ত পাটনা দেখা যায়। উপরে উঠিবার জন্য সুন্দর সিঁড়ি আছে। উপরে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠা যায়। এই ঘরটী কোন কারণ বশতঃ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা সেইখানে লিখিত আছে। দুর্ভিক্ষের সময় লোকে না খাইতে পারিয়া মরিয়া যাইবে এই ভয়ে এই ঘরটী তৈয়ার করা হইয়াছিল। কথা ছিল যে ইহাতে দুর্ভিক্ষ হইবার আগে শস্য পূর্ণ করা হইবে এবং পরে লোকদের খাইতে দিবার জন্য বিতরণ হইবে। কোন দিনও শস্যে পূর্ণ করা হয় নাই।

১০। জেলখানা।—এখানে কয়েদীদের রাখা হয়। ইহা ষ্টেশনের খুব কাছে। বাম পার্শ্বে পড়ে। ইহা উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত।

১১। পাগলাখানা। অনেক পাগল এখানে আছে।

১২। লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতিমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটী ষ্টেশনের নিকটে যেখানে পোষ্ট আফিস আছে তাহার সামনে আছে। ইহার সঙ্গে একটী তামার তৈয়ারী লেডী হার্ডিঞ্জের

প্রতিমূর্ত্তি ছিল। দুঃখের বিষয় সম্প্রতি তাহা চুরি হইয়া গিয়াছে।

১৩। মাহুক সাহেবের কুঠি। এখানে প্রাচীন ছবি আছে।

এক্ষণে পাটনায় হাইকোর্ট ও সেক্রেটারিয়েট হওয়ায় ষ্টেশনের কাছে নূতন কোয়ার্টার তৈয়ারী হইয়াছে। আগে সেখানে খালি মাঠ ছিল। সেখানে নূতন নূতন বাড়ী হইয়াছে। লাটসাহেব এক্ষণে সেখানেই থাকেন।

লাটমহোদয় সার এডওয়ার্ড গেট খুব শিক্ষিত। বাঙলা পড়িতে, লিখিতে এবং কথাবার্ত্তা কহিতে বেশ পারেন।

হাইকোর্টের নিউ ক্যাপিট্যালে সম্প্রতি একটী উচ্চ ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। হাইকোর্টের জন্য এবং সেক্রেটারিয়েটের জন্য নূতন বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। সেক্রেটারিয়েটের বাড়ীটী দোতালা; মধ্যখানে ১টী খুব বড় লম্বা ৮ তালা বাড়ীর মত উচু একটী গম্বুজ তৈয়ারী করা হইয়াছে। তাহাতে ঘড়ি দেওয়া হইবে। তাহার উপরে উঠিবার জন্য গোল সিঁড়ি আছে। তাহার উপরে উঠিলে প্রায় সমস্ত পাটনা শহর ও দানাপুর সেনানিবাস দেখা যায়। হাইকোর্টের কাছে মিউজিয়াম, রিসার্চ্চ সোসাইটি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আপিস পাটনার নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যানসেলর মাননীয় জেনিংস্ সাহেব। চ্যানসেলর স্বয়ং লাটসাহেব নিজে। রেজিষ্টার মহাশয়ের নাম আর স (R. Shaw)। মিউজিয়ামের কিউরেটর একজন বাঙালী। তিনি খুব ভদ্র লোক। কেহ মিউজিয়াম দেখিতে গেলে যত্ন করিয়া সমস্ত জিনিষ দেখান। সেখানে বেশী কিছু নাই। সবে নূতন হইয়াছে। কিউরেটরের নাম বাবু মনোরঞ্জন ঘোষ। ইনি 'পাটলিপুত্র' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে মিউজিয়াম এবং পাটনার বিষয় লিখিত আছে।

পাটনা ষ্টেসন এক্ষণে পাটনা জংসন হইয়াছে। পাটনা হইতে ২টী শাখা লাইন অন্য অন্য দিকে গিয়াছে। একটী গয়া পর্য্যন্ত অন্যটী দিঘাঘাট পর্য্যন্ত। সেখান হইতে সোনপুরের প্রসিদ্ধ মেলায় যাওয়া যায়।

পাটনা হইতেও সোনপুরের মেলায় যাওয়া যায়। সোনপুরের মেলা কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের সমস্ত মেলার মধ্যে সোনপুরের মেলা অদ্বিতীয়। কথিত হয়, এই স্থানে পুরাকালে হরিহরের মিলন হইয়াছিল। মেলা এক মাসের জন্য হইয়া থাকে। সোনপুরের এই মেলায় যাইতে হইতে আদালত ঘাট হইতে ষ্টীমারে উঠিতে হয়। তার পর পালেজা (Paloza ghat) ঘাটে নামিয়া ট্রেনে চড়িতে হয়। সেখান হইতে গাড়ীতে (রেলে) চড়িয়া সোনপুর ষ্টেশনে নামিয়া মেলায় যাইতে হয়। পাটনায় সোনপুরের মেলার মত "সোমারি মেলা" হইয়া থাকে। তাহা কোন নির্দ্দিষ্ট মাসের প্রত্যেক সোমবারে হইয়া থাকে। বৎসরে মাত্র একবার মেলা হয়। এই মেলা আদালতের পার্শ্বে গঙ্গার ধারে হইয়া থাকে।

নূতন রাজধানী হওয়াতে পাটনার নানারূপ উন্নতি হইতেছে। ভবিষ্যতে যে আরও উন্নতি হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যদ্যপি

[শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ]

জীবনে যদ্যপি কভু,
হই প্রভো! শান্তিহারা।
শান্তিবারি বরষিয়ে
আশীষিও বস্তুন্ধরা॥
জীবনে যদ্যপি ঘটে
শোক-দুঃখ-পরমাদ।
হে মোর জীবন-স্বামি!
করো মোরে আশীর্ব্বাদ॥
জীবনে যদ্যপি প্রভো!
লক্ষ্যহীন হই কভু।
লক্ষ্যস্থির করে দিও,
না যাচিলে দেব! তবু॥
জীবনে যদ্যপি ঘটে
তব কার্য্যে অবিশ্বাস।
উন্মিলিয়ে জ্ঞান-চক্ষু
প্রদানিও সু-আশ্বাস॥
জীবনে যদ্যপি প্রভো!
কভু তোমা যাই ভুলে।
নিজগুণে দয়া করে
নিও ওই কোলে তুলে॥

প্রেরিত পত্র

(১)

আমি সদুপদেশ পাইবার আশায় বঙ্গীয় ও ভারতবাসী বৌদ্ধগণের সমীপে উপস্থিত হইলাম। আশা করি আমার বন্ধু বান্ধব, প্রত্যেক সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ যথা সময়ে স্বীয় স্বীয় মতামত জানাইয়া আমাকে বাধিত করিবেন।

আমি প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্মাঙ্কুরের মেম্বরগণের ও মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জি মহোদয়ের অনুমত্যানুসারে সমণ পুণ্যানন্দকে সাত বৎসরের পর ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে আনাইয়া পরীক্ষা স্বরূপ দুই বৎসরের জন্য জগজ্জ্যোতিঃ ও গুণালঙ্কার লাইব্রেরীর কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছিলাম; কিন্তু সমণ পুণ্যানন্দের কার্য্য আমাদের মনোনীত না হওয়ায় দেড় বৎসরের পর ১৩২৬ সালের আষাঢ় মাস হইতে জগজ্জ্যোতিঃ ও গুণালঙ্কার লাইব্রেরীর ভার আমার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আমি আশা করিয়াছিলাম আমার এই বৃদ্ধ বয়সে জগজ্জ্যোতিঃ ও ধর্ম্মাঙ্কুরের যাবতীয় কার্য্যাদির ভার সমণ পুণ্যানন্দকে উত্তরাধিকারী সূত্রে দিয়া আমার শেষজীবন শান্তিতে অতিবাহিত করিব; কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

বর্ত্তমান সময়ে রাজগুরু শ্রীমৎ ভগবানচন্দ্র মহাস্থবির, সদ্ধর্ম্মবাগীশ শ্রীমৎ আর্য্যালঙ্কার ভিক্ষু, সহঃ বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ জিনালঙ্কার ভিক্ষু ও শ্রীমান রমণী রঞ্জন সেনগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ মহোদয়গণ অস্থায়ীভাবে জগজ্জ্যোতিঃ ও ধর্ম্মাঙ্কুরের যাবতীয় কার্য্যাদি সুচারুরূপে পরিচালন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রাজা ভূবন মোহন রায় বাহাদুরকে ধর্ম্মাঙ্কুর সভার পক্ষ হইতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার গুরু শ্রীমৎ ভগবানচন্দ্র মহাস্থবিরকে ধর্ম্মাঙ্কুরে আনাইয়া তিন বৎসরের জন্য ৺গুণালঙ্কার মহাস্থবিরের পদে বরণ করতঃ সহকারী

সভাপতির স্থান পূরণ করা হইয়াছে; তাঁহার আগমনের পর আজ প্রায় দেড় বৎসর পর্য্যন্ত ধর্ম্মাঙ্কুরের কার্য্যাদি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। জানি না তাঁহার অনুপস্থিতে উক্তপদ কাহার দ্বারা পূর্ণ করা হইবে।

ধর্ম্মাঙ্কুর সভার সহযোগী সম্পাদক শ্রীমৎ আর্য্যালঙ্কার ভিক্ষু চারি বৎসর পর্য্যন্ত ধর্ম্মাঙ্কুরের কোষাধ্যক্ষের কাজ করিয়া আসিতেছে, ঐ চারি বৎসরের মধ্যে তাহার উক্ত কাজের কোন প্রকার ত্রুটী দেখা যায় নাই।

সহঃ বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ জিনালঙ্কার ভিক্ষুর কার্য্য আমার সন্তোষজনক হইয়াছে।

গত সাত বৎসর যাবত শ্রীমান রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ জগজ্জ্যোতির ও ধর্ম্মাঙ্কুরের কার্য্যবিবরণী সম্পর্কিত কার্য্যাদি সম্পাদনে কোন প্রকার ত্রুটী করে নাই। আমাদের মেম্বরগণের অবগতির জন্য আমার আর একটী বক্তব্য এই যে আমাদের ধর্ম্মাঙ্কুর সভার সম্পাদক বিলাত প্রত্যাগত ডাক্তার শ্রীমান বেণীমাধব বড়ুয়াকে জগজ্জ্যোতির সম্পাদক হইতে অপসারিত করাতে অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন আমাদের মধ্যে তাঁহার সহিত কোন প্রকার মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে সেইরূপ কোন প্রকার মনোমালিন্য ঘটে নাই। কিন্তু প্রত্যেক কার্য্যে সম্পাদকের মতামত গ্রহণের আমার অবসর নাই। অনিবার্য্য কোন কারণে তাহার মতামত গ্রহণ না করিয়া কার্য্য করিলে ভবিষ্যতে তাহার সহিত তর্ক বিতর্ক হইয়া কোন প্রকার মনোমালিন্য হইতে পারে এই আশঙ্কায় তাহার নাম জগজ্জ্যোতির সম্পাদকত্ব হইতে অপসারিত করা হইয়াছে। এযাবৎ ধর্ম্মাঙ্কুর সভার সভাপতির অনুমত্যানুসারে সভার ও বিহারের যাবতীয় কার্য্যাদি সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইতে থাকিবে,ইহাতে যদি তিনি সম্মতি প্রদান করেন তবে পুনঃ তাহাকে সেই কাজে নিযুক্ত করিতে বোধ হয় আমার বা কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিবে না।

অতএব আমার ইচ্ছা যে আমার শিষ্য উপশিষ্য বন্ধুবান্ধব ও বিহারের মঙ্গলাকাঙ্খী সকলেই এই বিষয় যথোপযুক্তভাবে অনুধাবন করিয়া তাঁহাদিগের অভিমত অবিলম্বে আমাকে জানান। প্রকাশ থাকে যে উত্তরাধিকারীসূত্রে কেহই বিহারের অধিনায়ক বা সভার সভাপতির পদ অধিকার করিতে পারিবেন না; এই বিষয়ে কোনরূপ দাবী আমার বর্ত্তমানে বা অবর্ত্তমানে কখনও গ্রাহ্য হইবে না এবং যিনি এই প্রকার দাবী করিবেন তিনি সকলেরই হাস্যাস্পদ হইবেন সন্দেহ নাই। বিহারাধ্যক্ষ বা সভাপতির পদে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি যাঁহাকে নির্ব্বাচিত করিবেন তিনিই সেই পদ অধিকার করিবেন ইহাই আমার ইচ্ছা। এ সম্বন্ধে আমার প্রিয় শিষ্য ও দায়কবৃন্দকে তাঁহাদের অভিমত জানাইবার জন্য আমিই সাদরে আহ্বান করিতেছি।

(২)

চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি।—আমরা চট্টগ্রাম বৌদ্ধসমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত একখণ্ড চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ছাপান অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার শেষ পৃষ্ঠায় সমিতির সহযোগী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মুৎসদ্দি মহাশয় তাঁহার শেষ মন্তব্য প্রকাশ ছলে জগজ্জ্যোতির বিরুদ্ধে অমূলক অভিযোগ করিয়াছেন। তাঁহার অভিযোগের কতদূর ভিত্তি আছে তাহা প্রমাণ করিবার বাসনায় কয়েকটী বিষয় উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। জগজ্জ্যোতির পাঠকবৃন্দ ও উক্ত সমিতির মেম্বরগণের উপর তদ্বিষয়ের বিশেষ মীমাংসার ভার অর্পিত হইল। আমরা বিগত ৮ই আগষ্ট তারিখে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হই তাহা সম্পূর্ণ ছাপাইতে হইলে জগজ্জ্যোতির এক সংখ্যার প্রায় অর্দ্ধাংশ ভর্ত্তি হইয়া যাইত। একখানি কার্য্য-বিবরণীতে পত্রিকার অর্দ্ধাংশ ভর্ত্তি করা সুসঙ্গত হইবে না ভাবিয়া আমরা তাহার সারাংশ বিগত ভাদ্র সংখ্যার জগজ্জ্যোতিতে প্রকাশ করি। ইহাতে উক্ত সমিতির সহযোগী সম্পাদক মহাশয় নানারূপ অনুযোগ করিয়া তাহার সমস্তাংশ ছাপাইতে জেদ করেন। কাগজের দুর্ম্মূল্যতার দিনে আমরা "জগজ্জ্যোতির অতিরিক্ত খরচ চালাইতে পারিতেছি না। এমতাবস্থায় উক্ত সমিতির জন্য অতিরিক্ত খরচ কোথা হইতে দিব? এই সম্বন্ধে আমি সম্পাদক মহাশয়কে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। আশা করি তিনি এই গরীব বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর উপর রাগ করিবেন না।

আচ্ছা উকিল বাবু! আপনি গরীব বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা সমীচিন হইয়াছে কি? আপনি বিগত পাঁচ বৎসরের উর্দ্ধকালাবধি কলিকাতা বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভার স্থায়ী মেম্বররূপে থাকিয়া ধর্ম্মাঙ্কুর সভাকে কিরূপ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? গত বৎসরের কার্য্যবিবরণীতে আপনার নাম উঠে নাই কেন তাহা জানিতে চাহিলাছেন কি? আপনার ন্যায় সুশিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন সমাজ হিতৈষী যদি সমাজের উন্নতি কল্পে বৎসরে সামান্য ২।১ টাকা খরচ করিতে কুণ্ঠিত হন তবে আমরা গরীব বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ যাইব কোথায়? কাজেই বিবাহ শ্রাদ্ধাদির দান দক্ষিণার উপর জগজ্জ্যোতির ভিত্তি রহিয়াছে বলিলেও দোষের কারণ দেখিতেছি না। গত বৎসর অনেক মহাত্মা জগজ্জ্যোতির ডিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়াছেন। তাঁহাদের নামাবলী জানিতে চাহেন কি? যদি সমাজে বিবাহ শ্রাদ্ধাদির দান দক্ষিণা না থাকিত তাহা হইলে জগজ্জ্যোতির কর্ত্তৃপক্ষের এই অপরিণামদর্শিতায় জগজ্জ্যোতির ভবিষ্যৎ চিন্তায় ভীত হইবার কারণ ছিল বই কি? গুরু শিষ্যের তর্জ্জার লড়াই এই প্রতিবাদের উদ্দেশ্য নহে। জগজ্জ্যোতির হিতাকাঙ্খী বন্ধুগণের অবগতির জন্য কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইল মাত্র।

ইতি

শ্রীকৃপাশরণ মহাস্থবির।

মন্তব্য ও সংবাদ

মাঘী পূর্ণিমোৎসব।— আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে মাঘি পূর্ণিমা। এই পুণ্যময় তিথিতে ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ

বৈশালী নগরে তাঁহার পরিনির্ব্বাণের নির্দ্দিষ্ট সময় ঘোষণা করেন। এই পূর্ণমাসী বৌদ্ধগণের একটী পরম স্মৃতির দিন। এই মাঘী উৎসব উপলক্ষে ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারেও সমারোহের সহিত উৎসবাদি হইবে। এই দিনে প্রত্যেক দায়ক ও দায়িকা, উপাসক ও উপাসিকাগণ বুদ্ধ পূজোপকরণাদি লইয়া বিহারে আগমন করতঃ পুণ্যকার্য্য করিয়া থাকেন। এই দিনে দায়কগণের ধর্ম্মাদি শ্রবণের অসুবিধা হয় বলিয়া মাঘী-পূর্ণিমার পূর্ব্ব দিন অর্থাৎ ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে এই উপলক্ষে ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে ধর্ম্মাঙ্কুর সভার এক বিশেষ অধিবেশন হইবে।

দান প্রাপ্তি স্বীকার।— আমরা নিম্নলিখিত দান সাদরে গ্রহণ করতঃ অতীব কৃতজ্ঞতার সহিত প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া দাতাগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

চট্টগ্রাম পূর্ব্ব সাতবাড়িয়া শ্রদ্ধানন্দ বিহারাধিপতি শ্রীমৎ ধর্ম্মানন্দ মহাস্থবিরের নেতৃত্বে গয়া যাত্রীর দান ১৫৲, আকিয়াববাসী গয়া যাত্রীর দান ১৮৷৹, শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার বড়ুয়া মার্চ্চেন্ট "গুণালঙ্কার" স্মৃতির ১০৲ শানবাসী যাত্রীর দান ৫।৴১৫।

A short history and ethnology of the cultivating Pods. By Mohendra Nath Karan—Published by Raicharan Sardar B L. Diamond Harbar Dist 24 Perganas.

বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই। মার্শম্যান, ষ্টুয়ার্ট, হাণ্টার, বিভলী প্রভৃতি বিদেশীয় লেখকগণের গ্রন্থই আমাদের আত্মপরিচয়ের প্রধান অবলম্বন। সুখের বিষয়, অধুনা স্বদেশী লেখকগণ স্বাধীন ও স্বদেশীভাবে দেশের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে মনোনিবেশ করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থটী এই রূপ স্বাধীন গবেষণার অন্যতম ফল। ইহাতে বাঙ্গালী জাতির সাড়ে পাঁচলক্ষ সংখ্যাবিশিষ্ট একটী সম্প্রদায়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিভিন্ন সমাজের উত্থান পতনের ইতিহাস জাতিভেদ শৃঙ্খলিত হিন্দুজাতির সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ ইতিহাস সঙ্কলনে সাহায্য করিবে।

বাঙ্গালার পোদ জাতি যে পৌণ্ড্রক ক্ষত্রিয়, ইহা বিশেষ গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের সহিত এই ইতিহাসে প্রদর্শিত হইয়াছে। লেখকের ভাষা তেজস্বী, শাস্ত্রজ্ঞান গভীর, অনুসন্ধিৎসাও বিচার শক্তি অতীব প্রশংসনীয়। তিনি হিন্দু শাস্ত্রও অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থের প্রমাণ সন্নিবেশ দ্বারা তাঁহার চক্ষের সারবত্তা প্রমাণিত করিয়াছেন। যে সমস্ত লেখক ভ্রমাত্মক বিশ্বাস ও অনুমান বা বদ্ধ কুসংস্কার বশে এই জাতির সম্বন্ধে নানা ভিত্তিহীন অপ্রিয় কথা স্ব স্ব গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন—এবং গবর্ণমেণ্ট সেন্সাস্ রিপোর্ট প্রভৃতিতে যে সমস্ত অনুরূপ ভ্রম লক্ষিত হইয়াছে—গ্রন্থকার বিচক্ষণতার সহিত সেইগুলির অসারতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা পুস্তকখানি পাঠে অতীব আনন্দিত হইয়াছি। আশা করি মাননীয় গবর্ণমেণ্ট এই পুস্তক অবহিত ভাবে দৃষ্টি করিয়া ভ্রমাত্মক মন্তব্য গুলির প্রত্যাহার পূর্ব্বক যোগ্যতার আদর করিবেন। বঙ্গের প্রত্যেক লাইব্রেরীতে এই পুস্তক রক্ষিত ও পঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

জগজ্জ্যোতিঃ

"সব্বপাপস্স অকরণং, কুসলস্স উপসম্পদা,
সচিত্ত পরিযোদপনং, এতং বুদ্ধানসাসনং।"

১২শ বর্ষ] মাঘ, ২৪৬৩ বুদ্ধাব্দ, ১২৭৯ মগাব্দ, ১৩২৬ সাল [৮ম সংখ্যা

গয়া জেলার বৌদ্ধ কীর্ত্তি

[শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার]

নারায়ণ পাল দেবের রাজ্যকালের আর একটি প্রশস্তি ব্রড্‌লি (Broadley) সংগ্রহের মধ্যে কলিকাতার মিউজীয়ামে পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিত বিনোদ বিহারি বিদ্যাবিনোদ ইহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ১৫ ভাগের ১৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা বুদ্ধগয়ার মন্দিরের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণস্থিত এক চৈত্যের উপর উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তির পাদদেশে পাওয়া গিয়াছিল। ডাঃ থিয়োডোর ব্লক্ সাহেব ইহার এক অনুলিপি প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। ওঁ সম্বৎ ৯ বৈশাখ সুদী ৫ পরমেশ্বর শ্রীনারায়ণ পাল দেব রাজ্যে অঙ্ক বৈযয়িক শাক্য ভিক্ষু স্থবির ধর্ম্মমিত্রস্য।

২। যদ্ অত্র পুণ্যতদ্ ভবভ্যাচার্য্যোপাধ্যায় মাতাপিতৃ পূর্ব্বঙ্গমং কৃত্বা সকল সত্ত্বরাশে রনুত্তর জ্ঞান প্রাপ্তয় ইতি।

নারায়ণ পাল দেবের পুত্র রাজ্যপাল দেব স্বল্পকালই রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজ্যকালের কোন লিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। রাজ্যপাল দেবের পুত্র দ্বিতীয় গোপালদেব সিংহাসনাধিরূঢ় হইলে তাঁহার রাজ্যকালে কয়েকটি শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহার মধ্যে একটি মাত্র বুদ্ধ গয়ায় পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু এই লিপি এখন কোথায় আছে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

নারায়ণ পাল দেবের স্বর্গারোহণের পরে মগধের রাজসিংহাসনে বড়ই অশান্তি উপস্থিত হয়। গুর্জ্জর প্রতিহার রাজগণ মগধ স্বীয় রাজ্যের মধ্যে সংযোগ করিয়া লয়েন। সেই জন্য এই সময়কার নির্ম্মিত বৌদ্ধগয়ার বহুচৈত্য স্তূপাদির উপর গুর্জ্জর রাজাদের নাম খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়কার উৎকীর্ণ কয়েকটি প্রস্তর ফলক ও শিলালিপিতে মহেন্দ্রপাল দেবের নাম অঙ্কিত দেখা যায়, কিন্তু এই মহেন্দ্রপাল দেব কোন

বংশীয় রাজা ছিলেন তাহা স্থিররূপে নিশ্চয় ও নির্ণয় করা দূরূহ বলিয়া মনে হয়। ডাঃ কীলহর্ণ, ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্র ও ঐতিসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন যে ইনি পাল বংশীয় রাজা ছিলেন।*

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই পাল রাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মাহিষ্য সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। ইহাদের বিষয় আলোচনা সন্ধ্যাকর নন্দীকৃত রামপাল চরিত ও সাহিত্য-সমাজ পত্রিকা যত্ন সহকারে দ্রষ্টব্য।

পাল রাজগণের ক্রমিক অবনতির সহিত মগধ সাম্রাজ্যেও গৌরব অস্তমিত হইতে থাকে। রামপাল দেব সম্বন্ধে বহু বিস্তারিত বিচরণ বঙ্গ সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছে। রাখাল বাবু ও ডাঃ হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়গণের পুস্তক ঐ সম্বন্ধে যত্নে পাঠ করা কর্ত্তব্য।

রামপালের বিপুলবাহিনী কর্ত্তৃক ভীম ও হরির পরাজয় কেবল মাত্র ব্যক্তি বিশেষের জয় পরাজয় নহে। ইহা একটি মহাব্রতের অবসান কাহিনী। দিব্বোক কর্ত্তৃক আরব্ধ হইয়াছিল। সে ব্রত উদ্‌যাপিত হইবার পূর্ব্বেই রামপাল দেবের কৃতদাস সামন্ত রাজগণ তাহার ধ্বংস সাধন করিলেন। এইবার পালরাজগণের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের আরম্ভ হইল। প্রজাশক্তির পরিবর্ত্তে, অর্থবলে ক্রীত সামন্ত রাজগণের বাহুবলের উপর নবগঠিত পালরাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু রাজশক্তির এই বিজয় বার্ত্তা, প্রজাশক্তির পরাভব কাহিনীর রূপান্তর মাত্র এবং এইরূপ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাই পাল রাজ্যের অধঃপতনের প্রথম সোপান।

বিশাল পাল সাম্রাজ্য কি কারণে ক্রমে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, কি কারণে এই নৈসর্গিক ধ্বংসের ধারা রোধ করা যাইতে পারিল না, তাহার ধারাবাহিক অনুসন্ধান অনুদ্ঘাটিত তামস যুগের ইতিহাস পৃষ্ঠায় এক গবেষণা পূর্ণ প্রহেলিকা !! ক্রমে ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে যবন সেনাপতি মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজি গয়া বিজয় করিয়া যাবতীয় দেবস্থান বিহার ও মঠগুলি ভগ্ন ও লুণ্ঠন করিলেন এবং ধন রত্নাদি যাহা পাইলেন স্বদেশে লইয়া গেলেন; ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা কাহারও অপরিজ্ঞাত নহে !! এই সময় হইতেই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম নানা কারণে হীনপ্রভ হইতে লাগিল !!!

এখন পূর্ব্ব লিখিত প্রশ্নের মীমাংসা করা প্রয়োজন, যে ভারত হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ধ্বংশের কারণ কি? ইহার উত্তরে অনেকগুলি কথা ঐতিহাসিকের বলিবার আছে।

যে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রভাব এক কালে চীন জাপান কোরিয়া, শ্যাম, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, লঙ্কা, ব্রহ্ম, তিব্বৎ, নেপাল, আফ্‌গানিস্থান, বেলোচিস্থান, বল্‌খ, বক্তিয়া, তুর্কীস্থান, প্রভৃতি দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, এক সময়ে যে বুদ্ধ দেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত ঐ সকল দেশে সাদরে পরিগৃহীত হইয়াছিল, যে মত আজও সমগ্র পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ অধিবাসীর অথবা অন্যূন ৫০ কোটি জন সংখ্যার ধর্ম্ম বলিয়া সভ্য জগতে বিদিত আছে, সেই বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংস ভারত হইতে কেন সংঘটিত হইল তাহা স্বতঃই ঐতিহাসিকের মনে এক প্রশ্ন উদিত হইয়া থাকে। যে কাবুল, কান্দাহার, তুর্কীস্থান প্রভৃতি জনপদে অধুনা মুসলমান ধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ

পরিলক্ষিত হয়, ঐ সকল জনপদই এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান লীলা ভূমি ছিল। মধ্য এসিয়ার সুদূর বিস্তীর্ণ ভূভাগ ইদানীং জনমানব শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এক সময়ে সাহারা ও গোবী মরুভূমির সন্নিহিত প্রদেশেও বৌদ্ধ প্রচারকগণের যাতায়াতের প্রধান স্থান ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আজ ভারতবর্ষের চতুঃসীমার মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবহীন হইলেও কিন্তু এক সময়, বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের রাজধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া হিমালয় শিখর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশেই এই বিশ্ব জনীন "অহিংসা ধর্ম্ম" বিরাজিত ছিল !! মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাশ্চাত্য লেখকগণের মত অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন (এবং ঐ মত আমরাও সমিচীন বলিয়া মনে হয়), যে ভারত হইতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের প্রধানতঃ তিনটি মোটামুটি কারণ পরিলক্ষিত হয়। ১। মুসলমান বিজেতৃগণের অত্যাচার। যখন মুসলমানগণ ভারত বিজয় করিলেন তখন তাহারা সমগ্র দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই প্রচার দেখিতে পাইলেন। বৌদ্ধ মঠ, বিহার স্তূপাদি ধনরত্নে পরিশোভিত নিস্ব মরুভূমি বাসী যবনগণের অর্থ-লালসা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিলে তাহারা এই সকল ভগ্ন করিয়া, মুর্ত্তিগুলির মস্তক, কর্ণ নাসা বিকৃত করিয়া, ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াস্বদেশে লইয়া যাইতে লাগিলেন। অধিকন্তু বৌদ্ধ সভ্যতায় যাবতীয় পুস্তকাদি নষ্ট করিয়া বৌদ্ধ পুরোহিত, শ্রমণ ও ভিক্ষুগণকে স্ববলে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া নিজেদের ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্ক ভূপতির অত্যাচার জনিত ক্ষত হইতে আরোগ্যলাভ করিতে না করিতে যবনগণের অমানুষিক অত্যাচার ও ধর্ম্মদ্রোহিতায় বৌদ্ধধর্ম্মের যে মহীয়সী ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না !!!

২। ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণের অত্যুদারতা ও অনুদারতা। ভগবান বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভের পর হইতে সহস্র বৎসর মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মে প্লাবিত হইয়া যাওয়ায় বৈদিক ধর্ম্ম ক্ষীণতোয়া স্রোতস্বতীর ন্যায় স্তিমিত ভাব ধারণ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম ক্রমশই ভারতের নানা জনপদে মস্তক উত্তোলন করিয়া প্রবলতর ভাব ধারণ করিতেছিল। উদ্দ্যোত করাচার্য্য, কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য্য মিথিলার উদয়নাচার্য্য, আনন্দগিরি, জরনৈয়ায়িক জয়ন্তস্বামী, বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাতা মাধ্বাচার্য্য, সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ, পরাশর স্মৃতি ব্যাখ্যা প্রণেতা মাধবাচার্য্য, চম্পাপুরী (বর্ত্তমান ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত চাম্পারণ) নিবাসী বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি মহোদয়গণ সপ্তম শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ধারাবাহিক রূপে নানা দর্শনাদির পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া, বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ম্মূল করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

৩। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের ভীষণ অত্যাচারে ও পাশব বৃত্তি পরিতৃপ্তির কারণ বুদ্ধ দেব প্রবর্ত্তিত নির্ম্মল বৌদ্ধধর্ম্ম কলুষিত হইয়া

পড়ায় দেশের লোকের এই ধর্ম্মে ক্রমশঃ অনাস্থা হইয়া পড়িল এবং ক্রমশই হীনপ্রভ হইয়া পড়িলে যবনদিগের দ্বারা সহজেই বিধ্বস্ত হইল। সকল ধর্ম্মই আদর্শ ও সত্য পথ ভ্রষ্ট হইলেই এইরূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রবর্ত্তির বঙ্গের নির্ম্মল বৈষ্ণব ধর্ম্ম বেদ, বেদান্ত দর্শন ও বৈদিক ধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও চারি বা পাঁচ শতাব্দী গত না হইতেই বাউল, কর্ত্তাভাজা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের পাশবোচিত অত্যাচারে এমনি কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল যে সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। আদর্শ ও ধর্ম্মহীন কালে তাহার উপর ইংরাজ খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের (পাদ্রীদের) প্রচারে হিন্দুর ধর্ম্মকে বড়ই বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিতে না তুলিতে রাজা রামমোহন রায়, মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন সে গতি রোধ করিবার জন্য ভগবানের দোহাই দিয়া ব্রাহ্মমত প্রচার করেন। প্রায় শত বর্ষের মধ্যে তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে কর্ম্মকাণ্ডের ত্যাগের জন্য নানারূপ পাপস্রোত প্রবেশ লাভ করিয়া তাহাকে স্তিমিত প্রভা করিয়া তুলিল। এমন সময়ে পরম পূজনীয় পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দক সেই সনাতন ধর্ম্মের অবনতি রোধ ও কলুষতা নিবারণ জন্য গীতার "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য যুগে যুগে" বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

— —

প্রতীত্য সমুৎপাদ

বা

জন্ম মৃত্যুরূপ ভবচক্র রহস্য

[রাজগুরু শ্রীমৎ ভগবানচন্দ্র মহাস্থবির]

অবিদ্যাই জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ। জড়াজড় চেতনাচেতন,সুখদুঃখ ও শুভাশুভ সমুদয় পদার্থের আধার। জগতের সমুদয় পদার্থ—সর্ব্বতভাবে সর্ব্বাকারে এই অবিদ্যাতেই নিহিত রহিয়াছে। যখন জগতের সমুদয় পদার্থ অবিদ্যালিঙ্গিত ও অবিদ্যাতে লীনরূপে অবস্থান করে তখন অব্যক্তাবস্থা। যেমন চতুর্দ্দিকস্থ নদীর জল সমুদ্রে সম্মিলিত হইলে অন্যান্য নদীজলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া কেবল সমুদ্র জলরূপেই প্রতিভাত হয়, সেইরূপ অবিদ্যা নিহিত পদার্থ মাত্রই একাকার হইয়া অবিদ্যাতেই সম্মিবেশ হইয়া থাকে। আর যখন অভিব্যক্তি হয় তখন ব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নানাকার বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

আমরা, পার্থিব এই সংসারে তিন হস্ত পরিমিত ক্ষুদ্র দেহে বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্ম্মগুলির প্রতিদন্দ্বীতা নিত্যই অনুভব করিতেছি, ই যে কুশলাকুশল ধর্ম্ম পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধভাবে আগত বিগত হইতেছে ইহাদের মধ্যে যখন চুরি, ডাকাতি ও হিংসা লোভাদি বিরত হইয়া শ্রদ্ধা ভক্তিরসে কায়মনওবাক্য কুশল কর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়া যায়—যখন অকুশল এই ক্ষুদ্র দেহের কোথাও অবস্থান করিবার স্থান থাকে না তখন অকুশল চিত্ত

কোথায় চলিয়া যায় ? তখন অকুশলের স্থান কোথায়? আর যদি তখন অকুশল এই দেহে বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে কুশলত উৎপন্ন হইতেই পারে না, তবে অকুশল কি সমূলে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় ? তাহা কখনও সম্ভবপর নয়, তবে কুশল প্রভাবে অকুশল তখন সে স্থলেই নিরুদ্ধ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ অবিদ্যারই আশ্রয় গ্রহণ করে।

আচ্ছা যখন চুরি ডাকাতি লোভ হিংসা দ্বেষ ও মোহাদি দ্বারা বিমুহিত হইয়া কায়, মন ও বাক্য অকুশলময় হইয়া যায় কুশল অবস্থানের স্থান থাকে না তখন কুশল চিত্ত কোথায় চলিয়া যায় ? যদি বল কোন এক নিত্য বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করে যদি তাই হয় তবে পুন অনিত্যে আসিবে কেন ? নিত্য বস্তুতে মিশিলেইত মুক্তি, মুক্তি হইলে আর প্রত্যাবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব। যাহা প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল তাহা স্থায়ী কোন নিত্য বস্তুর সহিত মিশিতেই পারে না। যখন পর্য্যন্ত নিত্য হইয়া যাইবার উপযুক্ততা লাভ না হইবে তখন পর্য্যন্ত অনিত্য রূপেই পবিবর্ত্তন করিতে হইবে। সুতরাং অকুশল প্রভাবে কুশল সেই স্থলেই নিরুদ্ধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আচ্ছা বল দেখি দ্বার জানালাদি বন্ধ অন্ধকার গৃহে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিলে অন্ধকার কোথায় যায় ? যদি বলা যায় অন্ধকার অন্যত্র চলিয়া যায় বা আলোকের প্রভাবে অন্ধকার ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না, আচ্ছা প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবা মাত্র আবার কোথা থেকে ঝাঁ করিয়া চলিয়া আইসে ? অতএব ইহা সাধারণের সাধারণ জ্ঞানে ধারণা করিতে সমর্থ না হইলেও চিন্তাশীল জ্ঞানবান ব্যক্তি মাত্রই জানিতে পারেন যে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইবা মাত্র যে স্থানের অন্ধকার সে স্থানেই নিরুদ্ধ প্রাপ্ত হয় এবং অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবা মাত্র পুন নিজস্থান অধিকার করিয়া থাকে। এইরূপ কুশলাকুশল প্রভৃতি পরস্পর বিরোধি ধর্ম্মের প্রত্যেক ক্ষণে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলিতেছে। যেখানে কুশল সেখানে অকুশল এবং যে স্থলে অকুশল সে স্থলে কুশল অবস্থান করিতে পারে না ইহাদের পরস্পর বিরুদ্ধতা আমরা প্রতিনিয়তই অনুভব করিতেছি। ন্যায় অন্যায়, পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ প্রভৃতিরও সেইরূপ প্রত্যহ সংঘর্ষ চলিতেছে, ইহারা পরস্পর পরস্পর ভয়ে কোথায় যে লুকাইয়া থাকে পুন অবসর প্রাপ্তে আত্মপ্রকাশ করিয়া সে স্থান অধিকার করিয়া ফেলে ইহা চিন্তা করিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহা কাহার প্রভাব ? অবিদ্যার প্রভাব নয় কি ? অবিদ্যার এমন শক্তি বিদ্যমান আছে যে সেই শক্তি প্রভাবে অসম্ভও সম্ভব করিয়া থাকে। অবিদ্যা কুশলাকুশল বা অন্যান্য যাবতীয় পদার্থের জননী স্বরূপিনী। অবিদ্যা প্রকৃত সত্যের আচ্ছাদক। আমাদের জ্ঞান বা বুদ্ধি বৃত্তিকে আবৃত করে বলিয়া আমরা প্রকৃত সত্যের স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হই না। ঘট পট প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা ব্যবহার করি প্রকৃত প্রস্তাবে ঘট বলিলে এখানে প্রকৃত ঘট বলিয়া পরমার্থিক কিছুই নাই। ঘটের প্রকৃত স্বরূপ মৃত্তিকা না বুঝিয়া আমরা কাল্পনিক নামে ঘট বলিয়া ব্যবহার করিয়া

থাকি। এই কল্পনা কি অবিদ্যার প্রভাব নহে? এইরূপ কত প্রকার অসম্ভব সম্ভব করিয়া আমরা ব্যবহার করিতেছি সেই সমস্তই অবিদ্যার প্রভাব মাত্র। অবিদ্যাই বিবর্ত্তাকারে বিজ্ঞান ও জগদাদিরূপে ভাসমান। অবিদ্যাই বিসর্গগুণে দ্বৈত প্রপঞ্চরূপে উদ্ভাসিত, পদার্থ মাত্রই এই অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যার বিপরিনাম বিকার মাত্র।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ঔদ্ধত্য ও বিচিকিৎসা অর্থাৎ অবিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপ এই দুইটী বিশিষ্ট শক্তি দ্বারা অবিদ্যা চিরকাল সৃষ্ট কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। যে পদার্থের এইরূপ শক্তির অভাব অর্থাৎ যে পদার্থ নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত, নির্গুণ, অখণ্ড, নিষ্কম্প, শান্ত, ক্ষয় নাই, ব্যয় নাই, পরিবর্ত্তন নাই, অক্ষয়, অব্যয়, অচ্যুত পদং, অত্যন্তং, নিত্য, সত্য ও নির্ব্বাণ রূপ সৎ পদার্থ, যাহা সূক্ষ্ম বা স্থূল, হীন বা প্রধান, হ্রস্ব বা দীর্ঘ, দূরে বা নিকটে ও ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান এই ১১ প্রকার প্রভেদের অতীত সেই নির্ব্বাণই এক সৎ পদার্থ, যাহার একই অবস্থা দ্বৈতাবস্থা যাহার সম্ভবে না তাহা ব্যতিত নিত্য পদার্থ আর কোথাও বিদ্যমান নাই, এইরূপ নিত্য পদার্থ সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না, পরন্তু এইরূপ নিষ্কলঙ্ক পদার্থে বিকারভাব আরোপিত করিলে তাহাকে কলঙ্কিত করা হয় মাত্র। সৃষ্টি বলিলে আমরা কি বুঝি, আমরা বুঝিয়া থাকি অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হওয়াই সৃষ্টি, কারণ হইতে কার্য্যের অভিব্যক্তি হওয়াই সৃষ্টি অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়া ব্যক্ত হওয়াই সৃষ্টি। যদি তাই হইল তবে কিরূপে সেই এক অখণ্ড, নিত্য, সত্য ও অপরিণামি পদার্থ দ্বারা সৃষ্টি হইতে পারে? নিত্য পদার্থ সমুদ্ভূত পদার্থওত নিত্য হওয়া চাই কিন্তু সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই ত অনিত্য দৃষ্ট হয়। যদি বল সূক্ষ্ম চেতন পদার্থ নিত্য এবং স্থূল পদার্থই অনিত্য। আচ্ছা সূক্ষ্ম চেতন পদার্থ যদি নিত্য হয় যখন স্থূল পদার্থ কার্য্যের অনুপযুক্ত ও মৃত্যুরূপে অসার হইয়া পড়িয়া থাকে তখন সেই স্থূলাশ্রিত নিত্য বস্তু স্থূলের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া অনিত্য রূপে কোথায় স্থানান্তরিত হয়? স্থানান্তরিত হওয়াত নিত্য বস্তুর ধর্ম্ম হইতেই পারে না। আবার যাহা নিত্য বস্তুর আধার তাহাও বা কিরূপে অনিত্য হইতে পারে? ইহা কি সম্ভব? নিত্য বস্তুর সহিত অনিত্য বস্তুর সম্বন্ধ কি রূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহাত প্রণয় পণয়িনীর সম্বন্ধ নয় যে পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে। অথবা বিয়ে পাগলা খুড়র মত সংসারর করিবার অভিলাষে পেঁচোর মাকে বিয়ে করিবে বলিয়াওত মনে হয় না। এই জন্য বলা হইয়াছে অনিত্য বস্তুর সহিত নিত্য বস্তুর সম্বন্ধ সম্ভবপর হইতেই পারে না। অনিত্য বস্তুর সহিতই অনিত্য বস্তুর সম্বন্ধ সম্ভবপর হইয়া থাকে। যদি বল সূক্ষ্ম পদার্থ স্থূলের সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেইত মুক্তি। যে মুক্তিতে একবার সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া পুন যুগ যুগান্তর বা কল্প কল্পান্তরে সম্বন্ধ গড়িতে হয় সেইরূপ মুক্তিকে জ্ঞানীগণ জড় পিণ্ডের ন্যায় ত্যাগ করিয়াছেন।

অবিদ্যার প্রভাব বশতঃ আমরা জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটী অবস্থায় সংসার

ভোগ করিয়া থাকি। জাগ্রত ও স্বপ্ন ব্যক্তাবস্থা, সুষুপ্তি অব্যক্তাবস্থা, আমাদের মন বা চিত্ত বড় বিষয়ী, বিষয় আমোদে সর্ব্বত্র বিভোর, হইয়া থাকে, আমরা নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বক্ষণে অবিদ্যা আমাদের মনকে আচ্ছাদন করিয়া ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয় সম্বন্ধটা বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকে এই সঙ্গে সঙ্গে থিন ও মিদ্ধ নামক তাহার দুইটী শক্তি প্রয়োগ করতঃ মনকে অলস ও তন্দ্রাভিভূত করিয়া ফেলে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়াভাবে মন তখন তাহার অন্যান্য বৃত্তিগুলির সহিত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যায় কারণ ইন্দ্রিয়ই মনের দ্বার, ইন্দ্রিয় গৃহিত বিষয়ই মনের ভোগ্য, ইন্দ্রিয়াভাবে মনের বর্ত্তমান ক্রিয়াশক্তি সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া অতীত বিষয়গুলিও সূক্ষ্মতর হইয়া যায়, মনের ভবঙ্গাবস্থা উপস্থিত হয় এইরূপ অবস্থাই নিদ্রা যেমন একখণ্ড গাঢ় মেঘ আসিয়া সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিলে সূর্য্যালোক যেরূপ মলিনতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ মনের বিষয় আচ্ছাদিত হইলে মন ভবাঙ্গাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় ধাতৃ ক্ষুদ্র শিশুকে বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া ক্রোড়ে ঘুম পাড়ানবৎ অবিদ্যা ধাতৃ স্বরূপ। সূর্য্যাবৃত মেঘ অপসারিত হইতে আরম্ভ করিলে যেরূপ সূর্য্যালোক প্রকাশ পায় সেইরূপ অস্থির গতিশীল অবিদ্যা অন্তর্হিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মন ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় সম্বন্ধ সংঘটনের পূর্ব্বক্ষণে অর্থাৎ জাগরিত হইবার পূর্ব্বক্ষণে স্বপ্নাবস্থায় উপনীত হয়। এই সময় মনের পূর্ব্ব সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক সূক্ষ্ম বিষয়গুলি উপভোগ করে, এই অবস্থাই স্বপ্ন। উপভোগের সময় অতিক্রান্ত হউক বা নাই হউক মন ও ইন্দ্রিয় স্থূল বিষয় সম্বদ্ধ হইয়া গেলে তখনই নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া জাগরিত হইয়া থাকে।

আর পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্মতর নিদ্রাবস্থা হইতেও অতি সূক্ষ্মতম অবস্থায় উগনীত হইয়া মনের জ্ঞানাদি বৃত্তির সহিত একত্ব প্রাপ্ত হওত মন যখন অবিদ্যায় লীন হইয়া যায় তখনই অব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইহাকে সুষুপ্তি অবস্থাও বলা যাইতে পারে। এই অবস্থায় অবিদ্যা গর্ভধারিণী মাতৃস্বরূপিণী হয়। ইহা অতীত ভবঙ্গাবস্থা। এইরূপ অব্যক্তাবস্থা হইতেও যথাকালে পুন অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এই তিনটী অবস্থাই সংসার বা মায়ারূপিণী অবিদ্যার প্রক্রিয়া মাত্র। ইহা ব্যবহারিক পরমার্থিক নহে।

এইরূপ গতিশীল অবিদ্যার গতি রুদ্ধ হইলেই সংস্কার নিরুদ্ধ সংস্কার নিরুদ্ধ হইলেই বিজ্ঞানাদি নিরুদ্ধ হইয়া এই তিনটী অবস্থা বিনষ্ট লইয়া যায়, অর্থাৎ এই বস্তু ধর্ম্ম সন্ততি নিরুদ্ধ হইলেই নির্ব্বাণ।

যেমন মূল ঝরণা বন্ধ হইলে জলপ্রবাহ অভাবে নদী শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ অবিদ্যা মূল নিরুদ্ধ হইলেও ধর্ম্মসন্ততি বন্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থাই নির্ব্বাণ।

যে বস্তু ধর্ম্ম প্রবাহের পর প্রবাহরূপে বীজ ভাব প্রাপ্ত হইয়া আমাদের জন্ম, সেই বস্তু ধর্ম্ম প্রবাহের মূল নিরুদ্ধ হইলে অর্থাৎ অবিদ্যা প্রবাহরূপ ধর্ম্ম সন্ততি নিরুদ্ধ হইয়া গেলে আর জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মরণ সমুদয় দুঃখের অবসান হইয়া যায় এবং নিত্য বস্তু নির্ব্বাণের সহিত মিশিয়া গেলে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না।

এইরূপ নিত্য বস্তু দ্বারা সৃষ্টি হইতে পারে না এবং তাহা কারণও হয় না সুতরাং অবিদ্যাই স্রষ্টা আর দ্বিতীয় স্রষ্টা নাই ইহাই নির্দ্ধারিত।

অবিদ্যা হইতে কিরূপে সংস্কারাদি আবির্ভাব হইয়া জগদাদি সৃষ্টিকরে তাহা প্রদর্শন করান যাইতেছে।

অবিদ্যার বিচিকিৎসা শক্তি দ্বারা আচ্ছাদন বা নিজ মর্য্যাদা সংরক্ষণ, ঔদ্ধত্য শক্তি দ্বারা বিক্ষেপণ বা অন্ধকারে প্রদর্শন এই দুইটী কার্য্য যুগপৎ প্রয়োগ দ্বারা উৎপাদ, স্থিতি, ও ভঙ্গ এই ত্রিক্ষণে সংস্কারের উৎপাদ (আবির্ভাব), সংস্কারের স্থিতি (ধারক), ও সংস্কারের ভঙ্গ (তিরোভাব বা স্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া অন্ধকারে প্রদর্শন) এই ত্রিক্ষণে কার্য্যরূপে সংস্কার উৎপন্ন ও বিজ্ঞানের কারণ রূপে পরিনমিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি সেই কার্য্য পুনঃ ভবিষ্যৎ কর্ম্মের কারণ এই ত্রিকাল সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বলিতে পারি যেমন অদূরস্থিত রশ্মিকে অবিদ্যার বিচিকিৎসা শক্তি দ্বারা তাহার স্বরূপ আচ্ছাদন ঔদ্ধত্য শক্তি দ্বারা সর্পাকারে প্রদর্শন এই দুইটী কার্য্য যুগপৎ সংসাধন পূর্ব্বক সর্পাকারে বা সর্পরূপে সজ্জিত,সর্পরূপেস্থিত ও ভ্রম অপনোদনের পর সর্প শরীর বিনষ্ট হইয়া রশি মাত্র অবশিষ্ট থাকে, যদি রশি ছিল প্রথমতঃ এই জ্ঞানটী থাকিত তাহা হইলে সর্প প্রতীতি হইত না। অবিদ্যার আচ্ছাদনী শক্তি প্রভাবে অতীত বিষয় অজ্ঞাত বলিয়া তাহা প্রতীত হইয়া থাকে। ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, প্রত্যক্ষ প্রমাণে যাহা আমাদের চক্ষের উপর দৃষ্ট হইতেছে তাহার সত্যতা অপলাপ কি রূপেই বা করিব সুতরাং ভগবান তথাগত সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞানে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা অবিদ্যা হইতে সংস্কার উৎপত্তি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সংস্কার কুশল অকুশল ও উপেক্ষা এই ত্রিবিধ। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে অকুশল সংস্কার প্রদর্শন করা হইয়াছে। সর্প দৃষ্ট মাত্র ভয় ও শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠে ইহার কারণ এই যে সর্প হিংস্রক তীর্য্যক বা সরীসৃপ জাতি, পাপ ফলে অপায় যোনি প্রাপ্তি, সুতরাং সর্প সংস্কারে অকুশল ভাবের উদয় হয়, অপায়ীক সত্ব সংস্কার অকুশল সংস্কার মাত্র।

আর যখন যথাযোগ্য প্রস্তরাদিকে বুদ্ধ মূর্ত্তি বা ইষ্টদেবের মূর্ত্তি সংস্কার করে তাহাও অবিদ্যার শক্তি প্রভাব, ইহাও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। ইষ্টদেব মূর্ত্তি বা বুদ্ধমূর্ত্তি দৃষ্ট হইবা মাত্র হর্ষ ও আনন্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে ইহারা ইষ্টদেব, স্বর্গস্থ সুতরাং স্বর্গস্থ সংস্কার কুশল সংস্কার মাত্র।

আবার ভয় হর্ষাদির কারণ শূন্য উপেক্ষণীয় সাধারণ কত কিছুর সংস্কার সর্ব্বত্র হইয়া থাকে ইহাও অবিদ্যার প্রভাব, ইহা ভয় হর্ষাদির মধ্যাবস্থা বলিয়া ইহা উপেক্ষা সংস্কার মাত্র।

অবিদ্যা হইতে যখন সংস্কারের উৎপন্ন হয় তখন অবিদ্যার এমন জ্ঞান হয় না যে আমি সংস্কার উৎপাদন করিতেছি এবং সংস্কারের এমন জ্ঞান হয় না যে আমি অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হইতেছি এইরূপ জ্ঞান না থাকিলেও—জ্ঞান পূর্ব্বক সৃষ্ট না হইলেও

অভিব্যক্তির বা কার্য্যকারণ ভাবের ব্যতিক্রম হয় না। অবিদ্যা হইতে সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি জ্ঞান পূর্ব্বক সৃষ্টি হইত তবে এই জগৎকে মায়াময় না দেখিয়া আমরা জ্ঞানময় দেখিতে পাইতাম কিন্তু উহাত দৃষ্ট হইতেছে না। এই অবিদ্যা কারণ সংস্কার কার্য্য, এই কার্য্য, কারণ হইতে অত্যন্ত পৃথকও নহে এবং অপৃথকও নহে। যদি অত্যন্ত পৃথক বা ভিন্ন বলা যায়, তাহা হইলে কারণের সম্বন্ধ শূন্য হইয়া যায়, আর যদি অভিন্ন বলা যায় তাহা হইলেও কার্য্য কারণ এক বস্তু হইয়া পড়ে ও কার্য্য কারণের বিশেষত্ব কিছুই থাকে না। এইজন্য কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন বলিতে পারা যায় না, অভিন্নও বলিতে পারা যায় না। সুতরাং সে সেও নহে, অন্যও নহে। এইরূপ কার্য্য কারণ ভাব বা বস্তু ধর্ম্ম প্রবাহ অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ বা জড় চৈতন্য দ্বিধা বিভক্ত অথচ অন্যান্য আশ্রিত রূপে স্থূল জগদাদির উৎপন্ন হইয়াছে।

পল্লীজীবন

[শ্রীমান্ কুমুদরঞ্জন তালুকদার]

Oh ! friendly to the best pursuits
of man,
Friendly to thought, to virtue
and to peace,
Domestic life in rural pleasures past
—Cowper.

পল্লীজীবন আমাদের প্রধান অঙ্গ। তাই পল্লীজীবন বলিলে আমাদের মনে অতীতের সুখ স্মৃতির কথা জাগিয়া উঠে। যাহারা কখনও একবার পল্লীতে বাস করিয়াছেন তাহারাই বুঝিতে পারিবেন পল্লীজীবন কেমন সুখ প্রদায়িনী।

তাই কবি গাহিয়াছেন।

"এখনও তথাকার
কোকিল কাকলি মধু
পাপিয়া মন্দির তান
হরিৎ প্রান্তর কোলে
তটিনীর কলগান"
রাখাল মুরলী ধ্বনী
ধেনু বৎস পক্ষীরব,
কি মধুর—কি সুন্দর—
কেমনে ভুলিব সব !
গৃহস্থের সন্ধ্যাদীপ
তুলসী বেদিকা মূলে,
শঙ্খধ্বনি কি মধুর
কেমনে যাইব ভুলে !

পল্লী বলিলেই আমাদের মানস-পটে সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা মাতৃভূমি শ্যামাঙ্গিনীর স্নিগ্ধ ছবি প্রতিফলিত হয়। কেননা আমরা পল্লীবাসী, পল্লীগ্রামই আমাদিগের জন্মস্থান। পল্লীমাতার সুকোমল অঙ্কে লালিত পালিত হইয়া আজ আমরা মানুষ নামে পরিচয় দিতেছি। পল্লীর অধিবাসীবৃন্দের কেমন সুখী ! তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ, বিসম্বাদ কিছুই নাই। তাহারা সমাজের রীতি নীতি অনুসারে কাজ কারবার করিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। এখনও পল্লীগ্রামের স্থানে স্থানে পূর্ব্বকার

ভগ্ন প্রাসাদ ও মন্দিরাদি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের অভাবে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিলে মনে হয় যেন পুরাতন কীর্ত্তি সকল ঘোষণা করিবার জন্য এখনও তাহারা স্তূপাকার কারণসার রহিয়াছে। পল্লীবাসী গৃহস্থেরা এক জননী কোলে ভাই ভগিনীর ন্যায় বাস করিতে ভালবাসে। আজকাল প্রায় নগর জীবনই ভাল বলিয়া আমরা মনে করিয়া থাকি; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। কেননা নগর মাত্রই বিলাসিতার কেন্দ্রস্থল। নগর বলিতে আমাদের মনে সৌধমালা শোভিত প্রস্তরময় রাজপথে শকটের ঘর্ঘর শব্দ এবং কল-কারখানার উদ্গীর্ণ ধূম পটলের গগন বিসর্পী আস্ফালনের ছায়া উদিত হয়। এখানে ব্যঞ্জনে ও যান সঞ্চালনে বিদ্যুৎ মনুষ্যের কিঙ্করত্ব স্বীকার করে বলিয়া মানবগণ শ্রেষ্ঠ জীবরূপে অনুমিত হয়।

এখানে স্বাধীন পক্ষির রব নাই, কোকিলের কুহু কুহু রব নাই, বায়সের কাকা রব আছে। এখানে মধুরতার বিনিময়ে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য নিত্যই পরিলক্ষিত হয়। এখানে নিজকে কোন না কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত করিতে সকলেই ব্যস্ত। কেননা এখানের সময়ের মূল্য অত্যন্ত অধিক। এইজন্য সহরের লোকের সহিত পাড়াগাঁয়ের লোকের মিল নাই। সহরের লোক বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হয় ও বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে তাহা নাই। তাহারা নিজের স্ত্রী, পুত্র, ও বন্ধু বান্ধব লইয়া কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে তাহারই চেষ্টায় দিন যাপন করে। সচরাচর ধনী লোকেই নগরে বাস করে। সময় ও কার্য্য বিশেষে পাড়াগাঁয়ের লোকও সহরে বাস করে।

সন্ধ্যার সমীরণ সঞ্চালনে আতপতাপিত বৃক্ষগণ মেইরূপ ডাল, পালা, ও লতা, পাতা নাড়িয়া দুলিতে দুলিতে বিশ্রাম লাভ করে। সেইরূপ পল্লীবাসী লোকেরাও সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করার পর সন্ধ্যার 'শেষে শান্তি লাভ করিবার জন্য সুকোমল অঙ্গে মলয় মারুত সেবন করিতে করিতে গৃহাভিমুখে রওনা হয়।

অবশেষে বাড়ীতে গিয়া নিজ পুত্র কন্যার সুকোমল মুখবিনিশ্রিত মধুর বাক্য শ্রবনে সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমের কথা ভুলিয়া গিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া শান্তি লাভ করে।

আহা! পল্লীজীবন কেমন সুখকর! ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীর তাহাদিগের নিকট দ্বিতল হর্ম্ম্য সদৃশ প্রতীয়মান হয়। তাহারা নগর বাসীর কোন ধার ধারে না, বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয় না। সরল সুমধুর চিত্তে দিন যাপন করিতে ভাল বাসে। আবার যখন এই দিকে ধীরে ধীরে নবাগন্তুক বসন্ত তাহার প্রিয় সখার মধুর সম্ভাষণ শ্রবন মানসে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয় তখন বৃক্ষ লতাদি আপন আপন পুরাতন পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া নব নব সাজে সজ্জিত হয়। তখন পল্লীগ্রামের অপূর্ব্ব শ্রী দেখিয়া প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে। আহা! তাহারা কি আনন্দে মাতোয়া হইয়া সুন্দর সাজে সজ্জিত হইয়া থাকে। ঠিক সেই সময় যখন বসন্ত সখা পল্লীগ্রামের বৃক্ষের

আড়ালে বসিয়া সুমিষ্ট রবে প্রিয় বন্ধুর আগমন সংবাদ জগতকে জানাইয়া দেয় তখন তাহা শুনিয়া কার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হয় না? বাস্তবিক বলিতে গেলে পল্লী গ্রামই শান্তি লাভের একমাত্র স্থান। যদিও নগর হইতে পল্লীতে লেখাপড়ার চর্চ্চা কম, কিন্তু তবুও তাহারা বিনয়ী ও নম্র।

অস্তসলিলা ফল্গু নদীর জল যেমন সাগর উদ্দেশ্যে মন্থর গতিতে নিম্নপানে যাইতেছে সেইরূপ বিদ্যা শিক্ষার স্রোতও ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে ও অবশেষে পল্লীতেও তাহার অভাব থাকিবে না। ঐ স্রোত যেই দিন পল্লীতে পড়িয়াছে, সেইদিন পল্লী বাসীরাও মোহ-ঘুম হইতে জাগরিত হইয়াছে। কিন্তু—উপায় হীন।

কেননা নিজের পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি সমস্ত বিক্রী করিয়াও ছেলের যাবতীয় খরচ চালান তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। ইহা কি দুঃখের বিষয় নহে। তাই বলি পল্লীবাসীদের অন্তরে লেখা পড়ার প্রবল বাসনা বলবতী থাকিলেও তাহা ফলে পরিণত হইতে পারে না!

কৃষ্ণাগৌতমী

[শ্রীযুক্ত জয়দ্রথ চৌধুরী]

গভীর রজনী—কোথাও প্রাণিগণের সাড়া শব্দ নাই। সকলেই নিদ্রার আবেশে বাহ্যজ্ঞান-হারা—গভীর নিদ্রায় মগ্ন। উপরে নীল আকাশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকারাজিতে পরিপূর্ণ—হীরকমালার ন্যায় ঝক্ মক্ করিতেছে। শুধাংশু আপন সুশীতল কিরণ জালে সারাটি বিশ্ব-জগত উদ্ভাসিত করিয়াছে। জগত শান্ত স্তব্ধ। মন্দানীল ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে এবং বৃক্ষের পত্রে লাগিয়া মধ্যে মধ্যে পত্র সঞ্চালন শব্দ—পেঁচকের ভয়াবহ শব্দ—চাতকের সুধাগান কেবল মাত্র শুনা যাইতেছে। আর সকলই নীরব নিস্তব্ধ। জীর্ণ পর্ণ কুটীরে দরিদ্রা রমনী আপন একমাত্র অঞ্চলের ধনকে বক্ষে ধারণ করিয়া নিদারুণ বিলাপধ্বনিতে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। সেই হতভাগিনী রমনী কৃষ্ণা-গৌতমী। তাহার একমাত্র হৃদয়রঞ্জন বালক —যে তাহাকে শোক, দুঃখ, সম্পদ, বিপদে মা বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিত—যে তাহাকে প্রফুল্ল কমল সদৃশ হাসি মাখা মুখে মা বলিয়া ডাকিত—যে সর্ব্বদা মায়ের প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া শয়নে স্বপনে মায়ের অনুগামী হইত, আজ সেই কাঙ্গালের ধন, স্নেহের পুত্তলি মৃত্যুর অঙ্কে চির নিদ্রায় নিদ্রিত। সে কি আর মায়ের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পারে? সে কি আর সহাস্য বদনে "মা" বলিয়া ডাকিতে পারে? সে কি আর মায়ের অশ্রু-সিক্ত রক্তিম নয়নদ্বয়ের অনিবার্য্য বারি বর্ষণ দেখিতে পায়? না—কখন তাহা হইতে পারে না। মোহান্ধ মানব! কখনও কি একবার মায়া মরীচিকা, অসীম রহস্যপূর্ণ জগতের রহস্য ভেদ করিতে পারে? কেন তৃষাতুর মৃগের ন্যায় মোহ মরীচিকা ছলনে বিমুগ্ধ হইয়া সংসার মরুতে বিচরন করিয়া সার বস্তু হারা-ইতেছ; ভাবিয়া দেখ দেখি তোমার আদি

কোথায় এবং অন্ত কোথায়? তুমি কাহাকে আপন ভাবিয়া সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছ।

হতভাগিনী জননী আদরে সন্তানের মুখ চুম্বন করিতেছে—বাষ্প গদগদস্বরে পুত্র সম্বোধনে ডাকিতেছে, তাহার সাড়া দেয় কে? পাগলিনী প্রায় হইয়া আপন মৃণাল-নিন্দিত বাম ভুজের উপর সন্তানের মস্তক স্থাপন করিয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে ঘুমাইয়া পড়িল।

নিদ্রা দেবী তোমার অসীম ক্ষমতা—অপূর্ব্ব লীলা—আশ্চর্য্য ধীশক্তি! তুমি কোন্ মন্ত্রের কৌশলে প্রাণিগণকে বিমুগ্ধ কর তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। হতভাগিনী পাগলিনী-পারা জননী নিদারুণ পুত্রশোকে জর্জ্জরিত; সেও আজ তোমার শান্তিময় মোহিনী কোলে ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম লাভ করিতেছে।

রজনী প্রভাত হইল। নিদ্রাদেবী অন্তর্হিত হইল। পক্ষিগণের সুমধুর উষাগানে কানন প্রান্তর মুখরিত। সকলেই নব প্রাণ পাইয়া আনন্দে আত্মহারা, কাক ডাকিতে আরম্ভ করিল, বাগানে কুসুম বিকসিত হইল, মধুকর গুণ গুণ রবে ফুলে ফুলে আনন্দে মধুপানে বিভোর। রমনী আলু থালুবেশে শয্যা ত্যাগ করিল এবং আপন পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। পুত্রের মৃতদেহ লইয়া চিরদুঃখিনী কোথায় যাইতেছে তাহা কে বলিতে পারে? শ্মশানে দাহ করিবার জন্য—না—মশানে ফেলিয়া দিবার জন্য—না তাহা নহে। কোথায় কে তাহার পুত্রের প্রাণবায়ুর সঞ্চার করিতে পারিবে সেই উদ্দেশ্যে আজ হতভাগিনী মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে। আহা! গৃহলক্ষ্মী জননী এখনও তোমার সন্তানের মৃতদেহ ছাড়িবে না,—এখনও মোহের ছলনে স্নেহের কঠোর বন্ধন ছেদন করিতে পারিলে না। এখনও মানব দেহের পরিণাম—স্নেহের পরিণাম—জন্মমৃত্যুর পরিণাম কিছুই বুঝিতে পারিলে না। তবে যাও শান্তি প্রস্রবনের শান্তি বারির অন্বেষণ কর।

ভগবান শাক্যসিংহ শ্রাবস্তি নগরে অনাথ পিণ্ডদের বিহারে ধর্ম্মদেশনা করিতেছেন। উপাসক উপাসিকা নীরবে উপবিষ্ট। সকলেই নীরবে শ্রবণ করিতেছেন, এমন সময়ে পাগলিনী জননী সন্তানের মৃতদেহ অমিতাভের চরণাম্বুজে স্থাপন করিয়া ধুলাবলুণ্ঠিত ও সজল নয়নে প্রার্থনা করিল "হে ভগবান আপনিই জীবের একমাত্র পথপ্রদর্শক আলো, আপনার অপার মহিমা জগতের অণু-পরমাণুতে জড়িত। শুনিয়াছি আপনিই মৃত দেহের প্রাণসঞ্চার করিতে পারেন। আমার একমাত্র অঞ্চলের ধন লইয়া আজ আপনার চরণে উপস্থিত; হতভাগিনীর প্রার্থনা পূর্ণ করুন।"

ভগবান ভাবিলেন—"হে মানবীর মোহান্ধকার দূরীভূত না হইলে কখনও শান্তি বারি পান করিতে পারিবে না। সর্ব্বদা অজ্ঞান আঁধারে ঘুরিয়া ফিরিয়া নির্ব্বাণ আলো দেখিতে পাইবে না।"

এই সিদ্ধান্ত করিয়া পুত্রহারা রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ভদ্রে তুমি আমার জন্য কয়েকটী কৃষ্ণতিল সংগ্রহ করিয়া আন। কিন্তু মনে রাখিও যাহার গৃহে

কখনও কেহ মরে নাই, এইরূপ গৃহ হইতে আনিও।"

রমণী "আচ্ছা প্রভু" বলিয়া গৃহে গৃহে কৃষ্ণ-তিল ভিক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু কোথাও পাইল না। সকলেই বলিল "আমাদের নিকট কৃষ্ণতিল আছে কিন্তু আমাদের কাহারও ভ্রাতা কাহারও মাতা কাহারও পিতা এই অনেকেরই আত্মীয় স্বজন মরিয়াছে।"

কোথাও কৃষ্ণতিল না পাইয়া এবং সকলের মৃত্যুকাহিনী শ্রবণে তাহার চমক ভাঙ্গিল। জ্ঞানের আলো হৃদয়ে মিটি মিটি জ্বলিয়া উঠিল। সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল "সংসারে সকলই নশ্বর। কেহ কাহারও আপন নহে। জীব স্বীয় কর্ম্মফলে ভবচক্রে ঘুরিতেছে; তবে আমি কেন বৃথা শোক করিব; এইরূপে সংসারের প্রতি তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিল এবং অবশেষে ভগবানের নিকট উপসম্পাদকের ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিল।

———

মহামুনি *

[শ্রীমতী রথীবালা বড়ুয়া]

কালের অনন্ত গর্ভে সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর হইয়াছে লীন, যবে বিশ্বমাঝে তব কণ্ঠস্বর প্রকাশিল মহাবাণী—জগতের দুঃখ অবসান বাঞ্ছিত-মানব-প্রাণ নির্ব্বাণের দ্বার উদ্ঘাটন।

* ভগবান বুদ্ধের প্রথম নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি, চট্টগ্রাম জেলার অন্তঃপাতী পাহাড়তলী গ্রামে স্থাপিত; প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে এইস্থানে একটী বৃহৎ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

বিস্ময়ে পুলকে লোক স্মৃতি-পটে রাখিল
খোদিয়া।
এতকাল অন্ধকারে আলো প্রায় রয়েছে
জাগিয়া।
সেই মহাবাণী এবে বদ্ধ শান্ত প্রতিমূর্ত্তি মাঝে,
বাক্‌হীন বক্তারূপে; শত তানে শত তন্ত্রী
বাজে।
দরশনে সৌম্য মূর্ত্তি—ধ্যান মগ্ন পর্ব্বত কন্দরে
বসে আছে, আত্ম সমর্পন করি অসীমের
ক্রোড়ে।

———

যৌবন নিন্দা

[শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ কোরগর]

যোগ বাশিষ্ঠ রামায়ণে শ্রীরামের উক্তিতে দেখা যায়, তিনি মানবের যৌবন কালকে অতি ভীষণ ও নিন্দনীয় কাল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে মহর্ষি বশিষ্ঠ দেবকে চাহিয়াছিলেন।—লোকের মন স্বভাবতঃ দোষযুক্ত। তাহারা বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া, ভোগ-বিলাস-লালসায় অধঃপতন জন্য উৎসাহ সহকারে যৌবনে আরোহণ করে, এবং বিবিধ বিলাস ও বিষেষাদির অনুভব প্রযুক্ত, দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। যৌবনকালে জ্বররূপ গহ্বরস্থিত কামরূপ পিশাচ প্রাদুর্ভূত হইয়া বিবেকের পরাভব সাধন করাতে, লোকে তাহার বশীভূত হয়; এবং চঞ্চল প্রকৃতি যুবতীগণের মনের ন্যায়, একান্ত চঞ্চল হইয়া, কোনরূপেই আত্মাকে স্থির রাখিতে পারে

না। কাম, ক্রোধ, লোভ ও দ্যূতাশক্তি প্রভৃতি নিতান্ত সন্তাপ জনক দোষ সমূহ প্রবল হইয়া, কামাদি চিন্তা-নিরত যুবাদিগের বিষম দশা উপস্থিত করে। যৌবনকাল অতীব ভয়ঙ্কর, মহা নরকের কায় এবং সর্ব্বদাই ভ্রম সমুৎপাদন করে। যে ব্যক্তি ইহা দ্বারা বিনষ্ট না হয়, তাহার আর কিছুতেই বিনাশ হয় না। ফলতঃ যৌবন ভীষণ অরণ্য স্বরূপ। এই যৌবনারণ্যের, ক্রোধ লোভ ও হিংসা, ব্যাঘ্র ও সর্পাদি। যে ব্যক্তি এই যৌবনারণ্য বিনা বিপদে উত্তীর্ণ হয়, সেই যথার্থ সংযমী ও বীরপুরুষ। দামিনীর ন্যায়, ক্ষণমাত্র প্রকাশশীল ও দীপ্তি বিশিষ্ট, অমঙ্গলজনক যৌবনের প্রতি কাহার অনুরাগ হইতে পারে? এই ভীষণ যৌবনকাল আপাত মধুরবৎ প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু পরিণামে নিতান্ত বিরস, মদিরার ন্যায় মত্ততার হেতু ও সকল দোষের আকর হইয়া উঠে। এই জন্য এই দুর্ব্বনীয় যৌবনের প্রতি আমার প্রীতির লেশ মাত্র নাই। এই কাল সর্ব্বথা মিথ্যা হইলেও, ক্ষণকালের নিমিত্ত সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়। এই কারণ বশতঃ এই প্রতারণাময় যৌবনকালে আমার অনুরাগ নাই। লক্ষ্যে শরবিদ্ধ হইলে প্রথমে প্রীতি জন্মে, কিন্তু তৎপরে প্রাণিহত্যা প্রযুক্ত অনুতাপ উপস্থিত হইয়া থাকে। যৌবনকালও ঠিক সেইরূপ অর্থাৎ আপাত সুখকর অনুমিত হইলেও পরিণামে দুঃখ পরম্পরা সমুদ্ভাবন করে। এই জন্য যৌবনে আমার অনুরাগ নাই।

ক্ষয়কালে অনুষ্ঠিত কার্য্যসমূহ সেইরূপ পরিণামে বজ্রোৎপাতের ন্যায়, প্রতীত হইয়া থাকে। যৌবনকালে মোহ প্রাদুর্ভূত, সদাচার তিরোহিত, বুদ্ধি বিপর্য্যয় সংঘটিত ও নিরন্তর ভ্রম প্রমাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। মানুষ এই যৌবনকালে দাবাগ্নিদগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় দুর্ব্বিসহ প্রিয়বিরহ-দহনে দহ্যমান হয়, এবং অশেষ গুণ ভূষিত উদার চরিত পুরুষের মনোবৃত্তিও, প্রাবৃট্কালীন নির্ম্মলসলিলা নদীর ন্যায়, মলিন হইয়া থাকে। প্রবলতরঙ্গ সঙ্কুল ভীষণ স্রোতস্বিনী অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কিন্তু যৌবনাবস্থা সহজে অতিক্রম করা সাধ্যায়ও নহে। কেন না,—চঞ্চল-স্বভাব তৃষ্ণা ইহার অন্তরভাগ নিতান্ত তরলভাবে পরিণত করে। সেই বিচিত্রভোগবিলাস-শালিনী অসামান্য-লাবণ্য-শোভিনী রূপবতী রমণী সেই রহস্যময় বিবিধ বিলাস এবং সেই প্রিয়জনের কলানিধি প্রতিম পরম প্রসন্ন বদন মণ্ডল, এই সমুদায় বিষয় চিন্তা করিয়া, যুবকগণের মন জর্জ্জরিত হইয়া থাকে। যৌবনে চিত্তচঞ্চল ও বাসনাবশে নিপীড়িত হয়। এই জন্য সাধুরা যুবা ব্যক্তিকে তৃণ অপেক্ষাও লঘু জ্ঞান করেন।

আবান যে রূপ মত্ত হস্তীর গর্ব্ব খর্ব্ব করে, যৌবন সেইরূপ অভিমান মত্ত অশেষ দোষাক্রান্ত ব্যক্তি দিগকে বিনষ্ট করে। যৌবন অরণ্যস্বরূপ। মন ইহার মূল। স্ত্রীপুত্রাদি বিয়োগ জন্য রোদন ইহার বৃক্ষ। বিবিধ দোষ সর্পস্বরূপ ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহাতে দুঃখ ভিন্ন সুখ নাই। আবার দেখা যায়—যৌবন যেন পদ্মের কেশর। বিষয় চিন্তা ভ্রমরী। ইন্দ্রিয়গণ দল। অনিত্য সুখ ইহার মধু। মানুষের হৃদয়রূপ সরোবর-তীরে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ পক্ষ বিশিষ্ট আধিব্যাধিরূপ

যে বিহঙ্গমগণ বিহার করে, এই যৌবন তাহাদিগের কুলায়। অজ্ঞানরূপ জলরাশি ও হাস্যবিলাসাদিরূপ কল্লোল পরম্পরায় পরিপূর্ণ এই যৌবনরূপ মহাসাগর জরামরণাদির বেলা ভূমি অবলীলা ক্রমে লঙ্ঘন করে। যৌবন প্রভাবে দোষ সকল জাগরিত, গুণ সকল নিদ্রিত, পাপ সকল প্রাদুর্ভূত, এবং বিবিধ বিলাসজনিত বিবিধ রোগ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।

নব যৌবন, নিশানাথের ন্যায় দেহরূপ-সরোজ-বাসিনী বুদ্ধিরূপ ভ্রমরীকে বদ্ধ করিয়া রাখে। এই শরীর লতা কুঞ্জবৎ। যৌবন উহার রমনীয় মঞ্জরী। মন, মধুকরের ন্যায়, উহাতে উন্মত্ত হইয়া থাকে। মরুময় প্রদেশস্থ সূর্য্যকিরণ সন্তপ্ত পিপাসাকুল মৃগগণ যেমন জললোভে সবেগে ধাবন পূর্ব্বক গর্ত্তে পতিত হয়, যৌবনে মনুষ্যের মন সেই প্রকার সুখ-লালসায় ধাবমান হইয়া, বিষয়রূপে বিষম গহ্বরে নিপতিত হয়। যৌবন দেহরূপ রাত্রির জ্যোৎস্না মনোরূপ সিংহের কেশর। প্রাণরূপ মহার্ণবের লহরী স্বরূপ। এই কলেবররূপ কাননে যৌবন, শারৎ শোভার ন্যায়, স্বল্পকালমাত্র স্থায়ী। ঈদৃশ ভঙ্গুর যৌবনে বিশ্বাস কি? দরিদ্রের হস্তগত ধন যেমন ক্ষণমধ্যেই লয় পায়, যৌবন বিহঙ্গম তেমনই দেহ-পিঞ্জর হইতে শীঘ্রই পলাইয়া যায়। যৌবন যেমন বৃদ্ধি পায়, কামাদি রিপুগণ তেমনই বিনাশ নিমিত্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যাবৎ কাল যৌবন-যামিনীর প্রভাত না হয়, তাবৎ রাগদ্বেষাদি নিশাকর পিশাচ-বর্গ দেহমধ্যে সঞ্চরণ করে। যে ব্যক্তি এই ক্ষণিক যৌবন-সমাগম মোহবশতঃ আনন্দিত হয়, সে গর্দ্দভ মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অভিমান বশে, মোহে মত্ত হইয়া, যৌবণের কামনা করে, তাহাকে অচিরকাল মধ্যেই অনুতাপ ভোগ করিতে হয়।

যাঁহারা যৌবন-সঙ্কটে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারাই মহাত্মা মহাপুরুষ ও পৃথিবীর পূজনীয়। মকরালয় ভয়ঙ্কর সাগর যদিও সন্তরণ দ্বারা পার হওয়া সাধ্য হয়, কিন্তু অশেষ দোষ নিলয় এই যৌবন সহজে অতিক্রম করা যায় না। বিচিত্র দেবোদ্যান যেমন মানবের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, শম, দম ও বিনয়াদি গুণ বিভূষিত আর্য্যপূজিত সুযৌবনও সেইরূপ নিতান্ত দুর্লভ।

ভিক্ষু

[জনৈক বৌদ্ধ মহিলা—রেঙ্গুন]

শান্ত, সৌম্য, প্রশান্ত মূরতি
কে তুমি সন্ন্যাসি! ভিক্ষা-পাত্র
লয়ে করে ধীরে,—অতিধীরে
ফিরিতেছ দ্বারে দ্বারে নতমুখে?
ছিন্ন চেলি পরিধানে;—যেন
অম্বর কোলেতে কক্ষচ্যুত
নিরালম্ব অম্বুবাহ শোভে
চারিদিক ঘেরিয়া অম্বুজে।
প্রকৃতির মত সংসারের
দুঃখ, দৈন্য, ঘোর কোলাহল
কিছু যেন নাহি জান তুমি;—
শুধু কোন্ অব্যক্ত অচিন্ত্য
সুখ ধ্যানে নিরত সতত।

মরি মরি আহা ! নেহারি সে
বদনের দিবা-জ্যোতিঃ শোভা,
আপনিই অবনত হয়,
ভক্তি ভরে পুতপদতলে
শির কোন্ অজানা বন্ধনে।
হে সত্য, জিতেন্দ্রিয় ! কে তুমি
প্রতি জনে, দ্বারে দ্বারে, সেই—
"অহিংসা পরম ধরম"
দানিছ অক্লেশে ! বঝি, কোন
বৌদ্ধ ভিক্ষু তুমি হে সুধীর !

ঈশ্বর তত্ত্ব *

[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ]

শিষ্য। গুরুদেব ! এজগৎ কে সৃজন করেছেন ?

গুরু। ঈশ্বর।

শিষ্য। তিনি কোথায় ?

গুরু। তিনি মায়াবশে জীব জগতে বিদ্যমান রয়েছেন।

শিষ্য। গুরুদেব মায়া কি ?

গুরু। যাহাতে জগতে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হচ্ছে, তাহাই মায়া। এই মায়া বিদ্যা ও অবিদ্যা ভেদে দুই প্রকার।

শিষ্য। বিদ্যা মায়া কাকে বলে ?

গুরু। যাহাতে জীবের বৈরাগ্য লাভ লাভ হয় ; ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠে তাহাই বিদ্যা মায়া।

শিষ্য। অবিদ্যা মায়া কি ?

গুরু। যাহাতে কাজে জীব লোভ, কাম ও মোহাদি রিপুবশে ক্রমেই সংসারাক্ত হয়ে অধোগতি প্রাপ্ত হয় তাহাই অবিদ্যা মায়া।

শিষ্য। গুরুদেব ! অবিদ্যা মায়ার হাত থেকে কি করে নিস্তার পাওয়া যায় ?

গুরু। একটা কাঁটা ফুটলে আর একটা কাঁটা দিয়ে যেমন তা' বের করতে হয়, তেমনি অবিদ্যাকে তাড়া'তে হলে বিদ্যা-মায়ার সাহায্য নিতে হয়।

শিষ্য। গুরুদেব ! ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনা কেন ? যাঁকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনা, তিনি জীবজগতে বিদ্যমান রয়েছেন কি করে বুঝ্‌বে ?

গুরু। আচ্ছা, সূর্য্যের প্রখর কিরণে দিনের বেলা তারা দেখা যায় না বলেই কি বল্‌তে চাও আকাশে তারা নেই ?

শিষ্য। না, গুরুদেব !

গুরু। তেমনি জেনো—মায়া ও অহঙ্কারের গতিকেই আমাদের ঈশ্বর দর্শন ঘট্‌ছেনা !

শিষ্য। গুরুদেব ! মায়া ও অহঙ্কার কি ?

গুরু। সংসারে কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। কামিনীকাঞ্চনের মোহ বা আসক্তিতে মানুষ আপনাকে হারায়ে তুচ্ছ সংসারে আবদ্ধ হয়ে বসে ; আর আমিত্ব অর্থাৎ 'আমি' ও 'আমার' নিজেই মত্ত হয়। জীবের এই আমিত্বই অহঙ্কার।

শিষ্য। গুরুদেব ! ঈশ্বরকে পেতে হলে কি জীবের মায়া ও আমিত্ব ত্যাগ কর্‌তেই হবে।

গুরু। হাঁ,—মুক্ত জীব না হলে কিছুতেই

* "দক্ষিণেশ্বরে সনিষ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" নামক সুতন প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

হরি পাদপদ্ম লাভ করা যায় না। যেমন অপরিষ্কৃত লোহাকে চুম্বক সহজে আকর্ষণ করতে পারে না, তেমনি তুচ্ছ আমিত্ব পূর্ণ মায়াবদ্ধ জীব ভগবানের নিকট যেতে পারে না।

শিষ্য। সকল জীবই কি আমিত্ব পূর্ণ ও মায়াবদ্ধ ?

গুরু। না ;—এ জগতে বদ্ধ, মুমুক্ষু, মুক্ত ও নিত্য এই চারি প্রকারের জীব রয়েছে। এর মধ্যে শুধু বদ্ধ জীবই কামিনী কাঞ্চনে মত্ত ও আমিত্বপূর্ণ ; তারা ভুলেও কখনও ভগবানের নাম কীর্ত্তন করে না।

শিষ্য। গুরুদেব মুমুক্ষু জীব কাহারা ?

গুরু। যারা আপনার অবস্থা বুঝে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌ছে।

শিষ্য। মুক্ত জীব কাহাদিগকে বলে ?

গুরু। যাদের কোন বিষয় বুদ্ধি নেই ; —যারা কামিনী কাঞ্চনের মায়া ত্যাগ করে ঈশ্বর চিন্তা কর্‌ছে তারাই মুক্ত জীব।

শিষ্য। নিত্য জীব কে ?

গুরু। যারা বিষয় বাসনার ধার দিয়েও যাঁর না,—যারা ঈশ্বরে সুদৃঢ় বিশ্বাস রেখে নাম চিন্তায় তন্ময় হয়ে রয়েছে তারাই নিত্য জীব।

শিষ্য। গুরুদেব ! সংসারে বন্ধন ভয়ই কি প্রবল ?

গুরু। হাঁ ;—তবে যে ধূলাপড়া সে ভীষণ কেউটে সাপের সঙ্গেও খেলা করতে পারে, তেম্‌নি হরিপাদপদ্ম লাভ কর্‌তে পার্‌লে সংসারবন্ধ হ'বার ভয় থাকে না।

শিষ্য। তা'হলে, গুরুদেব ! সংসারধর্ম্ম করা যায় ?

গুরু। হাঁ ;—যে হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গে তার হাতে যেমন আটা লাগে না, তেমনি হরিপাদপদ্ম লাভ কর্‌বার পর সংসারের বিষয় কর্ম্মে হাত দিলেও আসক্তি ভয় থাক্‌বে না।

শিষ্য। কি করে হরিপাদপদ্ম লাভ কর্‌তে হয় ?

গুরু। সাধন ভজন করে !

শিষ্য। সাধন ভজন কি ?

গুরু। সংসারের নানাবিষয় থেকে মনকে কুড়িয়ে এনে ভগবানের চরণে যোগ করাই সাধন ভজন। হঠযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ ভেদে এই যোগ চারি প্রকার।

শিষ্য। হঠযোগ কি ?

গুরু। মুখ্যভাবে পরীরিক বৃত্তিগুলিকে সংযত করে মনকে সংযত কর্‌বার চেষ্টা।

শিষ্য। কর্ম্মযোগ কি ?

গুরু। ধর্ম্মে বিশ্বাস রেখে দৃঢ় মনে আপন কর্ত্তব্য সাধন করাই কর্ম্মযোগ।

শিষ্য। জ্ঞান যোগ কি ?

গুরু। তত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু হয়ে জ্ঞানবলে ঈশ্বর সাধন করাই জ্ঞানযোগ।

শিষ্য। ভক্তিযোগ কাহাকে বলে ?

গুরু। ঈশ্বরকে আপনার বলে মনে করে তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে কায়মনো-প্রাণে তাঁর সেবা করাই ভক্তিযোগ। মুক্তির সহজ উপায় ভক্তি।

শিষ্য। গুরুদেব ! ঈশ্বর যখন আমাদের

মধ্যেই রয়েছেন তাঁকে পাওয়ার জন্যে আবার সাধন ভজন করতে হবে কেন?

গুরু। দুধে মাখন রয়েছে বটে কিন্তু মন্থন না কর্‌লে তা' পাওয়া যায় না, তেম্‌নি ঈশ্বর জীব জগতে বিদ্যমান থাক্‌লেও তাঁকে সাধন ভজন করে লাভ কর্‌তে হয়। ভগবান সর্ব্বভূতে রয়েছেন সত্য; কিন্তু ভক্ত হৃদয় তাঁর আখেড়া। তিনি ভক্তিতেই বশীভূত হয়ে পড়েন।

শিষ্য। গুরুদেব! ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার?

গুরু। তিনি সাকার নিরাকার সবই!

শিষ্য। সে কেমন গুরুদেব?

গুরু। যেমন একটা মিছরীর ডেলাকে যেমন করে ভেঙ্গে খাওনা কেন মিষ্টি লাগবেই, তেমনি ঈশ্বরকে সাকার নিরাকার যাহাই ভাবনা কেন ভক্তিভরে দৃঢ়মনে ডাক্‌লেই পাবে।

শিষ্য। গুরুদেব! ঈশ্বর কি এক?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। তবে তাঁকে কেউ হরি, কেউ ব্রহ্ম, কেউ যীশু, আবার কেউ বা আল্লা বলে ডাক্‌ছে কেন?

গুরু। যেমন একই জলকে কেউ বলে "ওয়াটার" কেউ বলে "একোয়া" কেউ বলে "অপ" আবার কেউ বলে "পানি" তেমনি ঈশ্বরেরও অনন্ত নাম। তাঁকে যে ভাবে যে নামেই ডাকে না কেন, প্রাণভরে ডাক্‌লেই হলো!

শিষ্য। তা'হলে আমাদের মধ্যে এত দলাদলি বা জাতিভেদ কেন?

গুরু। খানা ডোবার বদ্ধ জলেই দল দেখ্‌তে পাও, কিন্তু স্রোতের জলে কি কখনও দল দেখেছ! তেমনি যেখানে প্রাণের সঙ্কীর্ণতা সেখানেই দলাদলি; যেখানে প্রাণের উদারতা রয়েছে সেখানে দলাদলির লেশমাত্র নাই। সাধনার উচ্চমার্গে সঙ্কীর্ণতা নাই; সেখানে সবই এক।

শিষ্য। গুরুদেব! যখন সকল ধর্ম্মই এক, কোনটার অনুসরণ করা উচিত?

গুরু। গৃহস্থের বৌয়েরা যেমন বাড়ীর সকলেরই সেবা শুশ্রূষা করে অথচ স্বামী ভিন্ন কারও কাছে শোয়না তেমনি সকল ধর্ম্ম মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, আপন সত্য ধর্ম্মভাব নিয়ে পরিতৃপ্ত হবে।

শিষ্য। গুরুদেব! আপন ধর্ম্মভাব কি?

গুরু। যে সংস্কার বা বদ্ধ ধারণা নিয়ে আমরা কোন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী বা জাতিতে জন্ম গ্রহণ করেছি।

শিষ্য। যখন সকল ধর্ম্মমতের পোষকতা কর্‌ব, তখন আপন সত্য ধর্ম্মভাবের আবশ্যকতা কি?

গুরু। গাছ যখন ছোট থাকে তখন তাকে ঘেরা দিয়ে রাখতে হয়, তা' না হলে গরু, ছাগল আদি থেকে তাকে রক্ষা করা যায় না। কিন্তু বড় হলে আর তা'র ঘেরার দরকার করে না, তেমনি প্রথম প্রথম নিজ ভাব সামলায়ে রাখ্‌তে হয়, তা' না হলে নানা ভাবের সঙ্গে মিশে গুলিয়ে যেতে পারে। পাকা ভাব নিয়ে যে ভাবের লোকের সঙ্গে মেশ না কেন, কিছুতেই ত' নষ্ট হবে না।

শিষ্য। গুরুদেব! এ জগতে সার বস্তু কি?

গুরু। ঈশ্বর;—আর সবই মিথ্যা।

শিষ্য। কি করে তাঁকে লাভ করতে হয়?

গুরু। ঈশ্বর লাভের মূল বিশ্বাস!

শিষ্য। বিশ্বাস থাক্‌লেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়?

গুরু। হাঁ;—যার বিশ্বাস রয়েছে তার সবই হলো! তিনি আমারের ভেতর রয়েছেন, ডাক্‌লেই সারা দিবেন এ বিশ্বাস তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাক্‌লেই পাওয়া যায়। ভগবান ভক্তি ডোরেই বাঁধা পড়েন। যে তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা হয়েছে—যে তাঁর পায়ে যথা সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেছে সে তাঁকে আপনার করে নিতে পারে।

শিষ্য। সংসারের ভেতর থেকে কি করে ধর্ম্মসাধন কর্‌তে হয়?

গুরু। বাউলের যেমন নাচ, গান ও বাজনা একই সময়ে চলে সংসারীকেও সংসারের সব কাজ বজায় রেখে ধর্ম্ম সাধনা, করতে হবে। তবে সাধুসঙ্গ ও ব্রহ্মচর্য্য চাই।

শিষ্য। গুরুদেব! সাধুসঙ্গের দরকার কি?

গুরু। মদের নেশা তাড়াতে হলে যেমন চাল ধোয়ানি জল খাওয়াতে হয়, মায়ার নেশা কাটাতে হলেও সাধুসঙ্গ চাই। মাঝে মাঝে হাঁপর না টান্‌লে কামারশালের আগুন নিবে যায়,তেমনি মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ না কর্‌লে অন্তরের ধর্ম্মভাব বজায় থাক্‌বে কেন?

শিষ্য। গুরুদেব! ব্রহ্মচর্য্য কি?

গুরু। সংযম অর্থাৎ কামক্রোধাদি রিপুগণের সংযত অবস্থা।

শিষ্য। ঈশ্বর সাধনায় ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন কি?

গুরু। যেমন কাচে মশলা মাখান না থাক্‌লে তা'তে ফটোগ্রাফ তোলা যায় না তেমনি ব্রহ্মচর্য্য না থাক্‌লে ঈশ্বর সাধনা চলে না।

যোগবাশিষ্ঠে পরমায়ু প্রসঙ্গ

[শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, দেববর্ম্মা, বিদ্যাবিনোদ, কবিরত্ন]

সদুপদেশের আকর ও জ্ঞানের মহার্ণব স্বরূপ মহাবাশিষ্ঠে শ্রীরামচন্দ্র তদীয় উপদেষ্টা মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের নিকট মানবের পরমায়ু সম্বন্ধে যে রূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা অতীব মনোহর। শ্রীরামচন্দ্রের সেই সুসার উক্তির সারমর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শ্রীরামচন্দ্র মানব পরমায়ুর নিন্দা করিয়া কহিয়াছিলেন—জীবগণের আয়ু অনিল সঞ্চালিত বারিদের ন্যায় তরল এবং পত্রের অগ্রভাগস্থ নীর বিন্দুর ন্যায় ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী। অজ্ঞানান্ধ জীবে উন্মত্তের মত বিবিধ অসৎ প্রসঙ্গে সংলিপ্ত রহিয়া কালপূর্ণ হইতে না হইতেই, অকালে কলেবর পরিহার পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া থাকে। বিষয়-রূপ সুবিষম বিষবেগে মন একে অহরহঃ চঞ্চল, তাহাতে আবার সেইরূপ ঘন-ঘটার আবরণ প্রযুক্ত বিবেকরূপ পূর্ণচন্দ্রের

উদয় না হওয়াতে এই ক্ষণভঙ্গুর পরমায়ু কেবলমাত্র নানাবিধ আয়াসের কারণ হইয়া উঠে। সুখদুঃখাদিতে তুল্য জ্ঞান না হইলে পরমায়ুর কখনও সুখোৎপাদিকা শক্তির আবির্ভাব বা অক্লেশময়তা সিদ্ধ হইতে পারে না।

আমরা নিজ নিজ দেহকেই সুখের হেতু বলিয়া অনুমান করি। সেই কারণ বশতঃ ক্ষণপ্রভার ন্যায় নিতান্ত-ক্ষণিক-আয়ুবিশিষ্ট হইয়া নির্ব্বাণ-সুখ লাভ করিতে পারি না। বায়ুর বন্ধন, আকাশের খণ্ডন, এবং তরঙ্গ-সমূহের পরস্পর গ্রহন কদাচ সম্ভব হইলেও জীবের আয়ুর স্থিরত্ব বিষয়ে কোনক্রমেই বিশ্বাসবদ্ধ হইতে পারা যায় না। শরতের বারিবাহ, তৈলহীন এবং ছত্রধিনীর তরঙ্গ এই সকলের ন্যায় আয়ুগত প্রায় বলিলেও, অসঙ্গত হয় না। আকাশ-কুসুম, বিদ্যুৎ, এবং নীরে প্রতিবিম্বিত ইন্দু গ্রহন করা বিশ্বাসযোগ্য হইলেও অস্থির পরমায়ুতে অণুমাত্রও বিশ্বাস নাই। মূঢ়েরাই এই অলীক আয়ুর বর্দ্ধনার্থ অনর্থক চেষ্টা করিয়া পরিণামে অশুভরী-গর্ভের ন্যায়, নিতান্ত ক্লেশ পরম্পরা সহ্য করে। এই সংসার অপার সাগর স্বরূপ। দেহিগণের দেহ উহার অস্থির ফেণপুঞ্জ। মোহরূপ তরঙ্গের পরস্পর সংঘর্ষ জন্য ঐ ফেণ উত্থিত হইয়াছে। কালরূপ সূর্য্যের খর কিরণে উহা ক্ষণমধ্যেই শুষ্ক হইয়া যায় সেই নিমিত্ত, কিয়ৎক্ষণের নিমিত্তও আমার জীবিত থাকিতে বাসনা নাই।

যদ্দ্বারা অবশ্য প্রাপ্য-পুরুষার্থ-প্রাপ্তি সংঘটিত হয়, শোক দুঃখের এককালীন নিরাশ হয়, অভয় ও অমৃত যোগ সম্পন্ন হয়, পাপ তাপ সমস্ত দূরে পরাহৃত হয়; বিষাদ অবসাদ এককালেই দূরীভূত হয়, সেই সর্ব্বশান্তিময় পরম নির্বৃতির একমাত্র উপায় তত্ত্বজ্ঞানই প্রকৃত জীবন। তত্ত্বজ্ঞানরূপ জীবনের কোন কালই ক্ষয় নাই। উহা চিরকালই বর্দ্ধিত। যাহার মন বাসনা-পরিহার পূর্ব্বক পরমাত্মায় সংসক্ত না হয়, তাহার জীবিত থাকা আর না থাকা একই কথা; এবং তাহার জীবনে ও পশুপক্ষীর জীবনে কোন প্রকার প্রভেদ নাই।

দেহান্তে পুনর্ব্বার যাঁহাদিগকে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক এই অশেষ পাপ তাপ পূর্ণ-সংসারে না আসিতে হয়, তাঁহাদিগেরই জীবন সার্থক। যাহারা এই নশ্বর দেহকে আত্মা জ্ঞান করিয়া অনর্থক ইহা বহন করে, ভারবাহী গর্দ্দভাদির ন্যায় তাহাদিগের জীবন সর্ব্বথা নিষ্ফল ও ধিক্কারময়। বিবেকহীন শাস্ত্রানুশীলন, ক্ষমাহীন জ্ঞান, এবং সমাধিহীন মন নিতান্ত ভারবহ বলিয়া বোধ হয়। যাহারা দুর্ব্বুদ্ধি ও আত্মাভিমানী তাহাদিগের রূপ, আয়ু, বৃদ্ধি, বিষয় এবং ঐশ্বর্য্যাদি সমুদায়ই ভাববাহিগণের ভারস্বরূপ নিতান্ত ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে। যাহাদের চিত্তের বিশ্রান্তি বা শান্তি নাই তাহারা নিখিল আপদের আলয়; এবং তাহাদের দেহ রোগে শোকে ভারমাত্র এবং আয়ু শ্রম-সাধন-মাত্র। বজ্রদশন যেমন দিন দিন ঘনন করিয়া, গুহ জীর্ণ করে। কাল সেইরূপ অনবরত জীবের দেহ জীর্ণ করিয়া,আয়ুক্ষয় করিয়া থাকে। সর্প যেমন সমীর ভক্ষণ করে, বিবিধ ব্যাধি সেই রূপ জীবের কলেবর আশ্রয় পূর্ব্বক সকলের আয়ু ভক্ষণ করিয়া থাকে। ঘুণ যেমন বংশ

প্রভৃতি জীর্ণ করে, সেই মত ঐ সমুদায় রোগ অনবরত রক্ত-পূয-ক্ষরণ-পুরঃসর শরীর জীর্ণ করিয়া ফেলে। ইহাতেও মানুষের চৈতন্য নাই। সে যেন মরিবে না, ইহা ভাবিয়া সদা সর্ব্বদাই বাসনা জাল বিস্তার করিয়া, অবশেষে নিজের নির্ম্মিত জালকূটে নির্ব্বোধ উর্ণনাভির ন্যায়, একেবারেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে; আর তাহার ইহ জীবনে মুক্তিলাভের কোনরূপ সম্ভাবনা থাকে না। এই মুহূর্ত্তে প্রিয়তম পুত্র প্রাণ পরিত্যাগ করিল, কিংবা স্নেহময় জনক জননী, অথবা পরম প্রীতিময়ী স্ত্রী, কিংবা প্রণয়ময় বন্ধু পরলোকে গমন করিল; যাহাদের দুর্ব্বহ শোকে সে ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পারিবে না ভাবিয়াছিল বং স্পষ্টই ও উহা বলিয়াও ছিল; কি আশ্চর্য্য! পর মুহূর্ত্তেই সে ব্যক্তি সকল শোক ও নিখিল দুঃখ যেন এককালেই বিস্মৃত হইয়া, পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় আপনাকে অমর জ্ঞান করিয়া, আহার-বিহারাদির চেষ্টায় ধাবমান হয় এবং মৃত্যু, শার্দ্দূলের ন্যায় আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। ঈদৃশ অনিত্য ও অসার জীবনে আবার প্রীতি কি মমতা বা আত্মীয়তাই বা কি?

ইন্দুর সন্দর্শনে মার্জ্জার যেরূপ গ্রহণ অভিলাষী হয় কালও সেইরূপ, আমাদিগকে দর্শন করিয়া সর্ব্বদা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকে। ঔদরিকের যেমন অন্ন বিচার দেখা যায় না, কালেরও সেইরূপ ব্যক্তি বিচার পরিদৃষ্ট হয় না। গণিকাসক্তি যেমন মানুষকে অকালে জীর্ণ করিয়া ফেলে, জরাও সেইরূপ আমাদিগকে

জীর্ণ করিয়া থাকে। সুজন যেমন দুর্জ্জন সঙ্গ ত্যাগ করেন, যৌবনও সেইরূপ কিয়ৎ-কাল মধ্যেই ত্যাগ করিয়া যায়। ফলতঃ সংসারে জন্ম-মরণ-ভাজন আয়ু যেমন তুচ্ছ বস্তু, এমন আর কিছুই নাই, এবং সতত সকল সুখের আকর, অবিনশ্বর নির্ব্বাণ মুক্তি যেরূপ উপাদেয় পদার্থ তেমন আর কিছুই নাই।

ধর্ম্মতত্ত্ব

[শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির,—আকিয়াব]

১। জীবমাত্রেই কর্ম্মরূপী বাতাস দ্বারা সাংসারিক সমুদ্রে তরণীরূপী দেহকে লইয়া বিচরণ করিতে থাকে। ইহাতে কতই যে রোগ তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তাহা গণনাতীত। সুতরাং প্রমাদপরায়ণ হইয়া দৈহিক দুঃখ বৃদ্ধি করা জ্ঞানবানের কর্ত্তব্য নহে।

২। পিতামাতা পিতামাতা নহে, কর্ম্মই আসল পিতা। অবিদ্যাই আসল মাতা, আহার্য্য সামগ্রীই আসল ধাত্রী, এই তিনটির নিরোধেই নামরূপের নিরোধ হয়।

৩। জাতি, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর বিনাশ করিতে হইলে তৃষ্ণা জটার সমুচ্ছেদ করিতে হয়, যেমন কোন পুরুষ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অস্ত্রবলে বৃহৎ বাঁশঝাড় বিধ্বংস করে, সেইরূপ শীলরূপ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাধিরূপী শিলাতে জ্ঞান-রূপ অস্ত্রকে ধারাইয়া বীর্য্যরূপী হস্তে তৃষ্ণামূলী জটাকে সমুচ্ছেদ করিতে হইবে]

৪। কর্ম্মরূপী ক্ষেত্রে বিজ্ঞানরূপী বীজ

বপণ করিয়া তৃষ্ণাজল সেচন করিলেই ত্রিভবে পুনঃ পুনঃ বিচরণ করিতে হয়।

৫। যিনি শীলভূমিতে স্থিত হইয়া প্রজ্ঞারূপী হস্তে কর্ম্মক্ষয়কর জ্ঞানপরশু লইয়া তৃষ্ণাবন ছেদন করিতে পারেন তিনিই মুক্ত পুরুষ।

৬। শিলাময় পর্ব্বত অপেক্ষা নিন্দা প্রশংসায় অকম্পিত চিত্তই অধিকতর সুদৃঢ়। তজ্জন্য ভগবান বলিয়াছেন, 'চিত্তগুত্তং সুখাবহং' চিত্তরক্ষা করিলেই বহু সুখলাভ হয়। পণ্ডিত ব্যক্তি তাহা জানিয়া চিত্র-চিত্রে তৃষ্ণারেখা অঙ্কিত করেন না।

৭। যেমন ভাজন, তৈল ও পলিতা সংযোগে দীপ প্রভা প্রভাসিত হয়, তেমন শীলরূপ ভাজন সমাধিরূপী তৈল প্রক্ষেপ করিয়া প্রজ্ঞারূপী পলিতা সংযোগে নির্ব্বাণ প্রভা প্রভাসিত হয়।

৮। একটি বংশদণ্ড খাড়া করিয়া রাখিলে যেমন পড়িয়া যায়, তেমন দুইটি ও স্থির থাকে না, কিন্তু তিনটি একবদ্ধভাবে বাঁধিয়া খাড়া করিতে পারা যায়; সেইরূপ সুদুর্ল্লভ দেব-মনুষ্য জন্মও ত্রিদণ্ডের উপর অবস্থিত। সেই ত্রিদণ্ড—দান—শীল—ভাবনা।

৯। দান সুখের নিদান, সম্পত্তির মূল ও ভোগের প্রতিষ্ঠা; ইহপরলোকে দান সদৃশ আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা আর নাই। দান আশ্রয়ার্থে রত্নময় সিংহাসন সদৃশ, প্রতিষ্ঠার্থে মহাপৃথিবী সদৃশ, আর মনার্থে রজ্জু সদৃশ, দুঃখ নিস্তারার্থে নৌকা সদৃশ, আশ্বাসার্থে সংগ্রামসূর সদৃশ, ভয়পরিত্রাণার্থে সুরক্ষিত নগর সদৃশ, মাৎসর্য্য মলাদি দ্বারা অনুপলিপ্তার্থে পদ্ম সদৃশ, কৃপণতা দহনার্থে অগ্নি সদৃশ, দুরাসদার্থে সর্প সদৃশ, অসন্ত্রাসার্থে সিংহ সদৃশ, বলবানার্থে হস্তী সদৃশ, অভিমঙ্গল সম্মতার্থে শ্বেত বৃষভ সদৃশ, নিরাপদ ভূমি সম্প্রাপনার্থে অশ্বরাজ সদৃশ। দান প্রভাবে পুণ্যাত্মাগণ শক্র সম্পত্তি, মার সম্পত্তি, ব্রহ্মা সম্পত্তি, চক্রবর্ত্তী রাজ সম্পত্তি, শ্রাবক পারমীজ্ঞান, পচ্চেক-বোধি জ্ঞান ও অভিসম্বোধি জ্ঞানলাভ করেন।

১০। দান চেতনা ত্রিবিধ—পূর্ব্ব চেতনা, মোচন চেতনা ও অপর চেতনা। দানদিবার পূর্ব্বে যেই যেই কুশল চেতনা উৎপন্ন হয় তাহা পূর্ব্ব চেতনা, দানদিবার সময়ে যেই কুশল চেতনা তাহা মোচন বা ত্যাগ চেতনা। দান দিয়া পুনঃপুনঃ পুণ্য কর্ম্ম স্মরণ করিলে যেই প্রীতি সৌমনস্য উৎপন্ন হয় তাহা অপর চেতনা। তজ্জন্য সাধু সজ্জনগণ বলিয়াছেন "ত্যাগে সুখ, স্বার্থে দুখ"।

১১। ঈশ্বর লোকে শীলালঙ্কার সদৃশ অলঙ্কার কোথাও নাই, শীল পুষ্প সদৃশ পুষ্পও নাই. শীল গন্ধই বাতাসের অনুকূলে প্রতিকূলে বিস্তৃত হয়। যেমন পৃথিবীক আশ্রয় করিয়া বৃক্ষলতাদি জাত হয়, তেমন শীল পৃথবীকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্ম বৃক্ষ জাত হয়, সেই ধর্ম্মবৃক্ষের সমাধিস্কন্ধে নির্ব্বাণ ফল ধরিয়া থাকে, ইহা সেবনেই সত্বগণ অজরামরা মৃত ফললাভ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য পণ্ডিতগণ বলেন——

"থার্ডিয়ার এম এ বি এ পাশে কিবা ফল,
স্বভাব যাহার নয় কভু নিরমল?"

১২। ভাবনা ত্রিবিধ– শ্রুতময়ী ভাবনা,

চিন্তাময়ী ভাবনা ও ভাবনাময়ী ভাবনা। ভাবনায় কামচ্ছন্দ বিগত হইয়া চিত্ত নীরোগ হয়, ব্যাপাদ বিগত হইয়া চিত্ত মৃদু হয়, ঔদ্ধত্য কুকৃত্য বিগত হইয়া চিত্ত অনাবৃত হয়, স্ত্যানমিদ্ধ বিগত হইয়া চিত্ত অলীনতা ভাব প্রাপ্ত হয় ও বিচিকিৎসা বিগত হইয়া চিত্ত প্রসন্ন হয়।

১৩। ককণ্টক (টিক্‌টিকি) যেমন অল্পদূর গমন করিয়া অল্পক্ষণ অবস্থান করে, ক্রমান্বয়ে গমন করে না; তেমন যেই ব্যক্তি একদিবস দান করিয়া, পূজা করিয়া, ধর্ম্ম শুনিয়া ও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া, পুনঃ বহু কালের পর আর একদিবস দানাদি সম্পাদন করে, নিরন্তর পুণ্যক্রিয়া সম্পাদন করে না, তাহার সেই ক্রিয়াসমূহ অস্থিত ক্রিয়া নামে কথিত হয়। ঈদৃশ দুর্ব্বল পুণ্য দ্বারা নির্ব্বাণ লাভ করা শশশৃঙ্গথ পুষ্পবৎ নিষ্ফল হইয়া থাকে।

১৪। যেমন তদ্দিবসে জাত শৃগাল ও ও জর শৃগাল নামে অভিহিত হয়, উরু প্রমাণ গুরুচি লতা হইলে ও পুতিলতা বলিয়া পরিগণিত হয়, তেমন মনুষ্য শরীর সুবর্ণবর্ণ হইলে ও জরাক্রান্ত পুতিদায় নামে কথিত হয়, এমন ঘৃণিত শরীরের প্রতি যাহাদের আসক্তি তাহাহাদের নির্ব্বাণ লাভ সুদূরে অবস্থিত।

১৫। বিদ্বান ব্যক্তি অশ্রদ্ধা পরায়ণ হইলে শঠতার পক্ষ অবলম্বন করে। তাহার গুরু জগতে বিরল হইয়া যায়, কাজেই ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্তি হয় না। তজ্জন্য ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন—

'বলবপঞ্ঞো মন্দসদ্ধো
কেরাটিক পক্‌খং ভজতি,
বলবান প্রজ্ঞমন্দ শ্রদ্ধ ব্যক্তি শঠপক্ষে গমন করে।

————

মানব জগৎ

[শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু]

এই অনন্ত চক্রবাল গর্ভে এই চন্দ্র সূর্য্য পরিভ্রমণ করিতেছে। চন্দ্র মণিবিমানের মধ্যে বাস করে। তাহার বহির্ভাগ রজত দ্বারা পরিবৃত। মণি ও রজত দ্বারা চন্দ্র শীতলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সূর্য্য কনক বিমানে বাস করে। তদ্বহির্ভাগ স্ফটিক দ্বারা পরিবৃত। কনক ও স্ফটিক দ্বারা সূর্য্য উষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। চন্দ্রের প্রমাণ দীর্ঘে ৪৯ যোজন পরিমণ্ডলে (orbit) ১৪৭ যোজন। সূর্য্যের প্রমাণ দীর্ঘে ৫০ যোজন এবং পরিমণ্ডলে ১৫০ যোজন। চন্দ্র নিম্নে এবং সূর্য্য উপরে অবস্থান করে। চন্দ্র হইতে সূর্য্যের ব্যবধান ১ যোজন হয়। চন্দ্রের নিম্নভাগ হইতে সূর্য্যের উপরিভাগ ১০০ যোজন ব্যবধান। চন্দ্র সরল পথে আস্তে গমন করিয়া ক্রমে বেগে গমন করে। চন্দ্র দুই পার্শ্বে নক্ষত্ররাজি রাখিয়া ধেনুবৎসের ন্যায় নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রান্তরে গমন করে। নক্ষত্র কিন্তু স্বস্থান ত্যাগ করে না। সূর্য্য সরলপথে বেগে গমন করে। চক্রপথে আস্তে গমন করে। কৃষ্ণপক্ষ গতে শুক্লপক্ষের প্রতিপদ দিবসে সূর্য্য চন্দ্রমণ্ডল হইতে এক

লক্ষ যোজন দূরে গমন করে। তখন দূরবীক্ষণ (Telesope) সাহায্যে দেখিলে চন্দ্র অতি সূক্ষ্মরেখার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। এইরূপে প্রত্যহ এক লক্ষ যোজন করিয়া সূর্য্য পনরদিনে চন্দ্রমণ্ডল হইতে পঞ্চদশ লক্ষ যোজন ব্যবধানে গমন করে। চন্দ্রও তদ্ সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চদশ দিনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। পুনঃ কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ দিবসে চন্দ্র একলক্ষ যোজন সূর্য্যের নিকটে গমন করে। এইরূপে প্রত্যহ এক একলক্ষ যোজন করিয়া পঞ্চদশদিনে পঞ্চদশ লক্ষ যোজন গমনান্তর সূর্য্যের নিম্নে অবস্থান করে। তদ্ সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্র সূর্য্যালোকে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া লোক চক্ষুর অদৃশ্য হয়। তখন উভয়েই একসঙ্গে গমন করে। তাহাদের গমনের তিনটি রাস্তা আছে—অজবীথি নাগবিথি এবং গোবীথি। তন্মধ্যে বৃষাদি চারিটি রাশির নাম অজবীথির কন্যা তুলা মীন মেষাদি চারিটি রাশির নাম নাগবীথি এবং নাগাদি চারিটি রাশির নাম গোবীথি। তথায় অজদের জল অপ্রিয় নাগদের জলপ্রিয় এবং বৃষদের শীতোষ্ণ জল উপকারী। তজ্জেতু একই সময় চন্দ্র সূর্য্য অজবাথিতে গমন করে তখন বৃষ্টি হয় না। যখন নাগবীথিতে গমন করে তখন ভয়ানক বৃষ্টি হয়। যখন গোবীথিতে গমন করে তখন মধ্যম রকমের বৃষ্টি হয়। এই সময়েই ঋতু সুখকর হয়। সূর্য্য আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ছয়মাস সুমেরু পর্ব্বত হইতে চক্রবাল পর্ব্বত সমীপে গমন করে। পৌষ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত চক্রবাল পর্ব্বত হইতে সুমেরু পর্ব্বতে গমন করে। এইরূপে চন্দ্র সূর্য্য সমস্ত চক্রবাল পরিভ্রমণ করিতেছে। তজ্জেতু কথিত হইয়াছে—"যাবতা চন্দিম সুরিয়া পরিহরন্তি দিসা বত্তি বিবোচনা"। তাহারা কতদূর স্থান আলোকিত করে? তাহারা একক্ষণেই দুইটী দ্বীপ আলোক প্রদান করে। এইরূপ উক্ত আছে :—

"ইমম্হি দীপম্হি যদা উচদতি মত্তবাস্তিকো
চহাতি বিদেহদীপে,
কুরুম্হি দীপম্হি চ আথমেতি গোয়ানদীপে
ভবতড্ডরত্তি।
যদা উচদতি মচবাস্তিকো হোতি উত্তরম্হি,
গোয়ানদী পেচ অথমেতি ইমম্হি দীপম্হি চ
মত্তবারত্তি।
কুরুম্হি দীপম্হি যদা উচসতি গোয়ানদীপে
মত্তবাস্তি কোসো,
ইযম্হি দীপম্হি চ অথমেতি বিদেহ দীপম্হি
চ অজ্জরত্তি;
গোয়ানদীপম্হি যদা উদেতি মত্তবাস্তি
কোহোতি চ জম্বদীপে।
বিদেহ দীপম্হিচ অথমেতি কুরু নরট্টম্হি চ
অজ্জরত্তি"।

যখন এই জম্বুদ্বীপে সূর্য্যোদয় হয় তখন বিদেহ দ্বীপে মধ্যাহ্নকাল উত্তর কুরুতে অস্ত গমন এবং গোয়ানদ্বীপে অর্দ্ধরাত্রি হয়; যখন বিদেহ দ্বীপে উদয় তখন উত্তর কুরুতে মধ্যাহ্নকাল, গোয়ান দ্বীপে অস্ত গমন এবং জম্বুদ্বীপে মধ্যরাত্রি হয়। যখন উত্তর কুরুতে উদয় হয় তখন গোয়ান দ্বীপে মধ্যাহ্ন কাল, এই জম্বুদ্বীপে অস্তগমন এবং বিদেহ দ্বীপে অর্দ্ধরাত্রি হয়। যখন গোয়ান দ্বীপে উদয় হয় তখন জম্বুদ্বীপে মধ্যাহ্নকাল বিদেহ দ্বীপে অস্তগমন এবং উত্তর কুরুতে অর্দ্ধ রাত্রি হয়।

কৃত্তিকাদি নক্ষত্র প্রভৃত চন্দ্র সূর্য্যের সঙ্গে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দিবা এবং সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত রাত্রি। এইরূপে চন্দ্র সূর্য্য দ্বারা দিবা রাত্রির সৃষ্টি হইল। ত্রিংশ দিবা রাত্রে মাস এবং দ্বাদশ মাসে বৎসরের সৃষ্টি হইল।

পৃথিবীতে চারিটী মহাদ্বীপ আছে। তন্মধ্যে জম্বুদ্বীপের পরিমাণ দশ সহস্র যোজন তদ্রূপ অবীচি নরক অসুরপুর এবং ত্রয়োত্রিংশ দেবলোকের পরিমাণও দশ সহস্র যোজন। পূর্ব্ব বিদেহের পরিমাণ নয় সহস্র যোজন, উত্তর কুরুর পরিমাণ আটসহস্র যোজন এবং অপর গোয়ানু দ্বীপের পরিমাণ সপ্ত সহস্র যোজন। তন্মধ্যে জম্বুদ্বীপবাসী মনুষ্যদের মুখ রথপঞ্জর সদৃশ, পূর্ব্ব বিদেহবাসীদের মুখ অর্দ্ধচন্দ্র সদৃশ, উত্তর কুরুবাসীদের মুখ চতুষ্কোণ পীঠ সদৃশ এবং অপর গোয়ান বাসীদের মুখ পূর্ণচন্দ্র সদৃশ। জম্বুদ্বীপ বাসীদের আয়ুর পরিমাণ নাই। কখন কখন অসংখ্যায়ু কখন কখন দশবর্ষায়ুও হয়। কারণ, কখন সুশীল,কখন দুঃশীল হয়। যখন সুশীল হয় তখন আয়ু বৃদ্ধি হয়, যখন দুঃশীল-হয় তখন আয়ু হ্রাস হয়। পূর্ব্ব বিদেহবাসীদের আয়ু ৭০০ শতবৎসর। অপর গোয়ান বাসীদের আয়ু ৫০০ শত বৎসর। উত্তর কুরুবাসীদের আয়ু ১০০০ সহস্র বৎসর। কারণ তাহারা সর্ব্বদা সুশীল, নিরন্তর পঞ্চশীল তাহাদের প্রাকৃতিক স্বভাব বশেই রক্ষিত হয়। "আমার স্ত্রী" "আমার পুত্র" আমার দাসদাসী" "আমার হিরণ্য সুবর্ণ" 'আমার সম্পত্তি বলিয়া কোন পরিগ্রহ নাই অর্থাৎ তাহাদের আমিত্বজ্ঞান মোটেই নাই; তাহারা কৃষি বাণিজ্যাদি কর্ম্মও করে না। তজ্জেতু পালি সাহিত্যে আছে :—"অম্মা, অপরিগ্গহা ন তে বীজং পব্বাস্তি নপি নিয়ন্তি মঙ্গলা" যদি তাহারা শালি ভোজন করিতে ইচ্ছা করে স্বয়ং 'জাত শালিশীষ হইতে কণা তুঁষ বিরহিত শালি ধান্য লইয়া সুবর্ণ পাত্রে তিনটি জ্যোতিঃ পাষাণের উপর পাত্রটি স্থাপন করে। কাষ্ঠ কিম্বা অগ্নির প্রয়োজন হয় না। তখন জ্যোতিঃ পাষাণ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, ভাত পক্ক হইলে স্বয়ং নিবিয়া যায়। অগ্নি নিবিয়া গেলে ভাত পাক শেষ হইয়াছে বলিয়া বুঝে। তাহা ভোজন করিতে সুপ কিম্বা ব্যঞ্জনের প্রয়োজন হয় না। তাহাদের ইপ্সিত রস স্বয়ং উৎপন্ন হয়। তজ্জেতু উক্ত আছে :—

"অকণং অথুসং সুদ্ধং সুগন্ধং তণ্ডুলপ্ফলং
তুণ্ডিকীরে পচিত্বান ততো ভুঞ্জন্তি ভোজনং।"

যাহারা এইরূপে পাক করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে তাহারা কল্প বৃক্ষ হইতে ভোজন করে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—কল্প বৃক্ষে ভোজন ঝুলিয়া থাকে কি? না, ঝুলিয়া থাকে না। যদি কেহ ভোজনেচ্ছু হইয়া বৃক্ষের সমীপে যাইয়া ভাতের জন্য বৃক্ষমুলে কিম্বা শাখান্তরে হস্ত প্রসারিত করে তখন সুমধুর রস সম্পন্ন ইপ্সিত খাদ্য স্বয়ং উৎপন্ন হয়। তাহা লইয়া ভোজন করে। কেবল যে ভাত উৎপন্ন হয় তাহা নহে। লেহ্য পেয় খাদ্য ভোজ্য বস্ত্র মাল্য অলঙ্কার শয়নের আসন প্রভৃতি সমস্তই পাওয়া যায়। সেই কল্প বৃক্ষ দীর্ঘে প্রস্থে একশত যোজন, পরিমণ্ডলে তিনশত যোজন। উত্তরকুরুবাস

মানবেরা এইরূপে খাইয়া পান করিয়া মাল্য গন্ধ দ্বারা শরীর ভূষিত করতঃ নাচগান বাদ্য করিয়া আনন্দের সহিত যে কোন স্ত্রী লইয়া বিষয় সুখ অনুভব করে। গর্ভবতী স্ত্রী লোকের যে স্থানে প্রসব বেদনা উপস্থিত হয় সেখানে বসিয়া কিম্বা শুইয়া প্রসব করতঃ নবজাত শিশু পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে। কাহাকেও ভূমিষ্ঠ শিশুকে স্নান করাইতে, ক্ষীরপান করাইতে কিম্বা ভোজন করাইতে হয় না। শিশু অঙ্গুলি মুখে দেওয়া মাত্র ক্ষীর অঙ্গুলি হইতে উৎপন্ন হয়। ক্ষীর পানান্তর নবজাত শিশু গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সুখে চলিয়া যায়। মাতাও "এ আবার পুত্র" বলিয়া চিনে না। পুত্রও "এ আমার মাতা" বলিয়া চিনে না। না চিনিলেও প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বশতঃ মাতাপুত্রে পরস্পরের প্রতি কামাসক্তি উৎপন্ন হয় না। তদ্দেশ-বাসীরা সাত দিনান্তর স্ত্রী সহবাস করে। এইরূপে তাহাদের অপরিগ্রহ ভাব লক্ষিত হয়। তাহারা এইরূপে তথায় সহস্র বৎসর জীবিত থাকিয়া মৃত্যুর পর তদ্দেশে কিংবা স্বর্গে জন্ম ধারণ করে। তাহারা শীলবান হেতু কদাচ নরকে গমন করে না। আদি আদি কল্পে মনুষ্যের উৎপত্তি হইতে কল্পা-বসান যাবৎ তাহাদের সম্পত্তি একই রূপ থাকে। ভগবান বুদ্ধ এইরূপে দ্বিসহস্র ক্ষুদ্র দ্বীপ পরিবৃত চতুর্মহাদ্বীপে সমস্ত চক্রবালে অণু পরমাণু প্রমাণ বা সুমেরু প্রমাণ যাহা আছে; তদ্ সমস্তই একাসনে বসিয়া দিব্য চক্ষুদ্বারা বিনাশশীল উৎপন্নশীল হীন প্রণীত সমস্ত প্রাণী বা সংস্কার সমূহকে অবলোকন করেন। কারণ, তথাগত, চক্ষুমান জ্ঞান-বান, অর্থবান, ধর্ম্মবান, বক্তা, প্রবক্তা সদর্থের নির্ণেতা ধর্ম্মস্বামী। তজ্জন্য উক্ত হইয়াছে।

নতস্স অদ্দিট্‌ঠ মিধত্থি কিঞ্চি
অথো অচিঞ্ঞাত যদত্থি ঞেয্যং
সব্বং অভিঞ্ঞায় যদত্থি ঞেয্যং
তথাগতো তেন সমন্ত চক্খু"তি।

মন্তব্য ও সংবাদ

ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে মাঘী-পূর্ণিমা উৎসব।—বিগত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভার এক বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত গোকুলচান্দ বড়াল মহোদয় আমাদের পূজনীয় মহাস্থবির মহোদয়ের অন্যতম বন্ধু ও ধর্ম্মাঙ্কুর সভার অনেক মেম্বর। এই সভার সভা-পতির ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া সভার আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু তিনি বিশেষ কাজে হঠাৎ আবদ্ধ হইয়া সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সুতরাং শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহোদয়ের প্রস্তাবে এবং প্রাচীন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দো-পাধ্যায়ের সমর্থনে টাকির জমিদার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম, এ, বি এল মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভার প্রারম্ভে সমবেত ভিক্ষুবৃন্দ পালিগাথা আবৃত্তি করিয়া ভগবানের সমীপে সভাপতি ও উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণের মঙ্গল কামনা করেন শ্রমণ শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বামী প্রথম সভার উদ্দেশ্য ও মাঘীপূর্ণিমার বিশেষত্ব সকলকে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত

রেবতী রমণ দত্ত এম, এ, বি, এল, ডাক্তার শ্রীযুক্ত বেণী মাধব বড়ুয়া এম, এ, ডি লিট্, মিঃ টি বোধিপাল, মিঃ কাজি ডাউসনডব্ প্রভৃতি মহোদয়গণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বেণী মাধব বড়ুয়া মহোদয়ের বক্তৃতার অবসানে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহোদয় বিশেষ আবশ্যক বশতঃ শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়ের উপর সভাপতির ভার অর্পণ করেন। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বাবু সভার সভাপতির ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রাখিয়া-ছেন। মিঃ মংখেজারী মহোদয় সভায় উপস্থিত থাকিয়া সমাগত ভদ্র মহোদয়গণকে নিজ ব্যয়ে জলযোগ করাইয়া আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

২য় দিন।—বিগত ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে মাঘি পূর্ণিমা তিথিতে কলিকাতা বাসী ও প্রবাসী দায়ক দায়িকাগণ সমস্ত দিন ব্যাপী পুণ্যানুষ্ঠান করতঃ অতি সমারোহের সহিত উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন করেন। প্রাতে ভিক্ষুগণকে অন্নদান ও বুদ্ধ পূজা আদি করিয়া যথা সময়ে দলে দলে বিহারে আগমন করতঃ ধর্ম্ম শ্রবণ করেন। পূজনীয় রাজগুরু শ্রীমৎ ভগবান চন্দ্র মহাস্থবির মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া যথারীতি সভার কার্য্য সমাধা করেন।

চট্টগ্রাম মাঘী উৎসব।— পটিয়া ঠেগরপুণী গ্রামে "বুড়া গোসাঞি" আছেন। প্রাচীনকাল হইতে উক্ত গ্রামে মাঘি পূর্ণিমা দিনে "বুড়া গোসাঞির" পূজা ও বন্দনাদির হইয়া তথায় এক বড় মেলার অনুষ্ঠান হয় এবং তথায় প্রত্যেক বৎসর এই পূর্ণমেয় তিথিতে একটি বড় মেলা হয়। তিন দিন মাত্র স্থায়ী থাকে।

রাঙ্গুনীয়া শীলক গ্রামে এই পূর্ণমের তিথিতে গ্রামবাসী বৌদ্ধ উপাসক ও উপাসিকাগণ স্থানীয় সুধর্ম্মানন্দ বিহারে ভগবান বুদ্ধের পূজা ও বন্দনাদি করতঃ ভিক্ষুগণকে অন্নদানাদি ও ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া রাঘি পূর্ণিমার উৎসব সমাধা করিয়াছেন।

শোক সংবাদ।—(১) চট্টগ্রাম বৈদ্যপাড়া নিবাসী বিজয় লাল বড়ুয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় কলিকাতা মেডিকেল হাসপাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। শ্রীযুক্ত কাশী মোহন বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত সরুদাস বড়ুয়া ও শ্রীযুক্ত তরণী সেন বড়ুয়া মহাশয়গণ চাঁদা সংগ্রহ করিয়া মৃতদেহ যথা-রীতিতে দাহ করেন এবং তাঁহার সংগতির জন্য জগজ্জ্যোতিঃ ফণ্ডে ২৲ দুই টাকা ও ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার ফণ্ডে ৪৷৹ সাড়ে চারি টাকা দান করেন। আমরা মৃত প্রেতাত্মার সদ্‌গতি ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের শান্তি কামনা করিয়া কাশী-বাবু, সরুদাস ও তরণী বাবুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

(২) লঙ্কাবাসী মিঃ M. L. Nolis মহোদয় আমাদের ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে অন্যতম বিশিষ্ট মেম্বর ও পূজনীয় মহাস্থবির মহোদয়ের একজন হিতকারী দায়ক। তাহার কনিষ্ঠ পুত্র মিঃ H. L. Vinney হেয়ার স্কুলে পড়িত এবং এই বৎসর মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী ছিল।

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে সে বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারী তাহার মাতা পিতা ও পরিবারস্থ সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিয়াছে। তাহার সুযোগ্য পিতা মিঃ নলিশ মহোদয় জগজ্জ্যোতিঃ আফিসের জন্য একখানা সেল্‌ফ দান করিয়াছেন। আমরা তাহার শোক সন্তপ্ত পরিবারের শান্তি কামনা করিয়া প্রেতাত্মার সদ্‌গতি কামনা করিতেছি।

ধর্ম্মাঙ্কুরের বিশেষ অধিবেশন।—নাইখাইন নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ বংশদীপ স্থবির ও শ্রীমৎ জ্ঞানীর ভিক্ষু মহোদয়গণ গয়াধামে যাইবার পথে ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে উপস্থিত হন। রাজগুরু শ্রীমৎ ভগবান চন্দ্র মহাস্থবির মহোদয়ের সভাপতিত্বে তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে এক বিশেষ অধিবেশন হয়। পূজনীয় শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির, শ্রমণ শ্রীমৎ পুণ্যানন্দ, শ্রীমৎ অগ্রবংশ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অনন্ত কুমার বড়ুয়া ও শ্রীযুক্ত অন্নদা চরণ বড়ুয়া মহোদয়গণ ভিক্ষুত্রয়ের গুণাবলী বর্ণনা করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করেন। আনন্দের বিষয় যে উক্ত ভিক্ষুত্রয় সমাগত ভদ্র মহোদয়গণকে স্থললিত ভাষায় ধর্ম্মদেশনা করেন এবং সভার অনুরোধে ধর্ম্মাঙ্কুর সভার বিশিষ্ট মেম্বর হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অবশেষে রাজগুরু মহাস্থবির মহোদয় সভাপতির অভিভাষণে ভিক্ষুত্রয়কে অভিনন্দন করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ বংশদীপ স্থবির মহোদয় সমবেত দায়কবৃন্দকে পঞ্চশীল প্রদান করিয়া ভগবান ত্রিরত্নের সমীপে তাহাদের মঙ্গল কামনা করেন।

প্রেরিত পত্র

আমি আমার প্রিয় দায়ক, শিষ্য ও বন্ধুগণের সমীপে একটী শুভ সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইলাম। আমি বিগত শ্রাবণ মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত সাতমাস কাল রাঁচি ডাঃ শ্রীযুক্ত বিহারীলাল বসু ও এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত গরীবদাস গুপ্ত এম, বি, মহোদয়গণের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আমার রোগের চিকিৎসা করাইতেছিলাম। উক্ত ডাক্তার মহোদয় দ্বয় অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আমাকে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করাইয়া পুনঃ সর্ব্বসাধারণ বঙ্গীয় বৌদ্ধসমাজৈরকার্য্য করিতে বিগত ১লা ফাল্গুন আমাকে ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আমার যে প্রকার দুরন্ত রোগ হইয়াছিল তাহাতে আমি আমার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু উক্ত ডাক্তারগণের সুচিকিৎসায় আমার জীবন নূতন ভাবে লাভ করিয়া সুদীর্ঘ সাতমাস পরে আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। বলা বাহুল্য যে ডাক্তারগণ আমার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া বিনাপরিশ্রমীতে ও বিনা পয়সায় ঔষধাদি প্রদান করিয়াছেন। আমি ভিখারী সন্ন্যাসী। তাঁহাদিগের উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করার সম্বল আমার নাই। তবে আমার বা আমার সোসাইটির প্রত্যেক কৃত পুণ্য কার্য্যের পুণ্যাংশ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে অনুমোদন করিতেছি।

তাঁহারা চিরসুখী হইয়া অনামর দীর্ঘজীবন লাভ করুন ইহাই আমার একমাত্র কামনা। আমার রোগের দরুণ রাঁচি সমিতি, শিলং সমিতি, দার্জ্জিলিং সমিতি ও লক্ষ্ণৌ সমিতির মেম্বর ও সহৃদয় দায়কবৃন্দ প্রায় ৪০০, চারি শত টাকা দান করিয়াছেন, আমি সেই বন্ধুগণকে কৃতপুণ্যের অংশ বিতরণ করিয়া তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছি। ভগবান ত্রিরত্নের আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া উক্ত সাত মাসের পর আমি আমার পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত কার্য্য সম্পাদনে অগ্রসর হইতেছি। বর্ত্তমান সময় আমি আমার হিতকামী বন্ধুবান্ধব এবং সহৃদয় দায়কবৃন্দের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীকৃপাশরণ মহাস্থবির

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

জগজ্জ্যোতিঃ

"সব্বপাপস্স অকরণং, কুসলস্স উপসম্পদা,
সচিত্ত পরিযোদপনং, এতং বুদ্ধানসাসনং।"

১২শ বর্ষ] ফাল্গুন, ২৪৬৩ বুদ্ধাব্দ, ১২৭৯ মগাব্দ, ১৩২৬ সাল [৯ম সংখ্যা

গয়া জেলার বৌদ্ধকীর্ত্তি

[শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার]

বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে তান্ত্রিক মতের প্রবেশ ধ্বংসের একটি প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। শুদ্ধক তন্ত্র মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের নিষ্কলঙ্ক সীমার মধ্যে বীভৎসা পাশব ব্যাপার সকল সংঘটিত হইতে লাগিল। এই তন্ত্রের প্রথম পুস্তক অনঙ্গ বোধিসত্ত্ব কৃত যোগাচার্য্য ভূমিশাস্ত্র। ইনি পাঞ্জাব নিবাসী ছিলেন। কোন কোন মহাত্মা বলেন যে এই মত বৌদ্ধধর্ম্মে ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে ক্রমশঃ প্রবেশ লাভ করে কিন্তু আমার মনে হয় যে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে ধীরে ধীরে এই তন্ত্রমত নির্ম্মল বৌদ্ধধর্ম্মকে কলুষিত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন করিতে থাকে। এইমত সম্যগালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ঐহিক ঋদ্ধিলাভের দোহাই দিয়া বৌদ্ধ ক্ষপণক ভিক্ষুগণ অশেষ প্রকার পাপাচরণ করিতেন। এই মতের পূজকদের মতে চাঁমুণ্ডা এবং বজ্রবারাহিম এই দুইটি প্রধান দেবতা ছিলেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ সম্বন্ধে লামা তারানাথ স্বন্দর বিবরণ তাঁহার পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন। তারানাথ ষোড়শ শতাব্দীর লোক ছিলেন।

আর একটি প্রধান কথা আমরা দেখি না তাহাও এইখানে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। উপরোক্ত ধর্ম্মপ্রচারকগণের তীব্র ও উৎকট আন্তরিক আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনপ্রভ হইলেও ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের বিশাল গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া ও নিজ মর্য্যাদা বজায়িয়া রাখিয়াছে। বৈষ্ণব আচার্য্য ও প্রচারকগণের পুস্তক ও ধর্ম্মগ্রন্থ তাহার বহুল পরিচয় দিয়া থাকে। উপরের নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি কারণেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত ভূমি হইতে অপর প্রদেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়। আমি একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশই হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে স্থান পাইতে লাগিল,

হিন্দুধর্ম্মের একাঙ্গীভূত হইল, বৌদ্ধধর্ম্ম কালের কঠোর শাসনে নিজ অস্তিত্ব চিরতরে হারাইল। সেই জন্যই বুদ্ধদেব দশ অবতারের এক অবতার !!!

মহারাজ অশোকের পুত্র সুযশ ও সুযশের পুত্র দশরথ। দশরথ পর্য্যন্ত মৌর্য্য বংশ শেষ হয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর খৃঃ পূঃ ১৮৪ অব্দে মৌর্য্যবংশের অবসান হইলে মৌর্য্য রাজাদের প্রধান সেনাপতি পুষ্যামিত্র মগধ সিংহাসন আরোহণ করেন; কিন্তু তাঁহার রাজত্ব অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, কারণ কলিঙ্গাধিপতি খারবেল বহু সৈন্য লইয়া ১৫৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে রাজধানী পাটলিপুত্র নগর আক্রমণ করেন। এই সময় হইতে কুশানবংশীয় রাজা হুবিষ্কের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (১৫০ খৃঃ) মগধের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। মহারাজ হুবিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধমন্দির নির্ম্মাণের জন্য বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে গয়া তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতে আইসেন। তাঁহার সময়ে গয়া নগরী জনশূন্য এবং মরুভূমির মত ছিল। তখন বুদ্ধগয়া বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল ছিল বলিয়া সমগ্র বৌদ্ধ জগৎ হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এখানে তীর্থ দর্শন করিতে আসিতেন। ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য মগধ সিংহাসন সমলঙ্কৃত করেন। শ্রীহর্ষদেব বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার উৎকীর্ণ শিলালিপি সন্দর্শনে বৌদ্ধ যুগের অনেক কথা জানিতে পারা যায়। বাণ কবি তাঁহার রাজসভায় রত্ন বিশেষ ছিলেন। নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে পালবংশীয় রাজগণ মগধ সিংহসনে আরোহণ করেন। ইঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও হিন্দুদ্বেষী ছিলেন না। ইঁহাদের সময়ে গয়ায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রাধান্য ছিল। ফাহিয়ানের তীর্থভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে তাৎকালিক বৌদ্ধ জগতের ইতিহাস আমরা যথেষ্ট জানিতে পারি। এ সম্বন্ধে পুরাতন ভারতী পত্রিকায় পঞ্চম এবং সপ্তম ভাগে বিশদরূপ আলোচনা আছে। পালরাজগণ নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। ইঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও আর্য্য মাহিষ্য বংশসম্ভূত ছিলেন; তাহা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের রচিত "রামচরিত্র" পুস্তক পাঠে জানিতে পারা যায় তাহা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই সময় হইতেই গয়া হিন্দুর তীর্থভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইতে আরম্ভ হয় এবং উক্ত নগরী বহু দেব দেবীর মন্দির দ্বারা সুশোভিত হইয়া উঠে।* এখানে বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগের অসংখ্য দেব মন্দির বৌদ্ধ স্তূপ এবং স্তম্ভাদি এখনও ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু ও বৌদ্ধ দেব দেবীর মন্দির ও মূর্ত্তি সমূহ পালবংশীয় রাজাগণের শাসনকালে নির্ম্মিত হয়। সেগুলি হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্প কলা ও ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন !!! গয়া জেলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিক্ষিপ্ত বৌদ্ধ

* গয়ার প্রাচীনত্ব দেখ।

এবং হিন্দু দেব দেবীর আকৃতি মধ্যে প্রাচীন ভারতের মূর্ত্তি শিল্পের উৎকর্ষ পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। অধিকন্তু এই প্রাচীন শিল্পকলার ও স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্যের সমন্বয় হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ধীরে ধীরে অনেকদিক দিয়া হিন্দুধর্ম্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল।

গয়া জেলার অন্তর্গত নওয়াদা সাব-ডিভিশনে সীতা মাড়াই নামক স্থানে একটি সুবৃহৎ সুন্দর গুহা আছে; ইহা পর্ব্বত গাত্রে খোদা। বৌদ্ধ স্থাপিত বিজ্ঞান অনুমোদিত এই গুহাটি কোন দেবশিল্পির অঙ্কিত বলিয়া আমার মনে হয়। গুহাটি খুব নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। এইস্থানে আসিলেই মন ভগবৎ চিন্তায় আপ্লুত হইয়া উঠে এবং সংসারের সকল কথা ভুলিয়া যাইতে হয়। সৌন্দর্য্য লালসাপ্লুত তীর্থযাত্রীগণ এখানে আসিয়া যখন মাথার উপরে নীলাকাশ, পদতলে পর্ব্বতগাত্র নিম্নে পতিতা স্রোতস্বতীর কল কলমধুর গান, আর চতুর্দ্দিকে অত্যুচ্চ শৈলপ্রাচীর বেষ্টিত রমণীয় প্রকৃতি এবং তাহারই মধ্যস্থানে প্রাচীন বৌদ্ধ স্থাপতি বিজ্ঞানের নিদর্শন স্বরূপ গুহাগুলি দেখিতে পান, তখন তাঁহার প্রাণের ভিতর জাতীয় গৌরবের একটা পূর্ণ চিত্র নিশ্চয়ই জাগিয়া উঠে। এখানে প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে যে নির্ব্বাসিতা সীতাদেবী এইস্থানে লবকে প্রসব করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত আরও অনেক অলৌকিক ও অদ্ভুত কথা এই গুহার সহিত জড়িত আছে। প্রবাদ আছে যে দুর্ব্বাসা, লোমশ, গৌতম ও শৃঙ্গী প্রভৃতি ঋষিগণ এইস্থানের নিকটবর্ত্তী সব পাহাড়ে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সমঙ্গসারে নিকটবর্ত্তী কতকগুলি পাহাড়ের নামকরণ হইয়াছে। পিতৃ তর্পণ ও গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান প্রত্যেক হিন্দুরই অবশ্য কর্ত্তব্য। ভারতের বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় গয়া-মাহাত্ম্য ব্যাপারটিকে রূপক বলিয়া অনুমান করেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরাজয় ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পরাজয় ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করাই গয়া-মাহাত্ম্যের প্রকৃত এবং প্রধান উদ্দেশ্য। গয়াসুর কি তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিলে তাঁহার মতে বেশ বুঝা যায় যে ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণের পরিকল্পনা মাত্র। বৌদ্ধ ধর্ম্মমতানুসারে নির্ব্বাণ বা মুক্তি সহজলভ্য বলিয়াই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত ইহার ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। গয়াসুরের বিরাট দেহ দশ যোজন ব্যাপি ছিল বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার প্রকৃত অর্থ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

(ক্রমশঃ)

প্রতীত্য সমুৎপাদ

বা

জন্ম মৃত্যুরূপ ভবচক্র রহস্য

[রাজগুরু শ্রীমৎ ভগবানচন্দ্র মহাস্থবির]

অবিজ্জা পচ্চয়া সঙ্খারা—

অবিদ্যা প্রত্যয় সংস্কার বলিলে—"অবিজ্জাচ সা পচ্চয়ো চাতি অবিজ্জা

পচ্চয়ো" অর্থাৎ হেতু বা কারণ রূপে অবিদ্যা কার্য্যরূপে প্রত্যয়, অবিদ্যা প্রত্যয়। "যং পটিচ্চ ফলমেতি সো পচ্চয়ো" অর্থাৎ যাহা প্রতীত্য ফল তাহাই প্রত্যয়। "অপিচ উপকারকট্‌ঠেন পচ্চযট্‌ঠো" অপিচ উপকারকার্থই প্রত্যয়। পটিচ্চাতি ন বিনা তেন অর্থাৎ তৎব্যতিত বা যাহা না হইলে প্রতীত্য ফল উৎপন্ন হয় না (তাহাই প্রতীত্য)। পটিচ্চ সমুপ্পাদো—প্রতীত্য সমুৎপাদ।

অবিদ্যা প্রত্যয় সংস্কার বলিলে—সংস্কার কি? সংচেতন ভাব। সংচেতন ভাব কি? অবিদ্যার অলৌকিক শক্তি প্রভাবে কর্ম্ম সংচেতন ভাব বা কর্ম্ম সংচেতনই সংস্কার। যেই সংস্কার সেই চেতনা, চেতনাই পরক্ষণে কর্ম্ম। সংস্কার বা চেতনা সূক্ষ্ম, কর্ম্ম স্থূল। সংস্কার বা চেতনা পূর্ব্বাবস্থা কর্ম্ম পরাবস্থা। সংস্কার বা চেতনা অব্যক্তাবস্থা, কর্ম্ম ব্যক্তাবস্থা। প্রয়োগের পূর্ব্বাবস্থা সংস্কার বা চেতনা, এবং প্রয়োগাবস্থাই কর্ম্ম। ইহা হইতে বুঝা গেল অবিদ্যা হইতে কর্ম্ম, সেই কর্ম্মফলই জীব অর্থাৎ অবিদ্যা হইতে প্রথমত কর্ম্মের সৃষ্টি হইয়া ছিল, তাহার পরিণাম ফলই জীব হইয়াছে।

ইহা নিশ্চিত যে জীব সৃষ্টির অনেক পূর্ব্বে অতি সূক্ষ্মরূপ কর্ম্মবীজ সঞ্চিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা ক্রমে স্থূল হইতে স্থূলতর হইয়া জীব ও জগদাদি রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। "সঙ্খতমভিসঙ্খরোন্তীতি সঙ্খারা" অর্থাৎসংস্কারের উপযুক্ত ধর্ম্মকে অভিসংস্করণ করে বলিয়াই সংস্কার নামে কথিত। অবিদ্যা প্রত্যয় সংস্কার এবং সংস্কার শব্দে আগত সংস্কার এই দ্বিবিধ সংস্কার। ইহার মধ্যে পুণ্য সংস্কার, অপুণ্য সংস্কার, অনেঞ্জ সংস্কার বা উপেক্ষা সংস্কার এবং কায় সংস্কার, বাচী সংস্কার ও চিত্ত সংস্কার এই ৬ প্রকার অবিদ্যা প্রত্যয় সংস্কার। এই সংস্কারগুলি লৌকিক কুশলাকুশল চেতনা মাত্র। "সঙ্খত সঙ্খারো, অভিসঙ্খত সঙ্খারো, অভিসঙ্খরণক সঙ্খারো ও পয়োগাভি সঙ্খারোতি ইমে পন চত্তারো সঙ্খার সদ্দেন আগত সঙ্খারা" অর্থাৎ সংস্কৃত সংস্কার; অভিসংস্কৃত সংস্কার, অভিসংস্করণক সংস্কার ও প্রয়োগাভি সংস্কার এই চারিটি সংস্কার শব্দে আগত সংস্কার নামে কথিত।

"অনিচ্চবত্ত সঙ্খারোতি আদিসুত্তা" অনিত্য বত সংস্কারাদি সঃ প্রত্যয় ধর্ম্ম, সংস্কৃত সংস্কার নামে কথিত হয়। কর্ম্ম নির্ব্বর্ত্ত ত্রিভূমিক রূপারূপ ধর্ম্ম অভিসংস্কৃত সংস্কার নামে অর্থকথাদিতে কথিত হইয়াছে। তাহা অনিত্য বত সংস্কারাদিতে সংগৃহিত হইয়াছে। ইহারা বিভিন্ন দৃষ্ট হয় না। ত্রিভূমিক কুশলা কুশল চেতনা কিন্তু অভিসংস্করণক সংস্কাররূপে উক্ত হইয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ! অবিদ্যাগত পুরুষ বা পুদ্গল পুণ্যও অভিসংস্কার করিয়া থাকে, অপুণ্যও অভিসংস্কার করিয়া থাকে এবং অনেঞ্জাভি অভিসংস্কার করিয়া থাকে ইত্যাদি স্থানেও প্রজ্ঞাপিত হয়। কায়িক ও চৈতসিক বীর্য্য কিন্তু প্রয়োগাভি সংস্কার রূপে বলা হইয়াছে। অন্যত্রেও হে আয়ুষ্মান বিশাখ, নিরোধ সমাপজ্জন্তের প্রথমে বাক্য সংস্কার নিরুদ্ধ হয়, তৎপর কায় সংস্কার এবং অবশেষে চিত্ত সংস্কার নিরুদ্ধ হইয়া থাকে ইত্যাদি স্থানেও

আগত অনেক সংস্কার। এমন সংস্কার নাই যাহা সংস্কৃত সংস্কারে সংগৃহীত হয় নাই। এস্থলে কিন্তু সংস্কার শব্দে আগত সংস্কার গুলি বাদ দিয়া কেবল অবিদ্যা প্রত্যয় সংস্কার কেই প্রদর্শিত হইতেছে।

অবিদ্যা প্রত্যয় সংস্কার কি? পূর্ব্বোক্ত সেই ষড়বিধ সংস্কারই অবিদ্যা প্রত্যয় সংস্কার বা অবিদ্যা কারণ হইতে সমুদ্ভুত সংস্কার। ষড়বিধ সংস্কারের মধ্যে পুনাতি অত্তনো কারকং পূরোতি চ সুস অজ্ঝাসয়ং পুজ্জফভবং নিব্বত্তেতী তিপুঞ্ঞো" স্বীয় কর্ত্তব্য ও অধ্যাশয় এবং পূজ্যভাব নির্ব্বর্ত্তন করে বলিয়াই পুণ্য। "অভি সঙ্খরোতি বিপাকং কটত্তারূপঞ্চাতি অভিসঙ্খারো" অর্থাৎ বিপাক ও কর্ম্মজ রূপ সংস্কার করে বলিয়াই অভিসংস্কার। ইহাই পুণ্যাভি সংস্কার।

পুণ্যের প্রতিপক্ষ বা বিরোধি বলিয়াই অপুণ্য, অপুণ্য সংস্কার করে বলিয়াই অপুণ্য সংস্কার। "অনিঞ্জনট্‌ঠেন অপন্দট্‌ঠেন আনেঞ্জানাম" অনিঞ্জনার্থে এস্থলে অচঞ্চলার্থে ও অসপন্দনার্থে আনেঞ্জ অর্থাৎ সুখে দুঃখে সমাবস্থা বা অচঞ্চল বলিয়াই আনেঞ্জ বা উপেক্ষা সংস্কার নামে কথিত। কায় সংস্কার করে বলিয়াই কায় সংস্কার, বাক্য সংস্কার করে বলিয়াই বাচী সংস্কার ও চিত্ত সংস্কার করে বলিয়াই চিত্ত সংস্কার। ইহা মিমংসন সূত্রমতে সংগৃহীত। পুণ্য সংস্কার, অভিসংস্কৃত বলিলে—"পুঞ্ঞূপগং" বা কুশল বিজ্ঞানকেই সংস্কৃত বুঝায়। অপুণ্য সংসার অভিস্কৃত বলিলে—"অপুঞ্ঞূপগং" বা অকুশল বিজ্ঞানকেই সংস্কৃত বুঝায়। আনেঞ্জ সংস্কার অভিসংস্কৃত বলিলে "আনেঞ্জুপগং" বা উপেক্ষা বিজ্ঞানকেই সংস্কৃত বুঝায়। ইহা বিভঙ্গ সূত্র মতে সংগৃহীত। ইহাকে সম্যক দৃষ্টি সূত্র পর্য্যায়ানুরূপে গৃহীত বলিয়াও উক্ত হইয়াছে।

পুণ্য সংস্কার বলিলে অনির্দ্দিষ্টরূপে চতুর্ভূমিক কুশল চেতনাকেই বুঝায়। নির্দ্দিষ্ট রূপে কামাবচর কুশল চেতনা আট, রূপবচর কুশল চেতনা পাঁচ এই ১৩ প্রকার চেতনাই পুণ্য সংস্কার বা কুশল কর্ম্ম বীজ।

"চেতনাহং ভিক্খবে কম্মংবদামি" হে ভিক্ষুগণ চেতনাকেই আমি কর্ম্ম বলিতেছি। যাহা সংস্কার তাহাই চেতনা এবং চেতনাই প্রয়োগ হইলে কর্ম্মরূপে অভিহিত হয়। কুশল চেতনাই পুণ্য সংস্কার। দান বস্তুর অনুরূপে সেই সমুদয় চেতনা দান ময়াদি রূপে কথিত হয়। যথা:—আট প্রকার কুশল চেতনা দান ও শীলাময় হইয়া থাকে কিন্তু ভাবনাময় কুশল চেতনা বলিলে উপরোক্ত ত্রয়োদশ প্রকার চেতনাকেই বুঝাইয়া থাকে। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি একবার বা দুইবার অনুশীলন করিয়াও প্রগুণ্য ধর্ম্ম বুঝিতে পারে না তাহা বার বার অভ্যাস করিলে যেরূপ বুঝিতে সমর্থ হয় সেইরূপ পরি কর্ম্ম করিতে অর্থাৎ প্রথম অভ্যাসকারির প্রগুণ্যধ্যান, প্রত্যবেক্ষণকারি ব্যক্তির যে প্রগুণ্য কর্ম্মস্থান, ও মনসিকার বা মনযোগকারি ব্যক্তির জ্ঞানবিপ্রযুক্ত চিত্তেও ভাবনা বা ধ্যানলাভ হইয়া থাকে। সেই জন্য বলা হইয়াছে ভাবনাময় চেতনা ত্রয়োদশ প্রকার। দানময়াদি বলিলে দানারম্ভ রূপে অধিকার্য্য হইতে উৎপন্ন চেতনাকে দানময় পুণ্যাভি সংস্কার বলিয়া কথিত হয়।

শীলারক্ষ ও ভাবনা অধিকার্য্য হইতে উৎপন্ন চেতনাকে ভাবনাময় পুণ্যাভি সংস্কার নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

চীবরাদি চারি প্রকার প্রত্যয় দ্রব্য, রূপাদি ছয় প্রকার আরম্মনীয় বিষয় ও অন্নাদি দশ প্রকার দানীয় বস্তু দান দেওয়ার ইচ্ছা উৎপন্নের সময় হইতে দান দেওয়ার সময় পর্য্যন্ত ঐ দান বিষয় সৌমনস্য চিত্তে স্মারক ত্রৈকালিক প্রবর্ত্ত চেতনা দানময় নামে কথিত হয়।

শীল পরিপুরণার্থ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব, ইচ্ছা বা চিন্তা করিয়া বিহারে উপস্থিত পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া মনাজ্ঞা পূর্ণ হইলে সম্যক্ রূপে শীলাবর্জ্জন, প্রতিমোক্ষ সম্বরণ, চীবরাদি প্রত্যয় দ্রব্যে প্রত্যবেক্ষণ, রূপাদি ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে চক্ষু শ্রোত্রাদি সম্বরণ ও আজীবন পরিশুদ্ধতায় প্রবর্ত্ত চেতনা শীলময় নামে কথিত হয়।

প্রতিসাম্ভিদায় কথিত আছে—বিপর্শন মার্গজ্ঞান দ্বারা চক্ষু অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম, শ্রোত্র অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম ইত্যাদি ভাবকের প্রবর্ত্ত চেতনা ভাবনাময় বলিয়া অভিহিত হয়।

অপুণ্যাভি সংস্কার বলিলে দ্বাদশ প্রকার অকুশল চিত্তসম্প্রযুক্ত চেতনাকে বুঝাইয়া থাকে। দুই প্রকার দৌর্ম্মনস্য চেতনা বাদ অবশিষ্ট দশ প্রকার অকুশল চেতনা রূপারূপ ভবে উৎপন্ন হইয়া থাকে বটে কিন্তু প্রতিসন্ধি জন্মাইতে সমর্থ হয় না কেবল কামাবচরেই প্রতি সন্ধি জন্মাইয়া বিপাকা চরণ করিয়া থাকে।

আনেঞ্জাভি সংস্কার বলিলে চারি প্রকার অরূপ বচর কুশল চেতনাকে বুঝায়। অথবা অরূপবচর চিত্ত দ্বাদশ প্রকার ও রূপাবচর পঞ্চম ধ্যান চিত্ত তিন প্রকার এই সমুদয় পনর প্রকার চেতনা অনিচ্চলার্থে অস্পন্দনার্থে আনেঞ্জা সংস্কার বলিয়া কথিত। সেই পনর প্রকার চেতনার মধ্যে রূপাবচর কুশল চেতনা ইঞ্জনম্পি অনিঞ্জনম্পি বা রূপারূপ চেতনা উৎপাদন করে বলিয়া আনেঞ্জা সংস্কার নামে কথিত হইয়াছে। বিপাক ও ক্রিয়াচেতনা কিন্তু অবিপাকত্বহেতু বিপাক অভিসংস্কার করে না। সেইরূপ অরূপা বচর বিপাক ও ক্রিয়া চেতনাও অবিপাকত্বহেতু বিপাক অভিসংস্কার করে না। এইজন্য এস্থলে একাদশ চেতনা মাত্র আনেঞ্জাভি সংস্কার। যেমন হস্তী ও অশ্বাদির প্রতি চ্ছায়াও হস্তী অশ্বাদির ন্যায় হয় সেইরূপ চতুর্ব্বিধ অরূপ কুশল চেতনাও আত্মসদৃশ নিশ্চল উপেক্ষা চেতনার উৎপাদন করে। এইরূপ পুণ্যাভিসংস্কার ত্রয়োদশ ও অপুণ্যাভিসংস্কার দ্বাদশ ও আনেঞ্জা সংস্কার চারিপ্রকার সর্ব্বশুদ্ধ চেতনা উনত্রিংশ প্রকার মাত্র। ভগবান তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ অপরিমাণ চক্রবালে অপরিসীম সত্বগণের মধ্যে উৎপাদ জনক কুশলাকুশল চেতনা মহা তুলিকায় দ্রব্যাদি ওজনবৎ সর্ব্বজ্ঞতাজ্ঞানে ওজন করিয়া পরিচ্ছেদ করতঃ উনত্রিংশ প্রকারই প্রদর্শন করিয়াছেন কিন্তু ইহার ন্যূনাধিক নহে।

অপরিমিত চক্রবালে অপরিমিত সত্ব কুশলাকুশল চেতনা বা কর্ম্ম সঞ্চয় ত্রয় দ্বারেই হইয়া থাকে। এইক্ষণ সেই ত্রয় কর্ম্ম দ্বার প্রদর্শনার্থ কায় সংস্কার কাহাকে

বলে? প্রশ্ন করা হইয়াছে। ইহার উত্তরে কায় সংচেতনই কায় সংস্কার বলিয়া কথিত হইয়াছে। কায় সংচেতন বলিলে কায় বিজ্ঞপ্তি সমুত্থাপিত করিয়া কায় দ্বারে প্রবর্ত্ত আট প্রকার কামাবচর কুশল চেতনা, দ্বাদশ প্রকার অকুশল চেতনা এই সমুদয় বিংশতি প্রকার কুশলাকুশল কামাবচর চেতনাকেই বুঝাইয়া থাকে।

বাচী সংচেতন বলিলে বাক্য বিজ্ঞপ্তি সমুত্থাপিত করিয়া বাচীদ্বারে প্রবর্ত্ত সেই পূর্ব্বোক্ত বিংশতি চেতনা মাত্র। অভিজ্ঞতা চেতনা কিন্তু এস্থলে বিজ্ঞানের প্রত্যয় হয় না বলিয়া গৃহীত হয় নাই। সেইরূপ ঔদ্ধত্য চেতনাও গ্রহণ করা হয় নাই। পরন্তু অবিদ্যা প্রত্যয় সর্ব্বত্র থাকে।

মন সংচেতন বলিলে কায় ও বাক্য উভয়ের কোন বিজ্ঞপ্তি সমুত্থাপিত না করিয়া কেবল মন দ্বারে উৎপন্ন সমুদয় ২৯ প্রকার চেতনা মাত্র। কায়, বাক্য ও মন এয় দ্বারে কর্ম্ম সঞ্চয় ও কর্ম্ম বর্দ্ধন হয় বলিয়া কর্ম্ম দ্বার প্রদর্শন করাইয়াছেন। ত্রয় সংস্কার ও ত্রয় দ্বার এই দুই প্রকার ত্রিক অন্যোন্যাশ্রিত বলিয়া জানিবে।

পুণ্যাভি সংস্কার কায় দুর্চ্চরিত্রাদি বিরত হইলে কায় পুণ্যাভি সংস্কার, বাক্য দুর্চ্চরিত্রাদি বিরত হইলে বাচী পুণ্যাভি সংস্কার, হয়। আট প্রকার (কামাবচর) কুশল চেতনা কামাবচর পুণ্যাভি সংস্কারও হয়, কায় সংস্কার ও বাক্য সংস্কারও হয়। মন দ্বারে উৎপন্ন ত্রয়োদশ প্রকার চেতনা পুণ্যাভি সংস্কারও হয় এবং চিত্ত সংস্কারও হয়।

অপুণ্যাভি সংস্কার কায় দুচ্চরিত্রাদিরূপে প্রবর্ত্তিত হইলে কায় অপুণ্যাভিসংস্কার, বাক্য দুচ্চরিত্রাদিরূপে প্রবর্ত্ত হইলে বাক্য অপুণ্যাভি সংস্কার এবং এই দুই দ্বার বাদ মন দ্বারে প্রবর্ত্তিত হইলে, চিত্ত অপুণ্যাভি সংস্কার হয়। এই অপুণ্যাভি সংস্কার কায় সংস্কারও হয়, বাক্য ও সংস্কার হয় এবং চিত্ত সংস্কারও হইয়া থাকে।

কায় সংস্কার—পুণ্যাভি সংস্কার ও অপুণ্যাভি সংস্কার উভয় সংস্কার হয় কিন্তু আনেঞ্জ সংস্কার বা উপেক্ষা সংস্কার হয় না। বাক্য সংস্কার ও সেই পূর্ব্বোক্তরূপ, পুণ্যাভি সংস্কার ও অপুণ্যাভি সংস্কার হয় কিন্তু আনেঞ্জ সংস্কার হয় না।

চিত্ত সংস্কার কিন্তু পুণ্যাভি সংস্কার ও অপুণ্যাভি সংস্কার এবং আনেঞ্জ সংস্কার এই ত্রিবিধ সংস্কার হয়। ইহারা সমুদয়ই অবিদ্যা প্রত্যয় সংস্কার।

কর্ম্মনির্দ্দেশ।

কর্ম্ম, কর্ম্ম দ্বার ও প্রজ্ঞপ্তি কি তাহা বিশেষ করিয়া বলা যাইতেছে। কর্ম্ম বলিলে দানময় কর্ম্ম, শীলময় কর্ম্ম ও ভাবনাময় কর্ম্ম এই ত্রিবিধ কর্ম্মকেই বুঝায়। বর্ণদানে যেমন নীল, পীত, রক্ত ও শ্বেত বর্ণাদি পুষ্প বা অন্য যে কোন দ্রব্য লাভ করিয়া বর্ণানুরূপে সংবেগ উৎপাদন করিয়া অহঃ এই যে সৌন্দর্য্য পুষ্পরাশী আমি বুদ্ধকে পূজা করিব এইরূপচিন্তা করিয়া ত্রিরত্নাদিকে পূজা করিলে দানময় কর্ম্ম হয়। যেমন ভাণ্ডারাগারিক সঙ্ঘমিত্রথের একখান স্বর্ণ খচিত বস্ত্র লাভ করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন এই বস্ত্রখানি স্বর্ণ বর্ণ, সম্যক্ সম্বুদ্ধ ও স্বর্ণ বর্ণ, স্বর্ণ

বর্ণ বস্ত্র সুবর্ণ বর্ণ ভগবান তথাগতেরই উপযুক্ত, সুতরাং এই বস্ত্রদান করিলে আমাদের বর্ণ দানই হইবে, এইরূপ চিন্তার পর তাহা মহাচৈত্যে আবৃত করিয়াছিলেন। এইরূপ দান, দানময় কর্ম্ম হয়। যখন যে কোন দানীয় বস্ত্র লাভ করিয়া, এই দ্রব্য দান করা আমার কুল বংশ বা কুল রীতি বা বংশ রীতি, কুল তন্ত্রী, কুল প্রবেণী ও কুল কর্ত্তব্য কার্য্য, চিন্তা করিয়া ত্রিরত্নাদিকে দান করিলে শীলময় দান কর্ম্ম হয়। যদি তাদৃশ বস্ত্র রত্নত্রয়কে দান করিয়া সংবেগ উৎপন্ন হয় যে অহঃ ইহার সৌন্দর্য্য ক্ষয় হইয়া যাইবে বর্ণ বিবর্ণ হইবে এইরূপ ক্ষয় ব্যয়ভাব না বা চিন্তা প্রস্থাপিত করে, তাহা হইলে ভাবনাময় দান কর্ম্ম হয়। যদি দানময় কর্ম্মে স্বহস্তে ত্রিরত্নাদির পূজা করে তবে তাহা কায় কর্ম্ম হয়। আর যদি পুত্র, কন্যা, স্ত্রী ও দাস কর্ম্মকারকাদিকে আদেশ করিয়া দান দেওয়া হয় বা পূজা করা হয় তাহা হইলে বচন কর্ম্ম হয়। যদি তাদৃশ বস্ত্র লাভে সেই দ্রব্যকে লক্ষ করিয়া বর্ণদানাদি করিব এইরূপ চিন্তা করে তখনই মন কর্ম্ম হয়। বিনয় মতে দান করিব বা পূজা করিব বাক্যে প্রকাশ করিলেই দান হয় এবং কুশল উৎপাদন আরম্ভ হয় এবং অভিধর্ম্ম মতে বর্ত্তমান নিদৃষ্ট বস্ত্র লক্ষ করিয়া ইহা দান করিব, চিন্তা মাত্রই কুশল বা পুণ্য উৎপাদন আরম্ভ হইয়া থাকে। তদনন্তর কায়ে বা আদেশে দানকার্য্য সমাধা করিলেই হয় তাহা হইলে সম্পূর্ণ ফললাভ হইয়া থাকে এইরূপ দান কায়, বাক্য ও মনময় কর্ম্ম ত্রিবিধ হইয়া থাকে। যদি তাদৃশ দানীয় বস্ত্র লাভ করিয়া কুল রীতি মতে স্বহস্তে দান করে বা ত্রিরত্ন পূজা করে তখন শীলময় কায় কর্ম্ম হয়। যদি কুল রীত্যানুসারে পুত্র দারাদিকে আদেশ করিয়া দান করা হয় বা পূজা করা হয় তাহা হইলে বচন কর্ম্ম হইয়া থাকে। যে কোন দানীয় বস্ত্র লাভ করিয়া ইহা দান করা আমার কুল রীতি, বা বংশ রীতি, কুলতন্ত্রী, কুল প্রবেণী ও কুল করণীয় বর্ত্তমান দ্রব্যকে লক্ষ করিয়া দান করিব ইহা চিন্তা করে তখনই মন কর্ম্ম হয়। এইরূপ শীলময় কায় বাক্য ও মন কর্ম্ম ত্রিবিধ। যদি উক্ত প্রকার দানীয় বস্ত্র লাভ করিয়া ত্রিরত্নাদিকে পূজা করতঃ চক্ষু মন বা পদ চালনা করিয়া ক্ষয় ব্যয় চিন্তা প্রতিস্থাপিত করে তাহা হইলে ভাবনাময় কায় কর্ম্ম হয়। যদি বাক্য দ্বারা সম্মসন জ্ঞান বা সম্যক জ্ঞান প্রস্থাপন করে তাহা হইলে বচন কর্ম্ম হয়। যদি কায় ও বাক্যঙ্গ আলোড়ন করিয়া মনে সম্মসন জ্ঞান স্থাপন করে তাহা হইলে মন কর্ম্ম হয়। এইরূপ ভাবনাময় কায়, বাক্য ও মন কর্ম্ম ত্রিবিধ হয়। উপরে বর্ণিত রূপারম্মন কুশল ত্রিবিধ পুণ্যক্রিয়া বস্তুর অনুরূপে, নয় প্রকার কর্ম্ম, দ্বারে বিভক্ত করিয়া ধর্ম্মরাজ বুদ্ধ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

শব্দারম্মণাদি ও সেই পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বিভক্ত হইয়া থাকে। যেমন—

ভেরী শব্দাদির মধ্যে রঞ্জনীয় শব্দারম্মণ করিয়া নিম্নোক্ত এয়নিয়মে কুশল উৎপন্ন হয়। শব্দস্কন্ধ মূলের ন্যায় উৎপাটন করিয়া বা নিলোৎপলদামের ন্যায় হস্ত স্থাপন করতঃ দান দেওয়া চলে না। সেই জন্য সবস্তুক

করিয়া দান করিলেই শব্দদান করা হয়। শব্দদান করিব বলিয়া ভেরী মৃদঙ্গাদির মধ্যে যে কোন তূর্য্য ত্রিরত্নকে উপহার প্রদান করে বা ইহাই শব্দদান বলিয়া ভেরী মৃদঙ্গাদি স্থাপন করিয়া দেয়; ধর্ম্ম কথিক ভিক্ষুগণ কে স্বর উষজ্য, তৈল পানীয়াদি প্রদান করে, ধর্ম্ম শ্রবণ ঘোষণা করে ধর্ম্ম কথা স্বরভণ্য করিতে গমন করে; উপনিসিন্ন কথা বা উপবেশন কথা; অনুমোদন কথা বা সাধু বাদাদি করে সেই সমুদয়ই দান ময় শব্দদান হয়। ইহা দান ময় শব্দদান।

যখন এতৎ বিধান কুল বা বংশরীতি-অনুযায়ী সম্পাদিত হয় তখন শীলময় শব্দদান হয়। আর যখন উপরোক্ত সমুদয় কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া শব্দদানের ধ্বনী হয়ত ব্রহ্ম লোক পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া ক্ষয় হইয়া যাইবে, বিনষ্ট হইয়া যাইবে হহা নিত্য নহে ইত্যাদি চিন্তা করিয়া সম্মসন জ্ঞান স্থাপন করে তাহাহইলে ভাবনাময় শব্দদান হয়।

যদি দানময় ভেরী মৃদঙ্গাদি স্বহস্তে উপহার দেয় নিত্য ব্যবহারার্থ স্বহস্তে স্থাপন করে; ধর্ম্ম শ্রবণ ঘোষণা করিতে গমন করে, ও ধর্ম্মকথা বা ধর্ম্মোপদেশ স্বরভণ্য করিবার জন্য গমন করে তখন কায় কর্ম্ম হয়। যদি তাত গমন কর, আমাদের শব্দদান ত্রিরত্নে উপহার দাও, এই শব্দ দানের দ্রব্যগুলি চৈত্যাঙ্গনে স্থাপন কর এইরূপ আজ্ঞা দেওয়া হয় ও স্বয়ং ধর্ম্ম শ্রবণ ঘোষণা করে; ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করে বা ধর্ম্ম কথা বলে, স্বরভণ্য বর্ণনা করে তখন বচন কর্ম্ম হয়। আর যখন কায় বাক্যাঙ্গ আলোড়ন করিয়া বিদ্যমান মৃদঙ্গাদি দানীয় বস্তু দান করিব বলিয়া মনের দ্বারা দান করা হয় তখন মন কর্ম্ম হয়।

শীলময় শব্দদানে ভেরী মৃদঙ্গাদি দান করা আমাদের কুল বা বংশরীতি, কুলতন্ত্রী, কুল প্রবেণী, মনে ভাবিয়া স্বহস্তে মৃদঙ্গাদি উপহার দিলে, ভেরী মৃদঙ্গাদি চৈত্যাঙ্গনে স্থাপন করিলে, ধর্ম্ম কথিক ভিক্ষুগণকে স্বর ভৈষজ্য স্বহস্তে দান করিলে, বস্ত্র শিশে ধর্ম্মঘোষণা, ধর্ম্ম কথা বলা, স্বরভণ্য বর্ণন জন্য গমন ইত্যাদি কায় কর্ম্ম হয়।

শব্দদান আমাদের কুল বা বংশরীতি কুলতন্ত্রী কুল প্রবেণী, তাত গমন কর, ত্রিরত্নাদিকে ভেরী ঘণ্টাদি উপহার প্রদান কর, আদেশ করিয়া দান দেওয়াও কুল বা বংশরীতি মতে স্বয়ং ধর্ম্ম ঘোষণা করিলে বচন কর্ম্ম হয়।

শব্দদান আমাদের কুলরীতি বা বংশরীতি ভাবিয়া শব্দদান করিয়া কায় ও বাক্যাঙ্গ আলোড়ন করতঃ বিদ্যমান দানবস্তু মন দ্বারা দান করিলে মন কর্ম্ম হয়।

ভাবনা ময় শব্দদানে—যদি চক্ষু মন করিয়া শব্দের ক্ষয় ব্যয় প্রস্থাপন বা প্রতিষ্ঠাপিত করে তাহা হইলে কায় কর্ম্ম হয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আলোড়ণ করিয়া বাক্য দ্বারা সম্মসন জ্ঞান প্রস্থাপন করিলে বচন কর্ম্ম হয়। কায়াঙ্গ ও বাক্যাঙ্গ আলোড়ন করিয়া মনের দ্বারা সম্মসন জ্ঞানে শব্দায়তনে সম্মসনজ্ঞান প্রস্থাপন করিলে মন কর্ম্ম হয়। এইরূপে শব্দারম্মণ কুশল ও ত্রিবিধ পুণ্য ক্রিয়াবস্তুর অনুরূপে নয় প্রকার কর্ম্ম, দ্বারে বিভক্ত করিয়া ধর্ম্মরাজ বুদ্ধ উপদেশ দিয়াছেন।

গন্ধ দানে—মূল গন্ধাদির মধ্যে রঞ্জনীয়

গন্ধ আরম্মণ করিয়া নিম্নোক্ত এয়নিয়মে কুশল উৎপন্ন হয়। মূল গন্ধাদির যে কোন গন্ধ লাভ করিয়া গন্ধানুরূপে সুগন্ধের সৌষ্টবতা আভোগ ও চিন্তা করিয়া বুদ্ধ রত্নাদিকে পূজা করে তখন দান ময় কর্ম্ম হয় ইহাও পূর্ব্বোক্ত বর্ণ দানের ন্যায় দানময়, শীল ও ভাবনাময় কর্ম্মে বিভক্ত করা হইয়াছে। এইরূপ গন্ধারম্মণ কুশল ও ত্রিবিধ পুণ্য ক্রিয়া বস্তুর নিয়মে নয় প্রকার কর্ম্ম, দ্বারে বিভক্ত করিয়া ধর্ম্মরাজ বুদ্ধ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

রসদানে—মূলরসাদির মধ্যে রঞ্জনীয় বা প্রসাদনীয় রস আরম্মণ করিয়া নিম্নোক্ত ত্রিবিধ নিয়মে কুশল উৎপন্ন হয়। মূল রসাদির যে কোন প্রসাদনীয় রস লাভ করিয়া রসানুরূপে রসের সুমিষ্টাদি বা মধুরতা আভোগ ও চিন্তা করিয়া বুদ্ধরত্নাদিকে দান করিলে দান ময় কর্ম্ম হয়।

শীল ময় রস দানে—যেমন রাজা দুষ্টগামনী অভয় দ্বাদশ সহস্র ভিক্ষু সঙ্ঘকে সাধু সুমিষ্ট রস দান না করিয়া স্বয়ং রস ভোগ করিতেন না। ইহাও পূর্ব্বোক্ত বর্ণ দানের ন্যায় দানময় শীলময় ও ভাবনাময় কর্ম্মের নিয়মে বিভক্ত। এই রসারম্মণ কুশল ও ত্রিবিধ পুণ্য ক্রিয়া বস্তুর দ্বারা নয় প্রকার কর্ম্ম, দ্বারে বিভক্ত করিয়া ধর্ম্মরাজ সম্যক্ সম্বুদ্ধ উপদেশ করিয়াছেন।

স্পর্শদানে—স্পর্শারম্মণে পৃথিবী, তেজ, ও বায়ু এই ত্রয় মহাভূত জনিত স্পর্শই স্পর্শারম্মণ নামে কথিত। এস্থলে সেই ত্রয় মহাভূত জনিত স্পর্শারম্মণ যোজনা না করিয়া মঞ্চ পিঠাদি আরম্মণ রূপে যে কোন রঞ্জনীয় প্রসাদনীয় মঞ্চ পিঠ, খাট পালঙ্কাদি স্পর্শারম্মণ দ্রব্য লাভ করিয়া তাহার আভোগানুরূপে বুদ্ধ রত্নাদিকে দান দিলে দানময় কর্ম্ম হয়। ইত্যাদি পূর্ব্বোল্লিখিত বর্ণ দানবৎ বিস্তারিত। এইরূপ স্পর্শারম্মণ কুশল কর্ম্মও ত্রিবিধ পুণ্য ক্রিয়া বস্তুর অনুরূপ নয় প্রকার কর্ম্ম, দ্বারে বিভক্ত করিয়া ধর্ম্মরাজ বুদ্ধ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ধর্ম্মারম্মণে—ছয় প্রকার অধ্যাত্মিক আয়তন, এয় লক্ষণ, এয় অরূপিনস্কন্ধ, পনর প্রকার সূক্ষ্মরূপ, ও নির্ব্বাণ প্রজ্ঞাপ্তি এই সমুদয় ধর্ম্মায়তন পর্য্যায়ভূত ধর্ম্ম, ধর্ম্মারম্মণ নামে কথিত। এ স্থলে কিন্তু সে সমুদয় যোজনা না করিয়া ওজঃ দান, পানীয় দান ও জীবিত বা জীবনী শক্তি দানানুরূপে বলা হইতেছে। ওজাদির যে কোন রঞ্জনীয় ধর্ম্মারম্মণ আরম্মণ করিয়া নিম্নোক্ত নিয়মে কুশল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ওজঃদানে—সর্পি, নবনীতাদি দান, পানীয় দানে—আট প্রকার পানীয়দান, জীবিত দানে সলাক ভাত বা অন্নছত্র, সঙ্ঘভাতাদি দান, পীড়িতে—পীড়িত ভিক্ষুগণকে ভৈষজ্য দান কবিরাজ নিয়োজিত, জল শোধন করিয়া দেওয়া, কৃমিকীটাদির উপদ্রব নিবারণ করিয়া দেওয়া, পক্ষীগণের কুরব নিবারণ করিয়া দেওয়া, বন্ধন মুক্ত করিয়া দেওয়া, প্রাণ ঘাতাদি করিওনা বলিয়া ঘোষণা এবং অন্যান্য যে কোন জীবন লাভের উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেওয়া ইত্যাদি কার্য্য জীবিত দানময় হইয়া থাকে।

আর যখন ওজঃ দান, পানীয় দান, বা বিতদানাদি আমাদের কুলরীতি, কুলতন্ত্রী ও কুল প্রবেণী বলিয়া সেই সকল দান প্রবর্ত্তন

করে তখন শীলময় দান হইয়া থাকে। আবার যখন ধর্ম্মারম্মণের ক্ষয় ব্যয় চিন্তা প্রস্থাপন করা হয় তখন ভাবনাময় দান হইয়া থাকে।

দানময়ে ওজঃদান, পানীয় দান ও জীবিত দানাদি স্বহস্তে দান করে তখন কায় কর্ম্ম হয়। যদি স্ত্রীপুত্রাদিকে আজ্ঞা করিয়া দান দেওয়া হয় তাহা হইলে বচন কর্ম্ম হয়। আর যদি অঙ্গ, প্রত্যাঙ্গ ও বাক্যাদি আলোড়ন করিয়া বর্ত্তমান ওজঃ পানীয়াদি বস্তুকে লক্ষ করিয়া ইহা দান করিব মনে দ্বারা দান করিয়া পরে কায়াদি দ্বারা দান করা হয় তাহা হইলে তখন মন কর্ম্ম হয়।

যেই সময় সেই সমুদয় বস্তু কুল রীতি মনে করিয়া স্বহস্তে দান করে তখন শীলময়, আর যখন স্ত্রী পুত্রাদির দ্বারা দান করা কুল রীতি বা বংশ রীতি মনে করিয়া স্ত্রী-পুত্রাদিকে আদেশ দিয়া দান দেওয়া হয় তখন বচন কর্ম্ম হয়। আর যখন এইরূপ দ্রব্য দান করা আমার কুলরীতি বা বংশরীতি মনে করিয়া বর্ত্তমান বস্তুকে লক্ষ করিয়া ইহা আমি দান করিব এইরূপ চিন্তা করিলে মানসিক দান বা মন কর্ম্ম হইয়া থাকে। দান করিয়া চঙ্ক্রমণ করতঃ ধর্ম্মারম্মণের ক্ষয় ব্যয় চিন্তা বা ভাবনা প্রস্থাপন করিলে ভাবনাময় কায় কর্ম্ম হয়। অঙ্গ প্রত্যাঙ্গ আলোড়ন্ করিয়া বাক্যদ্বারা ধর্ম্মারম্মণের ক্ষয় ব্যয় চিন্তা স্থাপন করিলে বচন কর্ম্ম হয়। কায় বাক্য আলোড়ন করিয়া মনের দ্বারা ধর্ম্মারম্মণের ক্ষয় ব্যয় চিন্তা স্থাপন করিলে মন কর্ম্ম হয়। এইরূপ ভাবনাময় কায়, বাক্য ও মন কর্ম্ম ত্রিবিধ হয়। এইরূপ ধর্ম্মারম্মণ কুশলও ত্রিবিধ পুণ্য ক্রিয়া বস্তুর অনুরূপে নয় প্রকার কর্ম্ম, দ্বারে বিভক্ত করিয়া ধর্ম্মরাজ তথাগত উপদেশ দিয়াছেন। ইহা নানাকার বস্তু ও নানারম্মণে কর্ম্ম প্রকাশিত হইল। কিন্তু এক বস্তুতেও নানারম্মণ হইয়া থাকে। যেমন চতু প্রত্যয়ের মধ্যে কেবল এক চীবরেই পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার আরম্মণ প্রদর্শিত হইতেছে। নূতন পীতবর্ণ চীবরের বর্ণ মনপুত ও দর্শনীয়রূপে রূপারম্মণ, পরিভোগ কালে সেই নূতন বস্ত্রে পট্ শব্দ হয় তাহাই শব্দারম্মণ, নূতন বস্ত্রে একপ্রকার সুগন্ধ থাকে তাহাই গন্ধারম্মণ, রসারম্মণ কিন্তু পরিভোগ রসরূপেই হইয়া থাকে অর্থাৎ ইহা পরিধান করিয়া পিণ্ডপাতে রসারম্মণ হয়, আর যখন সুখ সংস্পর্শ হয় তখন স্পর্শারম্মণ এবং চীবর প্রতীত্যে উৎপন্ন সুখ বেদনাই ধর্ম্মারম্মণ, এই ছয় প্রকার আরম্মণ একই দ্রব্যেই হইয়া থাকে।

এইরূপে চতুপ্রত্যয়ে নানারম্মণ যোজনা করিয়া দান প্রভেদ জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। এস্থলে চিত্ত আরম্মণ নিবর্দ্ধ, বিনারম্মণে চিত্তোৎপন্ন হয় না। দ্বার কিন্তু অনিবর্দ্ধ, কারণ কর্ম্ম অনিবর্দ্ধ দ্বারও অনিবর্দ্ধ। কর্ম্ম অনিবর্দ্ধ বলিয়া দ্বারও অনিবর্দ্ধ হইয়া থাকে। কায়, মন ও বাক্য ত্রিবিধ কর্ম্ম প্রদর্শিত হইল এইক্ষণ সেই কর্ম্মের দ্বার কি তাহাই বলা যাইতেছে।

———

সন্ধ্যা

[শ্রীকুমুদ রঞ্জন তালুকদার।]

সন্ধ্যার সমীরণ স্নিগ্ধ মনোহর,
লতা, গুল্ম, বৃক্ষ-রাজি হাসে নিরন্তর।
রবিকর ঢলে পড়ে পশ্চিম আকাশে,
কুমুদিনী জলে হাসে মনের হরষে॥
আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধি বরাবর,
সন্ধ্যা শেষে হেসে হেসে ডুবিল ভাস্কর,
কৃষক আপন মনে করে ছুটাছুটী,
ক্ষান্ত দিয়ে শান্তি লভে এসে নিজ বাটী॥
রাখাল বালকগণ খেলাইয়া ধেনু,
মাঠ ছেড়ে আসে ঘরে বাজাইয়া বেনু।
দলে দলে পাখীগুলি বাসাপানে ধায়,
নীরব সমগ্র বিশ্ব হায়রে সন্ধ্যায়॥
প্রকৃতি গম্ভীর মূর্ত্তি ধরিছে এখন,
নিদ্রার পরশে জীব ঘুমে অচেতন।
অবোধ মানব দেহ প্রতিরূপ তার,
ক্ষণে আলো, ক্ষণে অন্ধ প্রকট প্রচার॥
জীবন সূর্য্যের আলো হয়ে আলোকিত,
হবেকি আমার মন এত গর্ব্বান্বিত?
জীবন ভাস্কর যবে অস্তমিত হবে,
সন্ধ্যারূপ অন্ধকার দেহ আচ্ছাদিবে,
অতএব কেন মোর এত অহঙ্কার,
আলো অন্ধকার ক্রমে ঘুরে অনিবার॥

সুষমা

নেপালের অন্তর্গত শাবস্তি এক সুপ্রসিদ্ধ নগর। সেই স্থানে পরোপকারী সুচ্চরিত্র সুমন নামক একসুপ্রসিদ্ধ জমিদার বাস করিতেন। তাঁহার সুজাতা নামক এক পরমা সুন্দরী স্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে এতই প্রণয় ছিল যে, কেহ কাহার চক্ষের অন্তরাল হইতেন না। সুমন যুগবতীকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। কেবল যে সুমন এরূপ তাহা নয়। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে এরূপ ভালবাসা ছিল তাঁহারা সর্ব্বদাই পরোপকারে রত থাকিতেন। কেহ কোন বিপদে পড়িলে, অর্থ দ্বারাই হউক, বা যে কোনও প্রকারে হউক প্রাণান্তে চেষ্টা করিয়া তাহাকে সেই বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করাইয়া দিতেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই পরোপকারে দিন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহাদের দুর্ম্মুখ সন্তান ছিল, পুত্রের নাম যোগেন,এবং কন্যার নাম সুষমা। যোগেন সুষমাকে বড় ভাল বাসিত কখনও কাজ ছাড়া করিত না। একসঙ্গে আহার করিত, এক সঙ্গে খেলা করিত, এক সঙ্গে বেড়াইত। যোগেন এক মুহূর্ত্ত সুষমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। বর্ত্তমানে যোগেনের পিতা বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য যোগেন কে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া ছিলেন।

যোগেন বাল্য কাল হইতেই খুব বুদ্ধিমান ছিল, এবং সে অতি যত্নসহকারে লেখা পড়া

শিখিতে লাগিল এবং অল্পদিন মধ্যেই একজন ভাল ছাত্র বলিয়া সকলের মধ্যে পরিগণিত হইল, সে পাঠশালা হইতে আসিয়া বেশভূষা ছাড়িয়া আপনার ভগ্নী সুষমাকে সঙ্গে নিয়া জল পান করিত। জল পান করার পর অদূরবর্ত্তী বৃক্ষমূলে বসিয়া নানা প্রকার খেলা করিত। তাহার পিতামাতাকে ভক্তি করিত। কখনও তাঁহাদের কথার অবাধ্য মতে চলিত না। তাহাদের আদেশ অনুসারে কার্য্য করিত। যাহা আদেশ দিতেন তৎমুহূর্ত্তে সেইকাজ করিয়া ফেলিত। এইরূপে উভয়ে পিতামাতার যত্নে বাড়িতে লাগিল। মানবের চিরদিন সমান যায় না। জন্ম হইলেই মরিতে হয়, কেহ অমর হইয়া আসে নাই। বর্ত্তমানে যোগেনের বয়স ৭ বৎসর। যেই সময় তাহার মাতৃ বিয়োগ হয় বাল্যকালে তাহাদের মাতৃ বিয়োগ হওয়া সত্বেও তাহারা কোন কষ্ট ভোগ করে নাই। কারন তাহাদের পিতা অতি যত্নের সহিত তাহাদিগকে লালন পালন করেন।

পিতার যত্নে দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এবং যোগেন অতি যত্ন সহকারে লিখাপড়া শিখিতে লাগিল। সে অল্পদিনের মধ্যে এক-উচ্চ শিক্ষিত লোক হইয়া হইল। সুমনকে পুনঃ বিবাহ করাইবার জন্য তাহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি মনে করিলেন যে, যদি আমি এমতাবস্থায় বিবাহ করি তবে ভবিষ্যতে আমার সন্তানগণের কষ্ট হইতে পারে। ইহা মনে করিয়া তিনি দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহণ করেন নাই। এইরূপে তিন বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গেল, এবং সুমনের অন্তিম কাল উপস্থিত হইয়া আসিল। সেই সময় যোগেনের বয়স ১৫ বৎসর মাত্র। এই সময় তাহার পিতৃ বিয়োগ হয়। যোগেনের পিতার মরণের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তাহাকে বলিলেন,—"বাবা যোগেন আমার মৃত্যু নিকটে আসিয়াছে কোন সময় আমার প্রাণ চলিয়া যাইবে তাহা বলিতে পারি না। আমার জীবিতাবস্থায় তোমাকে বিবাহ করাইতে পারি নাই এবং সুষমাও বর্ত্তমানে অতিবাহিতা। তাহাকেও বিবাহ দিতে পারি নাই। তুমি তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় সুখে রাখিও। কখনও অনাদর করিও না এবং সৎপাত্র দেখিয়া অর্পন করিও, দীন দুঃখী দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করিও, উভয় মিলিয়া ভগবানে উপাসনা করিও; প্রজাদিগকে অনাদর করিও না। পরের মঙ্গলার্থে রত থাকিও। কখনও অহঙ্কার করিও না। আমার উপার্জ্জিত কোটী টাকাও জমিদারীর সম্পূর্ণ ভার তোমার উপর রাখিয়া চলিলাম।

আবাহন

[শ্রীযুক্ত দয়ানন্দ চৌধুরী]

নিশার আধার সহ পাপের কলুষ ক্রীড়া নাশি
পুণ্যের বিমলালোক দশদিশি আনন্দে উদ্ভাসি
মোহসুপ্ত জীবগণে রৌদ্রতেজে করিতে চেতন
যবে নাথ! সবিতারে বিশ্বমাঝে করহ প্রেরণ,
হরষে গাহিয়া উঠে বৃক্ষশিরে বিহঙ্গমদল,

লভিতে আনন্দজ্যোতিঃ ফুটি উঠে কুসুম সকল।
স্বর্ণ মুকুট পরি তৃণদল গর্ব্বেউচ্চ শিরে,
প্রশান্ত প্রান্তর মাঝে সারি সারি জেগে উঠে
ধীরে।

আনন্দে আত্মহারা দ্রুতগামী চঞ্চল পবন,
আনন্দ বারতা তব ঘরে ঘরে করিছে বহন।
ভক্ত তব জাগি উঠি হরি বিশ্ব পবিত্র সুন্দর
তোমার মহিমা ঘোষে উচ্চকণ্ঠে দিগদিগন্তর।
মোহে উদাসীন আমি, তাই করি এত
আয়োজন
প্রেমভরে পুণ্যালোকে আমারে কি কর
আবাহন?

———

তত্ত্ব বিচার

[শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা, বিদ্যাবিনোদ, কাব্যরত্নাকর]

বুদ্ধির বিপর্য্যই ইহ সংসারে ভেদ জ্ঞানের কারণ। অতএব সর্ব্বদাই নির্ম্মল বুদ্ধি সহকারে আত্ম বিচার করা উচিত। স্বরূপের বিপর্য্যয় হইলে, যাহার পুনর্ব্বার পুর্ব্বাবস্থার আবির্ভাব হয় না শাস্ত্র তাহাকেই বিকার বলে। দুগ্ধের বিকার দধি। দধি হইতে পুনরায় দুগ্ধ হইতে পারে না। ইহাই বিকা-বিকারের প্রকৃত লক্ষণ। পরব্রহ্ম এই প্রকার বিকারের বিন্দুমাত্রই সম্পর্ক নাই। আদি, মধ্য এবং অবসান, সকল সময়েই পর-ব্রহ্ম একরূপ অর্থাৎ তাহার কোন রূপ ভাবা-ন্তর নাই। তিনি সর্ব্বদাই যে ব্রহ্ম সে-ই ব্রহ্ম। যাহার সহিত কোন পদার্থেরই কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই তাহাকেই ব্রহ্ম বলা যায়। তিনি এক, অরূপ ও অবিনাশী, এই নিমিত্তই তিনি ভাব বিকারের অতীত এবং অনধিগম্য।

এই জগৎ সৃষ্টির আদিতে, সেই আদি, অন্ত ও মধ্য রহিত একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন। এক্ষণেও তিনি আছেন এবং ভবিষ্যতেও তিনি থাকিবেন। এই যে সংসার দেখা যাইতেছে, ইহা নাম মাত্র, ভ্রম মাত্র ও কল্পনা মাত্র। যাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানের কিছুমাত্রও অনুভূতি নাই, তাহাদের প্রবোধের নিমিত্তই ইহা জীব উহা অবিদ্যা, এই প্রকার কল্পনার অবতারণা হইয়াছে। একমাত্র সুযুক্তির দ্বারাই প্রবোধ সমুদিত হইয়া থাকে। যুক্তি দ্বারা যে কার্য্য সম্পর্ণ হয়, অপরবিধ শত সহস্র চেষ্টা দ্বারাও তাহা সমাহিত হয় না। যুক্তি-হীন, প্রবোধহীন, দুর্থতি ব্যক্তিকে, সমস্তই ব্রহ্ম, এই প্রকার উপদেশ দেওয়া, আর জরের নিকট স্বীয় দুঃখ নিবেদন করা, একই কথা। যুক্তি ব্যতিরেকে মূর্খদিগকে প্রবো-ধিত করা কোন মতেই সুসাধ্য নহে। যুক্তি ও তত্ত্ব, এতদুভয়কেই আশ্রয় করিতে হয়, এবং তৎপ্রভাবে ব্রহ্মস্বরূপ বিদিত হইয়া স্বপদে অধিষ্ঠান করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

———

পুরীর কথা

[শ্রীমান্ ননীগোপাল সমাদ্দার—বাঁকীপুর]

এবার মাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর যখন কি করিব স্থির করিতে ছিলাম তখন শুনি-লাম যে পাটনা কলেজের দশজন ছাত্র

পূজনীয় পিতাঠাকুর মহাশয়ের সহিত পুরী যাইতেছেন। আমি দেখিলাম যে, এই সুযোগে আমারও পুরী" দর্শনটা হইয়া যাইতে পারে। আমি পিতাঠাকুর মহাশয়কে বলিলাম যে, আমিও আপনাদের সহিত পুরী যাইব। বাবা মত দিলে পর তাড়াতাড়ি থান কতক কাপড় ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। আমরা ২৯শে ফেব্রু-য়ারী রাত্রি ১০টার এক্সপ্রেসে এখান হইতে কলিকাতা হইয়া পুরী যাইবার জন্য মনস্থ করিলাম। ঐদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা গাড়ীতে উঠিলাম। পরদিন প্রাতে কলিকাতা পৌছিয়া তথায় একদিন থাকিয়া আমরা রাত্রি ৮টার পুরী এক্সপ্রেসে আমাদের গন্তব্য স্থানে রওনা হইলাম। পরদিন প্রাতে আমরা পুরীধামে পৌছিলাম। যদিও ঐ সময় কোন মেলা ছিল না, তথাপি ষ্টেশনে বেশ ভীড় ছিল। কোন রকমে পাণ্ডাদের হাত এড়াইয়া আমরা বড় ধর্ম্মশালায় গিয়া উঠি-লাম। সমুদ্রে স্নান করিয়া আমরা প্রথমে মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। বেলা নয় ঘটিকার সময় আমরা মন্দিরে পৌছিয়া জগন্নাথদেবের মন্দির দেখিয়া আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলাম। মন্দিরের গঠন দেখিয়া বোধ হইল যেন ইহা কোন কালে বৌদ্ধমন্দির ছিল কারণ মন্দিরের গাত্রে বৌদ্ধস্তূপের ন্যায় বোধ হইল,—কালে হয়ত ইহা হিন্দু মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। এই জায়গার বিষয় ৺ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয় তাঁহার "ভারত ভ্রমণ নামক পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন যে "মহাত্মা শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের জীবদ্দশাতেই বৌদ্ধধর্ম্ম উৎকলে বিস্তৃত হইয়াছিল। বহু বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক ব্যক্তি উৎকলের পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিতেন, খণ্ডগিরি উদয়গিরি প্রভৃতি গিরিগাত্রে অদ্যাবধিও তাহার চিহ্ন স্বরূপ পালি অক্ষরে খোদিত বহু শিলালিপি বিদ্যমান আছে।"মন্দিরটী দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬৫২ ফুট ও বিস্তারে প্রায় ৬৩০ ফুট হইবে। ইহার চারিদিকে ৪টী দ্বার আছে, পূর্ব্বদিকে সিংহ-দ্বার, পশ্চিমে খাঞ্জাদার, উত্তরে হস্তীদ্বার, আর দক্ষিণে অশ্বদ্বার। দ্বারদেশে জয় ও বিজয়ের মূর্ত্তি—জীবন্ত স্বরূপ বিরাজমান; উড়িষ্যার প্রায় সব দেব মন্দিরেই এইরূপ দৃষ্ট হয়। এই দরজা দিয়া জগন্নাথ দেবের মন্দিরে যাওয়া যায়। সিংহদ্বারের সম্মুখে অরুণ স্তম্ভ। ইহা প্রায় ৪৫ ফুট উচ্চ। এই স্তম্ভ পুরী হইতে ২০ মাইল দুরবর্ত্তী কোনারক নামক স্থান হইতে মহারাষ্ট্রগণ কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছে।

জগন্নাথদেবের বিষয়ে দুইটী সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে' পুরাকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক বিষ্ণুভক্ত নৃপতি ছিলেন, তিনি কোন্ তীর্থে গমন করিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিবেন ঠিক করিতে পারেন নাই। একদিন রাত্রে হঠাৎ তিনি স্বপ্নে দৈববাণী শুনিলেন,"কল্য প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পর তুমি একখানি কুঠার হস্তে করিয়া সমুদ্রতীরে জল ও স্থলের মধ্যে যে বৃক্ষটী দেখিবে তাহা কর্ত্তন করিয়া তাহাতে আমার মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা করিবে"। প্রত্যূষে রাজা সমুদ্রতীরে যাইয়া স্বপ্ন কথিত বৃক্ষটী দেখিতে পাইলেন। রাজা পূর্ব্বে এইরূপ বৃক্ষ আর দেখেন নাই। তিনি যখন ঐ বৃক্ষটী কাটিতে ব্যস্ত ছিলেন তখনি বিষ্ণু ও বিশ্বকর্ম্মা ব্রাহ্মণ বেশে তথায় আসিয়া

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজন্ আপনি কেন এই বৃক্ষটী কাটিতেছেন? ইহার দ্বারা আপনার কি প্রয়োজন? রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে সমস্ত ঘটনা বলিলেন। তদুত্তরে ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণু বলিলেন, "মহারাজ আপনার কথা শুনিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম। এই ব্রাহ্মণটী নিপুণতার সহিত শিল্পকার্য্য করিতে পারেন। ইহার দ্বারা আপনার অভিষ্ট মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া লউন"। নৃপতি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণও রাজার অনুরোধানুসারে তিনটী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিলেন প্রথমটী শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি, দ্বিতীয়টী লাঙ্গলধারী গৌরবর্ণ অনন্তদেবের মূর্ত্তি এবং তৃতীয়টী বাসুদেবের ভগিনী সুভদ্রার সুশোভন মূর্ত্তি দর্শনে রাজা তাঁহাদিগকে বলিলেন, "অনুগ্রহ করিয়া আপনাদের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়া এই অধমকে বাধিত করুন, কারণ এইরূপ মূর্ত্তি গঠন করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। রাজার কাতর প্রার্থনায় অবশেষে বিষ্ণু ও বিশ্বকর্ম্মা নিজ নিজ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক রাজাকে সন্তুষ্ট করিলেন।

আরও একটী গল্প প্রচলিত আছে—একদিন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নে আদিষ্ট হইলেন, "তুমি কল্য প্রত্যূষে সমুদ্রতীরে গিয়া দারুব্রহ্মরূপে বাঁকি মোহনার আমার দর্শন লাভ কর"। পরদিবস সকালে রাজা সমুদ্রতীরে গিয়া একখণ্ড কাষ্ঠ দেখিতে পাইলেন। রাজা অনুচরবর্গের দ্বারা কাষ্ঠ-খণ্ডকে সরাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন কিন্তু কোনরূপে উহা সরাইতে না পারিয়া দুঃখিতমনে প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। সেইদিন রাত্রে তিনি পুনরায় স্বপ্নে দেখিলেন যে,ভগবান বিষ্ণু আদেশ করিতেছেন"আমি ভক্তের দাস। তুমি নিজে হাত দিলে উহা তোমার রথে উঠিবে"। পরদিবস রাজা সমুদ্রতীরে গিয়া যখন উহাতে হস্ত দিলেন তখন কি আশ্চর্য্য! শতশত অনুচরবর্গের যাহা উঠে নাই তাহাদ্বারা আপনা হইতেই রথে উঠিয়া পড়িল। তৎপরে নৃপতি সুধন্ব সূত্রধরগণের উপর উহার নির্ম্মাণ ভার অর্পণ করিলেন। সপ্তদিবস অতীত হইবার পর রাজা সূত্রধরগণ কিরূপ কার্য্য করিতেছে দেখিতে আসিয়া দেখিলেন যে সূত্রধরেরা কিছুই করিতে পারে নাই। যেরূপ কাষ্ঠ ছিল তদ্রূপই আছে। রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন "যদি আগামী কল্য প্রত্যূষে তোমরা মূর্ত্তি না গড়াইতে পার তবে তোমাদিগের প্রাণদণ্ড দিব।" সূত্র-ধরেরা কহিল, "মহারাজ আমাদের কোন অপরাধ নাই আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ইহার কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই। এমন কি আমাদের অস্ত্রশস্ত্র পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"তথাপি রাজার ক্রোধ কিছু-তেই উপশম হইল না। তিনি আজ্ঞা করিলেন যদি কল্য প্রত্যূষের মধ্যে মূর্ত্তি না দেখাইতে পার, তবে তোমাদের জীবনের শেষ দিবস হইবে"। সূত্রধরেরা এইরূপ আদেশ শ্রবণ করিয়া ভগবান জগন্নাথদেব প্রার্থনা করিতে লাগিল। রাত্রে তাহারা দৈববাণী শুনিল "তোমাদের কোন ভয় নাই। আমি আগামী কল্য স্বয়ং রাজসভায় গমন করিয়া তোমাদের ভয় দূর করিব"। পরদিন সকালে রাজা সভায় রাজকার্য্য দেখিতেছেন এমন

সময় দ্বারপাল আসিয়া যে সংবাদ প্রচার করিল একজন বৃদ্ধ সূত্রধর রাজ সভায় আসিতে চাহি-তেছে"। মহারাজ বলিলেন 'সত্বর উহাকে এস্থানে লইয়া আইস"। সূত্রধরকে রাজ সভায় আনয়ন করিলে রাজা উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তোমার নাম কি? এবং কোথায় থাক"। সূত্রধর উত্তর করিল "মহারাজ আমার নাম বাসুদেব—আমি বিশ্বকর্ম্মার শুরুদেব। আমাকে যে কার্য্য প্রদান করেন তাহা আমি সত্বরই করিয়া দিব।" ইহাতে রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "বেশ তোমাকে আমি একটী মূর্ত্তি করিতে দিব" বলিয়া ঐ কাষ্ঠখণ্ডের নিকট লইয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি এই কাষ্ঠের দ্বারা মূর্ত্তি গড়িয়া দিতে পারিবে"। বৃদ্ধ যেমনি ঐ বৃক্ষের ছালে হাত দিলেন অমনি তাহার নখাগ্রভাগেই ঐ বৃক্ষের ছাল উঠিয়া গেল। বৃদ্ধ তখন বলিল"রাজন্! আমাকে এক মাস সময় দিন। এইসময়ের মধ্যে আমি যেখানে থাকিব তথায় যেন কেহ না যান। যদি কেহ যান তবে আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না। আমি কাহারও অনুরোধ রক্ষা করিব না।" রাজা বৃদ্ধ সূত্রধরের বাক্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার কথার সম্মত হইলেন এবং কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য একটী গৃহ প্রদান করিলেন। বৃদ্ধ দ্বার রুদ্ধ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিল। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, মহারাজ স্বকীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে বলিয়া আনন্দে দিবস যাপন করিতে লাগিলেন।

একদিন তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ আপনি আমাকে যে মূর্ত্তি দেখাইবেন বলিয়াছিলেন তাহা দেখান"। নৃপতি তখন মহিষীকে সমস্ত বিষয় বলিলেন। রাণী বলিলেন "মহারাজ এইরূপ কখনও হইতে পারে না; বোধ হয় এতদিনে ঐ সূত্রধর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে অতএব চলুন গিয়া দেখিয়া আসা যাক"। মহিষীর কথায় রাজা মন্দিরের নিকট গিয়া কোন শব্দ না শুনিয়া মনে করিলেন বোধ হয় সত্য সত্যই বৃদ্ধ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই মনে করিয়া রাজা দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কিন্তু একি! দরজা খুলিয়া দেখিলেন যে কোন সূত্রধর নাই আর সিংহাসনোপরি দারুময় জগন্নাথ মূর্ত্তি বিরাজমান; কিন্তু তাঁহার হাত কিংবা আঙ্গুল ইত্যাদি নাই। রাজা ইহাতে যারপর নাই শোকাকুল হইয়া পড়িলেন। অর্দ্ধরাত্র অতীত হইলে তিনি পুনরায় স্বপ্ন দেখিলেন যে, "স্বয়ং জগন্নাথদেব তাঁহাকে বলিতেছেন "বৎস দুঃখিত হইও না। তোমার চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই, কলিযুগে আমি হস্তপদ বিহীন মূর্ত্তি রূপেই থাকিব"। তিনি আরো বলিলেন এখানে জাতিভেদ কিছুই থাকিবে না। শূদ্রের হস্তের জল ও অন্ন ব্রাহ্মণে খাইবে; এমনকি চণ্ডালও যদি ব্রাহ্মণকে হস্তে করিয়া অন্ন (ভাত) প্রদান করে তাহাও ব্রাহ্মণকে খাইতে হইবে"। নচেৎ গুরুতর পাপ হইবে। রাজা তখন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বিশ্বকর্ম্মাকে একটী মন্দির প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা রাজার আদেশমত একটী সুন্দর মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। রাজা তথায় দেবতাকে স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন যে এই মন্দির ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে বর্ত্তমান মন্দির হইয়াছে।

এই গল্প দুইটীতে বুঝা যাইতেছে যে এই মন্দিরটি ও এই মূর্ত্তি কয়টী রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সময়ে প্রস্তুত হইয়াছে! এখন ইনি যে কোন ইন্দ্রদ্যুম্ন তাহা বুঝা যাইতেছে না কারণ মুসলমানদের ভারত আক্রমণের সময় ও এক ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে রাজা ছিলেন। পূজনীয় পিতাঠাকুর মহাশয় বিহার ও উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান সমিতির পত্রিকায় এক প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছেন যে এই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পালবংশের শেষ রাজা ছিলেন। এবং তিনি বিহারে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া উড়িষ্যায় আগমন করেন! তখন উড়িষ্যায় মুসলমান অধিকার হয় নাই। এবং রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন অথবা মন্দির সংস্কার করেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, এই মন্দিরটী বহু পুরাকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুরীর মন্দিরের উচ্চতা দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। এতদুর উচ্চে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড সকল কিরূপে উত্তোলিত হইয়াছে, অনেক ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার পর্য্যন্ত ঠিক করিতে পারেন না। একখানি প্রস্তর পড়িয়া গিয়াছে এপর্য্যন্ত তাহা পুনরায় মেরামত হইতে পারে নাই। তজ্জন্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে যখন ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ারগণ কেবল একখানি পাথর বসাইতে অকৃতকার্য্য হইলেন তখন যে মুসলমান আক্রমণের সময় এমন কোন কারিকর ছিলেন যিনি সমস্ত মন্দিরটী করিয়াছেন,তাহা বিশ্বাস যোগ্য নয়। অতি পুরাকালে হইলে এবিষয় সম্ভব হইত কারণ তখন স্বয়ং ঈশ্বর অনেকসময় নানারূপ মূর্ত্তিধারণ করিয়া আসিয়া এই সব কার্য্য সম্পূর্ণ করিতেন।

শ্রীধামক্ষেত্রে আরো অনেক তীর্থস্থান আছে তন্মধ্যে নরেন্দ্র,মার্কণ্ড,শ্বেতগঙ্গা,ইন্দ্রদ্যুম্ন ও চক্রতীর্থই প্রধান। ইহা ছাড়া আরো অনেক তীর্থ আছে কিন্তু তাহা তত প্রসিদ্ধ নয়। আমরা এ সকল তীর্থ দর্শন করিবার জন্য অতিশয় ইচ্ছুক হইয়া প্রথমে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে গিয়াছিলাম। ইহা সহরের এক জনপূর্ণ অংশে অবস্থিত। ইহা শ্রীমন্দির হইতে প্রায় ১½ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার বিষয় শুনা যায় যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় ব্রাহ্মণদিগকে যে সকল গাভী দান করিয়াছিলেন তাহাদিগের খুরের আঘাতে এই সরোবর উৎপন্ন হইয়াছিল। সরোবরের চারিদিকে প্রস্তর দিয়া বাঁধান। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে কহে যে ব্যক্তি ইহাতে স্নান করে তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল হয় এই সরোবরে স্নানে ঐরূপ ফল হইবে। এই সরোবরের দক্ষিণ কুলে নৃসিংহ ও পশ্চিমে নীলকণ্ঠের মূর্ত্তি আছে। এই সরোবর দেখিবার পর আমরা নরেন্দ্র সরোবরে যাই—এই প্রকাণ্ড সরোবরটী অতি প্রাচীন—ইহার চারিধারে ইষ্টক দিয়া বাঁধান। নরেন্দ্র সরোবরের দৃশ্য খুব সুন্দর। উড়িষ্যার প্রথানুযায়ী এই সরোবরের মধ্যে একটী মন্দির আছে। বৈশাখ মাসে এখানে চন্দন যাত্রা নামক একটী মেলা হয়। এই মেলা ২১ দিন স্থায়ী হয় ও সেই সময় এখানে মদনমোহন আগমন করেন। নরেন্দ্র সরোবরের উত্তর দিকে ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রম—মধ্যস্থলে তাঁহার সমাধি। এখন ঐখানে তাঁহার জনকয়েক শিষ্য বাস করেন। ইনি প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন তৎপর বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

এই প্রসিদ্ধ সরোবরটী দেখিয়া আমরা শ্বেত গঙ্গায় গিয়াছিলাম। পুরীতে যতগুলি সরোবর আছে তন্মধ্যে এই সরোবরটী সর্ব্বাপেক্ষা গভীর। প্রায় ৬০।৭০ টা সিঁড়ি বহিয়া নীচে নামিলে জলের নিকট পৌছা যায়। জল অতিশয় খারাপ। শুনা যায় এই সরোবরে স্নান করিলে পুণ্য হয়। এই গভীর সরোবরটী দেখিয়া আমরা মার্কণ্ডেয় পুকুরে গিয়াছিলাম ইহাকে সরোবর বলা যায় না কারণ ইহা বড় ছোট। শুনা যায় যে, এই সরোবরে স্নান করিয়া ইহার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত মার্কণ্ডেশ্বরের মন্দির মধ্যস্থ শিবকে যে দর্শন করিবে সে অনেক পুণ্য সঞ্চয় করিবে। এই মন্দির চারি অংশে বিভক্ত। মন্দিরের চারিদিকে অষ্টনাম, হরপার্ব্বতী, কার্ত্তিকেয়, পঞ্চ পাণ্ডব লিঙ্গ, ষষ্ঠীমাতা প্রভৃতি বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। এই সরোবর কয়টি দেখিয়া আমরা চক্রতীর্থে গিয়াছিলাম—ইহা পুরী ষ্টেশনের নিকট। এখানে শ্রীশ্রীচন্দ্রনারায়ণ মূর্ত্তি বিরাজিত। এখানে শ্রাদ্ধান্তে বালুকাপিণ্ড দিতে হয়। এখানে একটী পঞ্চবটী নির্ম্মিত হইয়াছে। অনেকে আবার ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরকে নরেন্দ্র সরোবরও কহিয়া থাকেন। অনেক সময় পাণ্ডারা যাহা বলেন আমাদেরও তাহাই বিশ্বাস করিতে হয়। কপাল মোচনের মন্দির একটী দেখিবার জিনিষ বটে কারণ পুরীবাসীরা বলেন যে এই মন্দিরই দর্শন করিলে অনেক পুণ্য হয়। তৎপরে অলাবুকেশ্বর মন্দির। এই লিঙ্গটীর আকৃতি অলাবুর ন্যায় বলিয়া ইহার নাম অলাবুকেশ্বর হইয়াছে। যে এই লিঙ্গ দর্শন করিলে অপুত্র ও পুত্রবান এবং কুৎসিৎ ব্যক্তিও সৌন্দর্য্য লাভ করেন। এ বিষয় সত্য কিনা আমি জানি না। এই মন্দির দেখিবার পর আমরা পুনরায় সমুদ্র দেখিতে গিয়াছিলাম। পুরীর নিকট সমুদ্রের দৃশ্য অতীব মনোহর। একবার তরঙ্গরাশি কুলের দিকে আসিতেছে আবার ভীম বেগে চলিয়া যাইতেছে। পুরীর সমুদ্র স্নানটা খুব আনন্দজনক। এই জলে স্নান করিলে শরীর সুস্থ থাকে। এক এক জন লোক প্রায় ১ ঘণ্টা করিয়া স্নান করিয়া থাকেন। নূতন লোকের পক্ষে প্রথমদিন স্নান করা একটু বিপদজনক ঐ দেশী এক রকম লোক পাওয়া যায় তাহাদিগকে দুই চারি আনা পয়সা দিলে তাহারা সঙ্গে থাকিয়া স্নান করাইয়া দেয়। আমাদের এখান হইতে ভুবনেশ্বরে যাওয়া স্থির হইল বলিয়া আমরা তাড়াতাড়ি স্বর্গদ্বার ও টোটাগোপীনাথ দেখিয়া রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। স্বর্গদ্বারটী সমুদ্রের বেলাভূমিতে অবস্থিত। ইহা জগন্নাথদেবের মন্দির হইতে প্রায় এক মাইল। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রার্থনায় সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মা এস্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহার নাম স্বর্গদ্বার। টোটাগোপীনাথ :— এই মন্দিরটি বৈষ্ণব তীর্থযাত্রিগণের নিকট বিশেষ বিখ্যাত। প্রবাদ আছে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব এই মন্দির হইতেই অন্তর্দ্ধান করেন। পুরীর মহাপ্রসাদ দেখিয়া মনে হয় যে এস্থানে বহুপূর্ব্বে বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র ছিল—এস্থানে জাতিভেদ ছিল না এবং নাইও এবং বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের পরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি রহিয়াছে। অনেক বড় বড় ঐতিহাসিক এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এখানকার

প্রসাদের মধ্যে কণিকাভোগ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। এখন পাঠকদিগের নিকট হইতে পুরীর সাধারণ স্বাস্থ্যের বিষয় কিছু বলিয়া বিদায় লইতেছি এইখান কার জলবায়ু মন্দ নয়। সমুদ্রের ধারে যদি থাকা যায় তবে খুব ভালই হয়। কিন্তু পুরীতে, রথযাত্রা, দোলযাত্রা, মাঘীপূর্ণিমা প্রভৃতি সময়ে যাওয়া উচিত নয় কারণ এসময় অনেক যাত্রীর সমাগম হয় এবং অনেক রকম অসুখ হয়। এখানে যে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, সর্ব্বসাধারণের তাহাতেই বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হইয়া থাকেন। এখানে আদালত প্রভৃতি সমস্তই সমুদ্রের ধারে অবস্থিত। এখানকার বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা ইংরাজীতে যাহাকে (Magistrate aud Collector) বলা হয় তিনি একজন বাঙ্গালী। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ইনি খুব ভদ্র লোক এবং লোকের যাহাতে সুবন্দোবস্ত হয় তাহা করেন। আমরা তৎপর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া মধ্যাহ্নে যে গাড়ী ভুবনেশ্বরাভিমুখে যায় তাহাতেই উঠিয়া পড়িলাম। আগামী মাসে পাঠকদিগকে ভুবনেশ্বরের বিষয় কিছু বলিতে ইচ্ছুক রহিলাম।

———

কাকলী

[শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ]

প্রভো!
কোথা তুমি কত দূরে আছ, তাহা নাহি জান
তবুও করুণা আশে উদাস পরাণ॥
কত আশা জাগে প্রাণে সতত তোমার ধ্যানে
কাটিয়া জীবন মোর লভি পাহ্‌থান॥
বন্ধুর সংসার-পথে সহস্র বাধার ঘাতে
নিমেষেতে কিন্তু সব হয় খান্ খান্—
স্রোতমুখী তৃণসম সেই আশা অনুপম
অচিরে ভাসিয়ে গিয়ে স্রোতে মুহ্যমান॥
খরস্রোতে পড়ে হায়! যদি মোর সবি যায়
কাকলীতে তাই ডাকি ওহে ভগবান।

মিশ্রগৌরী কাওয়ালী

———

তীর্থ দর্শন

রাজগৃহ পরিভ্রমণ

[রাজগুরু শ্রীমৎ ভগবানচন্দ্র মহাস্থবির]

সদ্ধর্ম্মবাগীশ শ্রীমৎ আর্য্যলঙ্কার ভিক্ষু, এবং আমি আমরা উভয়ে বিরজানন্দ নামক একটী ছেলেকে সঙ্গে করিয়া বিগত ডিসেম্বর মাসের ২৬শে তারিখ শুক্রবার রাজগৃহ পরিদর্শন মানসে যাত্রা করিয়াছিলাম। আমরা ঐ তারিখ সন্ধ্যা ৯টার সময় পঞ্জাব মেল ট্রেনে হাবড়া হইতে রওনা হইয়া রাত্রি ৫ টার সময় পাটনা জংশনে উপস্থিত হই। বলা বাহুল্য যে আমরা রওনা হইবার পূর্ব্বে আমাদের পরম স্নেহাস্পদ পাটনা কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার মহাশয়কে টেলিগ্রাফ করা হইয়াছিল; সুতরাং তিনি ঘোটক রথসহ ষ্টেশনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। যখন আমাদের ট্রেন ষ্টেশনে আসিয়া থামিল তখন তিনি আসিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হন এবং বিনয় সহকারে

আমাদিগকে অভিবাদন করেন। আমরা তাঁহাকে পাইয়া যে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিলাম তাহা বোধ হয় লিখিয়া প্রকাশ করিবার আবশ্যক হইবে না। কারণ পাঠক মাত্রই সেই অবস্থায় বন্ধু সন্দর্শনে কিরূপ আনন্দ ঘটে তাহা নিজে নিজে অনুভব করিয়া লইবেন। তখন আমরা পরস্পর কুশল সম্ভাষণের পর ঘোটক রথে আরোহণ করিলাম।

পাটনা জংশন হইতে স্নেহাস্পদ যোগীন বাবুর বাসা প্রায় দেড় মাইল পথ। প্রকৃতি সুন্দরী কোকিলের কুহু রব গীত শুনিতে শুনিতে ঊষাদেবীর ললাটে যখন—সিন্দূরের বিন্দু পরাইয়া নানাকারে সাজাইতেছিলেন তখন ঊষাদেবী ঈষৎ হাস্য করিয়া ঈষদালোকে চতুর্দ্দিক আলোকিত করিতে লাগিলেন সেই অবসরে আমরা যোগীন বাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন ননি, মাখন, ছান্নু, মণি ও লক্ষ্মী প্রভৃতি শ্রীমান শ্রীমাণীগণ আসিয়া আমাদের পদ বন্দনা করিল, এবং শীত নিবারণার্থ কম্বল আনিয়া আমাদিগকে প্রদান করিল। বাস্তবিক স্নেহভাজন যোগীন বাবুর অমায়িকতায় আমরা অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। তিনি শেষ রাত্রি চারিটার সময় প্রবল শীতকে অগ্রাহ্য করিয়া আগ্রহ সহকারে ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া আমাদের জন্য কিরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাঁহার মতন উৎযোগী পুরুষ না হইলে অলসপরায়ণ লোকের দ্বারা তাহা সম্ভবপর হইত না। যাহা হউক তখন ঈষদুষ্ণ জল প্রস্তুত, আমরা মুখাদি প্রক্ষালন করিতে না করিতে প্রচুর পরিমাণে খাবার নানা মিষ্ট দ্রব্য ও চা উপস্থিত। আমরা চা পান ও খাবার খাইয়া নানাপ্রকার আলাপ করিতে আরম্ভ করিলাম। পুন ১১ টার সময় আমাদের জন্য পাত পিড়ি পড়িল, আমরা ভোজনাসনে উপবিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার ব্যঞ্জন, দধি, মিষ্টান্ন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম; যাহা হউক আমরা প্রচুর পরিমাণে ভোজন সমাধা করিলাম। ইহার পর অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তিনটার সময় আমাদের সেই সাধের পাটলিপুত্র —যাহা ভারতের একাধিপতি চক্রবর্ত্তী ভারত সম্রাট ধর্ম্মাশোকের রাজধানী, যাহা —ধর্ম্ম প্রাণ সম্রাট ধর্ম্মাশোকের উজ্জ্বল অমর কীর্ত্তি—তাহাই দর্শন করিতে বহির্গত হইলাম। শ্রীমান ছান্নু আমাদের পথ প্রদর্শক। এই সময় কলেজ হইতে আসিয়া শ্রীমান ননিও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল। আমরা সহরের উত্তর দিক দিয়া ভ্রমণ করিয়া গঙ্গার ধারে উপস্থিত হইলাম. অতি বিস্তৃত গঙ্গা পূর্ব্ব উত্তর কোণ হইতে আসিয়া সহরের উত্তর দিক দিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে। তাহার সৈকতে অতি অপূর্ব্ব কারুকার্য্য সম্বলিত দ্বারভাঙ্গা মহারাজের বাড়ী, এবং খোদাবক্স লাইব্রেরী প্রভৃতি সহরটী ভ্রমণ করিয়া দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হইলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কালের প্রভাবে কি না হইতে পারে ধূলিকে পর্ব্বত, পর্ব্বতকে ধূলি, সাগরকে চড়, চড়কে সাগর করা প্রকৃতির নিয়ম একদিন যাহা—ভারত সম্রাটের প্রাসাদাদি পরিশোভিত আশ্চর্য্য যুক্ত ও সমস্ত ভারতেশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারতের রাজধানী ছিল তাহা—আজ অতি জীর্ণ

অবস্থায় নিপতিত হইয়া অত্যন্ত ম্লানমুখে অবস্থিত রহিয়াছে। ইহা জগতের উত্থান ও পতনের নিয়ম।

সহরের দক্ষিণ দিক্ দিয়া সন্ধ্যার সময় আমরা বাসায় ফিরিলাম। সন্ধ্যার পর চা পান করিয়া অনেক আলাপ হইল। রাত্রি শেষে ৫ টার সময় রাজগৃহ ট্রেন। ৪ টার সময়েই আমাদিগকে পাটনা জংশনে উপস্থিত হইতে হইবে সেইজন্য আমরা সকাল সকাল শুইয়া পড়িলাম। ৪টার সময়ে যোগিন বাবু আসিয়া তাহার চাকর দ্বারা আমাদের পথে খাবার রুটি মাখন ও আমাদের জিনিষগুলি বন্ধন করতঃ ঘোটকের গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন। ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া গাঁড়োয়ানকে বেতন দিতে বলিলে বাবুজি নিষেধ করিয়াছে বলিয়া সে বেতন নেয় নাই। আমরা তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ৫ টার ট্রেনে বক্তিয়ারপুরাভিমুখে রওনা হইলাম, ৭টার সময় বক্তিয়ারপুরে ট্রেন উপস্থিত হইলে আমরা অবতরণ করিয়া বিহারের লাইনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম গাড়ী খাড়া রহিয়াছে মুটিয়াগণ আমাদিগকে সেই গাড়ীতে উঠাইয়া দিল কিন্তু ৯ টার সময়েই ট্রেন ছাড়িবে, এই অবসরে মুখাদি প্রক্ষালন করতঃ সেখানে এক দোকান হইতে গরম গরম পুরী ক্রয় করিয়া খাবার খাইলাম পূর্ব্ব রুটিগুলি পথের জন্য রাখিয়া দিলাম। এই বিহারের লাইনে বক্তিয়ার পুর ষ্টেশন হইতে ৯টার সময় ট্রেন ছাড়িয়া ২টার সময় রাজগৃহ ষ্টেশনে পৌছিয়া থাকে, তথায় এক ঘণ্টা মাত্র বিশ্রাম করিয়া ট্রেনখানি পুন রওনা হওতঃ বক্তিয়ারপুরে আসিয়া রাত্রি অবস্থান করে এই একটি লাইনে মাত্র যাতায়াত করে অন্য কোথায় যায় না ট্রেনখানি অনেক পরিমাণে মুদ্রাকারের পটার সময় আমাদের গাড়ি ছাড়িয়া দিল পূর্ব্ব দক্ষিণ দিগে রওনা হইয়া আমরা ২টার সময় রাজগৃহ ষ্টেশনে পৌছিলাম। সেদিন আর কিছু খাওয়া দাওয়া হইল না। ষ্টেশনটি রাজগিরি পর্ব্বতের প্রায় পাদদেশে সেই ষ্টেশনের বন্ বন্ নামক একজন মুটিয়া আমাদিগকে মারোয়ারীদের ধর্ম্মশালায় নিয়া গেল, দরওয়ানকে বলিয়া একটী কামরায় আমরা স্থান লইলাম। সেই মুটিয়ার সাহায্যে আমাদের সকল কার্য্য চলিত। তখন একটু চা পান করিয়া আমরা পর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হইলাম, কারণ কিছু না দেখিয়া তখন মনে মানিতেছে না। প্রথমতঃ রাজা অজাতশত্রু কৃত নূতন কিল্লা ও নগরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম। আমরা অনুমান করিলাম এই নূতন নগর বা কিল্লার পরিধি চারি পাঁচ মাইলের অধিক হইবে। এইস্থানে ভরট পুরাতন পুষ্করিণীও বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী বিস্তৃত স্থানে বোধ হয় আটারটি সঙ্ঘারাম ছিল। এই নূতন নগরের পশ্চিম দ্বারের অনতিদূরে ধাতুস্তূপের ভগ্নাবশেষ দেখিলাম। বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণের পর সম্যক সম্বুদ্ধের শরীরের অস্থি রাজা অজাতশত্রু কর্ত্তৃক নীত হইয়া স্থাপিত করা হইয়াছিল। পুরাতন ও নূতন উভয় নগরের মধ্য রাজপথের পশ্চিম দক্ষিণ বিস্তৃত স্থানে বেণুবন বিহার ছিল। এই নূতন নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া

৯ মাইল গমন করিলে পঞ্চ পর্ব্বতের মধ্য উপত্যকায় উপস্থিত হওয়া যায়। এই পঞ্চ পর্ব্বতের মধ্যে দক্ষিণ দিকস্থ পর্ব্বতের পশ্চিম বাহিনী শিখার পার্শ্বে পিপ্পলিগুহা, তাহার পশ্চিমে পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে ও বেণুবনের দক্ষিণ পশ্চিমে সপ্তপর্ণি গুহা অবস্থিত। পঞ্চ পর্ব্বতমালার মধ্যস্থ উপত্যকায় রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দেখা যায় বটে গৃহাদির কোন প্রকার চিহ্নাদি দৃষ্ট হয় না। এইস্থলে অতি পূর্ব্বে রাজা জরাসন্ধের রাজধানী ছিল। এই সমুদয়ের ভগ্ন বিল্লাদি দেখিয়া সন্ধ্যার সময়ে পুন ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। চা পান করিয়া শুইয়া রহিলাম। পরদিন প্রাতে একজন পাণ্ডা ব্রাহ্মণ দ্বারা ভাত পাক করাইয়া ভোজন সমাধা করিলাম। তৎপর আমাদের কার্য্যকারক সেই বনবনকে সঙ্গে নিয়া আবার চলিলাম। তথাকার লোক সঙ্গে না থাকিলে আমরা সকল বিষয় জানিতে পারিতাম না। সে আমাদিগকে অন্যান্য স্থানগুলির পরিচয় দিত। আমরা পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বে যে পঞ্চ পর্ব্বতের কথা বলিলাম, মহা ভারতাদি গ্রন্থে পঞ্চ পর্ব্বতের মধ্যস্থলে রাজা জরাসন্ধের রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত আছে আমাদের বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে ও আমরা যে পঞ্চ পর্ব্বতের কথা শুনিতে পাইয়াছিলাম এইক্ষণে তাহা চক্ষে দেখিয়া অত্যন্ত কৃতার্থও আনন্দিত হইলাম। প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য শক্তি যাহার শক্তি প্রভাব দেখিলে অসার মানব শক্তি হতপ্রভ ও মানবগণ বিমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ এই স্থানেই প্রতিফলিত হইতেছে। প্রকৃতি কাহার প্রতি সদয় হইয়া কোন ভাগ্যবান ধনপতির প্রতি সহৃদয়তা প্রমাণ করিয়া স্বয়ং দুঃখরূপে শত্রুগণের অজেয় অভেদ্য এই প্রাচীর বা অলৌকিক কিল্লা রচনা করিয়া শত্রু হস্ত হইতে তাহাকে উদ্ধার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন কে বলিতে পারে? পঞ্চ পর্ব্বতের নাম বেবারগিরি, স্বর্ণগিরি, তাদর গিরি, রত্নগিরি ও বিপ্লবানগিরি। এই পঞ্চ পর্ব্বতের মধ্যস্থ প্রশস্ত স্থান উত্তর দক্ষিণে আনুমানিক দের মাইলের অধিক, পূর্ব্ব পশ্চিম ন্যূনাধিক এক মাইল হইবে। এইস্থান এইক্ষণে জনশূন্য, স্থানে স্থানে এক একটি কূপ, কূপের উপর চালার ছাওনি রহিয়াছে।

উক্ত পর্ব্বতমালাগুলি দেখিতে উচ্চতায় পরস্পর সমান দেখায় এক একটি পৃথক পর্ব্বত, অথচ এক একটি পর্ব্বতের দুই শীর্ষ দুই দিকে অবনত ও ঢালুরূপে প্রসারিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে। যে নগর পরিবেষ্টিত গোলাকার প্রাচীরবৎ চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া সজ্জিত রহিয়াছে। কেবল পশ্চিম দিকেই দ্বার। পঞ্চ পর্ব্বতের মধ্যস্থ বৃষ্টি জলরাশি প্রবাহিত হইয়া পশ্চিমমুখী সেই দ্বার দিয়াই প্রবাহিত হইয়া থাকে এইজন্য তাহার একটি ক্ষুদ্র ছড়ার পরিণত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

মন্তব্য সংবাদ

পূজনীয় মহাস্থবির ঃ— আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভার স্থায়ী সভাপতি ও ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে প্রতিষ্ঠাতা পূজনীয় আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারী রাঁচি হইতে নিরাপদে ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আমাদের ধর্ম্মাঙ্কুর সভার অন্যতম হিতকামী বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক স্যার হারকোট বাটলার বাহাদুরের সহিত দেখা করিয়া একটী সভার আয়োজন করিবার মানসে তিনি বিগত ২৪শে ফেব্রুয়ারী লক্ষ্মৌ যাত্রা করিয়াছে। সেইখানকার সভার কার্য্য সমাধা করিয়াই পুনরায় কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ বঙ্গেশ্বর বাহাদুরকে ও ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে আনাইয়া একটি সভার আয়োজন করিবেন।

———

লক্ষ্মৌ বিহার মেরামতের চাঁদা

শ্রীযুক্ত বাবু মহানন্দ চৌধুরী সং কর্ত্তালা	৫৲
" " দেবেন্দ্র লাল চৌধুরী সাং ঐ	২৲
" " সুরেন্দ্র লাল চৌধুরী সাং ঐ	২৲
" " শরৎ চন্দ্র বড়ুয়া সাং ঐ	২৲
" " রজনী কুমার চৌধুরী সাং ঐ	১৲
" " ছাদকুরু চৌধুরী সাং ঐ	১৲
" " মনকিশোর বড়ুয়া সাং বেলখাইন	২৲
" " চিত্রসেন বড়ুয়া সাং মুকুটনাইট	১৲
সেখ্ সোলমান মিস্ত্রি লক্ষ্মৌ গভর্ণর হাউস	১৲
বাবু অযোধ্যারাম বড়ুয়া সাং পাচরিয়া	১৲
" লক্ষ্মীচরণ বড়ুয়া সাং কৈঁয়াগড়	১৲
" বাবুলাল বড়ুয়া ইন্‌জিনিয়ার কান্দারী বাজার লক্ষ্মৌ একটী লোহার বীম একমাত্র একালীন দান তৎমূল্য	৪০৲
তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী ধনেশ্বরী বড়ুয়া	৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু রাখাল চন্দ্র বড়ুয়া কপালিটোলা কলিকাতা	৫৲
" " দীননাথ বড়ুয়া মেলেন্দা লাইন কলিকাতা	৫৲

মহাস্থবিরের রোগের খরচের চাঁদা

শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণ চন্দ্র বড়ুয়া সাং তালসরা চট্টগ্রাম	২৫৲
" " রাখাল চন্দ্র বড়ুয়া সাং ঊনাইনপুর চট্টগ্রাম	২০৲
" " নূতনচন্দ্র চৌধুরী সাং পিঙ্গলা চট্টগ্রাম	১০৲
" " মহিম চন্দ্র বড়ুয়া সাং ঊনাইনপুর ঐ	৫৲
" " ভুবন মোহন বড়ুয়া সাং করল ঐ	৫৲
" " মহেন্দ্র লাল বড়ুয়া সাং পিঙ্গলা ঐ	১০৲
" " নবরাজ বড়ুয়া সাং লাখেরা	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু নৈদের চাঁদ টীকেট্ এক্সমিসা পুরুলিয়া	১৲
শ্রীমতী রত্নমাতা মমঙ্গালেন কলিকাতা	৫৲
" " দ্রৌপদী বড়ুয়া বৌবাজার কলিকাতা	২৲

———

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

জগজ্জ্যোতিঃ

"সব্বপাপস্স অকরণং, কুসলস্স উপসম্পদা,
সচিত্ত পরিযোদপনং, এতং বুদ্ধানসাসনং।"

১২শ বর্ষ] চৈত্র, ২৪৬৩ বুদ্ধাব্দ, ১২৭৯ মগাব্দ, ১৩২৬ সাল [১০ম সংখ্যা

গয়া জেলার বৌদ্ধকীর্ত্তি

[শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার]

বৌদ্ধ ধর্ম্মের কেন্দ্রভূমি উড়িয্যার অন্তর্গত বৈতরণী নদীর তীরস্থিত যাজ্‌পুরে (যজ্ঞপুর বা বিরজাক্ষেত্র, গদক্ষেত্র, নাভিক্ষেত্র) প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, বিষ্ণুর প্রভাবে গয়াসুর নিশ্চল হইলে তাহার বিশাল দেহের নাভিদেশ যাজ্‌পুর মস্তক গয়াক্ষেত্রে এবং পাদদেশ রাজমন্ত্রিতে অবস্থিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই জন্য যাজ্‌পুর নাভিগয়া বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, ভগবতীর নাভিদেশ অত্র দেশে বিষ্ণু কর্ত্তৃক সতীদেহ সুদর্শনচক্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভাবে পতিত হইয়াছে বলিয়া যাজ্‌পুর নাভিক্ষেত্র রূপে পরিচিত হইয়াছে। যাজ্‌পুরের একটি মন্দিরের প্রকোষ্ঠমধ্যে একটি কূপ আছে তাহা নাভিগয়া বলিয়া পরিচিত !! যাজ্‌পুরে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস। কথিত আছে যে, উৎকলরাজ যযাতিকেশরী (৪৬৪-৪৮৪ খৃঃ) কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া এক যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া ছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম "যজ্ঞপুর" বা "যাজ্‌পুর" হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সংগ্রাম ও উত্তরকালে উভয় ধর্ম্মের সমীকরণ ও সংযোগ উপরোক্ত কিম্বদন্তীগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া আমার মনে হয়। মাহিষ্যপ্রকাশ প্রথমভাগ প্রণেতা তাঁহার পুস্তকের ৩১৩ ও পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় মগধ ও বঙ্গের সমসাময়িক অবস্থা ও ইতিহাসের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করা বিশেষ কর্ত্তব্য। গদাধরের কুলজীর কথা রিজলী ও হাণ্টার প্রমুখ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের পুস্তকে উল্লেখ করিলেও তাহা উদ্ধার করিতে পারেন নাই। এই লেখক তাহা মান্দ্রাজ বৈদিক-ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার প্রধান কর্ণধার মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ যতি-পার্থ সারথী আয়ানগার মহোদয়ের কৃপায় বহু অর্থব্যয়ে ও কষ্টে ঐ কুলজীগ্রন্থ উদ্ধার

করিয়া তাঁহার প্রকাশিত সাহিত্যপ্রকাশ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ পাঠে সমসাময়িক ইতিহাসের বিষয় সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীর মধ্যে মহারাজ সামন্তসেন বা সামন্তকেশরী দাক্ষিণাত্য দেশ হইতে আসিয়া সুবর্ণরেখা নদীর তীরে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। সামন্তকেশরী মগধরাজ জয়ন্তের আদিশূর সমসাময়িক ছিলেন। সামন্তকেশরী মাহিষ্য-জাতীয় বৌদ্ধ রাজা ছিলেন; মগধের পাল-বংশীয় বৌদ্ধ নরপতিগণের সহিত তাঁহার শোণিত-সম্পর্ক ছিল; কহ্লনের রাজ তরঙ্গিণী, ত্রিত্বগী, দ্বীপবংশ প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল পাঠে আমরা এই সকল সত্যে উপনীত হইতে পারি॥* গয়াজেলার দক্ষিণে কোলাহল (কোলেশ্বরী) পর্ব্বতের সরোবরের সন্নিকট যে প্রস্তরলিপির কথা বলিয়াছি তাহা এই বৌদ্ধ-মাহিষ্য রাজার উৎকীর্ণ।†

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রত্নতত্ত্বের হিসাবে গয়া জিলা খুবই প্রসিদ্ধ। হিন্দু জৈন, বৌদ্ধ-যুগের শীলালিপি, মন্দির, কারুকার্য্য, শিল্পস্থপতিবিদ্যার বাহুল পরিচয় এ জেলায় পাওয়া যায়, তাহার কতক আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। গয়া জেলায় প্রায় সমগ্র স্থানেই বৌদ্ধ-বিহার পুরাকালে ছিল। জেলার মধ্যে (বিশেষতঃ গয়া ও বুদ্ধগয়ার সন্নিকট গ্রাম সমূহে) এমন স্থান নাই বা এমন গ্রাম নাই যেখানে বৌদ্ধ বিহার ছিল না বা ভগ্নাবশেষ ভূলনাশা ভগ্নপদ বা হস্তযুক্ত বৌদ্ধযুগের দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি গ্রাম্য অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে সজ্জিত না আছে; এখন এইগুলি গ্রাম্য পাঁড়ের দ্বারায় গ্রাম্য দেব দেবীর ন্যায় হিন্দু পদ্ধতিতে পূজিত হইয়া থাকে। এই সকল প্রতিমূর্ত্তিগুলি হিন্দু বৌদ্ধ এবং যাবনিকস্থপতি ও ভাস্কর্য্যবিদ্যার বহুল পরিচয় দিয়া থাকে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গয়ানগর এবং বুদ্ধ-গয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও বুদ্ধ-গয়ার পূর্ব্বদিকে বকুচৌর (প্রাচীন অজয়পুরা) ও তৎসন্নিকট স্থানে, গয়া হইতে ৭ ক্রোশ পূর্ব্বে পুনাওয়ায় এবং ৮ ক্রোশ পূর্ব্বে দক্ষিণ গাঁওয়া গ্রামে বহু প্রাচীন মন্দির ও বৌদ্ধ-যুগের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পুনাওয়া হইতে ২ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বদিকে হাস্রাপর্ব্বত। এইখানে কশ্যপ নির্ব্বাণ অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন; পরবর্ত্তী বৌদ্ধ মৈত্রেয় যখন এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইবেন তখন কশ্যপ পুনরুত্থান করিয়া শুদ্ধোধনতনয় শাক্যসিংহ বৌদ্ধের পরিচ্ছদ ও সন্দেশজ্ঞাপন করিয়া পুনশ্চ মহা নির্ব্বাণ গ্রহণ করিবেন। ডাঃ ষ্টীন এবং ক্যানিঙ্গহ্যাম বর্ত্তমান কুর্কীহারকে কুক্কুট পাদগিরি বলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি;* হাস্রা এবং সোভনার পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে বহু প্রাচীন বৌদ্ধযুগের ভগ্নস্তূপ, মন্দিরাদি দেখিতে পাওয়া যায়। হাস্রালিপি পরে উদ্ধৃত করিয়াছি। কুর্কীহারের সন্নিকট, উরেল এবং আমইঠির ভগ্নাবশেষ স্তূপাদি অতীতের স্মৃতি জাগরুক করিয়া দেয়।

* সাহিত্য প্রকাশ প্রথমভাগ ৩১৮ পৃঃ দেখ।

† সাহিত্য প্রকাশে প্রথমভাগ ১৪০ পৃঃ দেখ।

* See Are Sun Rep. Vol I.

হাস্রাকোল লিপি :—

ইহা গয়া হইতে ৭ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে মহের পর্ব্বতমালায় সংলগ্ন উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত :—

১। ওঁ নমোবুদ্ধায়। ইতিনিশ্চিত্য প্রথমস্বচ্ছদীন্দো লব্ধা।

২। চয়তশ্রীতং॥ অ আ + + + + ঔ

৩। অং আঃ॥ ক + + + দ

৪। ধ + + + হ ক্ষ॥ স্বতিতি তদহু ত

৫। চন্দ্রবজ্র পরাবৃত্ত মধ্যাতং পচাখীকর প্রভং ভূস্পর্শ মুদ্রয়াযুতং।

৬। দিব্যরত্নপদ্মগর্ব সিংহাসনে বজ্রপর্য্যঙ্কে নি- (ষ) ণ্ণং দ্বাত্রিংশ ম।

৭। হা পুরুষলক্ষণাশীত্যনুব্যঞ্জন বিরাজিতং জিচীব।

৮। রপ্রাবৃতং। বিধুতকল্পনাজাল গম্ভীরো-হাত্মকং ধ।

৯। র্ম্ম ধাতু স্বভাবকং তথাগতমাত্মানং বিভাব্য। যথা—

১০। সর্ব্ব তথাগতাস্ত শাহমিত্যু চর্চ্চায় সর্ব্ব।

১১। তথাগতাত্মভাবং। ওঁ ঋষিগণ প্রশস্তি ওঁ সর্ব্ব—

১২। তথাগতোষ্ণী যসিতাতু পত্রে। হুং ভ্রুং স্তেম্ভনেকরী হুং ভ্রং ? বিষ্মা

১৩। সবক্ষণকরী। হুং !!! ক্ষোং। সর্ত্তা দুষ্টানাং স্তম্ভনকরী॥

১৪। ? ভ ? সর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস গ্রহাণাং বিধ্বংশনকরী॥ হুং ভ্রুং হুং।

১৫। ফোঃ চতুরশীতীনাং গ্রহ সহস্রাণা বিধ্বংশনকরী। হুং ভ্রুং হুং ? অ।

১৬। ষ্টাবিংশতীনাং নক্ষত্রাসহ শাণাপ্রীস্ ধাংশনকরী।

১৭। হুং ভ্রুং হুং জ্যাং ? নাং মহাগ্রহাণাং বিধ্বংশনকরী।

১৮। হুং ভ্রুং হুং ? রক্ষ রক্ষ ভিক্ষু বিপুলা করমতেঃ॥

১৯। ভ্রুং ভ্রুং ভ্রুং সালো ২০ ও যে ধর্ম্মা হেতু প্রভবা হেতুস্তেষাস্তথাগ। তোহ্যব-দত্তেষাং চ যো নিরোধ এবম্বাদীম। হা শ্রমণঃ॥

যাত্রী

[শ্রীযুক্ত কিরণবিকাশ মুৎসুদ্দী]

কোন্ সুরেতে বাজা'য়ে বীণা,
কোন্ সুরেতে গাহিয়ে গান,
ভাস্‌ল মম জীবন তরী,
মাথায় নিয়ে ঝড় তুফান!
ওই যে ওই ভীম সাগর,
বক্ষে খেল্‌ছে উচু পাহাড়,
হুহুঙ্কারে দিক্ মাতা'য়ে,
দলবে যেন ত্রিসংসার।
খেল্‌ছে যত অনলকণা
দূরদূরান্তর ভীমাকাশে,
নাচ্‌ছে তত মহাসাগর
গুড়ুম গুড়ুম অট্টহাসে।
তরী আমার যাবে গো আজি
ওই সাগরের পরপার,
হাল্ ধরিয়ে বস্, হে প্রভু
জীবনতরীর কর্ণধার।

ব্রহ্মানন্দ

[শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা]

আমার মুক্তি হউক, আমার মোক্ষ লাভ হউক, মুনোমধ্যে এই প্রকার বাসনা করিলেই যে মুক্তি লাভ হয় তাহা নহে। মোক্ষ লাভার্থ কঠোর সাধনা করিতে হয়। বাসনার ক্ষয় হইয়া মন নির্ম্মল হইলেই শান্তপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনের ক্ষয় হইলে অবিদ্যার জয় হইয়া থাকে। অবিদ্যার ক্ষয় হইলে ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব ও তৎসহকারে প্রবোধ সঞ্চারিত হয়। এক প্রবোধই পরম পদ ও পরমানন্দ লাভের একমাত্র উপায়। এই ব্রহ্মানন্দ লাভ হইলে আর কিছুরই নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে হয় না। সমুদায় বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া আত্মায় বিশ্রাম করিতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। নিখিল বাসনার ক্ষয় হইলেই ব্রহ্মানন্দ আপনি আসিয়া হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করে। কি স্বর্গ, কি চন্দ্রমা, কি প্রিয়তমা পত্নী, কি বসন্তকাল, কি মলয় সমীর, কি নিদাঘের জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, কি প্রভাত কমল, কি শিশুর হাসি, কিছুতেই ব্রহ্মানন্দের মত আনন্দ লাভ সম্ভবপর নহে। ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইলে, বসুন্ধরা গোষ্পদের ন্যায়, মেরু স্থাণুর ন্যায় ও দিক্‌সমূহ ক্ষুদ্র সম্পুটকার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ব্রহ্মানন্দের কোন কালেই ক্ষয় নাই। ব্রহ্মানন্দের উদয় হইলে, রণে, বনে, শত্রু ও জল এবং অগ্নি মধ্যেও, সুখদুঃখ বিহীন হইয়া, পরমানন্দে বিচরণ করিতে পারা যায়।

তরঙ্গিনী

[শ্রীযুক্ত জয়দ্রথ চৌধুরী]

অয়ি ক্ষুদ্র তরঙ্গিনি কে সৃজিল তোরে
মরুময় ধরা'পরে শীতলিতে ধরনীরে
চিন্তানলে ভস্মীভূত সন্তাপিত নরে ?

অয়ি ক্ষুদ্র তরঙ্গিনি কে গিল তোরে—
সুশীতল নীর ল'য়ে ধাইছ উধাও হয়ে
কভু না ফিরিয়া চাও বারেকের তরে ?

অয়ি ক্ষুদ্র তরঙ্গিনি কে সৃজিল তোরে
মন সুখে তুলে তান জুড়াইতে বিশ্বপ্রাণ
পুলকে মিলিতে যাও অনন্ত সাগরে ?

অয়ি ক্ষুদ্র তরঙ্গিনি কে সৃজিল তোরে
কর্ত্তব্য সাধন করে স্বীয় কীর্ত্তিধ্বজা ধ'রে
সার্থক করিলে জন্ম নশ্বর সংসারে ?

অয়ি ক্ষুদ্র তরঙ্গিনি কে সৃজিল মোরে
আমার জীবন নদী বহে যায় নিরবধি
জীবনের কাজ সব রয়ে গেল পড়ে ?

অস্তাচলে যায় দ্রুত জীবন ভাস্কর
ভব-রঙ্গ-মঞ্চ মাঝে অভিনয় নানা সাজে
সকলি বিফল হায় ! কেবা আপনার ?

বিস্মৃতি-জলধিতলে রহিব ডুবিয়া
বিস্মৃতির ধূলিকণা আবরিলে দেহখানা
নীরবে কাঁদিবে প্রাণ মরমে মরিয়া।

অন্ধ

[শ্রীযুক্ত আরাধ্য নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

বাল্যকালে বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলাম যে যাহার দুই চক্ষু নাই তাহাকে অন্ধ কহে কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া দেখি যে কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে, কারণ এখন দেখা যায় যে অনেকেই আমারই মত চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। আজ যে বৃক্ষ নব পত্রে সুশোভিত হইয়া মৃদু মলয়ানিল হিল্লোলে দুলিয়া দুলিয়া বিশ্বস্রষ্টার অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে—কিছুদিন পরে দেখি যে সেই সমস্ত পুত্র শ্যামল বর্ণ ত্যাগ করিয়াছে আর হরিদ্রাভ হইয়া সেই অনিল হিল্লোলের ঘাত প্রতিঘাতে ভূপতিত হইতেছে! প্রতিদিনই দেখিতেছি যে দিবাকর উদিত হইয়া প্রথর হইতে প্রখরতর হইতেছে আবার ক্রমশঃ হীনতেজ হইয়া একেবারে অস্তমিত হইতেছে। চন্দ্রের দশাও ত তাই। পুরাণ বলেন যে লঙ্কাধিপতি রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহার অমিত বাহুবলে ত্রিভুবন বিজয় করিয়াছিলেন কিন্তু আজ তাঁহার সেই স্বর্ণ লঙ্কাপুরী কোথায়? আবার সেই ত্রিভুবন বিজয়ী রাবণকে যিনি সবংশে ধ্বংস করিয়াছিলেন সেই দাশরথের উত্তর কোশল কোথায় গেল? কংসারি শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরীরই বা অস্তিত্ব কোথায়? যে ভগবান বুদ্ধ প্রভৃত অর্থশালী রাজপুত্র হইয়াও যথার্থ ধর্ম্মানুসন্ধান হেতু ভিক্ষা মাত্রে জীবনধারণ করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে অহিংসা পরমধর্ম্ম এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন আজ তাঁহার সেই পরম পবিত্র দেহ কোথায়? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বুঝা যায় যে সবই অনিত্য। মুখে বলিলাম সবই অনিত্য; কিন্তু কাজ যে ঠিক তাহারই বৈপরীত্য দেখা যায়। যদি মুখের কথা হৃদয়ে ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিতাম, তবে এই সংসার-বায়ুস্রোতে সুখ দুঃখের চিত্র দেখিয়া কেন আনন্দে উৎফুল্ল বা শোকে বিহ্বল হইয়া পড়ি? যদি আমার অর্থাদি কেহ জোর করিয়া কাড়িয়া লয় তবে তাহাকে চোর ডাকাত বলিয়া পুলিশের হাতে দিয়া কিসে সে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয় তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। আর আমার এই মলমূত্র শোণিতময় দেহের তৃপ্তি ও পুষ্ট সাধন জন্য নিরীহ জলজ স্থলজ জীবজন্তুর মাংসাদি উদরস্থ করি তাহাতে আমি চোর ডাকাত ও হত্যাকারী হইলাম না? সেই অপরাধে কি আমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার পাত্র নহি? নিশ্চয়ই দণ্ডিত হইতে হইবে। সে রাজদ্বারে উকিল মোক্তার দিতে হয় না। সেখানে মামলা রুজু করিতে হইলে কিছুই ব্যয় নাই। সেখানে সাক্ষীর প্রমাণের উপরে মামলা নিষ্পত্তি নির্ভর করে না। মুখেতে অনেক কথাই বলিলাম কার্য্যে সেরূপ করি না কেন? শিক্ষিত শুকপক্ষী শিক্ষাগুণে রাধাকৃষ্ণ বলে, কখনও গালি বা আবার কখনও অবস্থান সূচক কথা কয়। আমরাও সেইরূপ গুরুদেবকে প্রণাম করিবার সময়ে "বাণ" অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকার চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ" অহ কি ভ্রান্তি! কি মিথ্যা কথা! আমাদের চক্ষু উন্মিলিত না পূর্ণভাবে

মুদিত? অথবা চক্ষু আছে কিনা তাই বা কে জানে। এই সকল ভাবিয়া প্রাণ যে বড়ই কাতর হইয়া পড়ে। কেহ কেহ বলেন জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি। ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি। এই কথাতেই তাঁহাদের মনস্তুষ্টি হয়। ভগবান হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে যাহা করান আমি তাহাই করি তাহাতে আমার পাপ পুণ্য কিছুই নাই। কিন্তু উপরোক্ত শ্লোকের অর্থ কি তাই? হৃষিকেশ শব্দের অর্থ হৃষিকাসাং অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ ঈশ অর্থাৎ প্রভু অর্থাৎ মন। মন যে ইন্দ্রিয় গণের প্রভু তাহা স্বীকার করিলাম কিন্তু আমরা কাজে যে মনকে ইন্দ্রিয়ের দাস স্বরূপ করিয়াছি। যেমন একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির অনেক সেবক থাকে। কেহ তৈল মর্দ্দন করে। কেহ গা টিপিয়া দেয় ইত্যাদি। সকলগুলিই সেই ধনবানের চাকর বটে কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজনও যদিঅনুপস্থিত হয় তবে সেই ধন কুবেরের বড়ই কষ্ট হয়। তবে বুঝা যায় যে কার্য্যতঃ চাকরই মনিবের প্রভু স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। আমরাও সেইরূপ মনকে ইন্দ্রিয় দাস স্বরূপ করিয়াছি। তবে ঐকথা বলা আর আমাদের শোভা পায় কি?

এই সকল ভাবিয়াই ত মন বড়ই কাতর হইয়া উঠে, তাই করযোড়ে ভিক্ষা করি যে কে আছ এই অন্ধকে পথ দেখাইয়া দাও! যাহার চক্ষু আছে সে ত আপনিই ঠিক পথে চলিবে। সেই অধমাধম অন্ধকে কি আপনারা কৃপা করিবেন না? এ অধম ডুবিলে যে আপনার অধমতারণ নামে কলঙ্ক হইবে। তাই বলি দীনে কৃপা করুন।

প্রতীত্য সমুৎপাদ

বা

জন্ম মৃত্যুরূপ ভবচক্র রহস্য

[রাজগুরু শ্রীমৎ ভগবানচন্দ্র মহাস্থবির]

কর্ম্মদ্বার ও কায় বিজ্ঞপ্তি

তিন প্রকার কর্ম্মও তিন প্রকার কর্ম্মদ্বার মধ্যে কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ কর্ম্মদ্বার বর্ণনা করা যাইতেছে। কর্ম্ম দ্বার কি? যে দ্বারে কর্ম্ম সমুদ্ভূত তাহাই কর্ম্মদ্বার। যেমন কায় কর্ম্মদ্বার, বাচীকর্ম্মদ্বার ও মনকর্ম্মদ্বার এই ত্রিবিধ কর্ম্মদ্বার। কায় বলিলে।—চতুর্ব্বিধ কায়কে বুঝায়। যথা।—উপরিন্নক, আহার সমুত্থানীয়, ঋতু সমুত্থানীয় ও চিত্ত সমুত্থানীয় এই চারি প্রকার কায়। ইহার মধ্যে চক্ষায়তনাদি জীবিতেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত আট প্রকার কর্ম্ম সমুত্থানীয় রূপ অর্থাৎ চক্ষুরায়তন, শ্রোত্রায়তন, ঘ্রাণায়তন, জিহ্বায়তন ও কায়ায়তন এবং ভাবি, হৃদয় বস্তু ও জীবিতেন্দ্রিয় এই আট প্রকার কর্ম্ম সমুত্থানীয় রূপ এবং চারি প্রকার মহাভূত তদাশ্রিত বর্ণ, গন্ধ, রস ও ওজঃ এই আট প্রকার, ইহারা উপদিন্ন (এই ৮ প্রকার রূপ অনুপদিন্নও হয়) কায় নামে কথিত।

পূর্ব্বোক্ত সেই মহাভূতাদি আট প্রকার আহারজ রূপ আহারজ কায় নামে কথিত হয়। সেই আট প্রকার ঋতু সমুত্থানীয় রূপ ঋতুজ কায় নামে অভিহিত। উপরোক্ত সেই আট প্রকার চিত্ত সমুত্থানীয় রূপ চিত্তজ কায় নামে কীর্ত্তিত হয়। এই সমুদয় কায় কায় দ্বার নহে। কিন্তু চিত্ত সমুত্থানীয় সেই আট প্রকার রূপের এক প্রকার বিজ্ঞপ্তি বিদ্যমান আছে, তাহাই কায় কর্ম্ম দ্বার নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। সেই কায় বিজ্ঞপ্তি কি?, যে কুশল চিত্তের বা অকুশল চিত্তের অথবা অব্যাকৃত চিত্তের অভিক্রমণের বা প্রতিক্রমণের, আলোকনের বা বিলোকনের, সঙ্কোচণের বা প্রসারণের এবং কায়ের স্তম্ভন, সংস্তম্ভন ও সংস্তম্ভিতত্ব, বিজ্ঞাপ্তি বিজ্ঞাপন বা বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকে, এইরূপই কায় বিজ্ঞপ্তি নামে অভিহিত।

অভিক্রমণ করিব বা প্রতিক্রমণ করিব এই উৎপন্ন মান চিত্ত রূপ সমুত্থাপিত করিয়া থাকে। সেই যে পৃথিবী ধাতু, অপ ধাতু, তেজ ধাতু ও বায়ু ধাতু এবং তদাশ্রিত বর্ণ, গন্ধ, রস ও ওজঃ এই আট প্রকার রূপ কলাপের অভ্যন্তরে চিত্ত সমুত্থানীয় বায়ু ধাতু যে তাহার সহজাত রূপ কায়কে সংস্তম্ভন সঞ্চারণ, পরিচালন অভিক্রমণ ও প্রতিক্রমন করে।

এস্থলে সেই একাবর্জ্জনীথিতে সপ্ত জবন চিত্তের মধ্যে প্রথম জবন চিত্ত সমুত্থিত বায়ু ধাতু স্বীয় সহজাত রূপ কায় সংস্তম্ভিত ও সঞ্চারণ করিতে সমর্থ হয়। অপরাপর পরিচালনে সমর্থ হয় না। দ্বিতীয়াদি চিত্ত সমুত্থিত বায়ুধাতুও সেইরূপ। সপ্তম জবন চিত্ত সমুত্থিত বায়ু ধাতু কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব ষষ্ঠ জবন চিত্ত সমুত্থিত বায়ু ধাতুর উপস্তম্ভন প্রত্যয়তা বা সহায়তা লাভ করিয়া স্বীয় সহজাত রূপ কায়কে সংস্তম্ভনে, সঞ্চারণে, পরিচালনে, অভিক্রমণ করিতে, প্রতিক্রমণ করিতে অবলোকনে, বিলোকনে, সঙ্কোচনে ও প্রসারণে সমর্থ হয়। তদ্বারাই গমন আগমন ও গমনাগমন,সম্পাপিত হয়। তখনই এক যোজন বা দশ যোজন পর্য্যন্ত পথ গমনে সমর্থ হয়।

যেমন—সপ্তযুগ গোধন পরিচালিত শকটে প্রথম যুগে শকটের চক্র পরিবর্ত্তনে সমর্থ হয় না দ্বিতীয়াদিও সেইরূপ। যখন সর্ব্বশেষে সপ্তম যুগ যোজনা করা হয় তখন অপরাপর সমুদয়ের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া সুচতুর সারথীর পরিচালনে শকট ধুরে সঞ্চারিত, চক্র পরিবর্ত্তিত ও পরিচালিত হইয়া দশ যোজন বা বিংশতি যোজন পথ গমন করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপই বুঝিতে হইবে।

এস্থলে যে চিত্ত সমুত্থানীয় কায়, তাহা বিজ্ঞপ্তি নহে, চিত্ত সমুত্থানীয় বায়ু ধাতুর সহজাত রূপ কায়-সংস্তম্ভনে, সঞ্চারণে, পরিচালনে, প্রত্যয় হইবার সমর্থ বা উপযুক্ত এক আকার বিকার আছে, তাহাই বিজ্ঞপ্তি নামে কথিত। তাহা পূর্ব্বোক্ত আট প্রকার চিত্ত সমুত্থানীয় রূপের ন্যায় নহে, কিন্তু চিত্ত সমুত্থানীয় রূপের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হইয়া সেইরূপের বিজ্ঞপ্তি করে বলিয়াই বিজ্ঞপ্তি, চিত্ত সমুত্থানীয় রূপ বলিয়া কথিত। যেমন অনিত্যাদিভেদযুক্ত ধর্ম্ম সমূহের জড়া মরণবৎ

জড়া মরণ হে ভিক্ষুগণ! অনিত্য সংস্কৃত। ইত্যাদি রূপে বুঝিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন করে বলিয়াই ইহাকে বিজ্ঞপ্তি বলা হইয়াছে। কি বিজ্ঞাপন করে? কায়িক করণই বিজ্ঞাপিত করে। যেমন চক্ষু পথে স্থিত বা চক্ষুর গোচরীভূত হস্ত বা পদ উৎক্ষেপন মস্তক বা ভ্রু চালন ইত্যাদি হস্তাদির আকার চক্ষু বিজ্ঞেয় কিন্তু বিজ্ঞপ্তি চক্ষু বিজ্ঞেয় নহে, তাহা মন বিজ্ঞেয়। চক্ষু দ্বারা হস্ত বিকারাদি স্পন্দমান বর্ণারম্মন মাত্র দৃষ্ট হয় কিন্তু বিজ্ঞপ্তি মন দ্বারীক চিত্তে চিন্তা করিয়া ইহা, উহা, ইহা করিতেছে, উহা করিতেছে জানিতে পারে। যেমন—তাল পত্রাদির সংজ্ঞা দেখিয়া নিদাঘ সময় অরণ্যে নিকটে জল আছে বলিয়া জ্ঞাত হয়। বৃক্ষাগ্র পরিচালিতে বায়ু বহিতেছে বলিয়া জানে। বুদ বুদ উত্থিত হইলে জলে মৎস্য চলিতেছে বলিয়া জানিতে পারে। মহা জলস্রোতে বিক্ষিপ্ত তৃণ পত্রাদি দেখিয়া নদীতে কতদূর জল পরিপূর্ণ হইয়া প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা অনায়াসে জানিতে পারা যায় ইত্যাদি। এই সকল চক্ষুতে না দেখিয়াও যেমন—মন দ্বারিক চিত্তে জানিতে পারা যায় সেইরূপ বিজ্ঞপ্তি চক্ষু বিজ্ঞেয় নহে, মনেরই বিজ্ঞেয়। কেবল বিজ্ঞাপন হইতে বিজ্ঞপ্তি তাহা নহে, বিজ্ঞেয় হইতেও বিজ্ঞপ্তি নাম হইয়া থাকে। ইহা অপরাপর সমুদয় তীর্য্যকজাতিতেও প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন—সমবেত কুক্কুর, শৃগাল, কাক, গবাদিকে দণ্ড ও ঢিল প্রহার করিবার উদ্দেশ্যে তৎ আকার দেখিয়া দণ্ড বা ঢিল প্রহার করিবে ভাবিয়া পলায়ন করিয়া থাকে।

প্রকার কুটাদি অন্তরায় থাকিলে অপ্রকাশ্যও হয় বটে কিন্তু তাহা অন্তর্হিত হইলে সম্মুখীভূতে তাহা প্রকট হইয়া বিজ্ঞপ্তি হইয়া থাকে। যদি বলা যায় চিত্ত সমুত্থানীক কায় চলিতে সেই সমুত্থানীক বিজ্ঞপ্তি চলে কি? হাঁ চলে, কিন্তু তদ্‌গতিক ও তদনুবর্ত্তী হয়। যেমন—জল স্রোত প্রবাহিত হইলে জলস্রোত নিপতিত শুষ্ক কাষ্ঠ দণ্ড, তৃণ, পত্রাদিও জলের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে, জলস্রোত স্থিতে তাহাও স্থিত হয়, গমনে গমন করে, সেইরূপ বুঝিতে হইবে। এইরূপ চিত্ত সমুত্থানীয় রূপে বিজ্ঞপ্তিই কায় কর্ম্ম দ্বার বলিয়া জানিবে। সেই দ্বারে যে সিদ্ধ চেতনা, যদ্দ্বারা প্রাণ হনন করে, অদিন্ন গ্রহণ করে, মিথ্যাচরণ করে, এবং প্রাণ বধাদি হইতে বিরত হয় তাহাই কায় কর্ম্ম নামে কথিত হয়।

এস্থলে যেমন নগর দ্বার কৃত স্থানেই স্থিত হইয়া থাকে, অঙ্গুলি প্রমাণ স্থানও অতিক্রম করে না সেই সেই দ্বারে বহুব্যক্তি গমন করে, সেইরূপ দ্বার যথা স্থানেই অবস্থিত থাকে কিন্তু কর্ম্ম সেই সেই দ্বারে উৎপন্ন হইয়া বিচরণ করে। তজ্জন্য পুরাতন মূলগ্রন্থে বলা হইয়াছে—

দ্বারে চরন্তি কম্মনি, ন দ্বারা দ্বার চারিনো।
তস্মাদ্বারেহিকম্মানি, অঞ্ঞমঞ্ঞং ববত্থিতাতি॥

কর্ম্ম দ্বারা দ্বারের নাম হইয়া থাকে, আবার দ্বারের দ্বারাও কর্ম্মের নাম হয়। যেমন—বিজ্ঞানের উৎপন্ন স্থলগুলি বিজ্ঞানাদি দ্বার, স্পর্শের স্থান স্পর্শ দ্বারা অগম্বর দ্বার,

সম্বর দ্বার প্রভৃতি নাম লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ কায় কর্ম্মের উৎপন্ন স্থান কায় কর্ম্ম দ্বার বলিয়া নামে লাভ করিয়া থাকে। বাচী ও মন দ্বারও সেইরূপ। যেমন—বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সেই বৃক্ষের নামেই শিম্বলী দেবতা, পলাশ দেবতা, নিম্ব বা পুচিমন্দ দেবতা, কন্দনদেবতা প্রভৃতি নাম লাভ করে, সেইরূপ কায় দ্বারে কৃতকর্ম্ম ও কায় কর্ম্ম বলিয়া দ্বারে নাম লাভ করে। বাচী কর্ম্ম ও মন কর্ম্মও সেইরূপ। কিন্তু অন্য কায় ও অন্য কর্ম্ম, কায় দ্বারা কৃত বলিয়া কায় কর্ম্ম বলা হইয়াছে। অর্থকথোচার্য্যগণ বলিয়াছেন—

কায়েন চে কতং কম্মং, কায় কম্মন্তি বুচ্চতি।
কায়ো চ কায় কম্মঞ্চ, অঞ্ঞমঞ্ঞং ববত্থিতা॥
সুচিয়া চে কতং কম্মং সুচিকম্মন্তি বুচ্চতি।
সুচিচ সুচিকম্মঞ্চ, অঞ্ঞমঞ্ঞং ববত্থিতা॥

* * * *

এবমেব কায়েনচে কতং কম্মং কায়কম্মন্তি বুচ্চতি।
কায়ো চ কায়কম্মঞ্চ, অঞ্ঞমঞ্ঞ ববত্থিতাতি॥

দ্বারে চরন্তি কম্মানি—বলিলে দ্বার ব্যবস্থান বা কর্ম্ম ব্যবস্থান যোজনা হয় না। কারণ, দ্বারে চরন্তি কম্মাণি এই বহুবচন দ্বারা কায় বিজ্ঞাপ্তির সহিত বাচী কর্ম্মও প্রবর্ত্তিত হইতেছে, এবং কায় কর্ম্মও বাচী বিজ্ঞপ্তির সহিত প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তজ্জন্য কায় কর্ম্ম দ্বার ব্যবস্থান বা কায় কর্ম্ম ব্যবস্থান যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। না, যুক্ত হইতেছে না নহে হইতেছে। কারণ ভূয়ীবৃত্তি অন্য বা-তৎবহু বৃত্তি অন্য। কায় কর্ম্মই কায় বিজ্ঞপ্তিতে ভূয়ী ভূয়ী প্রবর্ত্ত হয়, বাচী বিজ্ঞপ্তি সেরূপ হয় না। তজ্জন্য কায় কর্ম্মই সিদ্ধ। যেমন ব্রাহ্মণ গ্রাম, আম্রবন, নাগবনাদির ন্যায় দ্বার ব্যবস্থান যুক্ত হয়। কায় কর্ম্ম কায় দ্বারেই বহুল প্রবর্ত্তিত হয়, বাচী দ্বারে সেইরূপ হয় না এজন্য কায় কর্ম্মভাব সিদ্ধ জানিতে হইবে। শূদ্রকুমারিকাদি, গোচারণ, বনচরাদিভাবের ন্যায় কর্ম্ম ব্যবস্থান ভাবও যুক্ত হইতেছে। কায় কর্ম্ম দ্বার কথা সমাপ্ত।

বাচী কর্ম্ম দ্বার ও বাচী বিজ্ঞপ্তি—

বাচী কর্ম্ম দ্বার কথায়—চেতনা, বিরতি, শব্দ এই ত্রিবিধ বাক্য নামে কথিত। তন্মধ্যে—হে ভিক্ষুগণ! চতুরঙ্গ সমন্নগত বাক্য সুভাষিত, দুর্ভাষিত হয় না। যেমন—অনবদ্যা, অননুবদ্যা ইত্যাদি বাক্য চেতন বাক্য নামে কথিত হয়। চারি প্রকার বাচী দুশ্চরিত্র, আরতি বিরতি ইত্যাদি বাক্য সম্যক বাক্য ইহাই বিরতি বাক্য নামে অভিহিত। বাক্যগির, ব্যাপথ, উদ্দীরণ, ঘোষোঘোষ ইত্যাদি বাক্য, বাক্য ভেদ বলিয়া শব্দ বাক্য নামে কথিত হয়। সেই ত্রিবিধ বাক্যের মধ্যে চেতনা বাক্য বা বিরতি বাক্য বাচী দ্বার নহে, কিন্তু যে সহশব্দে এক বিজ্ঞপ্তি বিদ্যমান আছে তাহাই বাচী কর্ম্ম দ্বার নামে অভিহিত।

সেই বাচী বিজ্ঞপ্তি রূপ কি? যে কুশল চিত্তের বা অকুশল চিত্তের অথবা অব্যাকৃত চিত্তের বাক্য গিরাদি বাক্য ভেদকেই বাক্য বলা হয়, সেই বাক্য যে বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপিত করে তাহাকেই (সেই রূপকেই) বাচী বিজ্ঞপ্তি নামে কথিত হয়। ইহা বলিব, উহা বলিব ইত্যাদি বিতর্ক বা বিকল্প হইতে বিতর্ক বিস্তার শব্দ উৎপন্ন হয়, ইহা শ্রোত্র বিজ্ঞেয় নহে, মন বিজ্ঞেয় বলিয়া

মহা অর্থ কথায় আগত। আগম অর্থ কথায় বিতর্ক বিস্তার শব্দ. বিতর্ক বিস্তার বশতঃ উৎপন্ন বিলাপকারীর স্বপ্ন প্রমত্তাদির শব্দ শুনিয়া বিতর্ক বা বিকল্পনা হইতে সেই শব্দ উৎপন্ন হয় বলিয়া বলা হইয়াছে। তদনুরূপে এইরূপ তাহার মন, ওরূপ তাহার মন, ইত্যাদি বুঝিতে পারা যায়। পট্ঠানেও চিত্ত সমুত্থানীয় শব্দায়তন শ্রোত্র বিজ্ঞানের আরম্মণ প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যয় কথিত। তজ্জন্য বিনা বিজ্ঞপ্তি সংঘট্টনে উৎপদ্য মান অশ্রোত্র বিজ্ঞেয় বিতর্ক বিস্তার শব্দ নাই। ইহা বলিব,উহা বলিব বিকল্প মান বা উৎপন্ন মান চিত্ত পৃথিবী ধাতু, আপ ধাতু, তেজ ধাতু ও বায়ু ধাতু এবং বর্ণ, গন্ধ, রস ও ওজঃ এই আট প্রকার রূপ সমুত্থাপিত করে। সেই আট রূপের মধ্যে চিত্ত সমুত্থানীয় পৃথিবী ধাতু, উপাদিন্নক কায় সংঘট্টন বা সংঘর্ষমান রূপে উৎপন্ন হয়। সেই ধাতু সংঘর্ষনের বা সংঘট্টনের ঘাত প্রতিঘাতে সহ শব্দ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ধাতু সংঘর্ষনের সঙ্গে সঙ্গেই শব্দ উৎপন্ন হয়। এই কম্পন বা শব্দ চিত্তজ বায়ু ধাতুর পরিচালনে পেশি বাহির হইয়া উরঃ, কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ ও নাসিকাদি স্থানে উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার অব্যক্ত ও ব্যক্ত ঘট, পট, ক, খ, গ, ইত্যাদি শব্দ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা চিত্ত সমুত্থানীয় শব্দ নামে কথিত! ইহা বাচী বিজ্ঞপ্তি নহে। কিন্তু চিত্ত সমুত্থানীয় পৃথিবী ধাতু ও উপাদিন্নক সংঘট্টনের বা সংঘর্ষনের প্রত্যয়োপযুক্ত এক আকার বিকার বিদ্যমান আছে, তাহাই বাচী বিজ্ঞপ্তি নামে কথিত। এই বাচী বিজ্ঞপ্তি আট প্রকার অভিনির্ভোগ রূপের ন্যায় নহে, কিন্তু বিজ্ঞপ্তি উৎপন্ন হইয়াই এই সকলের প্রত্যয়োপকারক হইয়া থাকে ইত্যাদি পূর্ব্ব কায় বিজ্ঞপ্তিবৎ অন্যান্য উপমাদি দ্বারা বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। এস্থলেও তিস্স, দত্ত ও মিত্ত ইত্যাদি আহ্বানীকে শব্দ শুনিয়া বিজ্ঞপ্তি, মন দ্বারিক চিত্তে চিন্তা করিয়া ইহা, উহা, ইনি ইহা করিতেছে, উহা করিতেছে বুঝিতে পারে। কায় বিজ্ঞপ্তির ন্যায় ইহা তীর্য্যকগণও বুঝিয়া থাকে। এস, যাও শব্দ শুনিয়া তীর্য্যকগণ সেই শব্দাদির বিজ্ঞপ্তি অনুরূপে ইহা করিতেছে, উহা করিতেছে বুঝিতে পারে। এস, যাও শব্দ শুনিয়া তীর্য্যকগণ সেই শব্দাদির বিজ্ঞপ্তি অনুরূপ আগমন ও গমন করিয়া থাকে। সেই সমুত্থানীক কায়চলন,পূর্ব্ব চিত্ত সমুত্থানীয় রূপের উপস্তম্ভন কার্য্য ইহার নাই। সেইরূপ বাচী দ্বারে যে সিদ্ধ চেতনা, যদ্দ্বারা মিথ্যা বলে, পৈশুন্য কথা বলে, করুষ ভাষা বলে, সম্প্রলাপ করে. এবং মিথ্যা কথাদি বিরমিত হয় তাহাই বাচী কর্ম্ম নামে কথিত হয়। ইহার পর আর যাহা জ্ঞাতব্য তাহা কর্ম্ম ব্যবস্থান ও দ্বার ব্যবস্থানে অবগত হইতে পারা যাইবে।

বাচী কর্ম্ম দ্বার কথা সমাপ্ত।

মন কর্ম্ম দ্বার।

মন কর্ম্ম দ্বার কথায় কামাবচরাদি চতুর্ভূমিক মনই মন নামে কথিত। তন্মধ্যে কামাবচর চিত্তচুয়ান্ন, রূপাবচর পনর, অরূপাবচর দ্বাদশ প্রকার, লোকুত্তর ৮ প্রকার। সর্ব্বশুদ্ধ একুন নবতী চিত্ত। এই সমুদয়

মন মন দ্বার নহে এবং ঐ সমুদয় চেতনাও মন দ্বার নহে। অবশেষে পঞ্চ বিজ্ঞান সম্প্রযুক্ত চেতনা ও কর্ম্ম বলিয়া মহাপ্রকরণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,ওই সকল মন মনদ্বার নহে। এইজন্য ইহাকে মনদ্বার বলা হয় নাই। এস্থলে কথিত কর্ম্ম কি সম্পাদন করে? আয়ু বর্দ্ধন বা কর্ম্ম সঞ্চয় করে, অভি সংস্করণ করে, পিণ্ড করে,চৈতন্য করে, কল্পনা ও প্রকল্পনা করে। এইরূপ হইলে পঞ্চ বিজ্ঞান চেতনা কি কর্ম্ম সঞ্চয়াদি করে? হাঁ সহজাত ধর্ম্মে সহজাত সম্প্রযুক্ত স্কন্ধে আয়ু বর্দ্ধন বা কর্ম্ম সঞ্চয় করে, অভিসংস্করণ করে, পিণ্ড করে, চৈতন্য করে কল্পনা করে ও প্রকল্পনা করে। তাহা হইলে উপরোক্ত ঐ সকল পর্য্যায়ের দরকার কি? সর্ব্ব সংগ্রহরূপে তাহা উক্ত হইয়াছে।

এস্থলে নিশ্চিতরূপে যে ত্রিভূমিক কুশলাকুশল একুন ত্রিংশ মনই মন কর্ম্ম দ্বার নামে কথিত। সেই মন দ্বারে যে সিদ্ধ চেতনা যদ্দ্বারা অভিধ্যা বা লোভ, ব্যাপাদ বা হিংসা ও মিথ্যা দর্শনাদি গ্রহণ করে, এবং অনভিধ্যা অব্যাপাদ, ও সম্যক দর্শন গ্রহণ করে। তাহাই মন কর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। ইহার পর যাহা জ্ঞাতব্য তাহা কর্ম্ম ব্যবস্থান ও দ্বার ব্যবস্থানে নিম্নোক্ত নিয়মে বুঝিতে হইবে।

মন কর্ম্মদ্বার কথা সমাপ্ত।

কর্ম্ম ও কর্ম্মদ্বার মধ্যে কর্ম্মদ্বার প্রদর্শিত হইল এইক্ষণ কর্ম্ম কি তাহা বলা যাইতেছে। তিন প্রকার কর্ম্ম, কায় কর্ম্ম, বাচী কর্ম্ম ও মনকর্ম্ম। সেই কর্ম্ম কাহাকে বলে? কেহ কেহ বলেন চেতনাই কর্ম্ম, আর কেহ বলেন চেতনা সম্প্রযুক্ত ধর্ম্মই কর্ম্ম। তন্মধ্যে চেতনাই কর্ম্ম প্রদর্শন করিবার জন্য এই সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে "চেতনাহং ভিক্খবে কম্মং বদামি, চেতয়িত্বা কম্মং করোতি কায়েন বাচায় মনসা" ভগবান তথাগত বলিয়াছিলেন, হে ভিক্ষুগণ! চেতনাকেই আমি কর্ম্ম বলিতেছি, কারণ এই চেতনাই মনকে বিষয়ে নিয়োজিত করিয়া কায়, বাক্য ও মন দ্বারা কর্ম্ম করিয়া থাকে।

হে আনন্দ! কায় সঞ্চেতনা হেতু কায়েই অধ্যাত্ম সুখ ও দুঃখ উৎপন্ন হয়। হে আনন্দ! বাক্য সঞ্চেতনা হেতু বাক্যেই অধ্যাত্ম সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয়। হে আনন্দ! মন সঞ্চেতনা হেতু মনেই অধ্যাত্ম সুখ ও দুঃখ উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ? ত্রিবিধ কায় সঞ্চেতনা অকুশল কায় কর্ম্ম দুঃখে ন্দ্রিয় দুঃখ বিপাক। হে ভিক্ষুগণ! চতুর্ব্বিধ বাচী সঞ্চেতনা অকুশল বাচী কর্ম্ম দুঃখেন্দ্রিয় দুঃখবিপাক। হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধ মন সঞ্চেতনা অকুশল মন কর্ম্ম দুঃখেন্দ্রিয় দুঃখ বিপাক। হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধকায় সঞ্চেতনা কুশল কায় কর্ম্ম সুখেন্দ্রিয় সুখ বিপাক। হে ভিক্ষুগণ! চতুর্ব্বিধ বাচী সঞ্চেতনা কুশল বাচী কর্ম্ম সুখেন্দ্রিয় সুখ বিপাক। হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধ মন সঞ্চেতনা কুশল মন কর্ম্ম সুখেন্দ্রিয় সুখ বিপাক।

সঞ্চেতনীয় কর্ম্ম করিয়া কায়, বাক্য ও মন দ্বারা সুখ বেদনীয় সুখ সে অনুভব করে। সঞ্চেতনীয় কর্ম্ম করিয়া কায়, বাক্য ও মন দ্বারা দুঃখ বেদনীয় দুঃখ সে অনুভব করে। অদুঃখ অসুখ বেদনীয় কর্ম্ম করিয়া অদুঃখ অসুখ সে অনুভব করে। ইত্যাদি উপরোক্ত সমুদয় কর্ম্ম ভব সূত্রেই কথিত হইল।

এইরূপ চেতনা সম্প্রযুক্ত ধর্ম্ম বলা যাইতেছে। চেতনা সম্প্রযুক্ত ধর্ম্মগুলি কর্ম্মভাবে বা কর্ম্ম চতুষ্কে প্রকাশিত বা উল্লিখিত হয় নাই। যথা—হে ভিক্ষুগণ! চারি প্রকার কর্ম্ম, যাহা আমি স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া প্রবোদিত হইয়াছি। চারি প্রকার কর্ম্ম কি কি? হে ভিক্ষুগণ! কৃষ্ণ কৃষ্ণ বিপাক (অজ্ঞান বিজড়িত কর্ম্ম ও সেইরূপ তৎ বিপাক), কর্ম্ম শুক্ল ও শুক্ল বিপাক (বিশুদ্ধ), কর্ম্ম কৃষ্ণ শুক্ল ও কৃষ্ণ শুক্ল বিপাক (জ্ঞান ও অজ্ঞান মিশ্র, কর্ম্ম অকৃষ্ণ অশুক্ল (অর্থাৎ কৃষ্ণ নহে শুক্ল নহে) ও অকৃষ্ণ অশুক্ল বিপাক। এই চারি প্রকার কর্ম্মের মধ্যে অকৃষ্ণ অশুক্ল কর্ম্মই কর্ম্মক্ষয়ে প্রবর্ত্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ! কিরূপ কর্ম্ম অকৃষ্ণ অশুক্ল অকৃষ্ণ অশুক্ল বিপাক কর্ম্ম, কর্ম্মক্ষয় সংবর্ত্তিত হয়? যে তাহা সপ্ত বোধ্যঙ্গ। যথা—স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্ম্ম বিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ প্রস্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। হে ভিক্ষুগণ ইহাকে কর্ম্ম অকৃষ্ণ অশুক্ল ও অকৃষ্ণ অশুক্ল বিপাক কর্ম্ম বলে ইহা কর্ম্মক্ষয়ে সংবর্ত্তিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ কিরূপ কর্ম্ম অকৃষ্ণ অশুক্ল ও অকৃষ্ণ অশুক্ল বিপাক কর্ম্ম, কর্ম্মক্ষয়ে সংবর্ত্তিত হয়? তাহা অষ্ট আর্য্যিক মার্গ। যথা—সম্যক্‌দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক কর্ম্মন্ত, সম্যক আজীব, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। হে ভিক্ষুগণ! ইহাই অকৃষ্ণ অশুক্ল কর্ম্ম ও অকৃষ্ণ অশুক্ল বিপাক কর্ম্ম, কর্ম্মক্ষয়ে সংবর্ত্তিত হয়। উপরোক্ত বর্ত্তিত ত্রিবিশুদ্ধ কর্ম্ম, বিশুদ্ধ কর্ম্ম, বিশুদ্ধাবিশুদ্ধ মিশ্রিত কর্ম্ম ও অবিশুদ্ধও নহে বিশুদ্ধ নহে এই চারি প্রকার কর্ম্মের মধ্যে—কর্ম্ম বিশুদ্ধ, অবিশুদ্ধ বা মিশ্র যে কোন কর্ম্মই হউক না কেন তাহার ফলে জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মরণ ভোগ করিতেই হইবে, কিন্তু অকৃষ্ণ অশুক্ল কর্ম্মে জন্ম নাই, জরা নাই, ব্যাধি নাই ও মরণ নাই এবং সমুদয় ভব যন্ত্রণা ইহাতে সংস্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া অকৃষ্ণ অশুক্ল কর্ম্ম বা কর্ম্ম ক্ষয়ও নহে, শুক্লও নহে বলা হইয়াছে। ইহা কর্ম্মক্ষয়ে প্রবর্ত্তিত হয় মাত্র। কর্ম্মক্ষয়ে প্রবর্ত্তিত বোধ্যঙ্গ সাত এবং মার্গাঙ্গ আট এই পনর প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম চতুষ্কে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পনর প্রকা ধর্ম্ম এবং অভিধ্যা, ব্যাপাদ, মিথ্যাদৃষ্টি অনাভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক দৃষ্টির সহিত একুশ প্রকার ধর্ম্মই চেতনা সম্প্রযুক্ত ধর্ম্ম নামে কথিত হয়।

লোকোত্তর মার্গও কায় কর্ম্মাদিত্রয় কর্ম্মে বিভক্ত হইয়া থাকে, যেমন কায় দুশ্চিল্য ধ্যাচার সম্বরণ, সম্বর কায়, বাক্যে দুশ্চিল্য ধ্যাচার সম্বরণ, সম্বর বাচসিক বলিয়া জানিবে। সম্যক কর্ম্মান্ত কায় কর্ম্ম, সম্যক বাক্য বাচী কর্ম্ম, এই দুইয়ের সঙ্গে সম্যক আজীব প্রক্ষিপ্তরূপে গৃহিত হইয়াছে। মনের দ্বারা দুশ্চিল্যধ্যাচার সম্বরণ, সম্বর মানসিক জানিবে তাহা দৃষ্টি সঙ্কল্প ব্যায়াম, স্মৃতি, ও সমাধি এই পঞ্চবিধ ইহাই মন কর্ম্ম নামে কথিত। এইরূপ লোকুত্তর মার্গও কায় বাচী ও মন ত্রিবিধ কর্ম্মে বিভক্ত হয়।

(ক্রমশঃ)

বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার লক্ষ্ণৌ শাখার বার্ষিক উৎসব

বিগত ৯ই মার্চ্চ ২৬শে ফাল্গুন মঙ্গলবার অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় এই শাখা সমিতির এক মাসিক অধিবেশন হয়।

পরম পূজ্যপাদ ধর্ম্মাঙ্কুর সভার স্থায়ী সভাপতি কর্ম্মবীর শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় দুরন্ত ক্ষয়রোগে সাংঘাতিক ভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। প্রায় ৫ মাস কাল রাঁচি সহরে অবস্থান পূর্ব্বক তথাকার এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও সিবিল সার্জ্জন মহাশয়ের চিকিৎসা গুণে সেই দুরন্ত রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন। ইহা আমাদের পরম আনন্দ সংবাদ সন্দেহ নাই। আমরা মনে করিয়াছিলাম মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কিছুকাল বিশ্রাম ভোগ করিবেন। কিন্তু তিনি কর্ম্মবীর, কর্ম্ম ভিন্ন তাঁহার সোয়াস্তি নাই। তাই মৃত্যু কবল হইতে ফিরিয়া আসিতে না আসিতেই তিনি আবার কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিলেন। ত্রিরত্নের ঐকান্তিক সেবক মহাস্থবির মহোদয় ত্রিরত্নের সেবা পূজা না করিয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না; তাই ভগবানের প্রধান লীলাস্থল গয়া, বারাণসী, কাশীনগর প্রভৃতি তীর্থ স্থানে গিয়া ত্রিরত্নের পূজা করিয়া তিনি লক্ষ্ণৌ নগরে গিয়া কর্ম্ম আরম্ভ করেন। চট্টগ্রামের ভিক্ষু প্রধান শ্রীমৎ বংশদীপ ও শ্রীমৎ জ্ঞানীশ্বর এইবার মহাস্থবিরের তীর্থবন্দনার সহায় হইয়াছিলেন। তীর্থ বন্দনা শেষ করিয়া মহাস্থবির মহোদয় উক্ত ভিক্ষু মহোদয়দ্বয়কে সঙ্গে লইয়া লক্ষ্ণৌ বোধিসত্ত্ব বিহারে উপস্থিত হন। তাঁহাদিগকে পাইয়া লক্ষ্ণৌপ্রবাসী বৌদ্ধ ও হিন্দু নায়কগণ বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং সমিতির মাসিক অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিলেন।

চট্টগ্রাম জেলার অন্তঃপাতী পটিয়া থানার অন্তর্গত বেলথাইন গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যামিনী রঞ্জন বড়ুয়া মহাশয়ের বাসাবাড়ীতে এই সভার অধিবেশন হয়। যামিনী বাবু শ্রীমৎ বংশদীপ ভিক্ষু মহোদয়কে সভাপতির পদে বরণ করিবার প্রস্তাব করিলে পাহাড়তলী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন চৌধুরী ও শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন।

প্যারী বাবু একতা সম্বন্ধে হৃদ্যগ্রাহী বক্তৃতা করেন। তাহা খুব হৃদয়গ্রাহী ও উপদেশপূর্ণ ছিল। সমাজের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল যে একতা এই কথা তিনি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

সঙ্ঘের প্রতি শ্রীমৎ বোধানন্দের শিষ্টিলতার বিষয় উল্লেখ করিয়া যামিনী বাবু বড় দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন "বোধানন্দ ভিক্ষু সুশিক্ষিত ও নানাগুণ বিভূষিত। তাদৃশ উপযুক্ত ব্যক্তি চেষ্টা করিলে লক্ষ্ণৌ মহানগরে বুদ্ধ শাসনের উন্নতিকল্পে অনেক কাজ করিয়া যাইতে পারেন। ভারতে লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের জন্য উৎসাহের সহিত চেষ্টা করিতে তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করি।"

শ্রীমৎ বোধানন্দ ভিক্ষু মহোদয় যামিনী বাবুর প্রশ্নের উত্তরে সদ্ধর্মের প্রতি তাঁহার শিথিলতার কারণ এবং ভারতে বৌদ্ধধর্মের উন্নতি অবনতি সম্বন্ধে জলদগম্ভীর স্বরে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। কি উপায় অবলম্বনে ভারতে বৌদ্ধধর্মের পুনরভ্যুদয় হইতে পারে সরল ও সুললিত ভাষায় বুঝাইয়া দেন। তিনি উপসংহারে বলেন যে লক্ষ্ণৌ বোধিসত্ত্ব বিহারের উন্নতি সাধন ও শাসন ধর্ম্মের বিস্তার কল্পে একটি ফণ্ড স্থাপন করা বিশেষ আবশ্যক। সম্যক সম্বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্বলাভ ও পরিনির্ব্বাণ উপলক্ষে বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসে এই সহরে উৎসব করা একান্ত আবশ্যক। এই বিষয়ে ধর্ম্মাঙ্কুর সভার মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

শ্রীমৎ জ্ঞানীশ্বর ভিক্ষু মহোদয় ধর্ম্মাঙ্কুর সভার কার্য্যাবলী আলোচনা করিয়া বলেন "ধর্ম্মাঙ্কুর সভার উন্নতি দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। সদ্ধর্ম্মপরায়ণ কর্ম্মবীর মহাস্থবির মহোদয় সুদীর্ঘকাল প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া ভারতে লুপ্তপ্রায় শাসনধর্ম্মের উন্নতির জন্য যাহা করিয়াছেন আজ আমরা তাহার সুফল হাতে হাতে পাইতেছি। এক জীবনে এতদূর কার্য্য সম্পাদন সাধারণ মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। মহাস্থবির মহোদয়ের কার্য্যকলাপ চিন্তা করিলে তাঁহার প্রতি আমাদের হৃদয় স্বতঃই ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া যায়।" তৎপর তিনি ভিক্ষু জীবন কি ভাবে পরিচালিত হইলে আত্মার্থ ও পরার্থ সাধিত হয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেন। সমিতির সভ্যগণের মধ্যে বাদবিসম্বাদ থাকা উচিত নয়। হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া পরস্পরের প্রতি মৈত্রী পোষণ পূর্ব্বক সমিতির উন্নতির জন্য সকলে একযোগে কাজ করা উচিত। প্রবাসী জীবন কুপথে চালিত না করিয়া সৎপথে অগ্রসর হওয়া প্রত্যেকের কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত বাবু যামিনী রঞ্জন বড়ুয়া পাঁচরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সুবল চন্দ্র বড়ুয়া সওদাগরের সভায় উপস্থিতিতে খুব আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। সুবল বাবু ধর্ম্মাঙ্কুরের পরম-হিতৈষী বন্ধু। সমস্ত জীবন তিনি পরোপকারে ও ধর্ম্মাঙ্কুরের সেবায় যাপন করিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে তীর্থস্থান বন্দনা পূর্ব্বক সঞ্চিত পুণ্য লইয়া ইহজীবনের কার্য্য শেষ করিবার মানসে তিনি মহাস্থবিরের সহিত তীর্থ বন্দনায় গিয়াছিলেন। বন্দনা বিশেষ করিয়া লক্ষ্ণৌ বিহার দর্শনে আসিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় প্রাচীন, বিজ্ঞ সম্রান্ত ব্যক্তিকে আমাদের ন্যায় দীনজনের সভায় পাইয়া আমরা পরম আপ্যায়িত হইয়াছি। তাঁহাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সভাপতি শ্রীমৎ বংশদীপ ভিক্ষু মহোদয় স্বভাবসিদ্ধ বিনয় সহকারে কর্ম্মবীর মহাস্থবিরের জীবনের কার্য্যাবলী সমালোচনা করিয়া তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করেন। ধর্ম্মবিষয়ে নানা উপদেশ প্রদান দ্বারা তিনি সকলের হৃদয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া তিনি উপসংহারে বলেন "মহাস্থবিরের সহিত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আমরা লক্ষ্ণৌ সহরে মহাস্থবির কর্ত্তৃক স্থাপিত

বিহারে উপস্থিত হইয়াছি। এযাবৎ এখানকার প্রবাসী দায়কগণ আমাদের আহার বিহার ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিশেষ যত্ন পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যথেষ্ট ঔদারতা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আমরা তীর্থসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি তাহা তাঁহাদিগকে দান করিতেছি। এই পুণ্যফলে তাঁহারা সকলে সুগতিলাভ করেন।

লক্ষ্ণৌ শাখার বার্ষিক অধিবেশন—এই অধিবেশন উপলক্ষে মহাস্থবির মহোদয় পূর্ব্ব হইতে আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন। স্থানীয় বৌদ্ধ ও বাঙ্গালী হিন্দুগণ মহাস্থবিরের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বামী ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব বড়ুয়া এম, এ, ডি, লিট্ মহোদয় দ্বয় লক্ষ্ণৌ সহরে আগমন করেন। তাঁহাদের আগমনে স্থানীয় উদ্যোক্তাগণ অতিশয় উৎসাহিত হন। তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিবার জন্য ১৯শে মার্চ্চ বেলা ৪ ঘটিকার সময় স্থানীয় বাঙ্গালী হিন্দুগণের পক্ষ হইতে রাজর্ষি শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিম বিহারী ঘোষ বর্ম্মার নেতৃত্বাধীনে কয়েকজন এবং বৌদ্ধ-পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত যামিনী রঞ্জন বড়ুয়া ও শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্ণৌ মিউনিসি-পালিটির ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত পরমেশ্বরী দাস বৈশ্য ও গোণ্ডা জেলার নবাব শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলি রাজা সাহেব মহোদয়দ্বয় যথাক্রমে ঘোড়ার গাড়ী ও মোটর গাড়ী ষ্টেশনে পাঠাইয়াছিলেন। অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণ অনেকক্ষণ ধরিয়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সেদিন গাড়ী কিছু বিলম্বে পৌছে। স্বামিজী ও ডাক্তার বেণীমাধব গাড়ী হইতে অবতরণ করা মাত্রই অভ্যর্থনার্থ উপস্থিত ভদ্রলোকেরা পুষ্পমাল্যে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া ষ্টেশনের বাহিরে লইয়া যান। সেখানে পূর্ব্বোক্ত ঘোড়ার গাড়ী ও মোটর গাড়ী প্রস্তুত ছিল। মোটর গাড়ীতে করিয়া অভ্যাগতদ্বয়কে লইয়া বঙ্কিম বাবু বোধিসত্ত্ব বিহারের দিকে অগ্রসর হইলেন। ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া তাঁহাদের মালপত্র লইয়া কয়েকজন পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন।

বিহারের তোরণ দ্বারে শ্রীমৎ মহাস্থবির মহোদয় অপর ভিক্ষু ও দায়কগণসহ প্রস্তুত ছিলেন। মোটর গাড়ী হইতে অবতরণ মাত্রই তাঁহারা আসিয়া অভ্যাগতগণকে অভিনন্দন করেন। বিহারে প্রবেশ মাত্র মহাস্থবির মহোদয় মঙ্গল গাথা পাঠ করিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন। তাঁহাদের বাসস্থানের জন্য সুরম্য তাঁবু খাটান হইয়াছিল। সেই তাঁবুতে নীত হইয়া অভ্যাগতগণ বস্ত্রাদি ত্যাগ ও হাত মুখ প্রক্ষালন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

বার্ষিক উৎসবের প্রথম অধিবেশন

২০শে মার্চ্চ শনিবার ৪॥০ ঘটিকার সময় সভার কাজ আরম্ভ হয়। লক্ষ্ণৌ ইমপ্রুভ্মেণ্ট ট্রাষ্টের সভাপতি মিঃ জপলিং সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন স্থির হইয়াছিল। কিন্তু অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত

থাকিতে না পারায় তিনি বিহার পরিদর্শন করিয়া মিঃ এ, পি সেন ব্যারিষ্টার মহাশয়ের হস্তে সভার কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া চলিয়া যান। বেলা ঠিক সাড়ে চারি ঘটিকার সময় মিঃ সেন আসিয়া উপস্থিত হয়েন। শ্রীযুক্ত বাবু পরমেশ্বরী দাস বর্ম্মা মহোদয়ের প্রস্তাবে তিনি সভাপতি পদে বরিত হন। মহাস্থবির মহোদয় পালি গাথা পাঠ করিয়া তাঁহার মঙ্গল কামনা পূর্ব্বক তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন।

শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বামী ধর্ম্মাঙ্কুর সভার ও লক্ষ্ণৌ শাখার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পাঠ করিতে গিয়া ধর্ম্মচক্র সূত্র পাঠ উপলক্ষ করিয়া ধর্ম্মাঙ্কুর সভার উৎপত্তি হইতে ইহার বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণন করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ভগবানের বুদ্ধত্ব লাভ হইতে ঋষিপত্ত মৃগদাবে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের দীক্ষা বর্ণনা করেন। লক্ষ্ণৌ সহরে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষার প্রচলন। কিন্তু এই দুই ভাষার কোনটিতে বক্তৃতা করিবার অভ্যাস না থাকায় স্বামিজীকে ইংরাজীতেই বক্তৃতা করিতে হয়।

মহাস্থবিরের বক্তব্য—কোন ব্যক্তি বিশেষ, ধর্ম্ম বা জাতি বিশেষকে আক্রমণ করিয়া কিছু মন্তব্য প্রকাশ এই সভার নীতি বিরুদ্ধ। আমি কাহাকেও আক্রমণ মূলক বক্তৃতা করিতে দিই নাই। আমি অনুরোধ বর্ত্তমান সভাপতি মহোদয়ও সে নিয়মটি রক্ষা করিবেন এবং আবশ্যক হইলে বক্তৃতা বা প্রবন্ধ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

আমি আপনাদের সভায় সময় নষ্ট করিতে চাহি না। কেবল মাত্র দুইটী কথা বলিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। যাগ যজ্ঞ ও বলিদান দ্বারা জীব মুক্ত হয় না। এই তিন কর্ম্মের দ্বারা ভারতবর্ষের অধঃপতন হইয়াছে। ধ্যান সমাধির দ্বারা জীবের মুক্তি লাভ হয়। যাগ যজ্ঞ ও বলিদান দ্বারা জীবনকে কলুষিত করিও না। ধ্যান সমাধির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক জীবনকে মোক্ষ প্রদান কর। মিঃ বাট্‌লার, মিঃ অলিভার, মিঃ জপ্‌লিন্, বাবু শ্যামাচরণ বাণার্জ্জী, বাবু, শিউ বিহারী লাল, বাবু পরমেশ্বরী দাস, বাবু গিরীশচন্দ্র বসু, বাবু রজনী কান্ত সরকার, রাজর্ষি বঙ্কিম বিহারী ঘোষ দেব বর্ম্মা ও বাবু রজনী কান্ত মিত্র, আমার জীবন দাতা। ইঁহাদের সাহায্য ব্যতীত আমি লক্ষ্ণৌ মহানগরীতে কিছুই করিতে পারিতাম না। ইঁহাদের স্মৃতি আমি হৃদয়-মন্দিরে চিরদিনের তরে অঙ্কিত থাকিবে।

ডাক্তার বেণীমাধব বড়ুয়া এম, এ, ডি, লিট্‌, মহাশয় বুদ্ধদেবের সর্ব্বজ্ঞাতব্য সাধনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ে আলোচনা করেন।

১। অপ্রমাদ বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি এবং বুদ্ধদেবের সমগ্র উপদেশ অপ্রমাদ মূলক।

২। বুদ্ধদেবের সাধনা ও ব্যক্তিত্বই বৌদ্ধধর্ম্মের বিশিষ্টতা।

৩। গ্রন্থ পাঠ, মূর্ত্তিপথ ও উপদেশ শ্রবণ দ্বারা, তাঁহার জীবনের অনুরূপ উপাসকের জীবন গঠন বৌদ্ধমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

শীর্ষক গবেষণাপূর্ণ সুদীর্ঘ ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহার প্রবন্ধ শ্রবণে শ্রোতৃ-বৃন্দ পরম প্রীত হইয়াছিলেন।

তৎপর স্থানীয় বাঙ্গালী কন্‌সার্টপার্টী যন্ত্র ও কণ্ঠ তানে শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে আনন্দ-ধারা ঢালিয়া দিলেন।

সভাপতি মিঃ এ, পি, সেন মহোদয় গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক কথা ব্যাখ্যা করেন। সুন্দর প্রবন্ধ শ্রবণ পাঠের জন্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়াকে এবং লক্ষ্ণৌ নগরীতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য মহাস্থবিরকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

বার্ষিক উৎসবের দ্বিতীয় অধিবেশন।—অদ্য অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় সভা আরম্ভ হয়। আজ হিন্দুস্থানী ভাষা বা উর্দ্দু ভাষা জানা লোক সভায় বেশী উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত বারাণসী দাস আর্য্য তাঁহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত অনাথা-শ্রমের প্রায় ৫০টী বালককে লইয়া সভায় উপস্থিত হন। লক্ষ্ণৌ যাদুঘরের কিউরেটার (curater তত্ত্বাবধায়ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত এম, এ, মহোদয় সভা-পতির আসনগ্রহণ করেন। মহাস্থবির মহোদয় সভাপতিকে গাথায় আশীর্ব্বাদ করিয়া পুষ্পমাল্য পরাইয়া দেন, এবং সভায় যেন কাহাকেও কোন বিষয় লইয়া বাদানু-বাদ করিতে বা ব্যক্তি বিশেষ, ধর্ম্মবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষকে আক্রমণ পূর্ব্বক কিছু বলিতে দেওয়া না হয় তজ্জন্য সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ করেন।

প্রথমে শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকাপ্রসাদ গন্ধবণিক হিন্দিভাষায় অতি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া তিনি অনেক বিষয় বলেন।

"বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম মধ্যম প্রতিপদ। কঠোর আত্মনিগ্রহ এবং অত্যন্ত ভোগ বিলাস তিনি পছন্দ করিতেন না। কারণ দুইটীই মোক্ষ লাভের অন্তরায়। তাই তিনি মধ্যম প্রতি-পদ অবলম্বনে নির্ব্বাণ মার্গে পৌছিবার উপদেশ দিয়াছেন। আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই প্রতিপদ। বুদ্ধদেবের জন্মে ভারত পবিত্র হইয়াছে। ইনি পবিত্র ধর্ম্মের প্রচারক, পলিটি-কেল নেতা নহেন। উঁহার উপাসক জুটিয়া ছিল। এখনও জগতের অধিকাংশ লোক তাঁহার উপাসক। তিনি সমস্ত জগতের গুরু। তাঁহার জন্মে ভারত সকল দেশের গুরুস্থান লাভ করিয়াছে। জগ-তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু ভারত উৎপাদন করিয়া-ছেন। হিন্দুধর্ম্মে নানা প্রকার যজ্ঞের ব্যবস্থা ছিল। সকলেই যজ্ঞ করিতে পারিত। যজ্ঞ করিয়া রাক্ষসও বড় হইতে পারিত। ক্রমে রাক্ষসগণ প্রভূত বল সঞ্চয় করিয়া সুরগণকে প্রপীড়িত করিতে লাগিল। যজ্ঞ বন্ধ করে রাক্ষস বিনাশের জন্য ভগবান বিষ্ণু বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হয়েন। বুদ্ধদেব বিষ্ণুর নবম অবতার। এখও তাঁহার অনেক উপদেশ আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। তিনি ব্রাহ্মণ বিজয় করিয়াছিলেন। প্রকৃত ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্থাপন জন্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সীমাবদ্ধ; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম সার্ব্বজনিক। বেদান্ত বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকরণ মাত্র। শঙ্কর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছিলেন। স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী বেদকে খণ্ডন করিয়াছেন। ভগ-বানের উপদেশের মূল আপনার অনুকরণ শুদ্ধকর, কায় ও বাক্য শুদ্ধ কর।

তৎপর লক্ষ্ণৌ যাদুঘরের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট

শ্রীযুক্ত প্রয়াগদয়াল মহোদয় সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন বুদ্ধের জীবন ও ধর্ম্ম সকলের আলোচ্য। আমাদের অনেক বিষয় ইহাতে শিখিবার আছে। আমি তাঁহার ধর্ম্ম জানি না। যাদুঘরে অনেক বুদ্ধমূর্ত্তি, বৌদ্ধ শিল্প দ্রব্য, প্রস্তর লিপি, অনুশাসন প্রভৃতি আলোচনা করিয়া তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে অনেক কথা অবগত হইয়াছি। যে অত্যাশ্চর্য্য শিল্পকলা ও কারুকার্য্যের নিদর্শন এই পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে এত সমস্তই বৌদ্ধযুগের। ইহার পূর্ব্বের বা পরের কিছুই এখনও পাওয়া যায় নাই। এক জন্মে বুদ্ধ হওয়া যায় না। অনেক জন্মের সাধনার পর বুদ্ধ হইতে হয়। গৌতম বুদ্ধকেও এইরূপে বুদ্ধ হইতে হইয়াছে। ৫৫০টী জাতকে এই বিবরণ পাওয়া যায়। এই সকল জাতকের দৃশ্য প্রস্তরে খোদিত হইয়াছে। দীপঙ্কর জাতকে সুমেধ জন্মে বুদ্ধ হইবার পর প্রার্থনার দৃশ্য বর্ণিত। এই সকল খোদিত মূর্ত্তি গান্ধার শিল্পের উজ্জ্বল উদাহরণ। তৎপর তিনি ২য়জাতক, ছদ্দন্তজাতক, মায়া-মায়ার স্বপ্ন, অশোকস্তম্ভ, লুম্বিনী উদ্যান, জন্ম, অসিত ঋষির বালক বোধিসত্ত্ব দর্শন, অশ্বকণ্ঠক, সারথীছন্ন, ব্রাহ্মণগণের গণনা, কোণ্ডাণ্যের নির্ভুল গণনা, প্রমোদকাননে বিহার, তাহা হইতে বহির্গমন, অনোমানদী তীরে রাজবেশ ত্যাগ, সুজাতার গ্রহণ, নিকটবর্ত্তী কোন কৃষক হইতে ঘাস গ্রহণ পূর্ব্বক বুদ্ধাসন প্রস্তুত ও তদুপরি উপবেশন, মারের সহিত যুদ্ধ, বসুমতীকে সাক্ষীকরণ, বুদ্ধত্ব লাভ, লোকপাল দেবতাগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত সুবর্ণ কোঠরী প্রত্যাখ্যান, রৌপ্য-কোঠরী অপর ধাতু নির্ম্মিত কোঠরী প্রত্যাখ্যান, মাটীর পাত্র গ্রহণ (যাহা সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত পেশোয়ারে ছিল, পরে দেখিতে পাওয়া যায় নাই, পারস্যের দিকে গিয়াছে) পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর দীক্ষা, প্রতিহার্য্য প্রদর্শন, নাগদমন কালনাগদমন, কোলা-বালকের ধুলিদান (পরে সে বালক অশোক হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। অপর একটী বালক পরিলুপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন) পঞ্চশীখ গন্ধর্ব্ব, চীনদেশ, কুশীনগর, কাসিয়াতে পরিনির্ব্বাণ, তেল দ্রোণীতে মৃতদেহ স্থাপন, দেহভস্ম, ধাতুবিভাগ, দ্রোণ কর্ত্তৃক রাজগণের ধাতু বিভাগ লইয়া ঝগড়া মীমাংসা, পেশোয়ারে স্তূপ, ধাতু আবিষ্কার পিপড়াগুহায় প্রাপ্ত ধাতু, কাসিয়া স্তূপ, অনাথপিণ্ডিকে জেতবন বিহার ক্রয় প্রভৃতির সুন্দর বর্ণনা শুনাইয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। বক্তার মতে কেবল বৌদ্ধধর্ম্ম সার্ব্বজনিন ধর্ম্ম হইতে পারে।

ডাক্তার বেণীমাধব বড়ুয়া ইংরাজী ভাষায় আর একটী বক্তৃতা করেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বিশ্ব-সভ্যতার নিদান তাঁহার আলোচ্য বিষয় ছিল।

শ্রীযুক্ত অপরেশ চন্দ্র রায় ইংরাজী ভাষায় যে বক্তৃতা করেন তাহার সার মর্ম্ম এই:—নিউ ডিস্পেনসেসন বা নবধর্ম্মে বুদ্ধের স্থান বড় উচ্চ। শঙ্কর ও একজন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের শক্তি এখনও ভারতে বর্ত্তমান আছে। ডাঃ স্পুনার বলেন বুদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন। কারণ তিনি ভারতীয় ছিলেন না। ইউরোপীয়ানদের পূর্ব্বপুরুষ হইতে

তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত ভুল। ধর্ম্মেতে কোন জাতি থাকিতে পারে না। সত্য এক। সত্য লাভের রাস্তা বিভিন্ন হইলেও কিছু আসে যায় না। বুদ্ধ আত্মত্যাগ শিক্ষা দিয়াছেন। দেবানং পিয় পিয়দস্সী এই আত্ম ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। খৃষ্ট ধর্ম্মের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব সামান্য নহে।

সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত এম, এ মহাশয় হিন্দি ভাষায় অতি সুললিত বক্তৃতা করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের নানাদিক হইতে তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার বক্তৃতায় অনেক নূতন কথা ছিল। বোধিসত্বের পারমীপূর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া সিদ্ধার্থরূপে জন্মগ্রহণ, গৃহ-ত্যাগ, কঠোর সাধনা, বুদ্ধত্ব লাভ, প্রচার ও পরিনির্ব্বাণ পর্য্যন্ত জীবনী আলোচনার পর তিনি বৌদ্ধশিল্প, বৌদ্ধপুরবিদ্যা, বৌদ্ধযুগে নানা শাস্ত্রের চর্চ্চা, নানাস্থানে আবিষ্কৃত বৌদ্ধস্তূপ, অনুশাসন প্রভৃতির বর্ণনা করেন। বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বরতত্ব, আস্তিকত্ব নাস্তিকত্ব, মোক্ষতত্ব প্রভৃতিরও সুন্দর ব্যাখ্যা তিনি করেন। তাঁহার সম্পূর্ণ বক্তৃতা পাঠ না করিলে ইহার সৌন্দর্য্য ও সারবত্তা উপলব্ধি করা কঠিন। স্থানাভাব বশতঃ আমরা ইহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

সভাপতি মহোদয় স্বামী পূর্ণানন্দজীকে বক্তৃতা করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন। কিন্তু রাত্রি অধিক হওয়ায় তিনি বক্তৃতা করেন নাই।

পণ্ডিত বারাণসী দাস আর্য্য বলেন—আমি বড়, তুমি ছোট এই বাক্যে ভারতের অধঃপতন হইয়াছে। আবার যখন সকলে সমান হইবে তখন ভারতের উদ্ধার হইতে পারে। সব আমার পুত্র, আমি সকলের পিতা এই ভাব যতদিন না আসিবে ততদিন মুক্তি নাই। আমি বৃটিশরাজকে ধন্যবাদ দিতেছি সাম্যভাবের জন্য। হিন্দুস্থানে পুনঃ বৌদ্ধধর্ম্ম আনয়ন জন্য ভিক্ষুগণকে ধন্যবাদ। সাহায্য দাতাগণকে যাহাদের সাহায্যের সামিয়ানা, তাঁবু, চেয়ার, বেঞ্চ প্রভৃতি আসবাব পাওয়া গিয়াছে তাহাদিগকেও ধন্যবাদ। আর শাস্ত্রীজী আমাদিগকে এমন সুন্দর বক্তৃতা শুনাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকেও ধন্যবাদ।

শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির সভাস্থলে অনাথাশ্রমের বালকগণের জলযোগের জন্য দুই টাকা দান করেন।

ধন্যবাদ।—আগ্রা ও অযোধ্যার সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে সুদূর লক্ষ্ণৌ সহরে আমরা বিহার নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে সমর্থ হইতেছি। গবর্ণ-মেণ্ট বিনামূল্যে জমি প্রদান না করিলে লাটুশীরোডের বোধিসত্ব বিহার নির্ম্মাণ অসম্ভব হইত। আমরা গবর্ণমেণ্টকে আন্ত-রিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

মিঃ এল, এম, জপ্লিং মহোদয়ের সাহায্যে বিহার নির্ম্মাণ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়াছে।

মিঃ পোর্টার সভার মণ্ডপ প্রস্তুত জন্য দুইটী তাঁবু এবং স্বামী পূর্ণানন্দ ও ডাক্তার বেণীমাধব বড়ুয়ার বাসের জন্য একটী মনোহর বস্ত্রাবাস সাজসরঞ্জাম সহ প্রদান করেন। তাঁবু খাটান, রাত্রে পাহারা দেওয়া

প্রভৃতি সমস্তকাজ গবর্ণমেণ্ট হাউসের খালাসীরা আসিয়া সম্পাদন করিয়াছে। এই দুই ইউরোপীয়ান মহাত্মা আমাদের অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।

স্থানীয় বাঙ্গালী হিন্দুগণের মধ্যে রাজর্ষি বঙ্কিম বিহারী ঘোষ দেববর্ম্মা, বাবু শ্যামাচরণ বন্দোপাধ্যায়, বাবু রজনীকান্ত সরকার মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার, বাবু রজনীকান্ত মিত্র, বাবু বিমলানন্দ মজুমদার দেব বর্ম্মা, বাবু শশধর বোস, বাবু শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ডাক্তার আশুতোষ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ইঁহাদের সাহায্য ব্যতীত লক্ষ্ণৌ সহরে এইরূপ সভা-সমিতি করা অসম্ভব হইত।

বাবু বঙ্কিমবিহারী ঘোষ দেববর্ম্মা ভিক্ষুগণের মা বাপ, বিহারের প্রধান সেবক। তিনি প্রত্যহ প্রত্যুষে আসিয়া মন্দির ও বুদ্ধমূর্ত্তি সহস্তে পরিষ্কার করিয়া ফুল পূজা করিয়া থাকেন। ভিক্ষুদের পিণ্ডপাতাদির বন্দোবস্ত করিয়া দেন, নূতন ভিক্ষু উপস্থিত হইলে তিনি নিজে গিয়া গৃহস্থের বাড়ী দেখাইয়া দেন এবং গৃহস্থকে পিণ্ডপাত দিবার কথা বলিয়া দেন। রোগের সময় ভিক্ষুদের সেবা করা, ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করা প্রভৃতি অনেক কাজ করিয়া তিনি আমাদিগের উপকার করিয়া থাকেন। তাঁহার ন্যায় উদার প্রকৃতিরও সৎকর্ম্মান্বিত লোক বিরল। তিনি বাঙ্গালী পাড়ার নেতা। তাঁহার হুকুম পাড়াস্থ সকলকে পাইয়াছি। ইঁহার গুণ কখনও শোধ করিবার সাধ্য নাই। আমার তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি।

বাবু শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্থানীয় কুইন উচ্চ ইংরাজী স্কুলের (Queen's High School) হেডমাষ্টার। সভার আবশ্যকীয় সমস্ত বেঞ্চ ও চেয়ার তিনি স্কুল হইতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতেও

ডাক্তার আশুতোষ বন্দোপাধ্যায় ভিক্ষুগণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ভবিষ্যতে ও বিনামূল্যে চিকিৎসা করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি ভিক্ষুগণের ভিষজ্য দায়কের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন।

বাবু পরমেশ্বরী দাস বৈশ্য লক্ষ্ণৌর অধিবাসী হিন্দু এবং স্থানীয় মিউমিসিপালিটির প্রধান ইঞ্জিনিয়ার (Chief Engineer) বিহার নির্ম্মাণ সময়ে তিনিই সমস্ত কাজ সম্পাদন করাইয়াছেন। এইবারও স্বামিজী ও ডাক্তার বড়ুয়াকে আনিবার জন্য ষ্টেশনে নিজের গাড়ী পাঠাইয়াছিলেন। আরও নানাপ্রকারে তিনি সাহায্য করিয়া থাকেন।

লক্ষ্ণৌ সআদতগঞ্জ নিবাসী লালারাম সহায় লম্বুলাল শ্রেষ্ঠী ও বাবু চন্দ্রেকাপ্রসাদ ভিক্ষুগণকে নিজ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান এবং প্রচুর ভোজ্যাদি দানে তৃপ্ত করেন। ভোজনান্তে শ্রেষ্ঠীজী সপুত্রক ভিক্ষুগণকে হিন্দি ভাষায় লিখিত সুললিত কবিতা পাঠ পূর্ব্বক স্তুতি ও অভিনন্দন করেন।

গোণ্ডা জেলার রাজা মহম্মদ মমতাজ আলী খাঁ স্বামিজী ও ডাক্তার বড়ুয়ার সম্বর্দ্ধনার জন্য নিজের মটর ষ্টেশনে পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বিহারে

পৌছিবার কয়েক ঘণ্টা পরে আসিয়া আলাপ করিয়া যান। বিহার মেরামতের জন্য তিনি ২৫৲ টাকা দান করিয়া উদারতার পরিচয় দেন।

প্রার্থনা

[শ্রীমতি রতি বালা বড়ুয়া]

এস শান্ত! এস শুভ্র! এস জ্যোতির্ম্ময়!
এস তম-বিনাশক! এস চিরজয়!
মঙ্গল-কলস-বারি, পুত আম্রশাখে-
বিরাজিত পুণ্য-রাশি হোক ধরা বুকে।
মোহের কালিমা-রেখা দিক্ চক্রবালে
হ'য়ে যাক্ অন্তর্ধান তব সত্য বলে।
শক্ত-স্নিগ্ধ কর্ত্তব্যের বিজয় নিশান,
উড়ুক সগর্ব্বে নাশি' আত্ম-মানিমান।
বিশ্ব-দ্বার হ'তে অশান্তির আবরণ
শান্তি-স্বর্ণ-কাঠি-স্পর্শে হোক বিমোচন।
বিশ্ববাসী মরণেরে দলি পদভরে,
অমৃত-সন্ধানে ধা'ক্ যুগ যুগান্তরে।
ত্রিরত্ন-আশীষ-বাণী পবিত্র-ভূষণ,
অমঙ্গল হ'তে সদা করুক রক্ষণ।

ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে বঙ্গেশ্বর

আমাদের ধর্ম্মাঙ্কুর সভার মেম্বর, পৃষ্ঠপোষক ও হিতকামী বন্ধুগণ এবং জগজ্জ্যোতিঃর গ্রাহক, অনুগ্রাহক পৃষ্ঠপোষক ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবগণের নিকট একটি শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি যে দয়াবান, ন্যায়বান, সহৃদয় ও পরোপকারক বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা মহামান্য গবর্ণর লর্ড রোণাল্ড্‌স বাহাদুর ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার পরিদর্শন মানসে তাঁহার নিজমন্ত্রী (বা প্রাইভেট সেক্রেটারী) সুযোগ্য সিভিলিয়ান মিষ্টার গোর্লে ও গবর্ণর বাহাদুরের অঙ্গরক্ষীর (বা এ, ডি, সি,) সহিত ১০ই এপ্রেল শনিবার ১১—৪৫ মিনিটে ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে বুদ্ধিষ্ট টেম্পল লেন ও ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার নানাপ্রকারে পূর্ব্বেই সজ্জিত হইয়াছিল। ভারত মাতার কৃতি সন্তান সরস্বতির বরপুত্র, দয়ার অবতার, ধনী, দরিদ্র নির্ব্বিশেষে উপকারক, ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার ও বৌদ্ধগণের আশ্রয়দাতা এবং বাঙ্গলার প্রধান বিচারপতি (চীফ্ যাষ্টিস্) অনারেবল সার আশুতোষ মুখার্জ্জী কে, টি, সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার ২য় পুত্রের সহিত উপস্থিত হন। তাঁহারা আসিবার পূর্ব্বেই ধর্ম্মাঙ্কুর সভার স্থায়ী সভাপতি, কর্ম্মবীর ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারাধিপতি শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির, রাজগুরু শ্রীমৎ ভগবান চন্দ্র মহাস্থবির, শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্থবির, সিংহলবাসী শ্রীমৎ ধর্ম্মপাল স্থবির, সদ্ধর্ম্মবাগীশ শ্রীমৎ আর্য্যালঙ্কার ভিক্ষু, শ্রীমৎ অগ্রবংশ ভিক্ষু ও শ্রীমৎ জীনালঙ্কার স্থবির প্রভৃতি ভিক্ষুগণ গবর্ণর বাহাদুরের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। গবর্ণর বাহাদুরের মোটরগাড়ী বুদ্ধিষ্ট টেম্পল লেনে প্রবেশ করিয়া মন্দিরের নিকটে পৌছিলে তাঁহারা যখন মোটর গাড়ী হইতে অবতরণ করেন তখন ভিক্ষু মহোদয়গণ সসম্মানে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করতঃ তাঁহাদিগকে ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে আনয়ন করেন। অতঃপর প্রধান বিচারপতি স্যর আশুতোষ মুখার্জ্জি মহোদয়ের মোটর গাড়ী আসিয়া

পৌছে। তখন মিষ্টার গোর্লে ও ভিক্ষুগণ সসম্মানে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করতঃ বিহারে আনয়ন করেন। সভায় রায় শ্রীযুত তারক নাথ সাধু বাহাদুর, শ্রীযুত শচীন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি বি, এল, ডাক্তার শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম, এ. ডি, লিট, ডাক্তার কে কে রায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন সেন গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ মিষ্টার আর কিমুরা, মিষ্টার মাগুদা প্রমুখ বহু সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। গবর্ণর বাহাদুর প্রধান বিচারপতি সার আশুতোষ মুখার্জ্জি মহোদয়ের সহিত প্রথমতঃ দ্বিতলে গিয়া পুস্তকাবলী (লাইব্রেরী) অবলোকন করেন। তথায় কৃপণ শ্রেষ্ঠীর পিটকরূপে ছবি অবলোকন করতঃ তৎবৃত্তান্ত শ্রবণে গবর্ণর বাহাদুর অত্যন্ত আনন্দের সহিত হাস্য করিয়াছিলেন। তদনন্তর যখন নিম্ন তলে সভামণ্ডপে প্রবেশ করেন। তখন সমবেত সভামণ্ডলী দাঁড়াইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। সকলেই আসন গ্রহণ করিলে সিংহলবাসী ধর্ম্মপাল স্থবির ইংরাজী অক্ষরে ছাপান অভিনন্দন গাথা পাঠ করেন। সমুদয় ভিক্ষুগণ সমস্বরে আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গল প্রার্থনা গাথা পাঠ করারপর ডাক্তার বেণীমাধব বড়ুয়া মহোদয়ের ধর্ম্মাঙ্কুরের ইতিবৃত্ত বুদ্ধাস্থি স্থাপন বৃত্তান্ত ও বৌদ্ধগণের অভাবান্বিত এক সুচিন্তিত প্রবন্ধ সংক্ষেপে পাঠ করেন। প্রবন্ধ নিতান্ত সময়োপযোগী সুখ শ্রবণীয় এবং সুন্দররূপে পাঠ করা হইয়াছিল। ইহার পর বিহারাধিপতি মহাস্থবির সরল ভাষায় সংক্ষেপে আনন্দের সহিত তাঁহার মনের ভাবে ব্যক্ত করেন। তিনি গবর্ণর বাহাদুরকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন আমার প্রিয় বন্ধু গোর্লে সাহেবের দয়াগুণে বঙ্গের প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাইকেলকে পূর্ব্বে এই দরিদ্র ভিক্ষু সন্ন্যাসীর পর্ণকুটিরবৎ ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে পাইয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম। এইক্ষণে তাঁহারই কৃপাবলে বঙ্গের দ্বিতীয় গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডসেকে পাইয়া সেইরূপ আনন্দানুভব করিতেছি। তিনি যে দয়া পরবশ হইয়া এই দরিদ্র ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার পরিদর্শন করিয়া দরিদ্র ভিক্ষু ও বৌদ্ধগণকে চিরকৃতজ্ঞ ও কৃতার্থ করিলেন তাঁহার অভ্যর্থনার বা উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের সম্বল আমাদের কিছুই নাই। কেবল হৃদয়ের প্রগাঢ় আশীর্ব্বাদ দিয়াই তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেছি। উপসংহারে আমি স্বীকার করিতেছি যে ইয়োরোপীয় সন্তানের মধ্যে আমার প্রিয় বন্ধু ভূতপূর্ব্ব ভারত সেক্রেটারী সার কার্লাইল যুক্ত প্রদেশের ছোটলাট সার হারবার বাটলার ও ভারত সন্তানের মধ্যে বঙ্গের প্রধান বিচারপতি সার আশুতোষ মুখার্জ্জি এই তিনজনই পূর্ব্বাপর আমার আশ্রয়দাতা উপদেশক ও পরিচালক। আমি তাঁহাদিগকে প্রাণের গভীর আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমাদের ধর্ম্মাঙ্কুর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম, এ, ডি, লিট, মহোদয় প্রধান কার্য্যগুলি আপনাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। তাহা উপরোক্ত তিন মহাত্মার স্নেহ ও দয়াগুণেই সমাধা করিতে পারিয়াছি। নতুবা আমার এই ক্ষুদ্র সামর্থ্যে ঘটিত না। অবশেষে বুদ্ধাস্থি স্থাপনের মন্দিরের চিত্র গবর্ণর বাহাদুর দেখান হয় চিত্র (বা প্লেন) দৃষ্টে গবর্ণর বাহাদুর বলিলেন — এই বুদ্ধাস্থির মন্দির কোথায় প্রস্তুত হইবে? আমাদের প্রধান বিচারপতি মহাশয় বলিলেন এই নিকটবর্ত্তী স্থানে মহারাজা সার শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দি প্রদত্ত জমিতেই তাহা নির্ম্মিত হইবে। অনন্তর গবর্ণর বাহাদুর আনন্দের সহিত বলিলেন আপনাদের প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকিবে বুদ্ধাস্থি মন্দির প্রস্তুতারম্ভ পর্য্যন্ত যদি আমি ভারতে অবস্থান করি তাহা হইলে আমি সেই মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনে যোগদান করিব। ইহার পর সভা ভঙ্গ হইল। গবর্ণর বাহাদুর গাড়ীতে আরোহণ করিবার সময় মহারাজা প্রদত্ত জমি তাঁহাকে দেখান হইয়াছিল।

পাখী

[শ্রীমতী জয়ন্তী দেবী]

কোথায় চলেছ পাখী আকাশে উড়িয়া
আনন্দে বিভোর হয়ে বল কি গাহিয়া—
কভু বসি কুসুমিত তরুশাখা পরে
কার গুণ গাও তুমি হরষ অন্তরে
স্থিরচিত্তে বসি কভু বনে উপবনে
ছড়াইয়া পাখাদ্বয় মলয় পবনে
কার গুণ গাও তুমি প্রফুল্ল অন্তরে
মাতাইয়া বিশ্ববাণী—মাতাইয়া নরে?
যাহার কৃপায় তুমি এসেছ ভুবনে
স্বাধীন ভাবেতে পাখী সহ সাথিগণে
মাতোয়ারা হয়ে যেন তাঁর প্রেমগুণে
বিচরণ কর নিত্য আনন্দিত মনে
সার্থক বিহগ মাঝে জনম তোমার
ঈশ্বর মহিমা তাই গাও নিরন্তর।

ভুবনেশ্বরের কথা

[শ্রীমান্ ননীগোপাল সমাদ্দার—বাঁকীপুর]

আমরা বেলা প্রায় ১২টার সময় ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে পৌছিলাম। রৌদ্রের প্রখর তেজের জন্য আমরা তাড়াতাড়ি দুইখানি গরুর গাড়ী করিয়া মন্দিরের ম্যানেজারের বাসায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ছোট ষ্টেশনটী মাঠের মধ্যে বনের প্রান্তদেশে অবস্থিত। এখান হইতে ভুবনেশ্বরদেবের মন্দির প্রায় দুই মাইল। গরুরগাড়ী ধীরেধীরে চলিতে লাগিল; বেলা প্রায় ১½ টার সময় আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌছিলাম। গরুর গাড়ীগুলি ঘণ্টায় প্রায় এক মাইল করিয়া চলিতেছিল। ম্যানেজারের বাসা মন্দিরের একেবারে সংলগ্ন। পথগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও দুইপার্শ্বে ছোট বড় নানা রকম বৃক্ষাদি আছে।

ভুবনেশ্বরদেবের মন্দির কারুকার্য্য হিসাবে উড়িষ্যার অন্যান্য মন্দির অপেক্ষা সুন্দর। এই মন্দিরের ন্যায় পৃথিবীতে এইরূপ মন্দির আর আছে কিনা সন্দেহ। মন্দিরের ম্যানেজারের বাসায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা মন্দির দেখিতে চলিলাম। এই মন্দিরের বিষয়ে পুরীর (জগন্নাথদেবের) মন্দিরের ন্যায় অতি সুন্দর সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে ভারতবর্ষের যত বড় বড় দেব মন্দির আছে তাহাদের সকলেরই বিষয়ে সুন্দর সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে

আমিও এই প্রসঙ্গে ২।৩টি গল্প বলিয়া অন্যান্য বিষয় যথাসাধ্য বলিতে চেষ্টা করিব।"

পূর্ব্বকালে মহাদেব ভগবতী দেবীর সহিত তাঁহার শ্বশুরালয়ে বাস করিতেন। ভগবতী মহাদেবকে খুব শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন এবং তিনি অনেক জপ তপ করিয়া এইরূপ স্বামী লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে তাঁহার প্রতি হিংসাপরায়ণ হন; কিন্তু ভগবতীদেবী কাহারও কথা না শুনিয়া নিজ মনে স্বামীর প্রতি ভক্তি করিতেন। একদিবস ভগবতী দেবীর মাতা তাঁহাকে (ভগবতীর) স্বামীকে নানা রকমে নিন্দা করাতে ভগবতীদেবী অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া মহাদেবকে সমস্ত কথা একে একে বলিলেন। মহাদেবও ভগবতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বারাণসী তীর্থ করিয়া তথায় বসতি স্থাপন করিলেন। এদিকে দ্বাপর যুগে কাশীধামে এক নৃপতি মহাদেবকে তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট করেন। মহাদেব ভক্তের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৎস! তোমার কি প্রয়োজন আমাকে বল"। কাশীরাজ মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন—"প্রভো! যদি আমার উপর আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে যুদ্ধকালে আপনি যেন আমার পক্ষ্য বলম্বন করেন।" মহাদেব ভক্তের দাস তিনি তৎক্ষণাৎ কহিলেন "তথাস্তু"। এদিকে কোনসময়ে কাশীর নরপতির উপর রুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাঁহাকে বধ করিবার জন্য চক্র ত্যাগ করিলেন। মহাদেবও ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু অবশেষে মহাদেবও চক্রকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিলে বিষ্ণু কহিলেন—"হে দেব! তুমি কোন্ সাহসে একজন সামান্য রাজার সাহায্যার্থ আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে? যদি তুমি ভগবতীর সহিত নির্জ্জিয়ে বাস করিতে চাও আর কাশীর নরপতিকে রক্ষা করিতে চাহ তবে সত্বর আমার নামে যে বিখ্যাত পুরুষোত্তম ক্ষেত্র আছে তথায় গিয়া বাস কর"। মহাদেবও বিষ্ণুর আদেশে এই ভুবনেশ্বরে চলিয়া আসিয়াছিলেন আর তদবধি ইহার নাম ভুবনেশ্বর বা একাম্র কানন রহিয়াছে। ভুবনেশ্বরে পূর্ব্বে কেশরী রাজের রাজধানী ছিল। তিনি যৌবদিগকে উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন। ভুবনেশ্বরের মন্দিরটী ৬১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা যে কেশরী রাজ-বংশের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। ভুবনেশ্বরে প্রায় সব মন্দিরের দ্বারে সিংহমূর্ত্তি আছে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, ইহা বোধ হয় কেশরী বংশের গৌরবের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এখানে ৫০০ শতাধিক দেব মন্দির আছে। এত মন্দির ও কারুকার্য্যাদি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ইহা এক বৃহৎ ব্যাপার হইয়াছিল। বোধ হয় এই সব প্রস্তুত করিতে অনেক শত বৎসর লাগিয়াছিল।

দ্রষ্টব্য স্থান সকল :—

বিন্দু সরোবরের তীর হইতে ভুবনেশ্বরের দৃশ্য অতীব মনোহর। চারিদিকে কেবল মন্দির। কথিত আছে যে, সকল মহাতীর্থের জল একটু একটু করিয়া লইয়া এই সরোবরটি

নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সরোবরের অপর নাম গোসরোবর। এ বিষয়ে শুনা যায় যে ভগবতী গোচুম্বের দ্বারা মহাদেবকে স্নান করাইতেন। ঐ সকল গরু বিন্দু সরোবরে জল পান করিত। বিন্দু সরোবরটী দৈর্ঘ্যে প্রায় ১,৪০০ ফিট ও প্রস্থে ১০০ ফিট। পূর্ব্বে ইহা ভাল ভাবে বাঁধান ছিল। বর্ত্তমানে; ইহার একদিক প্রায় ধসিয়া গিয়াছে। আমরা এখন ভুবনেশ্বরের কোন্ কোন্ মন্দির দর্শন করিয়াছিলাম তাহারই বিষয় কিছু কিছু বলিব :—

বিন্দু সরোবরের পূর্ব্বদিকে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির। এই মন্দিরের গঠন দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। মন্দিরের মধ্যে বাসুদেব ও বলরামের প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি এবং উভয় ভ্রাতার মধ্যস্থলে সুভদ্রাদেবী। এই মূর্ত্তি কয়টী জগন্নাথদেবের মন্দিরের ৩টী মূর্ত্তির অনুরূপ। কিছুদূরে লক্ষীদেবীর মন্দির। সম্মুখে স্তম্ভোপরি গরুড়ের মূর্ত্তি ভুবনেশ্বরের মন্দির জগন্নাথদেবের মন্দির অপেক্ষা উচ্চতায় কিছু ছোট হইলেও ইহার গঠনারি পুরীর মন্দিরের অপেক্ষা বহগুণে শ্রেষ্ঠ। এই মন্দিরের কারুকার্য্যাদি দেখিতে অনেক সাহেব মেম এখানে আসেন। সাহেবদের দেখিবার জন্য মন্দিরের কিছুদূরে একটি খুব উচ্চ প্রাচীর করিয়া দেওয়া হইয়াছে—কোন সাহেব আসিলে এখানে দাঁড়াইয়া দেখেন। মন্দিরের ভিতরে হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতি প্রবেশ করিতে পারেন না। এই কয় জাতি মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন না :—

খ্রীষ্টান, মুসলমান, পার্ব্বত্যজাতিসমূহ, বাউরী, শবর, চামার, নাপিত, ধোপা, ডোম, চণ্ডাল, কুমার, বেশ্যা, পাত্র, ইত্যাদি। এখানকার পাণ্ডারা বড় গরীব। তাহারা সামান্য পয়সার জন্য বড় গোলমাল করে। কোন দেবতাদি দেখিতে গেলে এমন কি একটী সামান্য পাই পয়সা পর্য্যন্ত চায়। আর কিছু না পাইলে সহসা ছাড়ে না। মন্দিরের ভিতর প্রায় অন্যান্য তীর্থস্থলের ন্যায় ইহাও গাঢ়তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। এমন কি বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ও আলোক বিনা মন্দিরস্থ লিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গ খুব বড়। আবার একটী আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইহার গাত্রে ৩টী ছিদ্র আছে। পাণ্ডারা বলেন যে ইহা গঙ্গা,যমুনা,সরস্বতী। ইহার মধ্যে সর্ব্বদা জল থাকে। আমরা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে ইহার মধ্যে সর্ব্বদা জল থাকে। একবার মুছিয়া দিলে, আবার কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় যে ধীরে ধীরে জল উঠিতেছে। লিঙ্গের পরিধি প্রায় ৬।৭ হস্ত। পাণ্ডারা ভুবনেশ্বরদেবকে হরিহর বলেন। ইহাও অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে এইরূপ শৈব প্রধান তীর্থস্থলেও বিষ্ণুর পূজা হইয়া থাকে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে পাণ্ডাদের কথা সত্য হইতে পারে।

ভুবনেশ্বরের মন্দির প্রায় ২০০ শত ফুট উচ্চ। এই স্থানের প্রস্তর কাটিয়া সমস্ত মূর্ত্তিই করা হইয়াছে। এখান-কার মন্দিরের কারুকার্য্য দেখিতে কি চমৎকার তাহা আমার ন্যায় বালকের পক্ষে বর্ণনা করা নিতান্ত কঠিন। যাঁহারা চিরকাল এই সব বিষয় দেখিতেছেন

তাঁহারই ইহার কারুকার্য্যের বিষয় বলিতে পারেন। মন্দিরের এই প্রস্তরময় গাত্রে যে কত সামাজিক জীবনের বিবিধ ঘটনাবলী, কত রীতি নীতি খোদিত আছে তাহা বর্ণনাতীত। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের বাহিরে একটি ষাঁড় আছে। ইহাকে ভুবনেশ্বরের বাহন কহে। এই বৃষের পার্শ্বে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের পার্শ্বে গোপালিনীর মন্দির। আমাদের পাণ্ডা শ্রীযুক্ত ছোট রামচন্দ্র অনেক গল্প ও মন্দিরের অনেক বিষয় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—তিনি এই গোপালিনীর বিষয় বলিলেন যে গোপালিনীর বেশে পার্ব্বতী দেবী। ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলির মধ্যে পার্ব্বতীদেবীর মন্দির আকারে ছোট হইলেও কারুকার্য্যাদিতে প্রথম। এই সব শিল্প প্রাচীনকালের শিল্পকলার চূড়ান্ত নিদর্শন। পার্ব্বতীর গাত্রের কাপড়খানিতে যেরূপ উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য রহিয়াছে—তাহা দেখিলে বোধ হয় যে ইহা দৈবসম্পন্ন। এইজন্য অনেকে ইহাকে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কহেন। বর্ত্তমান সময়ের কোন লোক এইরূপ শিল্পকার্য্য করিতে পারেন না। পার্ব্বতীদেবীর মন্দিরের কিছুদূরে পাদহরা পুষ্করিণী। ইহার চারিদিকে অনেক শিব মন্দির আছে। এই পুষ্করিণীর বিষয় আমাদের পাণ্ডা ঠাকুর বলেন "যে পুরাকালে দুইজন অসুর পার্ব্বতী দেবীর রূপ দর্শনে তাঁহাকে বিবাহ করিতে চান। পার্ব্বতীদেবী অসুরদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত উহাদিগকে বলিলেন—"যে ব্যক্তি আমাকে স্কন্ধে উঠাইতে পারিবে আমি তাহাকে বিবাহ করিব"। ভ্রাতৃদ্বয় দেবীর বচনানুযায়ী কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলে মহাদেবী তাহাদিগকে পদ দ্বারা চাপিয়া বিনাশ করেন—পদভরে এইস্থানে এই পুষ্করিণী হইয়া গিয়াছে। আমরা এই মন্দির দর্শন করিয়া ব্রাহ্মেশ্বরের মন্দিরে গেলাম। উহা ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি ছিল কিন্তু এখন আর নাই! মন্দিরের পশ্চিমদিকে ব্রাহ্মকুণ্ডে স্নান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। এখান হইতে আমরা ভাস্করেশ্বরে মন্দিরে গেলাম। মন্দিরটি প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে ইহা পূর্ব্বে একটি বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং ইহার ভিতরকার শিবলিঙ্গকে একটী বৌদ্ধ স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ বলিয়া সকলে অনুমান করেন। ভাস্করেশ্বর মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে রাজরাণীর মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরে বর্ত্তমানে কোন দেবদেবীর মূর্ত্তি নাই। রাজরাণীর মন্দিরের অনতিদূরে মুক্তেশ্বর মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরের উচ্চতা খুব কম। এই মন্দিরের ন্যায় শিল্পকলা বোধ হয় আর কোথাও নাই। মন্দিরের গাত্রে অনেক পৌরাণিক মূর্ত্তি আছে যথা অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি মন্দিরের পশ্চাতে গৌরীকুণ্ড নামক একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। ইহার জল খুব ভাল। ভুবনেশ্বরে প্রায় যত লোকজন আসেন তাঁহারা সকলেই এই জল পান করিয়া থাকেন। দেখা গিয়াছে যে এই জল দীর্ঘকাল খাইলে ডাইবেটিস নামক মহাব্যাধি সারিয়া যায়। এই সরসীর সহিত

সম্ভবতঃ কোন ঝরণা সংযুক্ত আছে। গৌরীকুণ্ডের নিকটে মরিচকুণ্ড নামে আর একটি পুষ্করিণী আছে। কথিত আছে এই কুণ্ডের জল পান করিলে অনেক পুণ্য হয়। কেদারেশ্বর মন্দিরের পার্শ্বে সিদ্ধেশ্বরের মন্দির; ইহা অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল। ইহার গাত্রে শ্রীরামচন্দ্রের ছবিও আঁকা আছে দেখিলাম। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে কপিলেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। ইহার মধ্যে মহাদেব বিরাজিত আছেন। মন্দিরের নিকটস্থ পুষ্করিণীর নাম মণিকর্ণিকা। কপিলেশ্বর গ্রামে বহু লোকের বাস। ভুবনেশ্বরে পূর্ব্বে যে কত মন্দির ছিল তাহা কেহই বলিতে পারেন না। যিনি উড়িষ্যায় গিয়াছেন তাঁহার পক্ষে ভুবনেশ্বর, পুরী, কোনারক ইত্যাদি স্থান দেখা নিতান্ত আবশ্যক নচেৎ তাঁহাদের ভ্রমণ সম্পূর্ণ হইবে না। ভুবনেশ্বরে একটি পাঠশালা ও একটি ডাকঘর আছে—কিন্তু কোন দাতব্য চিকিৎসালয় নাই। বর্ত্তমানে ২৩টী ধর্ম্মশালা প্রস্তুত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে যে আরও হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। এখানে প্রায় ২০০ শত ঘর পাণ্ডা বাস করেন। ইহারা অতি সামান্য পয়সার জন্য লালায়িত। গয়া কিম্বা কাশীধামে যদি কেহ কোন মন্দিরে গিয়া একটি পয়সা দেন তবে পুরোহিতেরা চটিয়া যান; কিন্তু এখানে একটি মাত্র পাই দিলেও তাঁহারা অতিশয় আদরের সহিত গ্রহণ করেন। এখানে বাবার প্রসাদ পাণ্ডাদিগের নিকট পাওয়া যায় এবং ক্রয় করাও যায়। এখানে এই মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয় যাঁহাদের পাণ্ডা নাই তাঁহারা এই সব খাদ্য ক্রয় করিয়া লইতে পারেন। এখানে ৫।৬ জন লোকের খাদ্য ২।১ টাকায় পাওয়া যায়। এখানকার প্রসাদকে "পাকাল" কহে—এই পাকাল প্রসাদ দধি, অন্ন ও মিষ্টান্ন মিশ্রিত করিয়া তৈয়ারী করিতে হয়।

এইবার খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির বিষয় একটু বলিয়া পাঠকদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব।

(ক্রমশঃ)

মন্তব্য সংবাদ

ধর্ম্মাঙ্কুরে বঙ্গেশ্বর।— বঙ্গের গবর্ণর লর্ড রোণাল্‌ডসে মহোদয় তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ ডব্লিউ আর গোর্লে আই, সি, এস, মহাশয়ের সমভিব্যাহারে বিগত ১০ই এপ্রিল শনিবার বেলা প্রায় ১২ ঘটিকার সময় ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার শুভাগমন করিয়াছিলেন। বঙ্গেশ্বর বাহাদুরের অভ্যর্থনার্থ হাইকোর্টের চীফ্ জাষ্টিস সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কে, টি,সি, এস,আই, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত তারকনাথ সাধু প্রমুখ বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি ধর্ম্মাঙ্কুরে সমবেত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের উদ্যোগে ও সাহায্যে ধর্ম্মাঙ্কুরের স্থায়ী সভাপতি পূজনীয় শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় কর্ত্তৃক উক্ত অভ্যর্থনা কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

চট্টগ্রামে মহাস্থবির।—ধর্ম্মাঙ্কুর সভার স্থায়ী সভাপতি শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় বঙ্গেশ্বর বাহাদুরের অভ্যর্থনা কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার কিছুদিন পরে চট্টগ্রামের বিহার সমূহ পরিদর্শনার্থ সহযোগী * সম্পাদক সদ্ধর্ম্মবাগীশ শ্রীমৎ আর্য্যালঙ্কার ভিক্ষু এম্, আর, এ, এস্ মহোদয়কে সঙ্গে লইয়া চট্টগ্রাম গিয়াছেন। ধর্ম্মাঙ্কুরে বৈশাখী পূর্ণিমোৎসবের পূর্ব্বেই তিনি তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন এইরূপ আশা করা যায়। তিনি যথাসময়ে তথাকার কার্য্য শেষ করিয়া সুস্থশরীরে ধর্ম্মাঙ্কুরে ফিরিয়া আসুন ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

শোক সংবাদ।—আমরা বিশেষ শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে ধর্ম্মাঙ্কুর সভার পৃষ্ঠপোষক আমাদিগের শ্রদ্ধেয় বন্ধু মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশ বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এইচ, ডি মহোদয় বিগত ২৫শে এপ্রিল তারিখে আমাদিগকে গভীর শোক সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় অমায়িক, চরিত্রবান ও সদ্ধর্ম্মহিতৈষী ব্যক্তি জগতে বিরল। তাঁহাকে হারাইয়া বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজ কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ত্রিরত্নের নিকট তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করিতেছি। বারান্তরে আমরা তাঁহার বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

বৈশাখী পূর্ণিমোৎসব ঃ— আগামী ১৯শে বৈশাখ ২রা মে রবিবার সুপবিত্র বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। এই তিথিতে ভগবান বুদ্ধদেবের জন্ম, বুদ্ধত্ব ও পরিনির্ব্বাণ লাভ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা বৌদ্ধমাত্রেরই পরম স্মরণীয় দিন। ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে মহাসমারোহে বৈশাখী পূর্ণিমোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। কলিকাতা ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারেও এই উৎসবের আয়োজন হইতেছে। পূর্ব্বাহ্নে দায়ক দায়িকাগণ বুদ্ধ পূজা ও ভিক্ষু পূজাদি করিবেন। হাইকোর্টের চীফ্ যাষ্টিস সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী কে, টি, সি, এস, আই মহোদয়ের সভাপতিত্বে উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৫।০ ঘটিকার সময়ে এক মহতী সভার অধিবেশন হইবে। বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। সভাভঙ্গের পর রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ স্থানীয় দায়ক দায়িকাগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন।

পদোন্নতি।— আমরা বিশেষ আনন্দ ও গৌরবের সহিত জানাইতেছি যে ধর্ম্মাঙ্কুর সভার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও ডাইরেক্টর সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী কে, টি, সি, এস, আই, মহোদয় কলিকাতা হাইকোর্টের চীফ্ যাষ্টিসের পদে উন্নীত হইয়াছেন। তাঁহার এই পদোন্নতিতে ভারতবাসী মাত্রেই আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিতেছে। ভগবান ত্রিরত্নের নিকট তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি ও অনাময় সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতেছি।

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স

জগজ্জ্যোতিঃ

"সব্বপাপস্স অকরণং, কুসলস্স উপসম্পদা,
সচিত্ত পরিযোদপনং, এতং বুদ্ধানসাসনং।"

১২শ বর্ষ] বৈশাখ, ২৪৬৩ বুদ্ধাব্দ, ১২৭৭ মগাব্দ, ১৩২১ সাল [১১শ সংখ্যা

বৈশাখী পূর্ণিমোৎসব*

[শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ]

(১)

বৈশাখের পূর্ণমাসী দশ দিশি হাসিহাসি
গাহিতেছে অতীতের গান।
নীরবে প্রকৃতি-রাণী শুনিয়া অতীত বাণী
আপনার ভাবে মুহ্যমান॥

(২)

জগত হরষে আজি প্রকৃতির সনে সাজি
বুদ্ধ-নাম করিতেছে ধ্যান।
যাঁহার কৃপার বলে পূর্ণ সাধনার ফলে
লভে নর পূর্ণব্রহ্ম-জ্ঞান॥

(৩)

সবার হৃদয় মাঝ আনন্দ ধরে না আজ
ভাসে সবে আনন্দ-লহরে!
জাপানাদি চীন লঙ্কা ইউরোপ আমেরিকা
মাতিয়াছে পূত ধর্ম্ম তরে॥

(৪)

দীন বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর হিংসা দ্বেষ করে দূর
পূতধর্ম্মে সবারে শুধায়!
বাণীর শ্রদ্ধার পাত্র জননীর মুখ্যপুত্র
উপদেশ বিলাইছে তায়॥

(৫)

আত্মপর নাহি তাঁর সবই তাঁর আপনার
সুবিচারী ধার্ম্মিক-প্রধান।
পরের হিতের তরে স্বার্থ বিসর্জ্জন করে
—নরোত্তম আদর্শ মহান॥

---

* বৈশাখী পূর্ণিমোৎসব উপলক্ষে ভারত-গৌরব স্বনামধন্য কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নাইট, সম্বুদ্ধাগম-চক্রবর্ত্তী, সি এস্ আই মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯শে বৈশাখ, ১৩২১ সাল বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভায় পঠিত।

(৬)

যজ্ঞ দীন বৌদ্ধজাতি ধরম-উৎসবে মাতি
ভাগ্যক্রমে লভিয়াছ যাঁরে।
কি দিবে তাঁহারে আর যোগ্য প্রতিদান তাঁর ?
—প্রীতিমাল্যে সাজাও তাঁহারে ॥

গয়া জেলার বৌদ্ধ কীর্ত্তি

[শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার]

সিঙ্গাটিয়া, মালাটিয়া ও বৈরিয়া গ্রাম গুলির সন্নিকট এবং উজীরগঞ্জ ষ্টেশন হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে গয়ান ওয়ালা বাদসাহী বা ইংরাজ রাজের নির্ম্মিত সরকারী পথের পার্শ্বে হাসরা পর্ব্বত শ্রেণী। ইহাকেই ডাঃ ষ্টীন প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণ হিউএন সাঙ্গের কথিত কুক্কুটপাদ গিরি বলিয়া বিহিত করেন। চৈনিক পরিব্রাজক দত্ত বিবরণের সহিত বাস্তবিক বিবরণ সম্পূর্ণ-রূপ মিলিয়া যায় বলিয়া ডাক্তার ষ্টীন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে এই হাপ্রাপর্ব্বতে সংলগ্ন হিওএন্ সাঙ্গের উল্লিখিত "কুক্কুটপাদ গিরি পর্ব্বত" অবস্থিত। ইহার অস্তিত্ব এইখানে ডাক্তার ষ্টীন সপ্রমাণ করিয়াছেন। বাবু রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে গুরপাপর্ব্বতই ফাহীয়ান এবং হিউএন্ সাঙের উল্লিখিত "কুক্কুটপাদ গিরি" হইতেছে। হাপ্রাগিরির পাদদেশে প্রাচীন বৌদ্ধমঠের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ ৩০ ভাগ ইণ্ডিয়ান এণ্টিকুয়েরী পত্রিকার ৮৪—৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য* এই স্থানের শিলালিপি পূর্ব্বে প্রকাশিত করিয়াছি।

বকরৌর প্রাচীন অজয়পুরা গ্রামে বৌদ্ধ মঠ ছিল। ইহা এখন বুদ্ধগয়ায় মহান্ত মহারাজের দখলে বিরাজ করিতেছে। এইখানে "মতঙ্গ প্রাপী", মতঙ্গেশ্বর মহাদেব এবং বৌদ্ধযুগের ভগ্নাবশেষ চিহ্নসকল বর্ত্তমান আছে।† ইহা ধর্ম্মারণ্যের অন্তর্গত হইতেছে। এসম্বন্ধে ইহার পার্শ্বে যে পর্ব্বত রাজি দৃষ্ট হয় তাহা প্রাগ্‌বোধি গিরিরাজির অংশ বিশেষ। বর্ত্তমান চলিত ভাষায় "ঢোঙ্গরা পাহাড়" বলে তাহা পরে সবিশেষ বলিয়াছি। এই পর্ব্বতরাজির পাদদেশে মোরাহর। এই সুন্দর হ্রদ সদাই হংস কারণ্ডবাদি জলচর পক্ষিগণের কলরবে মুখরিত !!!

এই পর্ব্বতমালার পার্শ্বে বিষ্ণুপুর টাঁড়োয়ার "ভৈরব স্থান" ও এইখানে গয়া জেলার মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের বিহারের ও বৌদ্ধ স্তূপ ও চৈত্যের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। গয়া নগরের পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ ফল্গু নদীর অপর পারে মসাপুর বুনিয়াদগঞ্জ আবগীলা প্রভৃতি গ্রামে বহু বৌদ্ধ দেবদেবীর

* Indian Antiquary Vol XXX P. 84—90
Rep Arch Survind Vol I P.40—41, 53—16
" " " VIII 40—41, 54—61
" " " XVI 46—50
" " " " 52—59
" " " XV 4—6

† Rep Arch Surv Ind Vol I P. 12—13

চিহ্ন ও চৈত্য এবং বিহারের অস্তিত্বের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েক বৎসর হইল হাপ্রাকোল উপত্যকা হইতে দুই সহচরসহ বৌদ্ধ মূর্ত্তি খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছিল। যখন এই মূর্ত্তি নূতন বাহির করা হয়, আমি ও আমার কয়েকজন বন্ধু ডেপুটী শ্রীযুক্ত প্রাণ কুমার দাস বাবুর সহিত দেখিতে গিয়াছিলাম।* বোধ হয় এই দুইটী সহচর আনন্দ এবং কশ্যপ নামক শাক্যসিংহের প্রিয় শিষ্যদ্বয়ের প্রতিমূর্ত্তি হইবেন। গয়া হইতে ১৩ মাইল উত্তরে গয়া পাটনা রেল লাইনের উপর বেলা ষ্টেশনের সন্নিকট এবং তথা হইতে তিন ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিকে পাইবিঘা নামক গ্রামে বহু বৌদ্ধ প্রাচীন ভগ্ন কীর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এই পাইবিঘা গ্রামে খুব ভাল তামাক পাওয়া যায়। কলিকাতা বাঁকীপুর, পাটনা, সিঙ্গভূম, ঢালভূম, বর্দ্ধমান, হুগলী, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে এইখানকার তামাক বিশেষ আদৃত এবং প্রসিদ্ধ তাহা ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত করিয়াছি। টিকারী হইতে তিন মাইল দক্ষিণে পালী গ্রামে এবং তথা হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে কেস্‌পায়, তথা হইতে পাঁচ বা ছয় মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে কোঁচ গ্রামে বৌদ্ধ যুগের চৈত্য স্তূপাদি অতীতের স্মৃতি জাগরূক করিয়া দিতেছে। এইখানে একটি অতি প্রাচীন ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির অতীত বৌদ্ধ প্রভাবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে তাহা পথিক মাত্রেরই নয়ন পথে পতিত হইয়া থাকে। এই মন্দিরের সমস্তের লাট মন্দিরটির ছাদ স্থানচ্যুত হইয়াছে। তাহার থামগুলি ভগ্নাবস্থায় মাত্র দণ্ডায়মান আছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর ভগবানের দশাবতারের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে। ডাক্তার কানিংহাম বলেন যে এই মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি গুলি অষ্টম খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু স্থানীয় জনশ্রুতি দেওয়াজ ভৈরবঙ্গকে এই মন্দিরের নির্ম্মাতা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছে। রাজা ভৈরবেন্দ্র ১৪৯০ খৃষ্টাব্দের লোক বলিয়া ইতিহাস এবং তাঁহার উৎকীর্ণ অপরাপর শিলালিপি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যাহাই হোক আমার মনে হয় যে এই মন্দির অষ্টম শতাব্দীর অপেক্ষাও প্রাচীনতম।†

গয়া নগরের পূর্ব্ব দিকে নদীর অপর পারস্থিত যে পর্ব্বতরাজি বহুদূর ষ্টেশন হইতে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত দেখা যায় তাহার মধ্যে সর্ব্বোচ্চটী সোহেপুর, মোরা প্রভৃতি গ্রামের সীমার অন্তর্গত হইতেছে, এই পর্ব্বতকে বর্ত্তমান কালে "ঢোঙ্গরা পাহাড়" বলে (প্রাচীন সময়ে প্রাগ্‌বোধি নামে হিওএন্ সাঙ্ কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে) এই পর্ব্বতের উপর কতকগুলি প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের ভগ্ন স্তূপ মন্দির ও চৈত্য দেখিতে পাওয়া যায়; এইখানে কয়টী পার্ব্বত্য প্রস্তরলিপিও আছে তাহা পাল রাজগণের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

* Indian Antiquary Vol XXX P.84—90

* R. A. S. I Vol viii p 54—61
" xvi p 52—59
" (Bengeir) 1901—02

শ্রীগুণাতী মঠ :—

সহরঘাটী গ্রামের ৪ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিকে গুণেরী গ্রামের সন্নিকট প্রাচীন শ্রীগুণচরিত নামক প্রাচীন বিখ্যাত বৌদ্ধ মঠের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। গুণেরি মঠের সুন্নিকট একটি প্রস্তর লিপি, প্রস্তরে খোদিত বহু প্রাচীনকালে মেঃ কিটোর দ্বারায় আবিষ্কৃত হয়। ইহারই প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। যে ধর্ম্ম হেতু প্রভব হেতুস্তেষাং ত ২। মাগতো হেতবদৎ তেষাঞ্চ যো নিরোধো এবং বা ৩। দী মহাশ্রমণঃ সম্বৎ ১ বৈশাখ ৪। সুদী ৫। শ্রীগুণজচরিত শ্রীমহিন্দ্র পাল ৬। লদের. রাজ্যে দেবধ ৭। র্ম্মোহয়ম...... ॥

গয়া হইতে উত্তরদিকে বেলা ষ্টেশান হইতে তিন ক্রোশ পূর্ব্বদিকে বরাবর পর্ব্বত শ্রেণী বিরাজ করিতেছে। বরাবরের পর্ব্বত গুহা ও বৌদ্ধ যুগের ভগ্ন কীর্ত্তি সকল ডাক্তার ষ্টীন, ব্লক, প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনিষিগণের গভীর গবেষণা প্রাচীন কালের শিলাভদ্র মঠের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়া বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত ভারতবাসীকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পরে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। বরাবর পর্ব্বতের কিছুদূর পশ্চিমে "কৌয়াডোল" নামক পাহাড় অবস্থিত; ইহার পাদদেশে পদ্মাসনে উপবিষ্ট এক বৌদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে। এইখানেই "শিলাভদ্র মঠ" ছিল বলিয়া অনুমান হয়; তাহা পরে এবং পূর্ব্বেও বলিয়াছি। শিলাভদ্র মঠ বর্ত্তমান ধারাউথ গ্রামের সীমার অন্তর্গত ছিল। ইহার সন্নিকট জারুগ্রাম। জারুগ্রামের মধ্যে একটি প্রাচীনকালের শের সাহের নির্ম্মিত এক মসজীদের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এই মসজীদের ইষ্টকাদির দ্বারা অনেক গ্রাম্য লোক তাহাদের বাটী নির্ম্মাণ, দাওয়া গাথা, ইত্যাদি কাজ করিয়াছে। এইখান হইতে কিছু দূরে এক পর্ব্বতের চূড়ায় "হরিহরনাথ" মহাদেবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এইখান হইতে কিছুদূর পূর্ব্বে নদীর অপর পারে মিরানপুর নাদিরা গ্রাম। গ্রামখানি খুব প্রাচীন এবং বহু মানী ও ধনী এবং বর্দ্ধিষ্ঠ লোকের বাস ছিল। এখানে অনেক প্রাচীন মন্দির ও মঠের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। কালের কঠিন শাসনে এইগুলি মুসলমান-দিগের মসজীদে পরিণত হইয়াছে। এই-খান হইতে এক পোয়া পথ পূর্ব্বদিকে ঠৈয়র আহম্মদ সাহের দরগাহ হইতেছে। নাদিরা হইতে ১২ মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে গৌরাব নামক স্থানে বৌদ্ধ ও হিন্দুযুগের প্রস্তর খণ্ড ও উত্তম ভাস্কর্য্য খচিত প্রস্তর ইতস্ততঃ বিক্ষিত আছে। এই নগরের মধ্যেই সের-সাহের দরবারের একজন প্রধান ওমরাহের নির্ম্মিত এক দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তেলাঢ়া দুর্গের এবং পয়গার অধীশ্বর মির মোস্তাফা বহু অর্থ ও চেষ্টার বলে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন বলিয়া এক প্রাচীন প্রবাদ আছে। ইহার ২।৩ মাইলের মধ্যেই ইশ্‌লামপুর বস্তি। ইহা স্থানীয় মুসলমান চৌধুরী জমীদারদের প্রধান বাসস্থান। এই স্থানে বহু প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। ইশলামপুরের কয়েক মাইল দক্ষিণ পশ্চিম কোণে লাট নামক

স্থান অবস্থিত। এইখানে এক প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড মাঠের মধ্যে তিন অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। অজ্ঞ লোকেরা ইহাকে "ভীমের গদা" নামে অভিহিত করিয়া থাকে কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তাহা বৌদ্ধযুগের স্তম্ভ; তাহার শিরো-দেশে অস্পষ্ট অক্ষরে কিছু লেখা দেখিতে পাওয়া যায়। অক্ষরগুলা পালি ভাষায় হইবে বলিয়া মনে হয় কিন্তু ঠিক পাঠ উদ্ধার করা যায় না। এইখান হইতে কিছু দূরে "কেশপা" গ্রাম অবস্থিত। এইখানে একটি ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দিরের মধ্যে তারাদেবীর মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়; ইহার চত্বরের বাহিরে কয়েকটী শিবলিঙ্গ বিক্ষিপ্ত আছে। মন্দিরের সম্মুখে প্রবেশদ্বারের সন্নিকট একটি চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তি, একটী গরুড়ারূঢ় বিষ্ণুমূর্ত্তি, দুইটি হরগৌরী মূর্ত্তি বিরাজ করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরস্থ তারাদেবীর শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। তারা-দেবীর মূর্ত্তিটি বৌদ্ধ স্ত্রীদেবীর দণ্ডায়মান মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। গয়া জেলার পশ্চিম দিকে গোহ এবং কোঁচের মধ্যবর্ত্তী স্থানে জইন্তীপুর বারোঁয়া গ্রাম অবস্থিত। ইহা গয়া দাউদনগর রাস্তার সন্নিকট হইতেছে। পাটলি পুত্র (প্রাচীন কুসুমপুর) অশোকের নব রাজধানী হইতেছে। ইহা বর্ত্তমান পাটনা। কুম্রাওঁয়া খননে বৌদ্ধযুগের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি ডাঃ স্পুণারে উদ্যোগে উদ্ঘাটিত হইয়া পাটনা মিউজিয়ামের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। চীন পরিব্রাজক সিউকীর বিবরণ হইতে আমরা প্রাচীন বৌদ্ধযুগের অনেক ছবি পাইয়া থাকি তাহা বীল (Beal) কৃত অনুবাদ পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে বিশদ-ভাবে বিবৃত আছে। এই নগরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হইতে ২০০ গজ দক্ষিণে এক সংঘারাম আছে, সেইখানে যাত্রিগণ সময়ে সময়ে তীর্থ দর্শনে সমবেত হইয়া থাকেন। এইখান হইতে একশতলি দক্ষিণ পশ্চিম দিকে তিলাঢক সংঘারাম বিদ্যমান আছে। মহারাজ বিম্বিসারের শেষ বংশধর এই সংঘা-রামে চারিটি বড় বড় হলঘর নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। তিলাঢ় কথা বর্ত্তমান তিল্লাঢ়া হইতে ৯০ লি দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রবরগিরি নামক পর্ব্বত অব-স্থিত। ইহার সর্ব্বোচ্চ চূড়াটিকে বর্ত্তমান জনশ্রুতি "কৌয়াডোল" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। সহরঘটী, বকুরৌর, পালী, উরংয়েন, কুর্কীহার, ঘেঁজন, পুনাওঁয়া, পাওয়াপুরী, খস্তীলপুর, বিঢ়হা, চুলার, বড়-গাঁহন, প্রভৃতি স্থলে বহুল প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের প্রস্তর মূর্ত্তি, বা দুর্গের ভগ্নাবশেষ বা বৌদ্ধ ভগ্ন স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্যের পরিচয় বক্ষে ধারণ করিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করি-তেছে। বুঢ়া হইতে দুই মাইল পশ্চিম দিকে মাণ্ডা পর্ব্বতরাজি দীর্ঘকায় অজগরবৎ ভূপৃষ্ঠে শয়ান রহিয়াছে। ইহার পাদদেশের চতুর্দ্দিকে প্রাচীন যুগের মৃৎপাত্রের ভগ্নখণ্ড সকল এবং প্রস্তর মূর্ত্তি সমূহের ভগ্নাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। একটি প্রস্তরের উপর বুদ্ধ মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে শিব মন্দির সকল বিরাজ করিয়া চতুষ্পার্শ্বের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। মাণ্ডা হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে তিন মাইল দূরে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের সন্নিকটস্থ গুণেরী-মঠ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই মঠের বিষয় পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের সন্নিকটস্থ মদনপুরের দক্ষিণদিকে

এবং পাকো ইন্দারা নামক স্থানের নিকট উমগা পর্ব্বতরাজি ভ্রমণ কৌতুহল পথিকের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করে। এসম্বন্ধে "দেও" পর্য্যায়ে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি এবং তাহা ১৩২৬ সালের উপাসনা ও ১২২১ সালের ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। কাপ্টেন কিটো ১৮৪৭ সালের এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় ৭৮—৮০, ২৭১—২৭৯ (১৬ ভাগ ঐ পত্রিকায়) বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ৫২৪—৫২৬ পৃষ্ঠা যত্নসহকারে দ্রষ্টব্য।

আশা

শ্রীযুক্ত জয়দ্রথ চৌধুরী

বিশ্ব-বিমোহিনী আশা
জীব-হৃদি-কুঞ্জবনে,
কৌশলে রচিলে বাসা
ভ্রমে জীব তোমার ছলনে।

জীবের জনম কালে,
দস্যু সম আসে ছুটে,
নিমিষে কৌশল বলে,
মন, প্রাণ সব নাও লুটে।

তোমা ল'য়ে হৃদে সবে,
কেটে কাল দিবানিশি
কেউত বুঝেনা ভবে,
তুমি শুধু মরণের ফাঁসি।

তোমার সে প্রেম-সুধা
হরষে করিছ পান,

তবু মোর র'ল ক্ষুধা,
পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ।

রাজা, প্রজা, ধনী, দুঃখী,
তোমার ছলনে ভুলে
ভবে কভু নহে সুখী,
তোমা সুফল কুফল ফলে।

না সৃজিলে তোমা বিধি,
মনে লয় বসুন্ধরা—
পে'ত সুখ নিরবধি,
ছুটে যেত আনন্দ-ফোয়ারা,

ভবের সাগরে প'ড়ে,
তোমার কুহকে ভুলে,
মরমে রয়েছি মরে—
বাঁধা তব মোহিনী শিকলে।

কর্ম্মফল

[শ্রীমৎ জিনালঙ্কার ভিক্ষু]

কর্ম্ম শব্দের অর্থ সাধারণতঃ যাহা করা যায়। আমরা যাহা নিত্য করি তাহাও এক একটী ধর্ম্ম বা ধর্ম্মের ক্ষুদ্র অংশ। কর্ম্ম প্রধানতঃ দুই প্রকার, সকাম কর্ম্ম ও নিষ্কাম কর্ম্ম। সকাম কাহাকে বলে? যেই কর্ম্মে কোন কাম অর্থাৎ তৃষ্ণা বা কামনা বর্ত্তমান রহিয়াছে উহাই সকাম কর্ম্ম। ইহা নিশ্চয় কোন না কোন ফল উৎপন্ন করিবে। সেই

কর্ম্মফলে জীব জন্মান্তর পরিভ্রমণ করে। নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থ এই, যেই কর্ম্মে কোনও প্রকারের তৃষ্ণা বা কামনা বর্ত্তমান নাই, উহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। এই নিষ্কাম কর্ম্মের হেতু, জীব পুনঃ জন্ম হইতে নিষ্কৃতি পায়। আবার সকাম কর্ম্ম দুই প্রকার। সৎকর্ম্ম ও অসৎ কর্ম্ম; সৎই হউক বা অসৎই হউক উহার ফল অবশ্যম্ভাবী, এবং ইহাই পুনর্জ্জন্মে আনয়ন করে। বৌদ্ধেরা কর্ম্মফলবাদী, কর্ম্মই তাহাদের একমাত্র সহায় এবং সম্বল। শুধু বৌদ্ধেরা কেন, পৃথিবীর সমস্ত জাতীরই কর্ম্ম ফল স্বীকার করিতে হইবে, প্রকাশ্যে না হইলেও প্রকারান্তরে উহা স্বীকার করিতে হইতেছে। কর্ম্মই একমাত্র সহায় ও সম্বল কারণ কর্ম্মফলই তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। ধন, জন, মান, যশঃ লোকের চির সহচর নহে। আমরা এই জীবনে যাহা কাজ করি, তাহাই শুধু আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গী হইয়া বেড়ায়, শুধু ভবিষ্যৎ জীবনে কেন ইহা জীবনেও অনেক কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। একজন মাতালের দৃষ্টান্ত স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিতে, এই সম্বন্ধে বোধ হয় আর কিছুই বলিতে হইবে না। লোকে বলিয়া থাকে সৎকর্ম্ম কর স্বর্গে যাইবে। আর যদি অসৎ কর্ম্ম কর তাহা হইলে নরকে পতিত হইবে। ভ্রাতৃগণ! স্বর্গ আর নরক কোথায়? এই সংসারেই আমার বিবেচনা মতে স্বর্গ এবং নরক। আমাদের সৎ কিম্বা অসৎ কর্ম্মের ফল পুনর্জ্জন্মে আমরা এই সংসারেই ভোগ করিয়া থাকি। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভিত্তি কর্ম্মবাদ, সুতরাং কর্ম্ম করিলেই ধর্ম্ম রক্ষা হয়। যেই ব্যক্তি কর্ম্ম শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিয়াছেন, এবং সৎ কর্ম্ম ও অসৎ কর্ম্মের প্রভেদ বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাকে আর ধর্ম্ম রক্ষার জন্য অনবরত ধর্ম্ম কথা কহিতে হইবে না। মনে করুন আমাদের বৌদ্ধধর্ম্মে পাঁচটী শীল আছে, তাহা অমাবস্যা পূর্ণিমায় কিম্বা অষ্টমীতে না আওড়াইয়া যদি একজন বিজ্ঞ কর্ম্মবাদী লোক কেবল কর্ম্মের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া চলে; তাহা হইলে আর তাহাকে কোন কষ্ট, যন্ত্রনা কিম্বা পাপের জন্য অন্য কাহাকেও দোষ দিতে পারি না। আমরা নিজেই আমাদের এই সমস্ত উৎপন্ন করি, কারণ এই সকল কষ্ট, যন্ত্রনা এবং পাপ আমাদের কর্ম্ম প্রসূত অন্যের পাপে কিম্বা কথায় আমাদিগকে এই সমস্ত ভোগ করিতে হয় না। কর্ম্মফলে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তিও ঘোর পাপ তাপানলে দগ্ধ হইতেছে। আর একজন সামান্য মানবও চিরশান্তির ক্রোড়ে বিরাজ করিতেছে।

১। প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক বেকন বড় দুঃখী ও দরিদ্র ছিলেন, এবং স্বহস্তে নিজ কার্য্য করিতেন; তিনি কার্য্যগুণে জগতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ২। রোম দেশের বিখ্যাত নাট্যকার টেরেন্স সামান্য একজন ক্রীতদাস ছিলেন। কার্য্যফলে তিনিও একজন প্রসিদ্ধ লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ৩। ইউরোপ দেশীয় বোল্ট ভোল্লিও নিজের নিমিত্ত চিকিৎসালয়ে ও মৃত্যুকালে স্থান পান নাই। ৪। পর্ত্তুগাল দেশের সুপ্রসিদ্ধ লেখক ক্রোমেনসার ভিক্ষা

গৃহে জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার কাদরী ভৃত্য লিসবন সহরের অলি গলি ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহার জন্য মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ করিত। অহো কর্ম্ম! কাহারও সাধ্য নহে যে তোমার প্রভাব অতিক্রম করে! আপনারা এখন দেখিতে পাইতেছেন যে, কর্ম্মের কতদূর প্রভাব, কত শক্তি, হে বৌদ্ধ ভ্রাতৃগণ! অতএব সৎকর্ম্মে ব্রতী হও; সৎকর্ম্ম না করিয়া শুধু দিবারাত্রি মালা জপিয়া কিম্বা ধর্ম্ম কথা শুনিয়া কিছুই পাইবে না; সৎকর্ম্মই করিতে হইবে। সৎকর্ম্ম না করিলে আর নিস্তার নাই। আগে কর্ম্ম কর ধর্ম্ম আপনিই আসিয়া পড়িবে। অহিংসা পরম ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের সার নীতি এবং ইহাই পঞ্চশীলের প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাকে অন্য অর্থে অর্থ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ইহাতে সর্ব্বজীবে দয়া কর এ কথাটি নিহিত আছে। সর্ব্ব জীবের প্রতি যখন দয়ার ভাব হইবে, তখন আমরা সকল জীবকে নিজের মত জ্ঞান করিতে শিখিব, তাহা হইলে কাহারও প্রতি হিংসা প্রবৃত্তি জন্মিবে না তাহাতেই আমাদের কর্ম্ম করার ফল হইবে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি শুধু গাল ভরিয়া বুদ্ধ ধর্ম্ম সংঘকে ডাকিলে কিছুই হইবে না। আগে নিজকে নিজে তৈয়ার করিতে হইবে। তারপর অপরকে শিক্ষা দিতে সক্ষম হইবে। অতএব হে বৌদ্ধ ভ্রাতৃগণ! যদি সংসারে শোক তাপ দুঃখ পরিবেদনা হইতে মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সৎকর্ম্ম কর। কর্ম্মই মুক্তির প্রশস্ত উপায়।

ঈশপ্রেম

[শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র লাল কানুনগোয়]

তপ্ত এ'মরু হৃদয়ে মম
 তব প্রেম যদি বরষে
স্নিগ্ধ ভকতি পুণ্য প্রবাহ
 রবে শতধারে সরষে।
ক্লিষ্ট পিয়াসা পরাণী শত
 সেই সুধাধারা পরশে
তৃপ্ত হইবে ভুলিবে তৃষা
 নাচিবে গাহিবে হরষে।
সুললিত যশ-রোল তব
 উঠিবে উর্দ্ধে আকাশে
মধুর তানে মোহন ছন্দে
 তোমারি চরণ বাতাসে।
পাপ-মোহ ঘুচিবে সবার
কেহ না দহিবে তরাসে
সন্তান তব পূত হৃদয়ে
 মিলিবে তোমারি সকাশে।

সুষমা

[শ্রীযুক্ত তরণী সেন বড়ুয়া]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আজ হইতেই তুমি সমস্ত বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, তুমি এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া চলিও, কখন ও অপব্যয় করিও না কখনও কাহারও অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইও না। পরের মঙ্গলার্থ জীবন উৎসর্গ করিও।

আমি যে সকল কথা বলিতেছি আমার কথাগুলা শিরোধার্য্য করিয়া চলিও; কখনও লঙ্ঘন করিও না। এই সকল কথা বলিতে বলিতে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল। তিনি অতি ধার্ম্মিক, সচ্চরিত্র, পরোপকারী, পুণ্যবান লোক, ছিলেন বলিয়াই নিরাপদে স্বর্গ লাভ করিলেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তাঁহার আত্মীয় বান্ধবগণ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আজ সুষমা ও যোগেন শোক-সাগরে অশ্রুপূর্ণ লোচনে সাঁতার দিতেছে। তাহাদের দুঃখ দেখিয়া পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ক্রন্দন করিতেছে, তাহাদের আত্মীয় বান্ধবগণ সকলেই মিলিত সুমনকে ঘৃত ও চন্দন কাষ্ঠের দ্বারায় সৎকার করিলেন। যোগেন ও সুষমাকে প্রবোধ বাক্যেও সান্ত্বনা দিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। যোগেন ও সুষমা অশ্রুপূর্ণ লোচনে নিজ বাড়ী ফিরিয়া আসিল। যোগেন তারপর দিবস হইতেই পিতৃকার্য্যে নিযুক্ত হইল, ও সুচারুরূপে পিতৃকার্য্য চালাইতে লাগিল। অল্পদিন মধ্যেই সে একজন সুবিচারক হইয়া উঠিল, চতুর্দ্দিকে তাহার প্রশংসার সাড়া পড়িল। যোগেন পিতৃবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া সুষমাকে পূর্ব্ব হইতে আরও ভালবাসিতে লাগিল। সুষমাও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বর্ত্তমানে সুষমা পূর্ণ যুবতী, অতি সুন্দরী মেয়ে, তাহাকে দেখিয়া মানুষ বলিয়া বোধ হইত না। তাহাকে দেখিলে বোধ হইত যে, সে স্বর্গের অপ্সরী কিংবা দেবকন্যা। সুষমা যে কেবল সুন্দরী মেয়ে তাহা নহে, তাহার অনেক সৎগুণ ছিল। সে বাল্যকাল হইতেই সৎস্বভাবা। সে কাহার কোনও দুঃখ দেখিলে বা বিপদে পতিত হইতে দেখিলে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তাহাকে সেই বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করাইত। ইহা তাহার ৺স্বর্গীয় পিতার শিক্ষার গুণ। যোগেনের পিতার অতি মনোহর একটি বাগান ছিল। বাগানের মধ্যে নানা দেশীয় নানারকমের পুষ্প সাজান ছিল, তথায় মধ্যে মধ্যে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত আসন গোলাপ, শেফালিকা ও গন্ধরাজ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া ফল ফুলে বাগান অতি মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। বিহঙ্গম বিহঙ্গিনী আপন মনে ক্রিড়া করিতেছে, ভ্রমর ভ্রমরী গুন্‌গুন্ স্বরে বিভোর হইয়া আপন মনে মধুপান করিতেছে। বাগানে সুবৃহৎ একটি সরোবর শ্বেত ও রক্তপদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া সরোবরকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার মধ্যে নানা প্রকার জলচর পক্ষী আপন মনে ক্রীড়া করিতেছে। সরোবরে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাটে একটি পরমা সুন্দরী রমণী সহচরীর সহিত আপনমনে পুষ্প চয়ন করিতেছে, ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর উড়িয়া চতুর্দ্দিকে বেড়াইতেছে। দিবা অবসান হইয়া যাইতেছে, রমণীর রূপচ্ছটায় বাগান আরও আলোকিত হইয়া গিয়াছে, বাগানের মধ্যে যেন একটা জীবন্ত পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া দেবের নন্দন-কানন সদৃশ অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে, পাঠকগণ আপনারা অনুমান করিতে পারেন যে, এই মুনিমনোহারিণী জীবন্ত প্রস্ফুটিত ষোড়শ বর্ষীয়া রমণী কে? বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন ইনিই আমাদের

যোগেনের কনিষ্ঠা ভগিনী সুষমা। আজ একাগমনে বাগানে বসিয়া পুষ্প চয়ন করিতেছে। এখন সন্ধ্যাসমাগত প্রায়। সূর্য্যদেব নিজরূপ সংবরণ করিয়া গগনের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছেন এমন সময় একটী যুবক বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং ঘুরিতে ঘুরিতে সুষমার কাছে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। পাঠকগণ, আপনারা মনে করিতে পারেন ইনি কে এবং কি জন্যই বা বাগানে প্রবেশ করিলেন? ইনি আমাদের যোগেন, অপরিচিত ব্যক্তি নহেন, আমাদের সুষমার একমাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোগেন। যোগেনকে আসিতে দেখিয়া সুষমা আদর অভ্যর্থনা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। যোগেন কহিল 'সন্ধ্যা আগত প্রায়, চল ঘরে যাই; তাই তাই ভগ্নি উভয়ে মিলিয়া নিজালয়ে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তাহার পরদিন হইতে যোগেন মনে মনে ভাবিতে লাগিল—সুষমা এখন পূর্ণ যুবতী, সুতরাং এখন তাহাকে অবিবাহিতা অবস্থায় রাখা উচিত নহে, এখন কোন সৎপাত্র দেখিয়া সুষমাকে বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। একণে নানা বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, তাহার বাড়ীর তিন মাইল দূরবর্ত্তী নরেন নামক এক সুপ্রসিদ্ধ সওদাগর বাস করিতেন। তিনি একজন শিক্ষিত লোক ও জাতিতে যোগেনের সমান। তিনি অতিশয় সচ্চরিত্র লোক। নরেনের সঙ্গে সুষমার বিবাহ দিতে যোগেন স্থির করিলেন। শুভ লগ্ন ও শুভ তিথি দেখিয়া যথাসময়ে বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত হইল; আর কয়েক দিন হইতে যোগেনের বাড়ীতে বিবাহের ধুমধাম লাগিয়া গিয়াছে, বাড়ীর চতুর্দ্দিকে কদলীবৃক্ষের দ্বারা সুসজ্জিত হইতে লাগিল, বাড়ী ঘর মঙ্গল কাপড়ের দ্বারায় সজ্জিত হইতে লাগিল, বেলোয়ারী ফানুস ইত্যাদি দ্বারা বাড়ী আলোকিত হইতে লাগিল, আত্মীয় পুরমহিলাগণের মধ্যে মহা ধুমধাম লাগিয়া গিয়াছে, কেহ অলঙ্কার পরিতেছে, কেহ বহু মূল্যবান সুচিকণ জরির কাজ করা সাড়ী পরিধান করিতেছে, এইরূপ সকলে নানারকমে সুসজ্জিত হইয়া যোগেনের বাড়ীতে আসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নিমন্ত্রিত লোক আসিয়া যোগেনের বাড়ী ভরিয়া গেল। নিমন্ত্রিত সমবয়সীরা সুষমাকে সাজাইতে লাগিল, কেহ ছেঁয়ালি বলিতেছে; কেহ কেহ সুষমার সহিত উপহাস করিতেছে, বাক্যহীন পুত্তলিকার মত একমাত্র আমাদের সুষমা মলিন বদনে বসিয়া রহিয়াছে।

বিবাহ বাড়ীতে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে, কেহ আসিতেছে কেহ যাইতেছে, বিবাহের হৈ চৈ চতুর্দ্দিকে লাগিয়া গিয়াছে, তারপর বরযাত্রীক আসিবার সময় হইল, নানারকম বাদ্য বাজিতে লাগিল, সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে বর দেখিতে ছুটিয়া গেল। সমবয়সীরা সকলেই মিলিয়া গল্প করিতেছিল, নিজ নিজ গল্প ছাড়িয়া সকলেই বর দেখিতে ছুটিয়া গেল, কেবল মাত্র একজনের ভাগ্যে ঘটিল না, সে কে? আমাদের পূর্ব্বপরিচিত—সুষমা। তারপর বর আসিলেন। যথাসময়ে বিবাহের কার্য্য সুচারুরূপে সমাধা হইয়া গেল। পরদিন বরপক্ষের লোকেরা সুষমাকে লইয়া নিজালয়ে চলিয়া গেলেন। আজ সুষমা

পিত্রালয় হইতে অশ্রুপূর্ণ লোচনে শ্বশুর বাড়ীতে গমন করিলেন, গ্রামের আবালবৃদ্ধ স্ত্রীলোক দলে দলে নরেনের বাড়ীতে আসিতেছে, সকলেই সুষমাকে দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল এবং গৃহকার্য্য নিপুণা সুচিরা সুষমার কথায় মোহিত হইয়া নিজালয়ে চলিয়া গেল, সুষমা অল্পদিন মধ্যেই গৃহকার্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা হইয়া উঠিল এবং বাড়ীর কাজকর্ম্ম চালাইতে লাগিল। দুই প্রাণ এক হইয়া গেল, সুষমা গৃহকার্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা হইলেও নিজ ইচ্ছা কোন কার্য্য করিতে সাহসিক হইত না। স্বামীর পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিত; তাহার অবাধ্য মতে কোন কার্য্যে রত হইত না, কেবল যে সুষমা একণ ছিল তাহা নহে নরেন কখনও নিজ ইচ্ছায় কোন কাজ করিত না। উভয়ে এক হইয়া কাজ করিত। নরেন অনেক সময় বলিত—প্রিয়তমে! তুমি সামান্য কাজ নিয়ে আমাকে বিরক্ত করিও না। তোমার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিও, সামান্য কাজে আমাকে বিরক্ত করা ভাল নয়"। সুষমা কহিত "প্রাণনাথ! আমি সামান্য বুদ্ধিমতি অবলা, শাস্ত্রে শুনিয়াছি স্বামীর পরামর্শানুযায়ী কাজ করা নারীর ধর্ম্ম, আমি একমাত্র আপনার দাসী। দাসী কখনও নিজ ইচ্ছায় কাজ করিতে সাহস পায় না"। সুষমার মধুমাখা কথায় সন্তুষ্ট হইয়া নরেন তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল—প্রিয়তমে! আজ আমি তোমাকে পাইয়া যতদূর সুখানুভব করিতেছি সেই বিষয় প্রকাশ করিতে অক্ষম। যেই দিন হইতে তোমাকে বক্ষে ধারণ করিয়াছি সেদিন হইতে তোমার অমিয় মাখা কথায় কতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছি তাহা অন্তর্যামী ভগবান ব্যতীত আর কেহজানে না, তোমার মত আদর্শ রমণী যাহার ঘরে আছে, সে কখনও স্বর্গসুখ চায় না। প্রিয়তমে! আর আমি তোমাকে পাইয়া ত্রিদিবের বিমলানন্দ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছি"। সুষমা কহিল—"নাথ! আপনার মত স্বামী যাহার অদৃষ্টে লাভ হইয়াছে তাহার মত সৌভাগ্যবতী রমণী কেহ আছে কিনা বলা যায় না, আমি একমাত্র আপনার দাসী, আমি অতি পুণ্যের ফলে আপনার দাসী হইয়াছি, আমি বর্ত্তমানে যেরূপ সুখানুভব করিতেছি তাহা বর্ণনাতীত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুষমা শ্বশুরালয়ে যাওয়ার পরদিবস হইতেই যোগেন অতি দুঃখে কালাতিপাত করিতে লাগিল, কেননা তাহার কনিষ্ঠ ভগ্নিকে বিবাহ দিয়া তাহার বাড়ীঘর অন্ধকার হইয়াছে। যাহাকে প্রাণের অধিক ভালবাসিত এবং পিতৃমাতৃ বিয়োগ হওয়া সত্ত্বেও যে সুষমাকে অতি যত্নের সহিত লালন পালন করিয়াছিল, আজ সে সুষমার জীবনেরসুখ শান্তি পরের হস্তে সমর্পণ করিয়া যোগেন অশ্রুপূর্ণ লোচনে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল।

হে যোগেন! নিজের মনকে অস্থির করিও না; কেন না জন্ম মৃত্যু বিবাহ অদৃষ্টের লিপি, কেহ খণ্ডন করিতে পারে না, যোগেন এইবার নিজের জন্য মনোমত পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অবশেষে দেখিতে পাইল তাহার বাড়ীর অদূরবর্ত্তী জিতেন নামক একজন ভদ্রলোকের বসতি। লোকটী কুলিন ও অবস্থাপন্ন। জিতেনের পরমাসুন্দরী একটী কন্যা, তাহার নাম

চপলা, চপলাকে যে কেহ দেখিত সে তাহার রূপের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না। চপলা জিতেনের একমাত্র আদরের কন্যা বিবাহ করিতে যোগেন মনস্থ করিল। অবশেষে বিবাহের ঠিক হইয়া গেল। শুভ লগ্ন দেখিয়া বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত হইল। শুভ পরিণয়ের একমাস পূর্ব্ব হইতে নিমন্ত্রণের চিঠি ছাপা হইতে লাগিল। আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবদের কাছে শুভপরিণয়ের চিঠি পাঠাইতে লাগিল। ভারে ভারে খাদ্য সামগ্রী আসিতে লাগিল। নহবৎ বাজিয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

তুমি ও আমি

["শিশির" রচয়িত্রী]

তুমি তোমারি মহিমা আমার মাঝারে
যখন যা' তুল ফুটায়ে,
আমি ভুলিয়া তোমারে গৌরব-মুকুট
লই তা আপনি উঠায়ে।

তুমি ধরা পড় ভয়ে ভাবিয়া আকুল
রহ গো সতত গোপনে,
আমি ধরা দিতে সদা ব্যাকুল ধরায়
প্রকাশি আপনা যতনে।

তুমি সুখে দুখে মোরে রাখ নিতি বুকে
পাছে বা হারাই পাথারে,
আমি সুখে কভু তব ধারি নাক ধার
বিষাদে ডাকি যে "কোথারে!"

তুমি আমার ভাবনা ভাবিছ নিয়ত
রহিব আরামে কেমনে,
আমি করে হানি শির কহি যে "নিঠুর
নাহিক এমন ভুবনে।"

তুমি বাড়াইয়ে বাহু লও স্নেহ কোলে
ভবের কালিমা মুছায়ে,
আমি করি অভিমান খেলা শেষ আগে
কেন গো খেলনা ভাঙা'

বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি

[মৌলবী মখলচর রহমান]

অতি পুরাকালে, মধ্য এশিয়ার সুবিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র হইতে সুসভ্য আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া নানাস্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তই তাঁহাদের সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্রভূমি ছিল। এইখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক রাজ্য ছিল, তন্মধ্যে কৌশল রাজ্য বিস্তৃতিতে ও ঐশ্বর্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। অন্যান্য রাজগণ এই রাজ্যের ভূপতিকে ভয় ও সম্মান করিতেন। এই কৌশল রাজ্যের পূর্ব্বদিকে শাক্য জাতি নামে এক পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় বাস করিতেন। কপিলাবস্তু এই রাজ্যের রাজধানী ছিল।

মধ্য এশিয়া হইতে আর্য্যগণ যে সময়ে ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন তাঁহাদের মধ্যে উচ্চ নীচ ব্রাহ্মণ, শূদ্র কোন প্রকার জাতিভেদ ছিল না। সকলেই সমভাবে সকলবিধ কার্য্য করিতে পারিতেন। কিন্তু ভারতে আসিয়া তাঁহারা নানা শ্রেণীতে

বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। সমাজের মান, সম্ভ্রম আদেশ ও উপদেশে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বোচ্চ অধিকার করিয়া বসিলেন তাঁহাদের গৌরব-সূচক পদ সর্ব্বত্র আদৃত ও শিরোধার্য্য হইল। তাঁহাদের আদেশ ও উপদেশ অনুসারে অন্যান্য শ্রেণীর লোকগণের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। সকলবিধ ধর্ম্মকার্য্য ব্রাহ্মণের হস্তে ন্যস্ত রহিল। ব্রাহ্মণগণ স্বীয় লাভের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া পরোপকারার্থে আত্ম প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি মানবের প্রধান প্রধান রিপু তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিত না। তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার ভোগ বিলাস হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতেন। ধর্ম্ম কর্ম্মের আলোচনায় তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত হইত। এইরূপ নানা সংগুণের অধিকারী ছিলেন বলিয়া আজ পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণদিগের এত প্রতিপত্তি! অনেকে ইহাও বলেন যে সেকালের ব্রাহ্মণগণ ঈশ্বরের নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেন অবিলম্বে তাহা পূর্ণ হইত, এবং তাঁহারা কাহারও প্রতি রাগান্বিত হইলে, তাহার সর্ব্বনাশ সাধিত হইত। তাঁহাদের অভিশাপের ভয় সকলের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইত। ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এইরূপ নানা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে।

পরিবর্ত্তনশীল কালচক্রের বিঘূর্ণনে ভারতে এক বিভীষিকাময় বিপ্লবের আবির্ভাব হইল। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই বিপ্লবের খরতর স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইল। ইহার প্রধান কারণ ব্রাহ্মণদিগের স্বভাবের পরিবর্ত্তন। কালের পরিবর্ত্তনে ব্রাহ্মণগণের স্বভাব ও পরিবর্ত্তিত হইয়া ভীষণ আকার ধারণ করিল, নিঃস্বার্থতা, পরোপকারিতা, সরলতা ও অনাশক্তি প্রভৃতি মানবের শোভাবর্দ্ধনকারী সুষমারাজি, লোভ, মোহ, স্বার্থ ও ভোগ বাসনার সংস্পর্শে মলিন হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণগণ নিজের উদরপূর্ত্তির জন্য নানা ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগের সমস্ত অলৌকিক শক্তি তিরোহিত হইল। ক্রমশঃ তাঁহারা জালে জড়িত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণগণ নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অন্যান্য শ্রেণীর লোকগণের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বকালের হিন্দুগণের সর্ব্ববাদিসম্মত বৈদিক বিশ্বাস তিরোহিত হইল, এবং তাহার পরিবর্ত্তে অন্য আর এক ধর্ম্ম প্রকটিত হইল। অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত যাগ যজ্ঞই এই অর্থশূন্য ধর্ম্মের সারমর্ম্ম। ব্রাহ্মণগণ স্বার্থপরতার চরম সীমায় উপনীত হইলেন। বিভোর স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাঁহারা নানা প্রকার সুযোগ বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই নব ধর্ম্মের কঠোর দুর্ব্বিসহ নিয়মে চালিত হইয়া অন্যান্য শ্রেণীর লোকগণ জীবনে বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা অজ্ঞানতা ও ও কুসংস্কারের অন্ধকারময় কূপে নিমজ্জিত ছিলেন। অবশেষে তাহারা এই পাপকার্য্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য এবং এই ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক অন্য আর একটি নব ধর্ম্মের স্থাপন করিবার জন্য, একজন বিশ্বপ্রেমিক উদ্ধারকর্ত্তার নিমিত্ত সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বনিয়ন্তার নিকট প্রার্থনা করিল।

ভারতের এই মহাবিপ্লবের সময় ধরনীর অন্যান্য স্থানেও ধর্ম্মভাব শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। লোকের মনে মুহূর্ত্তের জন্যও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের নাম উদিত হইতনা। নানা প্রকার কুসংস্কারে মানব সমাজ লিপ্ত ছিল। প্রাণীহিংসা মানব জাতির নিত্য নৈতিক কর্ত্তব্য কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছিল, রসনার তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত পশু পক্ষীর প্রাণ অকাতরে বিনাশ করা হইত। মানব জাতির চিরশত্রু হিংসা, দ্বেষ, লোভ, মোহ প্রভৃতি তাহাদিগকে বশীভূত করিয়াছিল। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য লোক সমাজ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইত। পাপকূপে তাহাদের শরীর, মন, আত্মা সর্ব্বদাই নিমজ্জিত ছিল। সকলে সুরাপানে অধীর হইয়া নৃত্য করিত। উচিত, অনুচিত ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য কোন কিছুতেই তাহাদের জ্ঞান ছিল না। এই সময়ে তাহাদের মধ্যে অনেক জ্ঞানী ও ধর্ম্ম বিশ্বাসী লোক ছিলেন। তাঁহারা করুণাময় পরমেশ্বরের নিকট একান্ত উদ্ধারকর্ত্তার জন্য প্রার্থনা করিলেন। সত্যই তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ হইল।

দেশবাসীর যুগপৎ প্রার্থনায় করুণাময় পরমেশ্বর একজন উদ্ধারকারীকে প্রেরণ করেন। লোককে পবিত্র স্বর্গবাসী করিবার জন্য কুপথ হইতে সুপথে পরিচালিত করিবার জন্য ইঁহার ভূতলে পদার্পণ। এই সময়ে যে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, তিনিই বুদ্ধ। তিনিই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা।

খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে, পরাক্রান্ত সমরনিপুণ যোদ্ধা শুদ্ধোধন শাক্য জাতির অধীশ্বররূপে বিদ্যমান ছিলেন। হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থস্থান কাশীধাম হইতে প্রায় একশত মাইল উত্তরে পূত সলিলা রোহিণী নদীর তটস্থিত কপিলবস্তু তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার শাসনগুণে রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত ছিল। তাঁহার সততা, দানশীলতা, প্রজাবাৎসল্য ও ধর্ম্মপরায়ণতায় রাজ্যের আবাল বৃদ্ধ সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। আবার রাজমহিষী মহামায়া ও প্রভাবতী দেবীও কোমল প্রাণা, দানশীলা ও পুণ্যবতী ছিলেন। তাঁহাদের স্নেহপ্রবন হৃদয়ের অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আজ পর্য্যন্তও লোকের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে।

মগধরাজ বিম্বিসারের রাজত্বকালে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৫৭ অব্দের পবিত্র সনাতন মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদের (দঃ) প্রায় ১১শ বৎসর পূর্ব্বে এক পরম শুভক্ষণে মহারাণী মহামায়া সুপ্রসিদ্ধ লুম্বিনী নামক এক মনোহারিণী বাগানে বাসন্তী পূর্ণিমা তিথিতে এক পুত্র প্রসব করেন।

সেই নব সন্তানের মুখমণ্ডলের স্বর্গীয় আভা, দেহের কমনীয় কান্তি, দেখিয়া সকলেরই মনে আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল। পুত্র দিন দিন শশীকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। সমগ্র কপিলাবস্তু রাজপুত্রের মঙ্গলোৎসবের আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইল। সকলেই আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল।

বিধাতার কি অদ্ভুত সৃষ্টি কৌশল! সমস্ত আনন্দোচ্ছাসপূর্ণ কপিলাবস্তু অকস্মাৎ বিষাদে নিপতিত হইল। মহারাণী মহামায়া নব প্রসূত ক্ষুদ্র শিশুটিকে রাখিয়া, শত সহস্র লোকের আনন্দে কালিমা লেপন পূর্ব্বক

মানবলীলা সংবরণ করিলেন। রাণী প্রজাবতী দেবী মাতৃহারা শিশুটিকে অপত্য নির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতে লাগিলেন। এক শুভ দিনে শুভক্ষণে মহাসমারোহের সহিত রাজ কুমারের নামকরণ অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল। তাঁহার নাম রাখা হইল সিদ্ধার্থ।

সিদ্ধার্থ ক্রমে বয়স্থ হইয়া উঠিলেন। সর্ব্বশুণবিশারদ একজন বর্ষীয়ান অভিজ্ঞ শিক্ষক তাঁহাকে শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন। বাল্যকাল হইতে তিনি মেধাবী, শান্ত ও গুরুভক্তিপরায়ণ ছিলেন।

তাঁহার বাল্য বয়সের সচ্চরিত্রতায় মানব সমাজ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি রণবিদ্যায় ও অসি চালনায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন। তাঁহার শিক্ষক মহাশয় তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। এবং তাঁহার অলৌকিক ধীশক্তি দর্শনে, বর্শা ও অসি চালনের নৈপুণ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমার চিন্তাশীল হইয়া পড়িলেন। বালকসুলভ কোন প্রকার চপলতা তাঁহার ছিল না। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র শান্ত ও গম্ভীর। রাজপুত্রোচিত কোন প্রকার স্বর্ণময় বেশ ভূষা তিনি ভালবাসিতেন না নগরের কোলাহলে তাঁহার বিরক্তি বোধ হইত। লোক কোলাহলে মুখরিত রাজধানী তাঁহার নিকট বিষময় বলিয়া অনুভূত হইত। রাজধানীর স্বর্ণ প্রাসাদ তাঁহাকে বিমোহিত করিতে পারিল না। ইত্যবসরে কয়েকজন দৈবজ্ঞ মহারাজ শুদ্ধোধনকে বলিলেন—"আপনার পুত্র যদি সংসারী হন তাহা হইলে মহারাজ চক্রবর্ত্তী উপাধি ধারণ করিবেন। আর যদি সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করেন তাহা হইলে পরম উজ্জ্বল বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন।"

শুদ্ধোধনও দেখিলেন কুমার দিন দিন সংসার সুখভোগ পরিহার করিয়া নির্জ্জনে গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন হইতেছে। শান্তিময় পল্লীগ্রামের স্নিগ্ধ সুষমারাজি সর্ব্বদা তাঁহার মন আকর্ষণ করিত। তিনি বাল্যকাল হইতেই পল্লীতে বিজন কান্তারে, নির্জ্জন উদ্যানে চিন্তাযুক্তমনে ভ্রমণ করিতেন। সেই সময়ে সংসারের কোন সুখ ভোগের কথা তাঁহার মনে উদিত হইত না। তখন যেন তাঁহার প্রাণে স্বর্গীয় প্রেম ও করুণার স্রোত প্রবাহিত হইত। সংসারে সুখ দুঃখ তাঁহার বাল্যজীবনের চিন্তার বিষয় ছিল। এই সকল কার্য্য দেখিয়া শুদ্ধোধন নিশ্চয়ই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে দৈবজ্ঞের শেষোক্ত বাক্যানুযায়ী সন্ন্যাসাশ্রমেই কুমার মনোনিবেশ করিবে। রাজকুমারের সংসার অনাশক্তির কথা রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রবল বাত্যার ন্যায় বহিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

প্রার্থনা

[শ্রীযুক্ত সুবর্ণ কুমার বড়ুয়া]

(১)

মোর—হৃদয় তন্ত্রী বাজিয়া উঠুক
করিতে তোমার গান।
মোর—সুপ্ত পরাণ জাগিয়া তুল গো
করিতে তোমার গান॥

(২)

মোর—ভবসাগরের মায়া ঢেউ হতে
তুলিয়ে করগো ত্রাণ।
করুণা তোমার হোক্ বরষিত
মোক্ষ করিতে দান॥

(৩)

মোর—তামস হৃদয়ে আলোক বিতরি
আঁধার করগো হারা।
তোমারি প্রেমেতে মাতাও ভুল গো
বহুক পিযূষ ধারা।

(৪)

তোমারি বিমল স্নিগ্ধ পরশে
জুড়াক দগধ প্রাণ।
তোমার পূর্ণ বাসনা পালিতে
জাগুক অবশ প্রাণ॥

ভুবনেশ্বরের কথা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীযুক্ত ননীগোপাল সমাদ্দার]

খণ্ডগিরি :—ইহা পূর্ব্বে বৌদ্ধতীর্থ ছিল। বৌদ্ধদিগের ইহা অতি আদরের স্থান। খণ্ডগিরির মধ্য দিয়া একটী প্রশস্ত রাস্তা বহিয়া গিয়াছে। রাস্তার পার্শ্বে একটী ডাকবাঙ্গালা আছে; বিদেশী ভ্রমণকারীরা তথায় বাস করেন। খণ্ডগিরির পদপ্রান্তে একটি নোটিশ আছে :—"You are requested not to write your names in the caves or in the temples", অর্থাৎ "মন্দির অথবা গুহার গাত্রে অনুগ্রহ করিয়া আপনার নাম লিখিবেন না"। কিন্তু অল্প লোকেই এই অনুরোধ পালন করেন; ইহাতে মন্দিরের সৌন্দর্য্যের হানি হইতেছে। উদয়গিরির পাদদেশে একটী পর্ণ কুটীর আছে; তাহা বৈরাগীর মাঠ বলিয়া বিখ্যাত। খণ্ডগিরিতে উঠিবার প্রস্তর নির্ম্মিত সিঁড়ি আছে; কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। খণ্ডগিরির শিখরদেশে একটী জৈন মন্দির আছে। মন্দিরের ভিতরে ত্রিমূর্ত্তি বিরাজমান। মন্দিরের নিকটে সমতল ভূমিতে কতকগুলি বৌদ্ধস্তূপ আছে। এইখানে তিনটি কুণ্ড আছে যথা জ্ঞানকুণ্ড, রাধাকুণ্ড ও আকাশ গঙ্গা। ইহাদের জল খুব পরিষ্কার ও অনেক মৎস্য ইহাতে খেলিয়া বেড়াইতেছে। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি দেখিবার জিনিষ বটে। এখানে বৌদ্ধযুগের সমস্ত বিষয় জাজ্বল্যমান। প্রত্যেক বৌদ্ধের এইস্থান দেখা নিতান্ত দরকার। এইবার একটু উদয়গিরির বিষয় বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি প্রায় একরূপ দেখিতে। এই দুইটিই বৌদ্ধকীর্ত্তি। উদয়গিরির প্রতি গুল্ফার নিকট যখন যাইতেছিলাম তখন তাহা দেখিয়া যে কি ভাবের উদয় হইতেছিল তাহা বর্ণনাতীত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্ফাগুলি দেখিয়া বৃহদায়তের গুলি দেখিয়া আরও বিস্ময়ান্বিত হইলাম। অনেকে বলেন যে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথিবীর চারিদিকে বিস্তৃত হইতেছিল তখন অনেক বৌদ্ধ এই সকল স্থানে আসিয়া স্থান না পাইয়া

অতিশয় কষ্টে পড়িয়াছিলেন তখন এই সব বৃহৎ বৃহৎ গুম্ফ প্রস্তুত হইয়াছিল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এই সব গুম্ফায় বাস করিতেন। খণ্ডগিরিতে মাত্র দুইটি শিলালিপি আছে কিন্তু উদয়গিরিতে অনেক শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। উদয়গিরিতে রাণীনুর গুম্ফ বা রাণী গুম্ফ, স্বর্গপুরী গুলফা, জয়াবিজয়া গুলফা বৈকুণ্ঠ গুলফা, যমপুর গুম্ফ, সর্প ও ব্যাঘ্র গুম্ফ গুলিই প্রধান। রাণী গুম্ফার তলের দ্বারদেশে দুইটি বৃহৎ প্রস্তর নির্ম্মিত প্রহরীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের উভয়েরই হাটুর উপর পর্য্যন্ত বস্ত্রাবৃত। উদয়গিরি অতি সুন্দর জায়গা। ইহা আম, কাঠাল, আমলকী ও অন্যান্য নানাজাতীয় বৃক্ষ দ্বারা আবৃত। এইবার ব্যাঘ্র ও সর্প গুম্ফার বিষয় কিছু বলিব। অন্যান্য গুম্ফার বিষয় আর বলিতে পারিলাম না। ব্যাঘ্র গুম্ফাটি দেখিলে বোধ হয় যেন একটি ব্যাঘ্র মুখব্যাদান করিয়া বসিয়া আছে। সর্প গুম্ফার মাথার একটি অজগর সর্পের মস্তক খোদিত। এই গুলি দর্শন করিয়া আমরা পুনরায় ভুবনেশ্বরে ফিরিয়া গেলাম। তৎপর দিনের গাড়ীতে আমরা গোমো হইয়া পাটনাভিমুখে রওনা হইলাম। আসিবার সময় কটকে কয়েক ঘণ্টার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলাম—পাঠকদিগের কটকের বিষয় কয়েক লাইন এখন বলিব। কটক একটী পুরাতন শহর। ইহার দুইধার দিয়া মহানদী ও কাঠজুড়ি নদী বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কাঠজুড়ি ও মহানদী প্রায় সব সময়েই শুষ্ক থাকে। বর্ষাকালে কেবল জলে পরিপূর্ণ হয়। তখন এই দুই নদীর দৃশ্য অতিশয় সুন্দর হয়। অনেক সময় এই দুই নদীর জলে কটকে বাণ উপস্থিত হয়। যদি দুই মহানদী না শুকাইত তবে কটকের কত সুবিধা হইত। আরও অনেক আমদানি রপ্তানি হইত। কটকে একটা প্রাচীন দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায় ইহার নাম বড়বাড়ী দুর্গ। এই দুর্গ মহারাজ অনঙ্গ ভীম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। কটকে একটী মেডিকেল স্কুল, রাভেন্সা নামক একটী কলেজ, সার্ভে স্কুল ইত্যাদি আছে। এতদ্ব্যতীত ইউরোপীয় বালকবালিকাদিগের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয়ও আছে, সেখানে দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের পুত্রগণও লেখা পড়া করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত আরও ২।৩টী স্কুল আছে। কটকের শিল্পকার্য্য বিশেষ বিখ্যাত। এখানে স্বর্ণ ও রৌপ্যের অতি সুন্দর কার্য্য হয়। কটকের রাভেন্সা কলেজের বর্ত্তমান (officiating Principal) অধ্যক্ষ আমাদের দেশ বিখ্যাত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়। কটক হইতে আমরা বরাবর পাটনায় চলিয়া আসিলাম পথে খড়্গপুরেও ৮ ঘণ্টার জন্য ছিলাম সেই খড়্গপুর Railway work-shop এর জন্য খুব বিখ্যাত। খড়্গপুরের বিষয় আর কিছু বলিলাম না। যে মহাত্মাদের কৃপায় এই সব হইয়াছে তাঁহাদের শত শত ধন্যবাদ এবং আমাদের সদাশয় ব্রিটিশগভর্ণমেণ্ট যে এই সব রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদেরও ধন্যবাদ। আমাদের এই সদাশয় গভর্ণমেণ্ট যদি এই সব বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান

কীর্ত্তি রাখিতে চেষ্টা না করিতেন তবে আজ আর এই সব বিষয়ের কোনই চিহ্ন থাকিত না। অনেক জায়গায় তাঁহারা নিজেদের খরচে যাহাতে এই অমূল্য কীর্ত্তি সকল নষ্ট না হইয়া যায় তাহাই করিতেছেন। তাঁহারা শিলালিপি ও মূর্ত্তি সকল ঝড় বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনেক ছোট বা বড় ছাদ বা বারাণ্ডা করিয়া দিয়াছেন বা দিতেছেন। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের পুনঃগঠনের (Repair) জন্য প্রায় দশলক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছেন। এই সব দান কেবল যে হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের জন্য দিতেছেন তাহা নয় তাঁহারা মুসলমান মন্দিরের জন্যও এইরূপ দান করেন।

এইবার আমি আমার প্রবন্ধ শেষ করিব। বলিতে গেলে এক কথায় সমস্ত উড়িষ্যার বিবরণটা লিখিলাম—উড়িষ্যার কথা লেখা অতি কষ্টকর। এইরূপ হাজার পৃষ্ঠা লিখিলেও উড়িষ্যার কথা লিখিয়া শেষ করা যায় না। এই সব জায়গা হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের একবার কেন, যতবার তাঁহারা সক্ষম দেখা উচিত। এই সব জায়গা ২।৪ দিনে দেখিলে কিছুই হয় না। যে কেহ বহুদিন ধরিয়া এইস্থানে বাস করিয়া সমস্ত জিনিষ দেখিয়া শুনিয়া লেখেন তাহা হইলে তিনি এ বিষয় কিছু লিখিতে পারিবেন। এতক্ষণ পাঠকদিগকে বিরক্ত করিলাম; এইবার বিদায়।

সস জাতকং
বা
শশক জাতক

[শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র দেওয়ান]

অতি প্রাচীন কালে বারানসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক নৃপতি রাজত্ব করিতেন। "ব্রহ্মদত্ত" নৃপতির স্বকীয় নাম নহে—উপাধি মাত্র। তাঁহার রাজত্ব সময়ে প্রজাগণ অতি সুখে ও সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়াছিল। তিনি বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাত। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন তাঁহার এক মাত্র ব্রত। ফলতঃ তাঁহার সময়ে পশু, পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণিগণও ফলমূলাদি আহার পূর্ব্বক নির্ভয়ে জীবনপাত করিত।

তাঁহার অমরাবতী সদৃশ রাজধানী স্বচ্ছ সলিলা গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। রাজধানীর লোক সংখ্যা অসংখ্য তন্মধ্যে শ্রমজীবী ও মসীজীবী অধিকতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সকলেই সুখী। রাজধানীর উত্তর পশ্চিম দিকে রাজ অট্টালিকা। অট্টালিকা সুবৃহৎ। দূর হইতে তদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন একখণ্ড শুভ্র মেঘ আকাশ চুম্বন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে উদ্যান। উদ্যানে কত শত পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। উদ্যানের অদূরে এক প্রকাণ্ড সরোবর। উদ্যানস্থিত ভ্রমরের গুঞ্জরে—সরোবরস্থিত রাজহংসের ডাকে প্রাসাদখানি যেন কোন এক অবর্ণনীয় সুখে ভাসিতেছিল।

বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ ভবিষ্যৎ বুদ্ধ তৎকালে অর্থাৎ ব্রহ্মদত্তের রাজত্ব কালে শশকের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া এক বিশাল অরণ্যে বাস করিত। সেই অরণ্যের একদিকে অত্যুচ্চ তরু-লতা-গুল্ম পরিবেষ্টিত গিরি শিখর, অন্য দিকে গ্রামের প্রান্তদেশ এবং অপরদিকে শৈলকিরিটিনী শুভ্র স্রোতস্বিনী সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া কুলু কুলু রবে প্রবাহিতা।

তাহার তিন বন্ধু ছিল—শৃগাল, বানর ও ভোঁদড়। তাহারা পরস্পরের প্রিয়সহবাসে কালাতিপাত করিত। অরণ্যটী নানাবিধ উচ্চ, নীচ বৃক্ষদ্বারা পরিপূর্ণ। কোথাও বা অশ্বত্থবৃক্ষ নীরদমালা মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছে—কোথাও বা আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি বৃক্ষ ফলভরে নত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। বনের কতকাংশ তৃণাচ্ছাদিত। শশক তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে, বানর অশ্বত্থ বৃক্ষে, শৃগাল গুহায় এবং ভোঁদড় নদীর তীরস্থ এক লতা-গুল্মে বাস করিত। তাহারা প্রত্যেকেই প্রতিদিন প্রত্যুষে নিজ নিজ আবাসস্থান হইতে আহারান্বেষণে বহির্গত হইয়া সায়ংকালে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ সেই তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে একত্রিত হইত। শশক তিনজনকে তাহার সম্মুখে উপবেশন করাইয়া "ভিক্ষু, দরিদ্র প্রভৃতিকে দান দেওয়া, শীলরক্ষা এবং উপসোথ কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পালন করা উচিত" ইত্যাদি উপদেশ বা ধর্ম্মশিক্ষা দিত। তাহারা সকলে তাহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত এবং তাহার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নিজ নিজ বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিত।

এইরূপে তাহাদের পরস্পরের ভালবাসা পরস্পরের অন্তরে বিশেষরূপে বদ্ধমূল হইল। কয়েকদিবস গত হইলে একদা তাহারা পূর্ব্বোক্ত স্থানে একত্রিত হইয়া ক্ষণেক ধর্ম্ম-চর্চ্চার পর শশক ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল—নির্ম্মল আকাশ। নিশাকর হাসি-ভরা মুখ লইয়া নীল গগনপটে বিচরণ করিতেছে। তারকানিচয় চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া হীরকখণ্ডবৎ ঝিকিমিকি করিতেছে। চন্দ্রের স্নিগ্ধ রশ্মি আসিয়া অবনীমণ্ডলে সুষমা ঢালিয়া দিতেছে। সুষমা সংস্পর্শে বৃক্ষস্থিত শিশিরবিন্দু সকল বিমলানন্দে বিভোর হইতেছে। শশক মস্তক অবনত করিয়া অপর তিনজনকে বলিল "হে ভদ্রগণ! আগামী কল্য উপসোথ দিন। উপসোথ দিনের সময় শীল রক্ষা, ব্রতানুষ্ঠান, অতিথি-সৎকার এবং দানাদি পুণ্য কর্ম্ম ইত্যাদি সম্পাদন করা উচিত।" তাহারা সকলেই তাহার কথায় সম্মতি দান করতঃ নিজ নিজ আবাস স্থানে গমন করিল।

পরদিন প্রত্যুষে ভোঁদড় আহারান্বেষণে বহির্গত হইয়া গঙ্গাতীরে উপনীত হইল। অনন্তর এক ধীবর ভোঁদড়ের আগমনের পূর্ব্বে সপ্ত রোহিত মৎস্য নদী হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক লতাদ্বারা গাঁথিয়া তীরে বালুকার নীচে পুঁতিয়া রাখিয়া অধিক মৎস্য লাভেচ্ছায় নীচ-গঙ্গায় গমন করিয়াছিল। ভোঁদড় মৎস্য গন্ধ অনুভব করতঃ বালুকা ছড়াইয়া মৎস্যগুলিকে বাহির করিল। পাছে "না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়" ইহা ভাবিয়া সে তিনবার "ইহাদের কেহ মালিক আছে কি?" চীৎকার করিয়া বলার পর মৎস্যগুলির

স্বামী না আসাতে সে বিনাবাক্যব্যয়ে তাহাদিগকে নিজ আবাস গুল্মে লইয়া আসিল। বেলা হইলে খাইবে ভাবিয়া সে শীল মনে মনে ভাবনা করিতে করিতে শুইয়া পড়িল। শৃগালও বহির্গত হইয়া এক কৃষকের পর্ণকুটীরে গিয়া উপস্থিত হইল। কৃষক হলকর্ষণের জন্য মাঠে গমন করিয়াছিল। শৃগাল সেখানে দুইটী মাংস পরিপূর্ণ সলাকা, একটী গোসাপ এবং একটী দধিপাত্র দেখিল। সেও ভোঁদড়ের ন্যায় "এগুলির কেহ মালিক আছে কি?" তিনবার বলার পর গুহায় আনয়ন করিল। বেলা হইলে খাইবে ভাবিয়া সেও শীল মনে মনে ভাবনা করিতে করিতে গুহায় শুইয়া পড়িল। বানরও নিবিড় অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সুপক্ক, সুমিষ্ট ও সুস্বাদু ফল লইয়া আসিল। সেও বেলা হইলে খাইবে ভাবিয়া শীল মনে মনে ভাবনা করিতে করিতে ডালে শুইয়া পড়িল। শশকও "বেলা হইলে এখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নব-দূর্ব্বাতৃণ ভক্ষণ করিব" ইহা ভাবিয়া আপন তৃণাচ্ছাদিত বাসায় শুইয়া চিন্তা করিতে লাগিল "অদ্য উপসোথ দিন। আমি তৃণজীবী; তৃণই আমার একমাত্র সম্বল। আমার নিকট মনুষ্যোপযোগী আহার্য্য সামগ্রী কিছুই সংস্থান নাই। সুতরাং ভিক্ষু, দরিদ্র কিংবা অতিথি সমাগত হইলে কিছুই দিতে সক্ষম হইতে পারিব না। সমাগত ভিক্ষু, দরিদ্র কিংবা অতিথি রিক্ত হস্তে দ্বার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন মহাপাপ। অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে অদ্য আমার নিকট ভিক্ষু, দরিদ্র কিংবা অতিথি আগমন করিলে অম্লানবদনে আমার নিজের শরীরের মাংস দান করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিব অর্থাৎ আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিব, তথাপি সমাগতকে প্রত্যাখ্যান করিব না।

(ক্রমশঃ)

সংযুক্ত নিকায়

[শ্রমণ শ্রীমৎ অগ্রবংশ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কেসং দিবা চ রত্তো চ সদা পুঞ্ঞং
পবড্‌ঢতি
ধম্মট্‌ঠা শীলসম্পন্না কেজনা সগ্‌গগামি-
নোতি?

দিবারাত্রি কাহাদের পুণ্য বর্দ্ধিত হইতেছে? কাহারা ধার্ম্মিক ও কাহারা শীলবান? এবং কাহারা স্বর্গগামী?

আরাম রোপা বন রোপা যেজনা সেতু
কারকা,
পপঞ্চ উদপানঞ্চ যে দদান্তি উপসসয়ং।
তেসং দিবাচরত্তোচ সদা পুঞ্‌ঞং পবড্‌ঢতি
ধম্মট্‌ঠা শীলসম্পন্না তেজনা সগ্‌গগামি-
নোতি।"

পুষ্পারাম ফলারাম ও পান্থশালা বা ছায়াবান বৃক্ষ প্রভৃতি রোপয়িতা, সেতু নির্ম্মাতা ও কূপ প্রতিষ্ঠাতা, এবং উপাশ্রয় (আবাসগৃহ) দাতা, তাহাদের দিবারাত্র পুণ্য বর্দ্ধিত হয়, এই ধার্ম্মিক ও শীলসম্পন্ন ব্যক্তিগণই স্বর্গগামী হয়েন।

ইদং হিতং জেতবনং হইসি সংঘ নিসেবিতং
অবুথং ধম্মরাজেন পীতি সঞ্জনং মম।
কম্মং বিজ্জাচ ধম্মোচ সীলং জীবিত মুত্তমং
এতেন মচ্চা সুজ্‌ঝন্তি ন গোত্তেন ধনেন বা।
তস্মাহি পণ্ডিতো পোসো সম্পস্‌সং অত্ত
মত্তনো
যোনিসো বিচিনে ধম্মং এবং তথ বিসুজ্ঝতি।
সারিপুত্তোব পঞ্‌ঞা সীলেন উপসমেন চ
যোপি পারঙ্গতো ভিক্খু এতাব পরমো-
সিয়াতি।"

এই জেতবনারাম—যাহা ঋষিসংঘ পরিবৃত, ও ধর্ম্মরাজের (বুদ্ধের) অবস্থিতির স্থান, তাহা আমার প্রীতিজনক। কর্ম্ম, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শীলও উত্তমজীবন, ইহা দ্বারাই জীব শুদ্ধি লাভ করিতে পারে, গোত্রে বা ধনের দ্বারা নহে। তাই পণ্ডিত ব্যক্তিগণ স্বীয় মঙ্গল জানিয়া সম্যকরূপে ধর্ম্ম আচরণ করিয়া বিশুদ্ধি লাভ করেন।

যে ভিক্ষু সারিপুত্রের ন্যায়, প্রজ্ঞা, শীল ও উপশম দ্বারা পার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই পরম (শ্রেষ্ঠ) লাভী।

"যেধ মচ্ছরিনোলোকে কদরিয়া পরিভাসকা,
অঞ্ঞেসং দদমানানং অন্তরায় করা নরা।
কীদিসো তেসং বিপাকো সম্পরায়োচ
কীদিসো,
ভগবন্তং পুট্‌ঠু মাগম্ম কথং জানেমু তং
ময়ন্তি।"

ইহ জগতে যাহারা মাৎসর্য্যযুক্ত, কৃপণ ও কটুভাষী এবং যাহারা অন্যে দান করিলেও তাহাতে অন্তরায় করে, তাহাদের বিপাক (ফল) কিরূপ? এবং পরলোকেই বা তাহারা কিরূপ ফলপ্রাপ্ত হয়, তাহা আমরা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, আমরা কিরূপে তাহা জানিব?

"যেধ মচ্ছরিণো লোকে কদরিয়া পরিভাসকা,
অঞ্ঞেসং দদমানানং অন্তরায় করা নরা।
নিরয়ং তিরচ্ছান যোনিং যমলোকঞ্চ পজ্জরে,
সচে এন্তি মনুস্‌সত্তং দলিদ্দে জায়রে কুলে,
চোলহং পিণ্ডং রতিখিড্ডা যত্থ কিচ্ছেন লব্ভতি,
পরতো আসিং সরে বালা তম্পি তেসং ন
লব্ভতি,
দিট্‌ঠেব ধম্মে স বিপাকো সম্পরায়ে চ
দুগ্‌গতি।"

ইহজগতে যাহারা মাৎসর্য্যযুক্ত, কৃপণ ও কটুভাষী হয়, এবং অন্যে দান করিলে তাহাতেও অন্তরায় ঘটায়, তাহারা নিরয়, তির্য্যগযোনি বা যমলোকে উৎপন্ন হয়। যদিও বা মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে দরিদ্রের গৃহে জন্ম ধারণ করে—যেখানে অন্ন, বস্ত্র, রতি, ক্রীড়া প্রভৃতি কৃচ্ছলব্ধ, পরের নিকট হইতে যাচ্ঞা করিয়াও যেখানে পাওয়া যায় না সেইস্থানে জন্মগ্রহণ করে, ইহজগতে তাহাদের এইরূপ বিপাক ও পরলোকেও দুর্গতি।

"ইতি হেতং বিজানাম অঞ্‌ঞং পুচ্ছাম
গোতম,
যে ধ লদ্ধা মনুস্‌সত্তং বদঞ্‌ঞূবীতমচ্ছরা;
বুদ্ধেপসন্না ধম্মে চ সংঘে চ তিব্ব গারবা।
কীদিসো তেসং বিপাকো সম্পরায়োচ
কীদিসো
ভগবন্তং পুট্‌ঠু মাগম্ম কথং জানেমুতং
ময়ন্তি।"

ভো গৌতম! ইহা এইরূপে জ্ঞাত হইলাম, এখন অন্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি,

ইহজগতে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া যাহারা বদান্য ও মাৎসর্য্য বিহীন হইয়া বুদ্ধও ধর্ম্মের প্রতি প্রসন্ন ও (শ্রদ্ধাশীল) সংঘের প্রতি তীব্র গৌরবকারী হয়, তাহাদের "বিপাকে কীদৃশ এবং পরলোকেও বা তাহারা কিরূপ ফললাভ করে, তাহা আমরা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, আমরা তাহা কিরূপে জানিব ?

"যে ধ লদ্ধা মনুস্সত্তং বদঞ্ঞূ বীত মচ্ছরা,
বুদ্ধে পসন্না ধম্মে চ সংঘে চ তিব্ব
গারবা ;
এতেন সগেন পকাসেন্তি যথতে উপপজ্জরে।
সচে এন্তি মনুস্সত্তং অড্ঢে অজ্ঝায়রে কুলে
চোলহং পিণ্ডো রতি খিড্ঢা যথাকিচ্ছেন
লব্ভতি।
পর সম্ভতেসু ভোগেসু, বসবত্তী চ মোদরে
দিট্ঠেব ধম্মে স বিপাকো সম্পরায়ে
সুগ গতীতি।"

ইহ জগতে যাহারা মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া বদান্য ও মাৎসর্য্য বিহীন হয় এবং বুদ্ধও ধর্ম্মের প্রতি প্রসন্ন (শ্রদ্ধাশীল ও সংঘের প্রতি তীব্র গৌরবকারী হয়, তাহারা স্বর্গে উৎপন্ন হয়। যদিও মনুষ্যত্ব লাভ করে তাহা হইলে ধনবানের গৃহে জন্মগ্রহণ করে, যেখানে অন্ন, বস্ত্র ও রতি, ক্রীড়া প্রভৃতি সহজ লভ্য। এবং পর সঞ্চিত ভোগে যথেচ্ছ প্রমোদিত হয়। ইহা কালে ঈদৃশ ফললাভ করিয়া পরলোকে সুগতি প্রাপ্ত হয়।

"অবিহং উপপন্নাসে বিমুত্তা সত্ত ভিক্খবো
রাগ দোস পরিক্খিনা তিন্না লোকে
বিসত্তিকন্তি।

সপ্তজন ভিক্ষু অবিহ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া রাগ দ্বেষের ক্ষয় করিয়া জগতে আসক্তি বিহীন হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে।

"কেচ কেচ অতরুং সঙ্গং মচ্চুধেয্যং সুদুত্তরং
কে হিত্বা মানুসংদেহং দিব্বং যোগং
উপচ্চগুন্তি।"

সুদুস্তর মৃত্যুরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কোন্ কোন্ ব্যক্তি সঙ্গত্যাগী হইয়াছে ? এবং কাহারাই বা মনুষ্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যযোগ (পঞ্চ উর্দ্ধভাগীয় সংযোজন) অতিক্রম করিয়াছে ?

"উপকো, পলসণ্ডো চ পুক্কুসাতি চ তে তয়ো,
ভদ্দিকো ভদ্দদেবো চ বহুদন্তী চ পিঙ্গিয়ো
তে হিত্বা মানুসদেহং দিব্বং যোগং উপচ্চগুন্তি।

∴ উপক, পলগণ্ড, পুক্কুসাতি ইত্যাদি এই তিনজন ও ভদ্রিক ভদ্রদেব, বহুদন্তি, পিঙ্গিয় প্রভৃতি এই স্থবিরগণই মনুষ্যদেহ পরিহার করিয়া দিব্যযোগ অতিক্রম করিয়াছেন।

"কুসলি ভাসসি তেসং মারপাসপ্পহায়িনং
কস্সে তে ধম্ম মঞ্ঞায় অচ্ছিদুং ভব বন্ধ
নন্তি।"

সেই মার পাশ ছেদনকারিগণের তুমি প্রশংসা করিতেছ, তাঁহারা কাহার ধর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া ভব বন্ধন ছেদন করিয়াছেন ?

ন অঞ্ঞত্র ভগবতা নাঞ্ঞত্র তব সাসনা,
যস্স তে ধম্ম মঞ্ঞায় অচ্ছিদুং ভববন্ধন্তি।
যথ নামঞ্চ রূপঞ্চ অসেসং উপরুজ্ঝতি,
তং তে ধম্মং ইধঞ্ঞায় অচ্ছিদুং ভববন্ধনন্তি।'

ভগবন ! আপনার যে ধর্ম্ম শ্রবণে ভব বন্ধন ছেদন হয় সেই ধর্ম্ম ভগবৎ ধর্ম্ম ও ভগবৎ শাসন ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া নহে।

যেখানে নাম ও রূপ একেবারে নিরুদ্ধ হয়, আপনার সেই ধর্ম্মই এস্থলে জ্ঞাত হইয়া ভব বন্ধন ছেদন করিয়াছেন।

"গম্ভীরং ভাসসি বাচং দুব্বিজানং সুদুব্বুধং
কস্স ত্বং ধম্ম মঞ্ঞায় বাচং ভাসসি
ঈদিসন্তি।

তুমি গভীর দুর্ব্বিজ্ঞেয় দুরবোধ্য বাক্য বলিতেছ, তুমি কাহার ধর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া ঈদৃশ বাক্য বলিতেছ ?

"কুম্ভকারো পুরে আসিং বেতলিঙ্গে ঘটীকরো,
মাতা পেত্তি ভরো আসিং কস্সপস্স
উপাসকো।
বিরতো মেথুনা ধম্মা ব্রহ্মচারী নিরামিসো
অহুবা মে সগামেয্যো অহু বা মে পুরে
সথাতি।"

সোহমেতে পজানামি বিমুত্তা সত্ত ভিক্খবো,
রাগ দোস পরিক্খীণে তিন্নে লোকে বিসত্তি
কন্তি।"

পূর্ব্বে আমি বৈতলিঙ্গে কুম্ভকার ছিলাম। আমি মাতা পিতার ভরণপোষণ করিতাম ও কশ্যপ বুদ্ধের উপাসক ছিলাম। মৈথুন ধর্ম্ম বিরত নিরামিষী (অনাগামী) ব্রহ্মচারী (জনৈক ভিক্ষু) আমার গ্রামবাসী ও আমার বন্ধু ছিলেন। সেই হেতুই আমি রাগ দ্বেষ ক্ষয়কারী জগতে আসক্তিবিহীন হইয়া উত্তীর্ণ সপ্তজনা ভিক্ষুকে আমি জানি।

"এবমেতং তদা আসি যথা ভাসসি ভগ্গব,
কুম্ভকারো পুরে আসি বেতলিঙ্গে ঘটীকরো।
মাতা পেত্তি ভরো আসি কস্সপস্স উপাসকো,
বিরতো মেথুনা ধম্মা ব্রহ্মচারী নিরামিসো
আহু বা সগামেয্যো আহু বা মে পুরে সথাতি।
এবমেতং পুরানাণং সহায়ানং আহু সঙ্গমো
উভিন্নং ভাবিতত্তানং সরীরন্তিম ধারিসন্তি।"

ভগবন্ ! যাহা বলিলেন পূর্ব্বে আমি তাই ছিলাম, পূর্ব্বে আমি কুম্ভকার ছিলাম; বৈতলিঙ্গে ঘটীকার ছিলাম; মাতা পিতার ভরণ পোষণকারী ও কশ্যপ বুদ্ধের উপাসক ছিলাম। মৈথুন ধর্ম্ম বিরত নিরামিষী জনৈক ব্রহ্মচারী আমার গ্রামবাসী ও আমার বন্ধু ছিলেন। এইরূপে পূর্ব্ব বন্ধুগণের বিষয় ভাবিতাম অন্তিমদেহধারীর সংযোগ মিলন হইয়াছিল।

আদীত্যবর্গ।

(ক্রমশঃ)

অনাসক্তি

[শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ]

যাহাদিগের মন বিগলিত ও তত্ত্বজ্ঞান সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহাদিগের কর্ত্তৃত্বকে কর্ত্তৃত্ব বলে না ; মূঢ়দিগের কর্ত্তৃত্ব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কেননা, আন্তরিক মনোবৃত্তির নিশ্চয় প্রত্যয়কেই কর্ত্তৃত্ব বলে। মূঢ়দিগেরই সচরাচর মোহ ও অজ্ঞান বশতঃ ঐ প্রকার দৃঢ় প্রতীতি হইয়া থাকে। জ্ঞানিগণের কখনও ঐ প্রকার সম্ভব নহে। এই কর্ত্তৃত্বই বাসনাবশে তদনুরূপ ফল সমুৎপাদন করে এবং পুরুষ সেই ফলভোগ করিয়া থাকে। এই জন্য পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কর্ত্তৃত্বই ফলভোক্তৃত্বের কারণ। পুরুষ কার্য্য করুক আর নাই

করুক, এবং তাহার মন স্বর্গে অথবা নরকে যেখানেই থাকুক, অবশ্য স্বীয় বাসনার অনুরূপ ফলভোগ করে। প্রাজ্ঞগণের মনে বাসনা নাই, এইজন্য কর্তৃত্ব নাই, এবং এই নিমিত্ত কার্য্য করিলেও, তাহার ফলভোগী হন না। তাঁহাদের দেহ স্পন্দিত হয় মাত্র। তাঁহাদিগের মন কিছুতেই আসক্ত নহে। এইজন্য ফল প্রাপ্ত হইলেও, তাহারা তাহা ভোগ করেন না। যাহাদের চিত্ত আসক্ত, তাহারা কার্য্য না করিলেও, করিয়া থাকে। কেননা, মনই কর্ত্তা ; হস্ত পদাদি কর্ত্তা নহে। মন যাহা করে তাহাই করা হয়, এবং যাহা না করে, তাহা করা হয় না। পণ্ডিতেরা বিচার সহায়ে বিনির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, মন হইতেই সংসারের আবির্ভাব হইয়াছে। বিষয় সকলের লয় হইলে, একমাত্র বাসনার সহিত সেই বাসনোপহিত জীব বিরাজ ঐ জীবে উপশান্ত ও লীন হইয়া, তুরীয় পদে গমন পূর্ব্বক না সানন্দ, না নিরানন্দ, না চল, না অচল, না স্থির, না অস্থির ভাবে অবস্থিতি করে।

ফলতঃ, মনই বীজরূপে সকল কর্ম্ম, সকল চেষ্টা, সকলভাব, সকল লোক ও সকল গতি সমুদ্‌পাদন করে। মন শান্তি হইলে, সমুদায় কর্ম্ম শান্তি, সমুদায় দুঃখ লয় প্রাপ্ত, ও সমুদয় চেষ্টা বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞ পুরুষ কখন মনঃকৃত কর্ম্মে আসক্ত, বিবশীকৃত বা অনুরক্ত হন না। মন যাহাই করুক, সমস্তই তাঁহার অকৃত বলিয়া অনুভূত হয়। সুখ, দুঃখ, বন্ধ, মোক্ষ ইত্যাদি যাবতীয় হেয়োপাদেয় মনঃকল্পিত বলিয়া, তিনি একান্ত মিথ্যা জ্ঞান করেন। এইরূপে তত্ত্বজ্ঞগণের পক্ষে মোক্ষ কিছুই নহে। অজ্ঞগণই কেবল তাহার অপেক্ষা রাখে। বলিতে কি, আমি বদ্ধ ইত্যাদি জ্ঞান কল্পনা মাত্র। যাহা কিছুই নহে, তাহার আবার বদ্ধ মোক্ষ কি ?

অতএব মোক্ষবুদ্ধি ও বদ্ধমতি ত্যাগ ও অহঙ্কার পরিহার পূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠ হইয়া ধৈর্য্য সহায়ে ব্যবহার নিয়ত হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

———

মন্তব্য ও সংবাদ

জগজ্জ্যোতিঃর ভিঃ পিঃ।— আমাদিগের পাঠক, পাঠিকা, গ্রাহক, অনুগ্রাহক, ও পৃষ্ঠপোষকগণের অপরিসীম উৎসাহ ও সাহায্যগুণে জগজ্জ্যোতিঃ ১৩২১ সালের আষাঢ় মাসে শুভ ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিবে। তাই আমরা আগামী সংখ্যার জগজ্জ্যোতিঃ ভিঃ পিঃতে পাঠাইব। আমাদিগের গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহারা আগামী বর্ষের জগজ্জ্যোতিঃ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক অনুগ্রহপূর্ব্বক ইতিমধ্যে জানাইলে বড়ই উপকৃত ও বাধিত হইব। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকবর্গ গরীব বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করিয়া জগজ্জ্যোতিঃর উত্তরোত্তর উন্নতি বিধান পূর্ব্বক সদ্ধর্ম্ম হিতৈষিতার পরিচয় প্রদান করিবেন। বলা বাহুল্য যে জগজ্জ্যোতিঃর চাঁদা, ধর্ম্মাঙ্কুর সভার বার্ষিক চাঁদা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় পূজনীয় শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়ের নামেই পাঠাইতে হইবে।

বৈশাখী-পূর্ণিমা উৎসব।— বৈশাখী পূর্ণিমা অতি পুণ্যময় এবং চির পবিত্র দিন। এই শুভপূর্ণিমা তিথিতে ভগবান তথাগত লুম্বিনীকাননে জন্ম পরিগ্রহণ করেন। তিনি এই শুভ দিনে বোধিদ্রুম মূলে বুদ্ধত্ব লাভ করেন এবং এই শুভদিনে কুশীনগরের মল্লরাজের শালবনে মহাপরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। বিগত ১৯শে বৈশাখ রবিবার কলিকাতা বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে বৈশাখী পূর্ণিমা উৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস উপাসক-উপাসিকাগণ জল পুষ্প, বাতি প্রভৃতি পূজোপকরণে ভগবান বুদ্ধদেবকে পূজা করতঃ ধর্ম্ম শ্রবণ করেন। অপরাহ্ন ৫॥০ ঘটিকা হইতে ৭॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার হলে সাধারণ সম্মিলনী, রাত্রি ১০॥০ ঘটিকা হইতে ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত বৌদ্ধ সম্মিলনী ও পরদিবস সন্ধ্যা ৮ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত বৌদ্ধ মহিলা সম্মিলনীর কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। দিবা ১০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত নহবতের সুমধুর ধ্বনি ধর্ম্মাঙ্কুর মুখরিত করিয়াছিল, এবং রাত্রিতে কন্‌সার্ট পার্টির ও সংকীর্ত্তন পার্টির সুমধুর সঙ্গীত সমবেত সভ্যবৃন্দের মানারঞ্জন করে।

(১) **সাধারণ সভা।**— বিগত ১৯শে বৈশাখ রবিবার ৫॥০ ঘটিকার সময় কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখার্জ্জি সম্বুদ্ধাগম-চক্রবর্ত্তী কে, টি মহোদয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর হলে একটী বিরাট সভার আরম্ভ হয়। সভায় অনেক দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিত সমবেত হইয়াছিলেন। সমণ শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বামী মহোদয় কর্ত্তৃক ধর্ম্মাঙ্কুরের কার্য্য-বিবরণীও ভগবান অমিতাভের অন্তিম জীবনের উপদেশ পঠিত হইলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমণী রঞ্জন সেনগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "বৈশাখী পূর্ণিমোৎসব" নামক সুললিত অভিনন্দন পাঠ করেন। অভিনন্দন পাঠ শেষ হইলে সভাপতি মহোদয় বিশেষ কার্য্য বশতঃ স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে ডাক্তার বি, সি, ঘোষ মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করতঃ অতি সুললিত ভাষায় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও বুদ্ধদেবের জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে অতীব সন্তুষ্ট করেন। তৎপরে বসুমতীর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] গঙ্গোপাধ্যায় ও বিবেকানন্দ সোসাইটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বাবু কিরণচন্দ্র দত্ত এবং প্রফেসার আর, কিমুরা প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ বুদ্ধদেবের জন্ম, তপস্যায় সিদ্ধিলাভ ও নির্ব্বাণ সম্বন্ধে অতি মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা প্রদান করিয়া সমাগত ভদ্রমহোদয়গণকে যারপর নাই আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। পরে স্থায়ী সভাপতি মহোদয় সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়া জলযোগের ব্যবস্থা করেন। রাত্রি ৭॥০ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ করা হয়।

(২) **বৌদ্ধ সম্মিলনী।**— বিগত ১৯শে বৈশাখ, রবিবার রাত্রি ১০॥০ সাড়ে দশ ঘটিকার সময়ে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভায় অনেক বৌদ্ধগণের সমাগম হইয়াছিল। সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কন্‌সার্ট-পার্টির সুমধুর ধ্বনিতে ধর্ম্মাঙ্কুর মুখরিত হয়। সর্ব্বজন সম্মতিক্রমে বেঙ্গল বৌদ্ধসমিতির স্থায়ী সভাপতি কর্ম্মবীর ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় সভার আসন অলঙ্কৃত করেন। ঠেগরপুনি নিবাসী শ্রীযুক্ত রেবমগধ ভগবান অমিতাভের জন্ম হইতে মহাপরিনির্ব্বাণ অবলম্বনে একটী সুললিত গান করিয়া সভ্যবৃন্দকে মোহিত করেন। তৎপর উনাইনপুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত জয়দ্রথ চৌধুরী ভগবান বুদ্ধদেবের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ এবং মহাপরিনির্ব্বাণ প্রাপ্তির সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রদানে সকলের মনোরঞ্জন করেন। পরে কর্ত্তালা নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল বড়ুয়া বুদ্ধদেবের জীবনী সম্বন্ধে অতি সুমধুর বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রামণের প্রজ্ঞানন্দ হিন্দিভাষায় অমিতাভের

জীবনী ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে পঞ্চশীল প্রদান করিয়া ১ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য সমাধা করেন। পরে কলিকাতা বালক সমিতির বালকগণ সুমধুর সংকীর্ত্তনে সভ্যবৃন্দের মনে ধর্ম্মভাব জাগাইয়া দেয়। তৎপর সকলে জলযোগ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নিজস্থানে চলিয়া যান।

(৩) মহিলা সম্মিলনী।—বিগত ২০শে বৈশাখ সোমবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার স্থায়ী সভাপতি শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়ের সভাপতিত্বে ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার হলে এক বিরাট বৌদ্ধ মহিলা সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। সমণ পুণ্ণানন্দ স্বামী সম্পাদকের আসন অলঙ্কৃত করেন। কুমারী শ্রীমতী বিজনবালা "আকিঞ্চন"কবিতা"শ্রীমতী বিশাখা সংসার মরু" কবিতা শ্রীমতী সুমতিবালা দেবদ্বারী কবিতা শ্রীমতী বিজলীবালা তালুকদার [illegible]ভক্তি কবিতা পাঠ করার পর শ্রীমতী সু[illegible]বালা বড়ুয়া"সমাজ সংস্কার"সম্বন্ধে সুদীর্ঘ নীতিগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর সভাপতি মহাশয় কিরূপে ধর্ম্মের উন্নতি, আত্মোন্নতি ও সমাজের উন্নতি সাধন করা যায় তৎ বিষয়ে নীতিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করার পর জলযোগান্তে রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

শোক সভা। — মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার ৺ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের পরলোক গমন উপলক্ষে ২৫শে এপ্রিল রবিবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় সমণ পুণ্ণানন্দ স্বামীর সভাপতিত্বে ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার হলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সভায় শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাচরণ বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত জয়দ্রথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া, বি, এ, প্রভৃতি ভদ্র মহোদয়গণ পরলোকগত মহাপুরুষের জীবনের পর্য্যালোচনা করেন ও তাঁহার জন্য সমস্ত বৌদ্ধসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া শোক প্রকাশ করেন। তৎপর সভাপতি মহোদয় মন্তব্য প্রকাশ করিলে সমবেত ভদ্র মণ্ডলী পঞ্চশীল, গ্রহণ করিয়া উপার্জ্জিত পুণ্যাংশ উক্ত মহাত্মার সদ্গতির জন্য প্রদান করেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের মঙ্গল কামনার পর রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে বৈশাখী পূর্ণিমা উৎসব।— বিগত ৮ই মে ২৫শে বৈশাখ শনিবার অপরাহ্নে ৫।০ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময়ে ভগবান শাক্যসিংহের পুণ্যময় জীবনের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা ও বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মাঙ্কুর সভার স্থায়ী সভাপতি ও তাঁহার শিষ্যবর্গ সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় যোগদান করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম-প্রাণ পণ্ডিত মণ্ডলী সমবেত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা সমাপ্তির পর রাত্রি ৭।০ সাড়ে সাত ঘটিকার সময়ে সভা ভঙ্গ হয়।

আনন্দ সংবাদ।—বড়ই আনন্দের বিষয় এই যে, পুণ্যময় দিবসে কর্ত্তালা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীচরণ তালুকদার মহোদয় যেইভাবে ফল ফুল ও খাদ্যদ্রব্যাদি দান করিয়া আসিতেছিলেন, এইবার বৈশাখী পূর্ণিমোৎসবে তাঁহার অনুপস্থিতে তাঁহার ভ্রাতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু যুবরাজ বড়ুয়াও সেইভাবে খাদ্যদ্রব্যাদি দান করিয়া সকলের নিকট ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

এককালীন দান।— শ্রীযুক্ত বাবু পুলিন চন্দ্র চৌধুরী সাম্বুভেলী ধর্ম্মতলা কলিকাতা জগজ্জ্যোতিঃর উন্নতি কল্পে—৫৲, শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন বড়ুয়া পোষ্টমাষ্টার সাং হোয়ারাপাড়া চট্টগ্রাম জগজ্জ্যোতিঃর উন্নতি কল্পে—১৲, শ্রীমৎ বংশদ্বীপ ভিক্ষু সাং নাইখাইন চট্টগ্রাম ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার ও লক্ষ্ণৌ বিহারের উন্নতি কল্পে—১০৲, শ্রীমৎ জ্ঞানেশ্বর ভিক্ষু সাং মুকুটনাইট চট্টগ্রাম ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার ও লক্ষ্ণৌ বিহারের উন্নতি কল্পে—১০৲, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বড়ুয়া সাং চান্দগাঁও চট্টগ্রাম —৫৲, লক্ষ্ণৌ প্রবাসী বৌদ্ধগণ বোধিসত্ত্ব বিহারের দুইটী সভার কার্য্য সম্পাদনার্থ ২০০৲ বিদেশী তীর্থযাত্রীগণের ধর্ম্মাঙ্কুরের পরিদর্শন পুস্তকে প্রাপ্ত—১৫০৲, কলিকাতাস্থ প্রবাসী দায়কবৃন্দের অর্থ সাহায্যে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা উৎসবের কার্য্য সমাধা হইয়াছে। বৌদ্ধ সমাজের পরম হিতৈষী Broker মং খেজারী বৈশাখী পূর্ণিমা উৎসব ও মহিলা সম্মিলনী উপলক্ষে বরফ ও লিমনেড দান করিয়াছিলেন। পুণ্যের অংশ গ্রহণ করতঃ তাঁহারা সকলেই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

দার্জ্জিলিংএ মহাস্থবির।—

পূজনীয় শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় যথাসময়ে চট্টগ্রাম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বৈশাখী-পূর্ণিমোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি দার্জ্জিলিং ধর্ম্মশালা ও বিহার নির্ম্মাণের সুবন্দোবস্ত করিবার মানসে শীঘ্রই দার্জ্জিলিং রওনা হইবেন। তথাকার কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিয়াই তিনি শিলং যাইবেন এবং তথা হইতে কলিকাতায় ফিরিবেন। আমরা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ও কার্য্যের সুফল কামনা করি।

(১) শোক সংবাদ।—আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে রাঙ্গামাটীর রাজগুরু ওরামিতা মহাস্থবির গত ২৯শে বৈশাখ বুধবার রাত্রি বার টার সময়ে অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। ১লা জ্যৈষ্ঠ শনিবার তাঁহার দেহের অগ্নি সংকার কার্য্য সমাধা হয়। রাজা শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন রায় বাহাদুর উক্ত মহাত্মার অন্ত্যেষ্টীক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছেন। বিগত ৩রা জ্যৈষ্ঠ বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর হলে শোক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

(২) পাঠকগণ সবিশেষ অবগত আছেন বর্ত্তমান গোরক্ষপুর জেলায় কুশীনগর একটি পরম রমণীয় পবিত্র বৌদ্ধতীর্থ স্থান। এইস্থানে পরম করুণাবতার ভগবান শাক্যসিংহ মহাপরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অদ্যাপি শত শত তীর্থ পর্য্যটকগণ সেই পুণ্যভূমি কুশীনগর দর্শনে স্বীয় জীবন ধন্য ও চরিতার্থ করিতেছেন। এই চির-পবিত্র মনোরম স্থানে ভারতের [illegible]-মুকুটমণি মহাপুরুষ মহাবীর মহাস্থবির মহোদয় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ও নিজের আধ্যাত্মিক, নৈতিক উন্নতি সাধন করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া জনসাধারণের সম্মানিত শ্রদ্ধারপাত্র হইয়াছেন। সেই—বৌদ্ধ ভারতের উজ্জ্বল রত্ন প্রায় ৯০ নবতি বৎসর বয়সে সেই অমিতাভের মহাপরিনির্ব্বাণের স্থানে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা সম্মুখে রাখিয়া, নশ্বর ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তি-ময় নির্ব্বাণ রাজ্যে শান্তিলাভ করিতেছেন। তথায় শ্রীমৎ চন্দ্রমণি ভিক্ষু উক্ত মহাত্মার দেহের সৎকার করিয়াছেন। তাঁহার দেহত্যাগের হৃদয়-বিদারক সংবাদ শ্রবণে আমাদের সহৃদয় Broker মং খেজারী মহোদয় তাঁহার দেহের দাহকার্য্য সম্পাদনার্থ ও দুই দিবস অন্নসত্র খুলিবার নিমিত্ত ১০০০৲ এক সহস্র টাকা টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডারে চন্দ্রমণি ভিক্ষুর নিকট পাঠাইয়াছেন। ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৬ই মে বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভার তাঁহার স্মৃতি সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সমবেত সভ্যবৃন্দ ফুলপত্রী দ্বারা বুদ্ধদেবের পূজার পর মহাত্মার আত্মার নির্ব্বাণ কামনা করেন। সভায় স্থিরীকৃত হইল যে ৭ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রাতে ৭টা হইতে ১২ বারটা পর্য্যন্ত ভিক্ষু ও সাধু সন্ন্যাসিগণকে অন্নদান করা হইবে। অপরাহ্ন ৪ চারিটা হইতে ৫।০ সাড়ে পাচটা পর্য্যন্ত গরীবদিগকে অন্ন বিতরণ করা হইবে। ৭টা হইতে ৯ নয়টা পর্য্যন্ত মহিলাগণের ত্রিরত্ন উপাসনা ও জলযোগ হইবে। ৯ নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত যে কোন সম্প্রদায়ের পুরুষগণ উপস্থিত হইবে তাহা-

দিগকে জলযোগ করান হইবে। প্রত্যেক সমিতিকে তাঁহার স্মৃতি সভা গঠন ও শোক সভা করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

মন্ত্রণা সমিতি।—রায় শ্রীযুক্ত তারকনাথ সাধু বাহাদুরের সভাপতিত্বে ধর্ম্মাঙ্কুরের কার্য্যকরী সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হয়। ধর্ম্মাঙ্কুর সভার মেম্বর ও পৃষ্ঠপোষকগণের অনেকেই তথায় উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গেশ্বর বাহাদুরের অভ্যর্থনা এবং মাননীয় স্যার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখার্জ্জী কে, টি, সি,এস,আই মহোদয়ের পদোন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ কিভাবে করিতে হইবে তাহাই আলোচ্য বিষয় ছিল। এই বিষয় দুইটি যথাযথরূপে আলোচিত হইবার পর জলযোগান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

বর্ষাবাস।—মলমাস নিবন্ধন এই বৎসর আষাঢ়ী পূর্ণিমা পিছাইয়া গিয়াছে। আষাঢ় মাসে একটী পূর্ণিমা আছে বটে, কিন্তু উহা জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা। যে চান্দ্রমাসে পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্ত হয়, সে মাসকে চান্দ্র আষাঢ় মাস এবং সে পূর্ণিমাকে আষাঢ়ী পূর্ণিমা কহে। আষাঢ় মাসের ১৭ই তারিখ যে পূর্ণিমা শেষ হইয়াছে তাহার মূলানক্ষত্রে হইয়াছে। সুতরাং ইহা আষাঢ়ী পূর্ণিমা নহে। কিন্তু শ্রাবণের ১৪ই তারিখে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে একটি পূর্ণিমা আছে এবং জ্যোতিষমতে ইহাই আষাঢ়ী পূর্ণিমা। বৌদ্ধমাত্রেই জানেন যে আষাঢ়ী পূর্ণিমার পরদিন প্রতিপদ তিথি হইতে ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস আরম্ভ করেন। এই বৎসর মলমাস বা অধিক মাস নিবন্ধন আষাঢ়ী পূর্ণিমা পিছাইয়া শ্রাবণের ১৪ই তারিখে গিয়া পড়ায় ভিক্ষুগণের বর্ষাবাস ১৫ই শ্রাবণ প্রতিপদ তিথি হইতে আরম্ভ হইবে এবং ১০ই কার্ত্তিক বুধবার পূর্ণিমা তিথিতে শেষ হইবে। আষাঢ় মাসের ১৭ই তারিখের পূর্ণিমাতে আষাঢ়ী পূর্ণিমার উপোসথ হইবে না। বৌদ্ধগণকে এই বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আমরা জগজ্জ্যোতিঃর ২য় বর্ষে মলমাস ও বর্ষাবাস সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছিলাম। ৪র্থ বর্ষেও এই বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইহার পরেও কয়েক বার এই বিষয় আলোচনা করিয়াছি। আমাদের আলোচনার ফলে চট্টগ্রামের সকল সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণ একসঙ্গে আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বর্ষাবাস গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু আবার মতভেদ হইয়াই, কেহ কেহ প্রকৃত বা শুদ্ধ আষাঢ় মাসে বর্ষাবাস আরম্ভ না করিয়া অশুদ্ধি বা মলমাসে আরম্ভ করিতেছেন। ইহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। শাস্ত্রসম্মত কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক পুণ্যসঞ্চয় সকলের বাঞ্ছনীয়। কিন্তু শাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজ করিয়া অকুশল অর্জ্জন করিতে কে ইচ্ছা করে? একটা সামান্য বিষয় লইয়া ভিক্ষুগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করিয়া একতা বন্ধন শিথিল করা কোনমতে উচিত নহে। শাস্ত্রসম্মত পন্থা অবলম্বন লোকমাত্রেরই কর্ত্তব্য। শাস্ত্র বিরুদ্ধ পন্থা সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ অশাস্ত্রীয় প্রথার অনুসরণ করিলে সমাজের সাধারণ লোকও সে প্রথা অবলম্বন করিবে এবং বহু অকুশলের ভাগী হইবে। ভগবানের আদেশ পালন বৌদ্ধমাত্রেরই কর্ত্তব্য। কোন বুদ্ধভক্ত তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিবে ইহা বিশ্বাস হয় না।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

জগজ্জ্যোতিঃ

"সব্বপাপস্স অকরণং, কুসলস্স উপসম্পদা,
সচিত্ত পরিযোদপনং, এতং বুদ্ধানসাসনং।"

১২শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ২৪৬৩ বুদ্ধাব্দ, ১২৭৯ মগাব্দ, ১৩২১ সাল [১২শ সংখ্যা

চেদি-জাতক

[রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম, এ]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে দেবদত্তের ভূগর্ভে প্রবেশসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বসিয়া বলাবলি করিতেছিলেন, "অহো, দেবদত্ত মিথ্যাকথা বলিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে এবং অবীচিতে যন্ত্রণা পাইতেছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত মিথ্যা কথা বলায় পৃথিবী তাহাকে গ্রাস করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

———

পুরাকালে প্রথম কল্পে মহাসম্মত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার আয়ুর পরিমাণ ছিল এক অসংখ্যেয় বৎসর।* মহাসম্মতের পুত্রের নাম রোজ, রোজের পুত্র বররোজ; বররোজের পুত্র কল্যাণ, কল্যাণের পুত্র বরকল্যাণ, বরকল্যাণের পুত্র উপোষধ; উপোষধের পুত্র মান্ধাতা, মান্ধাতার পুত্র বরমান্ধাতা, বরমান্ধাতার পুত্র চর, চরের পুত্র উপচর। ইহার নামান্তর ছিল অপচর। তিনি চেদি রাজ্যের অন্তঃপাতী স্বস্তিবতী নামক নগরে রাজত্ব করিতেন। তিনি চতুর্ব্বিধ * ঋদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি আকাশপথে অন্তরীক্ষলোকে বিচরণ করিতেন। তাঁহার দেহ হইতে চন্দনগন্ধ এবং মুখ হইতে উৎপলগন্ধ নির্গত হইত। কপিল নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁহার পুরোহিত ছিলেন।

* এক অসংখ্যেয় বলিলে একের পিঠে ১৪০টা শূন্য বসাইলে যত হয় তত সংখ্যা।

* ঋদ্ধি দশবিধ, যেমন আকাশ মার্গে গমন করিবার ক্ষমতা ইত্যাদি। ঋদ্ধিপাদ চতুর্ব্বিধ। ইহারা ঋদ্ধিলাভের উপায়:— (১) ছন্দ=ঋদ্ধিলাভের দৃঢ় সঙ্কল্প; (২) বীর্য্য; (৩) চিত্ত; (৪) মীমাংসা। ২৫৮ম জাতকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

কপিলের কনিষ্ঠ সহোদর কোরকলম্ব রাজার সহিত একই আচার্য্যের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং এই নিমিত্ত তিনি রাজার বাল্যবন্ধু ছিলেন। রাজা যখন কুমার ছিলেন, তখনই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে রাজপদ লাভ করিলে তিনি কোরকলম্বকে পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু রাজ্য-প্রাপ্তির পরেও তিনি পিতৃ-পুরোহিত কপিল-ব্রাহ্মণকে পদচ্যুত করিতে পারিলেন না। তিনি যখনই রাজার সহিত দেখা করিতে যাইতেন, তখনই রাজা তাঁহার সম্মান করিতেন। ইহা দেখিয়া কপিল মনে করিলেন, 'সমবয়স্ক লোকের সহিত থাকিলেই রাজাদিগের সর্ব্ববিষয়ে সুবিধা ঘটে; অতএব আমি রাজার অনুমতি লইয়া প্রব্রজ্যা-গ্রহণ করিব।' এই সংকল্প করিয়া তিনি রাজাকে বলিলেন, "দেব, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; গৃহে আমার পুত্র আছে; আপনি তাঁহাকেই পুরোহিত করুন; আমি প্রব্রজ্যা-গ্রহণ করিব।" অনন্তর রাজার অনুমতি লইয়া তিনি পুত্রকে রাজ-পুরোহিতের পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন, নিজে রাজোদ্যানে প্রবেশ করিয়া ঋষি-প্রব্রজ্যাগ্রহণ-পূর্ব্বক ধ্যান-বল ও অভিজ্ঞাসমূহ লাভ করিলেন এবং পুত্রের নিকটে থাকিবার অভিপ্রায়ে সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন। অগ্রজ প্রব্রজ্যা-গ্রহণ করিয়াও তাঁহাকে পুরোহিতের পদ দেওয়াইলেন না বলিয়া কোরকলম্ব অসূয়া-পরবশ হইলেন।

একদিন রাজা কোরকলম্বের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিবার কালে জিজ্ঞাসা করিলেন "কোরকলম্ব, এখন তুমিই আমার পৌরোহিত্য কর না কি?" কোরকলম্ব বলিলেন "না মহারাজ; আমার সহোদরই এ কাজ করিতেছেন।" "তিনি না প্রব্রজ্যাবলম্বন করিয়াছেন?" "প্রব্রজ্যাবলম্বন করিয়াছেন বটে, কিন্তু পুত্রকে নিজের পদ দেওয়াইয়া গিয়াছেন।" "তবে তুমিই পৌরোহিত্য কর।" "না মহারাজ, বংশানুক্রমে জ্যেষ্ঠই এই কাজ করিয়া আসিতেছেন। আমি অগ্রজকে অপসারিত করিয়া এ কাজ করিতে পারিব না।" "যদি তাহাই হয়, তবে আমি তোমাকে জ্যেষ্ঠ এবং কপিলকে কনিষ্ঠ করিব।" "তাহা কিরূপে করিবেন, মহারাজ?" "মিথ্যা কহিয়া।" "মহারাজ কি জানেন না যে আমার অগ্রজ অদ্ভুত ক্ষমতাশালী বিদ্যাধর*। তিনি অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটাইয়া আপনাকে বঞ্চিত করিবেন; আপনার রক্ষক দেবপুত্রচতুষ্টয়কে অন্তর্হিত করাইবেন; আপনার দেহ ও মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির করিবেন; আপনাকে আকাশ হইতে নামাইয়া ভূপৃষ্ঠে ফেলিবেন, আপনাকে ভূগর্ভে প্রবেশ করাইবেন। তখন আপনি নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিবেন না।"

"তুমি নিশ্চিন্ত থাক; আমি নিশ্চয় পারিব।" "কবে পারিবেন?" "অদ্য হইতে সপ্তম দিনে।"

সমস্ত নগরে এই সংবাদ প্রচারিত হইল। সমস্ত লোকে ভাবিতে লাগিল, 'রাজা নাকি মিথ্যা বাক্য দ্বারা যে জ্যেষ্ঠ তাহাকে কনিষ্ঠ করিবেন এবং কনিষ্ঠকেই পুরোহিতের পদ

* বোধ হয় এখানে বিদ্যাধর শব্দটী ঐন্দ্রজালিক এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

দিবেন। মিথ্যাবাক্য কীদৃশ? ইহা কি নীলবর্ণ, না পীতবর্ণ বা অন্য কোন বর্ণ-বিশিষ্ট?' তখন নাকি সত্যবাদীদিগের যুগ ছিল; কাজেই মিথ্যাকথা যে কিরূপ, লোকে তাহা পর্য্যন্ত জানিত না।

নগরে যে জনরব হইতেছিল, কপিলের পুত্র তাহা শুনিয়া পিতাকে বলিলেন, "পিতঃ, রাজা নাকি মিথ্যা বাক্য দ্বারা আপনাকে কনিষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন এবং আমাদের পদ পিতৃব্য মহাশয়কে দিবেন।" কপিল বলিলেন, "বাবা, রাজা মিথ্যা বলিয়াও আমাদের পদ অপহরণ করিতে পারিবেন না। তিনি কবে এ কার্য্য করিবেন?" "শুনিতেছি অদ্য হইতে সপ্তম দিনে।" "বেশ, তখন আমায় স্মরণ করাইয়া দিও।"

অনন্তর সপ্তমদিনে মিথ্যা বাক্য দেখিবার জন্য রাজাঙ্গনে বহুলোক সমাগত হইয়া সোপান-মঞ্চে উপবেশন করিল এবং পুরোহিত-পুত্র পিতাকে এই সংবাদ দিলেন। রাজা বেশ-ভূষা করিয়া প্রস্তুত হইলেন এবং বাহিরে গিয়া রাজাঙ্গণে সেই মহাজনসঙ্ঘের মধ্যে আকাশে অবস্থিতি করিলেন। কপিল তাপসও আকাশপথে আগমনপূর্ব্বক রাজার পুরোভাগে অজিনাসন বিস্তার করিয়া পর্য্যঙ্ক-কাসনে উপবেশন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, তুমি মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়া কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠ করিতে এবং জ্যেষ্ঠের পদ কনিষ্ঠকে দিতে ইচ্ছা করিয়াছ একথা সত্য কি?" "হাঁ আচার্য্য, আমি এই ইচ্ছা করিয়াছি।" তখন কপিল রাজাকে উপদেশ দিবার জন্য বলিলেন, "মহারাজ, মিথ্যা বাক্য ভয়ানক* গুণধ্বংস-কারী; ইহার জন্য লোকে চতুর্ব্বিধ অপায়ে জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়; রাজা মিথ্যা বলিলে ধর্ম্মহানি ঘটে, এবং ধর্ম্মহানি করিলে রাজার নিজেরও সর্ব্বনাশ হয়।

ঘটিলে ধর্ম্মের হানি ধর্ম্মই তখন
হানিকারকের হানি করিবে নিশ্চয়,
অক্ষুণ্ণ থাকিলে ধর্ম্ম অনিষ্ট না হয়;
অতএব ধর্ম্মহানি করো না রাজন।"

রাজাকে আরও উপদেশ দিবার জন্য কপিল আবার বলিলেন, "মহারাজ, তুমি যদি মিথ্যা বাক্য বল, তাহা হইলে তোমার ঋদ্ধি-চতুষ্টয় অন্তর্হিত হইবে।

অলীক ভাষীরে ত্যজি যান দেবগণ,
মুখে তার পুতিগন্ধ হয় নিঃসরণ।
জানি শুনি যে পাষণ্ড করে অবিচার,
স্বর্গলোকে কোন স্থান নাহিক তাহার।"

এই কথায় রাজা ভয় পাইয়া কোরক-লম্বের দিকে তাকাইলেন। কোরকলম্ব বলিলেন, "মহারাজ, ভয় পাইবেন না। আমি ত আপনাকে প্রথমেই বলিয়াছিলাম" ইত্যাদি। রাজা কপিলের কথা শুনিয়াও নিজের কথাকে বলবত্তর করিলেন এবং বলিলেন, "ভদন্ত, আপনিই কনিষ্ঠ; কোরক-লম্ব জ্যেষ্ঠ।" তিনি এই মিথ্যাকথা উচ্চারণ করিবামাত্র দেবপুত্র-চতুষ্টয় বলিয়া উঠিলেন, "তোমার ন্যায় মিথ্যাবাদীর রক্ষার ভার আর বহন করিব না।" তাঁহারা রাজার

* 'ভারিয়ো'—ইহা হইতেই শেষ হয় বাঙ্গালা 'ভারী' (ভারী চালাক ইত্যাদি) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

পাদমূলে স্ব স্ব খড়্গ নিক্ষেপ করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। রাজার মুখ গলিত কুক্কুটাণ্ডের ন্যায় এবং দেহ অনাবৃত পুরীষকুটীরের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত হইল, তিনি আকাশভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন; তাঁহার ঋদ্ধি-চতুষ্টয় বিলুপ্ত হইল। তখন মহাপুরোহিত (কপিল) বলিলেন, "মহারাজ, ভয় নাই। তুমি যদি সত্য বল, তাহা হইলে তুমি সমস্তই যাহাতে পুনঃপ্রাপ্ত হও, তাহার ব্যবস্থা করিব।

বল যদি সত্য ভূপ, পাইবে আবার
সে সব ঐশ্বর্য্য পূর্ব্বে আছিল তোমার।
কিন্তু যদি মিথ্যা পুনঃ বল, নরেশ্বর,
ভূতলেই স্থান তব হবে অতঃপর।

দেখ, মহারাজ, তুমি প্রথমে যে মিথ্যা কথা বলিয়াছ, তাহাতেই তোমার ঋদ্ধি-চারিটী অন্তর্হিত হইয়াছে। তুমি ভাবিয়া দেখ; এখনও তোমার হৃত ঐশ্বর্য্য পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পার।" কিন্তু রাজা উত্তর দিলেন, "আপনি এইরূপ ঘটাইয়া আমাকে বঞ্চনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।" তিনি দ্বিতীয়বার এই বলিয়া মিথ্যা কথা প্রয়োগ করিবামাত্র তাঁহার দেহের গুল্ফ পর্য্যন্ত মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিল। ইহা দেখিয়া কপিল আবার বলিলেন, "এখনও ভাবিয়া দেখ, মহারাজ!

জানি শুনি যে ভূপতি করে অবিচার
রাজ্য তার সেই পাপে হয় ছারখার।
কালে না বরষে মেঘ সে দেশে রাজন্;
অকালবর্ষণে দুঃখ পায় প্রজাগণ।

দেখ না, মিথ্যা-কথনের ফলে তোমার গুল্ফদ্বয় ভূগর্ভ প্রবেশ করিয়াছে।

সত্য যদি বল ভূপ, পাইবে আবার
সমস্ত ঐশ্বর্য্য, পূর্ব্বে যা ছিল তোমার।
মিথ্যা যদি বল, ধরা হয়ে দ্বিখণ্ডিত
এখনি করিবে তোমা নিজ কুক্ষিগত।"

কিন্তু রাজা তৃতীয় বারও বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি কনিষ্ঠ, কোরকলম্ব জ্যেষ্ঠ।" এই মিথ্যা বাক্যের ফলে তাঁহার দেহের জানু পর্য্যন্ত ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন কপিল আবার বলিলেন, "মহারাজ, এখনও ভাবিবার সময় আছে।

জানি শুনি যে পাষণ্ড করে অবিচার,
সর্পের জিহ্বার মত হয় জিহ্বা তার
দ্বিখণ্ডিত সেই পাপে; শুন নরবর।
অতএব কর তুমি সত্যের আদর।
সত্য যদি বল, তবে পাইবে আবার
সমস্ত ঐশ্বর্য্য, পূর্ব্বে যা' ছিল তোমার।"

এখনও সমস্ত পুনঃপ্রাপ্তির আশা আছে। কিন্তু রাজা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া চতুর্থবার মিথ্যা কথা বলিলেন—"ভদন্ত, আপনি কনিষ্ঠ এবং কোরকলম্ব জ্যেষ্ঠ।" ইহাতে তাঁহার কটিদেশ পর্য্যন্ত ভূগর্ভে প্রোথিত হইল। তখন কপিল বলিলেন, "মহারাজ, এখনও ভাবিয়া দেখ।

জানি শুনি অবিচার করে যেই জন,
জিহ্বাহীন হয় সেই মীনের মতন।
সত্য যদি বল, তবে পাইবে আবার
সমস্ত ঐশ্বর্য্য, পূর্ব্বে যা' ছিল তোমার।"

কিন্তু রাজা পঞ্চমবারেও বলিলেন, "ভদন্ত আপনি কনিষ্ঠ, কোরকলম্ব জ্যেষ্ঠ।" ইহাতে তাঁহার নাভিদেশ পর্য্যন্ত ভূগর্ভ-প্রোথিত হইল। তখন কপিল বলিলেন, "মহারাজ, এখনও ভাবিয়া দেখ।

জানি শুনি যেই জন, করে অবিচার,
পুত্র না জন্মিয়া শুধু কন্যা জন্মে তার।
সত্য যদি বল, তবে পাইবে আবার
সমস্ত ঐশ্বর্য্য, পূর্ব্বে যা ছিল তোমার।"

রাজা কিন্তু ইহাতে কাণ দিলেন না, তিনি ষষ্ঠবার মিথ্যা বলিলে স্তনদেশ পর্য্যন্ত ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। কপিল তখনও বলিলেন, "এই শেষ বার, মহারাজ; ইহার পরে আর ভাবিবার অবসর পাইবে না।

জানি শুনি অবিচার করে যেই জন।
জন্মিলেও দ্রোহী তার হয় পুত্রগণ।
যে পারে যে দিকে সেই যায় পলাইয়া
আত্মরক্ষা-হেতু পাপী জনকে ত্যজিয়া।
সত্য যদি বল, তবে পাইবে আবার
সমস্ত ঐশ্বর্য্য পূর্ব্বে যা ছিল তোমার।

কিন্তু পাপ-মিত্র-সংসর্গ-দোষে রাজা এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তিনি সপ্তমবারেও পূর্ব্ববৎ মিথ্যা কথা বলিলেন। অমনি পৃথিবী বিদীর্ণ হইল এবং অবীচি হইতে ভীষণ জ্বালা উত্থিত হইয়া তাঁহাকে আবৃত করিল।

ছিলেন পূর্ব্বেতে যিনি অন্তরীক্ষচর
মিথ্যা আচরণ ফলে সেই নরবর
হারাইয়া ঋদ্ধিবল কালের পর্য্যায়ে
ভূগর্ভে পশেন ঋষি-শাপগ্রস্ত হ'য়ে।

অসাধু ইচ্ছার অনুগমন গর্হিত;
সত্য কথা বল তাই হ'য়ে শুদ্ধচিত।*

এই দুইটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা।

এই ভীষণ কাণ্ড দেখিয়া সমবেত জনসঙ্ঘ ভীত হইয়া বলিতে লাগিল, "চেদিরাজ মিথ্যা বাক্য দ্বারা ঋষির ক্রোধ উৎপাদন করিয়া অবীচিতে প্রবেশ করিলেন।" রাজার পাঁচজন পুত্র সেখানে উপস্থিত হইয়া কপিলকে বলিলেন, "আপনি আমাদিগকে আশ্রয় দিন।" কপিল বলিলেন "বৎসগণ, তোমাদের পিতা মিথ্যা বাক্য দ্বারা ধর্ম্মের হানি করিয়াছেন বলিয়া অবীচিতে গিয়াছেন; ধর্ম্ম প্রণষ্ট হইলে যে নাশক, তাহারও সর্ব্বনাশ করে। অতএব তোমরা এখানে বাস করিতে পারিবে না।" অনন্তর তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠকে বলিলেন, "এস বৎস, তুমি পূর্ব্ব দ্বার দিয়া বাহির হইয়া সোজাসুজি চলিতে চলিতে দেখিবে, একস্থানে একটা সর্ব্বশ্বেত হস্তী দন্তযুগল; শুণ্ড ও পদচতুষ্টয়, এই সপ্তাঙ্গ দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া শুইয়া আছে। তুমি এই চিহ্ন দেখিয়া সেখানে নগর প্রস্তুত করিবে। ঐ নগরের হস্তিনাপুর নাম হইবে।" অনন্তর তিনি রাজার দ্বিতীয় পুত্রকে বলিলেন, "তুমি দক্ষিণ দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া সোজাসুজি যাইতে যাইতে একটী সর্ব্বশ্বেত অশ্বরত্ন দেখিতে পাইবে। এই চিহ্ন দেখিয়া সেখানে একটী নগর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিও। ঐ নগরের নাম অশ্বপুর হইবে।" রাজার তৃতীয় পুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কপিল বলিলেন, "তুমি, বৎস, পশ্চিম দ্বার দিয়া সোজাসুজি গেলে একটী কেসরী সিংহ দেখিতে পাইবে। এই চিহ্ন দেখিয়া সেখানে নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিবে ঐ নগরের নাম হইবে সিংহপুর।" তাহার পর তিনি রাজার চতুর্থ পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি, বৎস, উত্তর দ্বার দিয়া বাহির হইবে এবং সোজা-

* এই গাথাটী দ্বিতীয় খণ্ডের গুরু-জাতকেও (২১১) দেখা যায়।

ঝুজি গিয়া একটী সর্ব্বরত্নময় চক্রপঞ্জর দেখিতে পাইবে। সেই চিহ্ন দেখিয়া সেখানে নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিবে। ঐ নগরের নাম হইবে উত্তর পঞ্চাল।" সর্ব্বশেষে তিনি রাজার পঞ্চম পুত্রকে বলিলেন, বৎস, তুমিও এখানে বাস করিতে পারিবে না। তুমি এই নগরে একটী মহাস্তূপ নির্ম্মাণ কর, তাহার পর বায়ুকোণাভিমুখে সোজাসুজি চলিয়া যাও। যাইতে যাইতে দেখিবে দুইটা পর্ব্বত পরস্পরকে আঘাত করিয়া 'দদ্দর' শব্দ করিতেছে। এই চিহ্ন দেখিয়া সেথানে নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিও। ঐ নগরের নাম হইবে দদ্দরপুর।" অতঃপর সেই পঞ্চ রাজপুত্র, কপিল যে যে সঙ্কেত বলিয়া দিলেন সেইগুলির অনুসরণপূর্ব্বক পাঁচটী নগর নির্ম্মাণ করিয়া সেই সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

———

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত মিথ্যাবাক্য বলিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।"

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই চেদিরাজ এবং আমি ছিলাম কপিলব্রাহ্মণ।]

———

নির্ব্বাণ

[শ্রীযুক্ত দয়ানন্দ চৌধুরী]

বাঞ্ছিত মিলন আশে জনম অবধি
ধ্যানস্থ মুদিত নেত্রে থাকি নিরবধি
সহসা পূর্ণতা লভি উন্মিলি নয়ন
বিশ্বে কি সৌরভ সুধা করি বিতরণ
লীলায় বিকশি উঠে কমল কোরক।
সবিতারে হেরি করি জীবন সার্থক
পদতলে অর্ঘ্যরূপে নিষ্কাম অন্তরে
নিবেদিয়া সরবস্ব পূত ভক্তিভরে
আপন অস্তিত্বহারা স্বাধীন পরাণ
পূর্ণ মনস্কাম লভে শাশ্বত নির্ব্বাণ।
পরমেশ ধ্যানে যাপি সমগ্র জীবন
লভেছে নির্ব্বাণ বস্থ সাধু ভক্তজন।
ধ্যানহীন কাটি কাল শূন্য ব্যর্থতায়
আমি ভাবিতেছি কবে মুক্ত হব হায়!

———

গয়া জেলায় বৌদ্ধকীর্ত্তি

[শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র সরকার]

বর্ত্তমান সময়ে এই সকল উপরোক্ত স্থানগুলির পূর্ব্ব গৌরব একেবারে লুপ্ত হইয়াছে কেবল ভগ্নাবশেষ, স্তূপ এবং ভগ্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দিরের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টকরাশি অতীতের ক্ষীণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে!!

গয়া জেলার মধ্যে জাহানাবাদ, আওরাঙ্গাবাদ, সদর ও নওদা এই চারিটি সবডিবিসনের মধ্যে দ্বিতীয়টীর পশ্চিম দিকে শোণ নদ পর্য্যন্ত সীমা বিস্তৃত এবং উহার মধ্যে নবীনগর সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চিম দক্ষিণ থানা। ইহার সীমার অব্যবহিত পরেই কারহারবার গিরিনদীর পরপার হইতে পালামু জেলা আরম্ভ হইয়াছে। নবীনগরের মধ্যে ফুলডিহা, চন্দ্রগড় প্রভৃতি স্থানের রাজপুত বাবুয়ানগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং প্রখ্যাত প্রাচীন জমীদার বংশ হইতেছেন। নবীনগর

গ্রাম পুনপুন্ নদীর বাম পার্শ্বে অবস্থিত। এইখান হইতে নিকট চন্দ্রগুপ্ত ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত এক প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। বারুণ ডালটনগঞ্জ রেলপথের নবীনগর রোড ষ্টেশানে নামিয়া নবীনগর গ্রামে যাইতে হয়। এইখানে অতি উৎকৃষ্ট কম্বল, পিত্তল ও কাঁসার তৈজস পাত্র থালা ঘটি বাটী ঘৃত ও গুড় পাওয়া যায়। এইখানে "সোথাবাজার" স্থান নামক একটি দেবালয় আছে; তথায় সর্পদষ্ট ব্যক্তি লইয়া গিয়া "হত্যা" দিলে আরোগ্য লাভ করে বলিয়া লোকের বিশ্বাস আছে। এই জেলার মধ্যে "বারুণ" নামক স্থানটি সোন নদের উপর অবস্থিত এবং সোন নহর বা কেনালের ওভারশিয়ারের হেড কোয়ার্টার হইতেছে। এই কেনাল আরোয়াল হইয়া দিঘাঘাটের নিকট গিয়া পুনশ্চ শোনের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহা বারুণ ডালটনগঞ্জ রেলপথের অংশান ষ্টেশান হইতে এই গ্রাম ৯ আনাটিকারীরাজ এবং মিত্র-বসু জমীদারগণের অধিকৃত বিশাল গয়ার জমীদারীর একাঙ্গীভূক্ত!! টিকারী গোপাল শরণ সিংহের রাজ্য এখন কন্যাশিক্ষা পাঠশালার ট্রাষ্ট ফাণ্ডে ২৬।৯।১৭ সালের দলিল অনুযায়ী পরহস্তে অর্পিত হইয়া গয়া জেলা হইতে টিকারী রাজের নাম লোপ পাইয়াছে। টিকারীর বিস্তারিত বিবরণ পরবর্ত্তী টিকারী পর্য্যায়ে সবিশেষ বিবৃত আছে। সুখের বিষয় যে মহারাজ কুমার গোপাল শরণ তাঁহার রাজ্য কন্যা পাঠশালার ট্রাষ্টীদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিতেছেন।

নওদা গয়া জেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ব্ব মহকুমা হইতেছে। ইহার হেড কোয়ার্টার "নওদা" গ্রাম সাউথ বিহার রেলপথের উপর অবস্থিত। নওদার সদরের অধীনে এক সবডিভিজান্যাল অফিসার (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) ও তাঁহার অধীনস্থ একজন সবডেপুটি ফৌজদারি বিচার ও মহকুমার বিচর কার্য্য করিয়া থাকেন। যত দেওয়ানী মোকর্দ্দমা সদরে রুজু এবং নিষ্পত্য হইয় থাকে। এই মহকুমার জনসংখ্যা জেলার অপরাপর স্থান অপেক্ষা কম অর্থাৎ ফি বর্গ মাইলে পৌণে পাঁচশত লোক হইতেছে। এই সব ডিভিজানে নওয়াদা পাকোরী বারোঁয়া এবং রাজৌলী নামক তিনটী থানা অবস্থিত। রাজৌলীর অধীনে কোকনদ জলপ্রপাত বিশেষ মনোরম, প্রখ্যাত এবং দর্শনের উপযুক্ত স্থান। রাজৌলীর মধ্যে যত্যুত্তম অভ্রের খনি আছে সে সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। রাজৌলীর তিন ক্রোশ পশ্চিমে জর্রা বা শিরদিলা মৌজা ও মহাল অবস্থিত। স্থানটি দুইটি অংশান রাস্তার উপর স্থানীয় হাটের পার্শ্বে অবস্থিত। ইহা এই লেখকের গয়া জমীদারী ভুক্ত।

এইখান হইতে একটি রাস্তা নওয়াদা ও হাঁসুয়া নামক স্থানে গিয়াছে। হাঁসুয়ায় একটি ধনী বেনেবংশের বাস। ইহা তাঁহাদেরই জমীদারী ভুক্ত। ইহা সাউথবেহার রেল-লাইনের একটি ষ্টেশন। চটকারী বেলাসাদি গয়া জেলার বিখ্যাত অভ্র খনি সমূহের ইহারা অধিকারী হইতেছেন তাহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। শিরদীলা গ্রামে পূর্ব্বে একটি মুসলমান বংশের বাস ছিল। তাহা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। ইহা

"ছেদামেদার" জমীদারী ছিল। তাহার পরে এই লেখকের পিতা গয়া-জেলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট উকীল ৺উমেশচন্দ্র সরকার বহু অর্থ বিনিময়ে এই বিশাল জমীদারী হাসিল করেন। এই লেখক তাহা উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই লেখকের অংশ দান-বিক্রয় সূত্রে তদীয় স্ত্রীর হস্তে ইহা দেওয়া হইয়াছে। শিরদিলা হইতে "একটি মেঠো পথ" গয়া কাট্রাসগড় গ্রাণ্ড-কর্ড লাইনের গুরুপা ষ্টেশানের দিকে দক্ষিণাভিমুখে গিয়া মিশিয়াছে এবং আর একখানা পশ্চিমে ১৩ ক্রোশ পশ্চিমে গয়া নগরে গিয়া শেষ হইয়াছে। শিরদীলার সন্নিকট সরকার জমীদারগণের বিখ্যাত চেইলী ওমাচনের অভ্রের খনি বিরাজমান আছে। চাইলীর জল ও স্বাস্থ্য খুবই ভাল। শিরদীলার অন্তর্গত জরা ডিহি পর্ব্বতমালার মধ্যে প্রাচীন অতীত বৌদ্ধ যুগের এক বৌদ্ধ মঠের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সময়ে সময়ে এই মঠের সন্নিকট বাসনাদিও প্রাচীন প্রথম খৃঃ পূঃ ও ২য় খৃষ্টীয় শতাব্দীর সময়ে সময়ে মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইখান হইতে দুইটি মুদ্রা পাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ বি ার জন্য তাহা গত বৎসর পাঠাইয়াছিলাম। এই মঠের বিষয়ে চৈনিক পরিব্রাজক ওয়াং সাং তাঁহার ভ্র ণ-বৃত্তান্তে উল্লিখিত করিতে ক্রটী করেন নাই। শিরদীলা হইতে ৬।৭ ক্রোশ দক্ষিণে মহের নামক অত্যুচ্চ পর্ব্বত। ইহার শিখরদেশে প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ মঠের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। গুরপা বা গুরুপাদ গিরির সন্নিকট দিয়া তিলাইয়া নদী প্রবাহিত হইয়া শাকরী-নদীর সহিত মিলিত হইয়া পঞ্চানের সন্নিকট ফল্গু-নদীর সহিত মিলিতা হইয়া গঙ্গাগামিনী হইয়াছে—তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। গুরপার সন্নিকট ২।৩ ক্রোশ পশ্চিমে ধাধর নদীর উপর পাহাড়পুর গ্রাম ও ষ্টেশান অবস্থিত। ইহা সদর মহকুমার অন্তর্গত। পাহাড়পুর বুদ্ধ গয়ার ধনী মহান্ত স্বামী কৃষ্ণদয়াল গিরির বিশাল জমীদারী ভুক্ত। এই জেলার মধ্যে পাহাড়পুর একটি বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গণ্ডগ্রাম।

নওয়াদা মহকুমার মধ্যে ওয়ারিশালী-গঞ্জ, মাথর, হাঁশুয়া, ধারা, বুধৈলী রজেস্ত, দোনা, প্রভৃতি অনেকগুলি বর্দ্ধিষ্ণু গণ্ডগ্রাম আছে। সেই গুলির পৃথক ইতিহাস লেখা কেবল সময় ও স্থান নষ্ট করা ভিন্ন অপর কিছু হইতে পারে না বলিয়া সে সম্বন্ধে অত্র লেখনী সংযত করিলাম। ওয়ারিশালী-গঞ্জ একটি প্রখ্যাত গণ্ড গ্রাম; এই জেলার মধ্যে কামদার খাঁ নামক একজন যোদ্ধা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করিয়া অত্র স্থানের সন্নিকট নওয়াদা গ্রামে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। ইনি খুব সাহসী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার জ্ঞাতিওয়ারিশ আলি খাঁ তাঁহার বিশেষ প্রিয় পাত্র ছিলেন, এবং লুণ্ঠন দ্বারা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া ওয়ারিশালিগণ গ্রাম স্থাপন করিয়া অত্র স্থানে একটি পরিখাবেষ্টিত ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার অধীন সাসন জলে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। এই দুর্গের ভগ্নাবশেষ এবং এই মহকুমার নাগা স্থানে কামদার খালী গড়ের ভগ্নাবশেষ বহুল দেখিতে পাওয়া যায়। ——— (ক্রমশঃ)

আয় অশ্রু আয়

[শ্রীযুক্ত কিরণ বিকাশ মুৎসুদ্দী]

আয় অশ্রু আয় তুই নয়ন উনাস্তে
প্রভাতের শিশিরের মত,
ধরিতে বিশ্বের ছবি এ'ক্ষুদ্র হৃদয়
তৃণ বক্ষে তুহিনের মত।
দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে
হ'ক্ হৃদি শতখান,
সংসারের দুঃখ জ্বালা,
হউক এ পোড়া প্রাণ;
আনিস্ না অশ্রু তুই
নয়নের কোণে মম,
দেখাতে আমারে বিশ্বে
অতি হীন হেয় জন;
অই মূঢ় দুর্ব্বলের মত;
আয় অশ্রু আয় তুই নয়নে আমার
নিশীথের শিশিরের মত!
আয় অশ্রু আয় তুই নয়নে আমার
বরষার স্বচ্ছ নীর মত,
ধুয়ে যাক্ মুছে যাক্ হৃদয় হইতে
জীবনের আবর্জ্জনা যত।
আজি গাহিব পঞ্চম সুরে
জগতের নাম গান;
তোর সাথে লয়ে সাথী,
বিলাব জগতে প্রাণ;
প্রেমময় বুদ্ধদেব মত।
আয় অশ্রু আয় তুই নয়ন উনাস্তে
প্রভাতের শিশিরের মত,
ধরিতে বিশ্বের ছবি এ ক্ষুদ্র হৃদয়
তৃণবক্ষে তুহিনের মত।

ভারতীয় বৌদ্ধ কাহিনী

[শ্রীযুক্ত জয়দ্রথ চৌধুরী]

ভারতীয় বৌদ্ধকাহিনী, ফ্রান্স দেশীয় মহামতি (Eugene Bwrnonp) ভারতীয় বৌদ্ধ কাহিনী (L. Inlroduction a l' Historie du Budghisone Indien) হইতে ছয়টি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের মহৎ উপকার করিয়াছেন, প্রথমে (Brian Houghson Hodgson নামে জনৈক ইংরেজ তাঁহার নেপাল অবস্থান কালে ভারতীয় বৌদ্ধ-কাহিনী সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়া রাখেন, তিনি ১৮১০ হইতে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ২৩ বৎসর নেপালে অবস্থান করেন, এবং সেই সময়ে এই মহারত্ন সংগ্রহ করেন, পরে তিনি উহা কলিকাতার, পারস্যেরও লণ্ডনের এসাইয়িটিক সোসাইটীকে প্রদান করেন, আবার (Bwrnoug) এর ছইটী হইতে তিনটী (Wrnipred Slephens) ইংরেজীতে অনুবাদ করেন, আমরা আজ সেই তিনটী বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে আশা করি। পাঠকগণ প্রথমে আমরা অশোকের বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

অতি প্রাচীনকালে রাজগৃহ নগরে রাজা বিম্বিসার রাজত্ব করিতেন। তিনি ভগবান গৌতমবুদ্ধের সম-সাময়িক ছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। বিম্বিসারের পর তৎপুত্র অজাতশত্রু, তাঁহার পর তৎপুত্র উদ্ধারিণ, তাঁহার পর তৎপুত্র মুন্দা, তাঁহার

পর তৎপুত্র সহালিণ, তাঁহার পুত্র তুলকুচী, তাঁহার পর তৎপুত্র মহামণ্ডল, তাঁহার পর তৎপুত্র প্রসেনজিৎ, তাঁহার পর তৎপুত্র নন্দ, তাঁহার পর তৎপুত্র বিন্দুসার। রাজা বিন্দুসার পাটলীপুত্র নগরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম সুসীম।

সেই সময়ে চম্পা নগরে জনৈক সৌভাগ্যশালী ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার একটী পরমা-সুন্দরী কন্যা সন্তান জন্ম-গ্রহণ করিল। জ্যোতিষিগণ তাহার ভবিষ্যৎ ভাগ্য গণনার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন "এই নবজাত মেয়ে কালে রাজ-রাণী হইবেন এবং তাঁহার দুইটী পুত্র জন্ম-গ্রহণ করিবেন, প্রথমটী রাজ চক্রবর্ত্তী হইয়া রাজ্য শাসন করিবেন এবং অপরটী নিষ্পাপ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় সৎকার্য্যের সুফল দর্শন করিবেন। ব্রাহ্মণ এই ভবিষ্যৎ বাণী শ্রবণে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। কালক্রমে মেয়েটী যৌবন সীমায় উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণ তাহাকে বহুমূল্য পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া পাটলীপুত্রে লইয়া আসেন এবং মেয়েটী রাজা বিন্দুসারের রাজঅন্তঃপুর বাসী মহিলাগণের ক্ষৌরকর্ম্মে নিযুক্তা হইল। রাজা এবং রাজ-পরিবারের সকলেই তাহার কর্ম্মে অত্যন্ত সন্তুষ্ট থাকিত। একদিন তাহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা বিন্দুসার তাহাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য ডাকিলেন এবং বলিলেন "তুমি তোমার কাজের পুরস্কার কি চাও?" বালিকা বলিল "যদি মহারাজ আমার প্রতি সদয় হয়েন—এবং আমার দোষ গ্রহণ না করেন—তাহা হইলে, আমি নিবেদন করিতেছি যে, যদি আমি মহারাজের মহিষী হইতে পারি তাহা হইলে আমার কার্য্যের জন্য যথোচিত পুরস্কৃত হইব বলিয়া আশা করি।" তৎশ্রবণে রাজা বলিলেন "আমি ক্ষত্রিয় রাজা এবং তুমি ক্ষৌরকারের মেয়ে কিরূপে তোমাকে পাণিগ্রহণ করিতে পারি"? বালিকা বলিল, "আমি চম্পাদেশবাসী জনৈক উচ্চবংশীয় ধনবান ব্রাহ্মণের কন্যা, আমি জাতিতে ক্ষৌরকার নহি"। অবশেষে রাজা তাহার সকল গুণের ও বংশমর্য্যাদার পরিচয় পাইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। এখন আমাদের সেই চম্পাবাসী ব্রাহ্মণের কন্যা রাজা বিন্দুসারের প্রথমা মহিষীরূপে অভিহিত হইলেন। দৈবজ্ঞের ভবিষ্যৎবাণীও এত দিনের পর প্রকাশ হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণের কন্যা এখন রাজরাণী হইলেন, স্বর্গীয় সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গেলে তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। যখন রাজা পুত্রের জন্মোৎসবক্রিয়া সমাপন হইল, রাজা রাণীকে জিজ্ঞাসা করেন "এই পুত্রের কি নাম রাখা হইবে?" রাণী উত্তর করিলেন—"তাহার জন্ম দিবসে আমি কোন প্রকার শারীরিক কষ্ট ভোগ করি নাই, তাহার নাম অশোক রাখা হউক (শোক বা কষ্টশূন্য) আবার কয়েক বৎসরান্তে মহারাণীর আর একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হইল। রাজা নাম জন্য রাণীকে বলিলেন, রাণী বলিলেন, "মহারাজ তাহার জন্ম দিবসেও আমি কষ্ট পাই নাই, সুতরাং তাহার নাম বিগতশোক বা বীতশোক রাখুন।

(ক্রমশঃ)

সিদ্ধার্থের মহিমা

[শ্রীমান্ নিকুঞ্জবিহারী বড়ুয়া]

ত্যজি রাজ-ভোগ রত্ন-সিংহাসন
ভিখারীর বেশ করিলে ধারণ,
ধন্য শাক্যসিংহ পুরুষ প্রধান ;
ঘুচাইতে ভবে জীবের যাতনা,
করেছ কত কঠোর সাধনা
প্রেম অবতার তুমি পূণ্যবান্। ১

দেখেছিলে তুমি রোগ শোক জরা
নিয়ত শাসিছে এই বসুন্ধরা
বিলাপ ক্রন্দন আর হাহাকার
বিড়ম্বিত সদা মানব জীবন ;
শান্তি পথে কেহ করে না গমন। ২

তাতেই কাঁদিল তব মহাপ্রাণ,
আপনারে তুমি করেছিলে দান
জীবের মঙ্গল করিতে সাধন ;
ত্যজিলে সম্পদ্ ত্যজিলে বাসনা
আহার বিহার বিষয় ভাবনা,
দারাপুত্র আর রাজ্য সিংহাসন। ৩

জনক-জননী আর বন্ধুগণ
কত যে কাকুতি কত আয়োজন
করেছিলা তোমা রাখিতে গো ঘরে ;
জগতের দুঃখে প্রাণ কাঁদে যার,
কখনো কি পারে বদ্ধ পরিবারে
বাঁধিতে তাহারে সামান্য সংসারে ? ৪

কি যে মহা বাক্য বলে ছিলে তুমি,
কাঁদি অশ্রুজলে ভিজাইয়া ভূমি
বলেছিল যবে হে দেব তোমার,
জগতের হিতে ত্যজিলে সংসার,
শিশু পুত্র কোলে, ভার্য্যা গুণবতী
আমা দোঁহাকার কি হইবে গতি ? ৫

অয়ি যশোধরে যে ধনের তরে,
হলাম সন্ন্যাসী যদি পাই তারে,
আমিও তরিব. তোমারে তরাব,
ধৈর্য্য ধর সতি, অবশ্যই পাবে।
জগতের দুঃখ সকলি ঘুচিবে,
স্বর্গের দুয়ার ধরাতে খুলিবে।" ৬

ঘোর ঘন ঘটা হইলে বিগত
মধ্যাহ্ন মিহির যেমতি উদিত
তেমতি ভারতে তব অভ্যুদয়
দিগ্ দিগন্তর করিয়াছে জয়।" ৭
ছাইয়াছে অ'হা কিরণ তোমার
তিব্বত, সিংহল, চীন, ব্রহ্ম আর

কত বীর চূড়া কত নরপতি
লয়ে অগণিত সৈন্য সেনাপতি
করেছিলা কত সাম্রাজ্য স্থাপন ;
কালের তরঙ্গে হয়েছে মগন,
কিন্তু কালজয়ী তোমার বৈভব
চিরস্থায়ী ভবে তব সুগৌরব। ৮

রাজ পুত্র হয়ে হইলে ভিখারী
পৃথিবীর ক্ষুদ্র রাজ্য পরিহরি
কোটি কোটি কোটি মানবের প্রাণে,
সমাসীন তুমি ভক্তি-সিংহাসনে,
হৃদয়ের বলে করি দিগ্বিজয়
এ রাজত্ব তব অতুল অক্ষয়। ৯

কি মহান্ ব্রতে নিয়েছিলে দীক্ষা,
দিয়েছ জগতে কি আশ্চর্য্য শিক্ষা,
"প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, পর উপকার
দয়া ক্ষমা আর অহিংসা সার,
মহিমা তোমার পারি না ভাবিতে;
সাধুতার দুর্গ অজেয় জগতে।" ১০

কত মহাজ্ঞানী আর সাধু কত
তোমার চরণে সতত প্রণত,
তোমার উদয়ে ভারত ধন্য;
গায় তব জয় তুমি বরেণ্য। ১১
নহে শুধু পূর্ব্বে পাশ্চাত্য গগনে
হেরি তব জ্যোতিঃ মুগ্ধ বুধগণে

আত্ম চিন্তা

[শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা]

ভুশুণ্ডকাক "আত্মচিন্তা" সম্বন্ধে পরম ঋষি মহাপুরুষ বশিষ্ঠদেবকে এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

সংসারে যদি কিছু থাকে, তবে তাহা "আত্মচিন্তা"। এই আত্মচিন্তা সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ, সকল সম্পদের বরিষ্ঠ। সর্ব্বথা ভ্রমহানি সর্ব্ব প্রকার কলঙ্ক সম্পর্ক পরিশূন্য; পরম উন্নত, বর্দ্ধিত ও উচ্ছ্রিত। সহসা ইহা প্রাপ্ত হওয়া সহজ নহে। চৈতন্য ইহার বিচরণ স্থান। ইহা যেরূপ সর্ব্বদুঃখ ও সর্ব্বচিন্তা বিনাশ করে, চির-সঞ্চিত দুঃস্বপ্নরূপ সংসার ভ্রম নিরাশ করে, এবং বিবিধ অনর্থ বিপত্তির হ্রাস করে, সেইরূপ জ্যোৎস্নাময় অন্ধকারের ন্যায় স্বকীয় অনির্বচনীয় শক্তি সহায়ে সমস্ত সংকল্প নিরাকৃত করিয়া, অশেষ সুখ সমুদ্ভাবিত করিয়া থাকে। এই আত্ম-চিন্তাই পরম পদ। ইহাতে সুখ শান্তি ও স্বস্তি প্রভৃতি সর্ব্বদাই বিরাজমান্। মাদৃশ ক্ষুদ্র বুদ্ধি বিহগ-জাতির ইহা প্রাপ্ত হওয়া সহজ নহে। ভবাদৃশ মহাভাগ মহা পুরুষগণই ইহা অনায়াসে অধিকারও ফলভোগ করেন। ইহা সঙ্কল্পের অতীত। এই জন্য মাদৃশ অর্ব্বাচীন বায়সগণের কোন মতেই ইহা অধিকৃত হইবার নহে।

এই আত্ম-চিন্তার অনেকগুলি সখী বা সহচরী আছে। তাহারাও বিজ্ঞান-রূপ আলোক প্রতিপত্তি দ্বারা অন্তঃকরণকে সর্ব্বতোভাবে বিকশিত ও পরম শীতল স্বরূপে পরিণত করিয়া থাকে। এইজন্য অনেকাংশে ইহার সদৃশ লাভ করিয়াছি এবং তজ্জন্যই ইহাদিগকে সখী বা সহচরী নাম প্রদান করা হইয়াছে। ঐ সকল সহচরীর মধ্যে "প্রাণচিন্তা" নাম্নী সহচরী অন্যতর। এই "প্রাণচিন্তা" সর্ব্বদুঃখ ক্ষয় ও সর্ব্ব সৌভাগ্য সমুদ্ভাবিত এবং চিরজীবিতা আনয়ন করে। আমি ইহারই প্রভাবে এই-রূপ চিরজীবী হইয়াছি।

অবিদ্যার স্বরূপ

[শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ]

শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্টদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্। অবিদ্যার স্বরূপ কি? এবং কিরূপেই বা ইহার প্রচার হইয়া থাকে?

বশিষ্ঠদেব তদীয় প্রিয় শিষ্য শ্রীরামের এই প্রশ্নে উত্তর দিয়াছিলেন,—এই ব্রহ্মাণ্ড অবিদ্যার শরীর। পর্ব্বত সকল ইহার পর্ব্ব। ত্রিলোক ইহার ত্বক্ এবং জ্ঞান, অজ্ঞান, ভাবাভাব সুখ-দুঃখ ইহার বৃন্ত, মূল ও ফল। তন্মধ্যে সুখ হইতে যে অবিদ্যার উদ্ভব হয় তাহা সুখ সমুদ্ভাবন করে; দুঃখ হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহা দুঃখ প্রসব করে। অজ্ঞান হইতে যে অবিদ্যার উদ্ভব তাহা দুঃখ প্রসব করে; অজ্ঞান হইতে যে অবিদ্যার উদ্ভব তাহা অজ্ঞান উৎপাদন করে। জ্ঞান হইতে যে অবিদ্যার জন্ম, তাহা জ্ঞান প্রসব করিয়া থাকে। দিবস এই অবিদ্যার জন্ম, তাহা জ্ঞান প্রসব করিয়া থাকে। দিবস এই অবিদ্যালতার পুষ্প। বাসনা ইহার সৌরভ; এবং রাত্রি ইহার ভ্রমরী। ভূত সকল অবিরত ইহাতেই। কর্ম্মরূপ বায়ু সর্ব্বদায় ইহাকে আন্দোলিত করিতেছে। বিবিধ দুর্ব্বাসনা ইহার পরাগ। বিচার বলে ঐ পরাগরাশি বিমূলিত হইয়া থাকে। বি ার বিরহিত হইলেই, বিষয়রূপ পাদপের আলিঙ্গনে ইহার অতিমাত্র বৃদ্ধি সংঘটিত হয়। তখন মিত্রাদিরূপ প্রবাল ও পুত্র পৌত্রাদিরূপ অঙ্কুর পরম্পরা সমুদ্গত হইয়া থাকে। জন্ম ঐ লতার পর্ব্ব। দুঃখ শোকাদি, সর্পের ন্যায় উহাতে বিনাশরূপ গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। বিষয় ইহার রস। একমাত্র বিচাররূপ তৃণ দ্বারাই উহার বিনাশ হয়। চন্দ্র সূর্য্যাদি নবগ্রহ উহার কুসুমসম্ভার। আলোক উহার রজঃ। মন উহার পরিচালক মাতঙ্গ। সংকল্প সকল ইহাতে কোকিলের ন্যায় বিরাজ করে। ইন্দ্রিয় সকল সর্পের ন্যায় উহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। তৃষ্ণা উহার ত্বক্। দ্যুলোক ও ভূলোক উহার বেদি। সপ্ত সমুদ্র উহার আলবাস। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডেই উহার মূল বিস্তৃত। রমণী সকল উহার নকল পুষ্পগুচ্ছ জনগণ উহার ভ্রমর কুকর্ম্ম সকল অজাগরের ন্যায় উহাকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে। জীবগণের বিবিধ জীবনোপায় উহার ফল। বিবিধ বিজয় বাসনা ইহার সদ্গন্ধ। নানা প্রকার মদ উহার কুসুম। বিবেকী ও অবিবেকী ভেদে ইহা নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ফলকুসুম প্রসব করে, ইহা কোথাও জাত, কোথাও জায়মান; কোথাও মৃত কোথাও ম্রিয়মান। কোথাও খণ্ডিত ও কোথাও অখণ্ডিত হইয়া, নানা স্থানে নানারূপে বিকসিত হইতেছে। ইহা কতবার জন্মিয়াছে ও মরিয়াছে। ইহা সত্য মিথ্যা উভয় স্বরূপেই বিরাজ করে। ইহা নিত্য জন্মিতেছে, নিত্য মরিতেছে, এবং নিত্য তরুণ দশা ভোগ করিতেছে। ইহা ভাস্বর বিষলতার ন্যায় লোকদিগকে মূর্চ্ছিত ও জাগরিত করে। প্রাজ্ঞগণই কেবল পরিহার প্রাপ্ত হন। ইহা অজ্ঞের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া এই তুমি, এই, আমি,—ইত্যাকার নানাপ্রকার ভ্রমজাল বিস্তার করে। ইহা স্থল ভেদে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, মরুৎ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু রুদ্র, কৃমি, কীট ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বেশে বিরাজমান হয়। ফলতঃ, কি তৃণ, কি পর্ব্বত, কি রুদ্রাদি দেবগণ, দৃশ্যমান পদার্থমাত্রেই অবিদ্যা জানিবে। অবিদ্যার ক্ষয় হইলেই আত্মলাভ ও মোক্ষলাভ সংঘটিত হয়।

মিনতি

[শ্রীযুক্ত তারকনাথ বড়ুয়া]

গুরো !
সংসার মরুতে মায়ামরীচিকা,
নয়ন ধাঁধিয়া করে ঝিকিমিকি ;
কুহকে তাহার পরাণ আমার
শান্তি-বারি-আশে যায় ধিকি ধিকি !

গুরো !
নিবৃত্তি-আয়ুধ লয়ে স্নেহ করে,
আমার সম্মুখ-পথে দাঁড়াইও
জ্ঞানের-জীবন করি বরিষণ
তৃষিত হৃদয় আমার তুষিও।

গুরো !
তুমি হও মম হৃদি-রাজ্যে রাজা
জ্ঞান, সাম্য মৈত্রি প্রহরী বেষ্টিত ;
ইন্দ্রিয়-দস্যুরা সদা হৃদি লুটে.
দিও তাহাদের শাস্তি সমুচিত।

গুরো !
বড়ই দুর্ল্লভ বহু জনমের
সাধনার ধন, মানব জীবন ;
জ্ঞান প্রহরীতে চৌকি দেওয়াইবে
চোরে যেন নারে করিতে হরণ।

গুরো !
চিত্ত-বিপণিতে আপন সাজায়ে
বসে থাক নিত্য হয়ে মহাজন ;
ভবের বাজারে উত্তম মিলিলে
কিনিও যতনে, অমূল্য রতন।

গুরো,
ভবার্ণবে যবে জন্মের মতন
ভাসাইব তরী পরপারে যেতে,
বসিবে তখন কর্ণধার হয়ে ;
যেন বা তুফানে নারে ডুবাইতে।

গুরো !
পথে পথে কত দস্যু বাস করে
পথ প্রদর্শক হইও আমার ;
পান্থ হয়ে আমি চলিব পশ্চাতে,
এই গো মিনতি চরণে তোমার।

সুষমা

[শ্রীযুক্ত তরণী সেন বড়ুয়া]

আত্মীয় বান্ধবগণ আসিতে লাগিল। দলে দলে লোক আসিয়া যোগেনের বাড়ী ভরিয়া গেল। যোগেন একখানা চিঠি লিখিয়া নরেনের বাড়িতে দ্বারবান পাঠাইয়া দিলেন। নরেন চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে পড়িতে সুষমার নিকট উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। যোগেনের বিবাহ সংবাদ পাইয়া সুষমা আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়িল, তারপরদিন নরেন সুষমাকে তাঁহার ভ্রাতালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। তৎসঙ্গে নরেন ও যোগেনের বাড়ীতে রওনা হইলেন। নরেনও সুষমাকে আসিতে দেখিয়া যোগেন অতিশয় আনন্দিত হইল ও যথাসময়ে নরেন ও সুষমা যোগেনের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। উভয়ে যোগেনকে প্রণাম করিল ও সুষমা অন্তঃপুরে

চলিয়া গেল। সুষমা নিমন্ত্রিত মহিলাগণকে আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিল, সমবয়সীরা অনেকদিন পরে সুষমাকে পাইয়া নানাপ্রকার গল্প করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অট্টালিকা লোকে পরিপূর্ণ হইল, চতুর্দ্দিকে 'নাও দাও' শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনা যায় না। কেবল বিবাহ বাড়ীতে হৈ চৈ রব উঠিয়া গিয়াছে। তারপর বরপক্ষের লোকেরা বরকে সাজাইতে লাগিলেন। যথাসময়ে বরকে লইয়া জিতেনের বাড়ীতে উপস্থিত হইল এবং বিবাহ কার্য্য সুচারুরূপে সমাধা হইল। অবশেষে যোগেন পাত্রী লইয়া নিজালয়ে চলিয়া আসিল। তারপর দিন নিমন্ত্রিত লোক নিজ নিজ বাড়ীতে গমন করিল, অট্টালিকা জনশূন্য হইল, যোগেন আজ নব প্রণয়িণী চপলাকে লইয়া অতি সুখে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। সুচতুরা চপলা অল্পদিন মধ্যেই যোগেনকে এক করিয়া ফেলিল। যোগেনের আজ কয়েক দিবস হইতে কাজ মনোযোগ নাই, কেবল অন্তঃপুরে থাকিয়া চপলার ভালবাসায় মোহিত হইয়া দিন অতিবাহিত করিতেছে। আজ সহচরী বেষ্টিতা চপলা কোচেতে শয়ন করিয়া দর্পণে মুখ দেখিয়া নিজকে নিজে সুন্দরী বলিয়া গৌরব করিতেছে। হে চপলা, নিজের সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার করিও না! কেননা এই রূপ তোমার চিরস্থায়ী নহে। সমুদ্রের স্রোতের ন্যায় চলিয়া যাইবে। রূপের গৌরব করা ভাল নয়। বাড়ীর সহচরীগণ চপলাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কখনও কোন কর্ম্ম করিতে পারিত না। প্রত্যেক কাজ আজ্ঞানুযায়ী করিতে হইত, অন্তঃপুরে যদি কেহ ভুল বশতঃ কোন কাজ করিয়া ফেলিত, তাহা হইলে সে দিন চপলার প্রকোপ দৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইত না, এমন কি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দুই এক ঘা লাগাইয়া পরে সেই কাজের কথা জিজ্ঞাসা করিত।

যোগেন এই সমস্ত বিষয় দেখা সত্ত্বেও সুবিচার করিত না, কারণ সে চপলার অতি বাধ্য ছিল, চপলার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে সাহস পাইত না। যোগেনের নির্ম্মিত অতি সুন্দর একটী পুষ্প উদ্যান ছিল, উহা ফলে ফুলে মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। নানা রকমের ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সুগন্ধ ছড়াইয়া যাইতেছে। ভ্রমরগণ মত্ত হইয়া ফুলের মধুপানে বিভোর হইয়া আপন মনে গান করিতেছে, কুকিল কুহু কুহু রবে সুমিষ্ট স্বরে গান গাহিতেছে, নানা রকমের পক্ষী ফল খাইবার আশায় ঝাকে ঝাকে উড়িয়া গাছের ডালে ছুটাছুটি করিতেছে। বিহঙ্গ বিহঙ্গী নিজরূপ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতেছে। সন্ধ্যা ক্রমশঃ আগমন করিতেছে, সূর্য্যদেব অসীম অনন্ত নিলীমায় লীন হইতেছে, এমন সময় সহচরী বেষ্টিতা মৃদুমন্দ গতিতে একটী পরমাসুন্দরী ষোড়শ বর্ষীয়া রমণী বাগান বাড়ীতে প্রবেশ করিল, নানা রকমের ফুল তুলিতে লাগিল, নভে যেন রবি শশী আ সয় উদয় হয় সেইরূপ পুষ্পোদ্যান আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে, বাগান বাড়ীতে নানা ফ্যাসনে কারুকার্য্য বিভূষিত শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত সাজান আসনে বসিয়া ফুলের মালা গড়িতে লাগিল।

পাঠকগণ, মনে করিতে পারেন এই অপূর্ব্ব সুন্দরী ষোড়শী ইনি কে? আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা রূপ-গৌরবিনী চপলা, কিছুক্ষণ পরে একটি যুবক উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। যুবক একটী গোলাপ ফুল হাতে করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে চপলার নিকট উপস্থিত হইলেন, চপলা এই যুবককে দেখিয়া সম্মানার্থে উঠিয়া দাঁড়াইল ও উভয়ে মিলিয়া ঐ শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত আসনে বসিয়া প্রেমালাপ করিতে লাগিল। চপলার নিজ হস্তের নির্ম্মিত ফুলের মালাটি যুবকের গলায় পরাইয়া দিল, আর যুবক সেই প্রস্ফুটিত গোলাপটী চপলার খোঁপার মধ্যে গাঁথিয়া দিল। পাঠকগণ আপনারা মনে করিতে পারেন এই যুবকটীই বা কে? বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন ইনি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত যুবক চপলার 'স্বামী যোগেন। যোগেন কহিল প্রিয়তমে! আজ তোমাকে পাইয়া কতই যে পুলকিত হইয়াছি সে বিষয় বলা আমার পক্ষে বর্ণনাতীত। তুমিই আমার প্রাণেশ্বরী, সুচতুরা চপলা কহিল, প্রাণেশ্বর, এই দাসীকে আপনার ভালবাসা হইতে বঞ্চিত করিবেন না, এদাসী আপনার নিকট কিছুই চায় না, কেবল মাত্র আপনার পদরেণু প্রার্থী; নাথ! আপনিই আমার একমাত্র আরাধ্য দেবতা। যোগেন কহিল, চপলা, তুমিই আমার একমাত্র হৃদয়েশ্বরী! আমি বাল্যকাল হইতেই মাতৃপিতৃ হারা হইয়া কতই কষ্টানুভব করিতেছিলাম। এখন তোমাকে পাইয়া সেই কষ্ট ভুলিয়া গিয়াছি। উভয়ের এই সমস্ত কথা বলার পর পেঁচা শৃগাল প্রভৃতি নিশাচর পশুপক্ষী চীৎকার করিয়া উঠিল, গাছের পাতা ঝুর-ঝুর করিয়া পড়িতে লাগিল, রজনী অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল, গগনে মিটমিট করিয়া নক্ষত্র দেখা দিতে লাগিল। যোগেন কহিল প্রাণেশ্বরি! অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, বাগানে আর বসিয়া থাকিবার সময় নাই, এই বলিয়া উভয়ে মৃদুমন্দগতিতে নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

সংযুক্ত নিকায়

[শ্রমণ শ্রীমৎ অগ্রবংশ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অন্বর্গ।

"কিংসু সব্বং অন্বভবি কিস্‌সা ভিয্যো ন বিজ্জতি।
কিস্‌সস্‌স এক ধম্মস্‌স সব্বেব বসমন্বগুতি?"

সর্ব্বত্র কি অনুপতিত হয়, কিসের অধিক আর নাই, এবং সমস্তই কোন্ একটী ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হয়?

"নামং সব্বং অন্বভবি নামা ভিয্যো ন বিজ্জতি
নামস্‌স একধম্মস্‌স সব্বেব বসমন্বগুতি।"

নামই সর্ব্বত্র অনুপতিত হয়, নামের অধিক আর কিছুই নাই। সমস্তই নাম একটী ধর্ম্মের বশবর্ত্তী।

"কেনস্সু নীয়তি লোকো কেনস্সুপরিকস্‌সতি,
কিস্‌সস্‌স একধম্মস্‌স সব্বেব বসমন্বগুতি?

কিসে লোক (জগত) নীত হয়, কিসে পরিকর্ষিত হয়, এবং সমস্তই কোন্ একটী ধর্ম্মের বশবর্ত্তী?

চিত্তেন নীয়তি লোকো চিত্তেন পরিকাস্‌সতি
চিত্তসস একধর্ম্মস্‌স সব্বেব বসমন্বগুতি।"

চিত্ত দ্বারাই লোক (জগত) নীত হয়, চিত্ত দ্বারাই পরিকর্ষিত হয়, সমস্তই চিত্ত একটী ধর্ম্মের বশবর্ত্তী।"২

কেনসসু নীয়তি লোকো কেনসসু পরিকসসতি,
কিসসস্‌স এক ধম্মসস সব্বে ব বসমন্বগুতি?

কিসে লোক (জগত) নীত হইতেছে, কিসে পরিকর্ষিত হইতেছে, এবং সমস্তই কোন্ একটী ধর্ম্মের বশবর্ত্তী?

তন্‌হায় নীয়তি লোকো তন্‌হায় পরিকসসতি
তন্‌হায় এক ধম্মস্‌স সব্বেব বসমন্বগুতি।"

তৃষ্ণাতেই লোক নীত হইতেছে, তৃষ্ণাতেই পরিকর্ষিত হইতেছে, এবং সমস্তই এবং তৃষ্ণাধর্ম্মেরই বশবর্ত্তী। ৩।

"কিংসু সংযোজনো লোকো কিংসুতস্‌স-বিচারণং
কিস্‌স বিপ্‌পহানেন নির্ব্বাণমীতি বুচ্চতীতি।"

লোকের (জগতের) সংযোজন কি, তাহার বিচারণ অর্থাৎ পদ কি, কিসের বিপ্রহানকে নির্ব্বান বলিয়া কথিত হয়?

"নন্দি সংযোজনো লোকো বিতক্কস্‌সবিচারণং
তন্‌হায় বিপ্‌পহানেন নির্ব্বাণমীতি-বুচ্চতীতি।"

নন্দীই জগতের সংযোজন, বিতর্ক তাহার বিচারণং তৃষ্ণা প্রহানকেই নির্ব্বাণ বলিয়া কথিত হয়। ৪।

"কিংসু সম্বন্ধনো লোকো কিংসু তস্‌স-কিস্‌সসস্‌ বিপ্‌পহানেন সব্বং ছিন্দতি বন্ধনন্তি?"

লোকের সংবন্ধন কি তাহার বিচারণ অর্থাৎ পদ কি, কিসের প্রহাণকেই নির্ব্বাণ বলিয়া কথিত হয়?

"নন্দি সম্বন্ধনো লোকো বিতক্কস্‌স বিচারণং,
তন্‌হায় বিপ্‌পহানেন সব্বং ছিন্দতিবন্ধনন্তি।"

নন্দীই জগতের বন্ধন, বিতর্ক তাহার বিচারণ, তৃষ্ণা প্রহাণকেই নির্ব্বাণ বলিয়া কথিত হয়। ৫।

"কেনসসু বভাহতো লোকো কেনসসু-পরিবারিতো,
কেন সল্লেন ওতিন্নো কিস্‌স ধূমায়িতোসদাতি?

জগত কিসের দ্বারা অভ্যাহত (অভি-পীড়িত), কিসের দ্বারা পরিবৃত, কোন্ শল্যের দ্বারা বিদ্ধ, এবং কিসের দ্বারা সর্ব্বদা ধূমায়িত?

"মচ্চুনাবভাহতো লোকো জরায় পরিবারিতো,
তন্‌হা সল্লেন ও তিন্নো ইচ্ছা ধূমায়িতোসদা,

জগত মৃত্যু দ্বারাই অভ্যাহত (অভি-পীড়িত), জরার দ্বারা পরিবৃত, তৃষ্ণাশেল দ্বারা বিদ্ধ এবং ইচ্ছা দ্বারাই সতত ধূমায়িত। ৬।

কেনসসু উড্‌ডিতো লোকো কেনসসু-পরিবারিতো
কেনসসু পিহিতো লোকো, কিস্মিংস্‌ লোকো পতিট্‌ঠিতো?

জগত কিসে বদ্ধিত, কিসে পরিবৃত, কিসের দ্বারা, পীড়িত, এবং জগত কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত?

"তন্হায় উড্ডিতো লোকো জরায়-
পরিবারিতা,
মচ্চুনা পিহিতো লোকো দুক্খে লোকো-
পতিটিটতোতি।

জগত তৃষ্ণায় আবদ্ধ, জরায় পরিবৃত, মৃত্যুর দ্বারা পীড়িত এবং দুঃখের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ৭।

"কেনসসু পিহিতো লোকো কিসসিব লোকো
পতিটিঠতো
কীনরসু উড্ডিতো লোকো কেনসসু-
পরিবারিতোতি?

জগতে কিসে পীড়িত, কিসে প্রতিষ্ঠিত, জগত কিসে আবদ্ধ এবং কিসের দ্বারা পরিবৃত?

"মচ্চুনা পিহিতো লোকো দুক্খে লোকো
পতিটিঠতো
তনহায় উড্ডিতো লোকো জরায়- • • •
পরিবরিতোতি।"

জগত মৃত্যু দ্বারাই পীড়িত, দুঃখে প্রতিষ্ঠিত, তৃষ্ণায় আবদ্ধ এবং জরায় দ্বারাই-পরিবৃত। ৮।

"কেনসসু বজ্ঝতি লোকো কিসস বিনয়ায়
মুচ্চতি
কিসসসস বিপ্পহানেন সব্বং ছিন্দতিবন্ধনন্তি।

জগত কিসে আবদ্ধ, কিসের ত্যাগে মুক্ত হওয়া যায়, এবং কিসের পরিহারে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়?

"ইচ্ছায় বজ্ঝতি লোকো ইচ্ছা বিনয়ায় মুচ্চতি,
ইচ্ছায় বিপ্পহানেন সব্বং ছিন্দতি বন্ধনন্তি।"

জগত ইচ্ছাতে আবদ্ধ, ইচ্ছা ত্যাগেই মুক্ত হওয়া যায়, এবং ইচ্ছার পরিত্যাগেই সমস্ত বন্ধন ছেদন করিতে পারা যায়। ৯।

"কিস্মিব লোকো সমুপ্পন্নো কিস্মিং কুব্বতি
সন্থবং
কিস্সলোকো উপাদায় কিস্মিং লোকো-
বিহঞ্ঞতীতি।

জগত কিসে সমুৎপন্ন, কিসের সহিত সংবাস করে, কি উপলক্ষে করে, এবং কিসে পীড়িত হয়?

"ছসু লোকো সমুপ্পনো ছসু
কুব্বতি সন্থবং
ছন্নমেব উপাদায় ছসু লোকো
বিহঞ্ঞতীতি।"

ষড় আধ্যাত্মিক আয়তনেই জগত সমুৎপন্ন, ষড়বাহ্যিক আয়তনের সহিতই সংবাস করে, এই ষড় আয়তনকেই উপলক্ষ করে এবং এই ষড় আয়তনকেই পীড়িত (হনন) করে। ১০।

সৌন্দর্য্য

(শ্রীযুক্ত অনন্ত কুমার বড়ুয়া)

বিশ্বসৃষ্টি সৌন্দর্য্যের ব্যষ্টি, পুষ্টি ও সমষ্টি। সৌন্দর্য্য বিশ্বের লক্ষ্য ও ভক্ষ্য ;- সাধনা ও সাধ্য ; আরাধনা ও আরাধ্য। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৌন্দর্য্যের একটি নিরুপম ও নিখুঁত আলেখ্য। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় বিশ্ববৈচিত্রের অনন্ত-অলক্ষ্য, মূল বিপুল, অনিকূল-প্রতিকূল। নিয়মের ত্রিধারা ;- সৌন্দর্য্যের ত্রিবেণী ;— কদর্য্যের ত্রিধা বিভক্ত সংহারিণী মূর্ত্তি। হেতু প্রত্যয়ে, কার্য্য-কারণে, আত্মায় অধ্যাত্মায়, বিরোধে-নিরোধে, মিলনে-বিচ্ছেদে,

বিশাল-ব্রহ্মাণ্ডে সৌন্দর্য্যের বেমালুম মেশামেশি—অপূর্ব্ব-সংযোগ। সৌন্দর্য্য-সাগরে ভূধরে, শূন্যে পূর্ণে,—নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সৌন্দর্য্যের সাগর,—সৌন্দর্য্যের অম্বর,—সৌন্দর্য্যের ভূধর বিশ্ব প্রকৃতিতে ইহার চারুমূর্ত্তি চিত্রিত ; বিশ্বনীতিতে ইহার অনন্ত-লীলা পরিদৃশ্যমান ; ইহা মৈত্রী করুণা-মুদিতা উপেক্ষার স্নেহময়ী জননী ; দানশীল-ভাবনা রাজ্যের পুণ্যতোয়া গঙ্গা নদী।

শ্রীভগবান বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণ প্রভৃতি মহা কারুণিক মহামুণিগণ সৌন্দর্য্যের "অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম" লক্ষণযুক্ত মূল নির্ভুল ও প্রতিকূল ধর্ম্ম সম্যকরূপে অবগত হইয়া বিশ্ব রহস্যের সারকথা,—মধুর গাথা নির্ব্বাণ—(নিরোধ, মুক্তি, কৈবল্য) বাণী—কল্যাণী বাণী— কল্যাণধর্ম্মসুধা বিশ্ববাসীর প্রাণে কাণে ঢালিয়া দিয়া বিশ্বমানবকে সৌন্দর্য্যের— বিশ্বমানবতার সৌন্দর্য্যের অমরতার অনন্ত অনাময় অবিনশ্বর রাজ্যে লইয়া গিয়াছেন। তাই বিশ্বমানব-হৃদয়ে অমরতার ধ্যান ধারণা কামনা, কল্পনা, আরাধনা ; তাই বিশ্বমানব, বিশ্বপ্রকৃতির সুন্দরাকৃতির লীলাময়ী, ক্রীড়াময়ী, রহস্যময়ী বিকৃতি-বিনাশের বিপুল রহস্যজালের ভিতর দিয়া, সুকৃতি-সুনীতির দৈববলে বলীয়ান হইয়া,সৌন্দর্য্যপুরে প্রবেশের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর সংসয় ও পবিথা অবিদ্যাকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করতঃ বিশ্বসৌন্দর্য্যপুরের অমরতারত্ন লাভ করিয়াছে, করিতেছে ও অনন্তকাল করিতে থাকিবে। এই অমরতায় নিত্যসুখ ; এই অমরতায় নির্ব্বাণ, এই অমরতায় মুক্তি, এই অমরতায় কৈবল্য, এই অমরতায় শূন্য, এই অমরতায় বিশ্বমানবের পূর্ণতা। ইহা মৈত্রী-করুণা-মুদিতা উপেক্ষার" সুন্দর অমর-নিত্য-সত্য-মূর্ত্তি ; বিশ্বের মহাশক্তি ; নির্ব্বাণের মহামন্ত্র, শান্তির মহামন্ত্র ; এক কথায় ইহাই কল্যাণধর্ম্ম।

প্রেম বিশ্বের প্রাণ ; সৌন্দর্য্য বিশ্বের স্বরূপ। প্রসূতি সন্তান প্রসূনের কল্যাণের জন্য আপনার প্রিয়প্রাণ তুচ্ছ মনে করেন কেন? অপত্যস্নেহ বা সন্তান প্রেম প্রসূতির প্রাণকে অমর করে বলিয়া—সন্তানের প্রেম প্রসূতি-প্রাণ অমর হইল বলিয়া প্রসূতির প্রাণে—স্নেহময়ী জননীর প্রাণে এই প্রেমের পূর্ণতা—ত্যাগের পূর্ণতা কেমনে, কি কারণে আইসে? জননী আপন তনয় ও তনয়াকে আপনার চক্ষে আনন্দ সুন্দর দেখে বলিয়া। অপরের চক্ষে সন্তান সন্ততি একান্ত কুরূপ কদাকার কদর্য্য হইলেও স্নেহময়ী প্রেমময়ী জননীর চক্ষে ছেলেটী দিব্যেন্দীবর জিনিয়া—পূর্ণ সুধাকর জিনিয়া "বিদ্যা-সুন্দরের" সুন্দর জিনিয়া সুন্দরতর বলিয়া ; মেয়েটী মায়ের চোখে অমরধামের অনিন্দ্য সুন্দরী বিদ্যাধরী জিনিয়া রূপসী দেখায় বলিয়া। সন্তান-সন্ততী, রোগাদি কোন কারণ বশতঃ অপরের চক্ষে কদর্য্যের ভীষণ বিকৃত মূর্ত্তির ন্যায় দেখাইলেও মায়ের চক্ষে তাদৃশ দেখায় না বলিয়া, করুণাময়ী জননী জীবন দানেও তাদৃশ ছেলেমেয়ের সেবা শুশ্রুষা ও জীবন রক্ষা ব্রতে ব্রতী হইতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করেন না। ইহা হইতে সুন্দররূপে প্রমাণিত হয় যে সৌন্দর্য্য প্রেমের জননী ; "অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম" লক্ষণযুক্ত এই বিপুল বিশ্বপ্রকৃতির ও বিশ্বমানব হৃদয়ের অনন্ত ভাবরাজ্যের পাটরাণী ; "নিত্য-সুখ-আত্ম"

লক্ষণযুক্ত সুস্থ মানব যাহার আদি অন্ত মধ্য পরম কল্যাণময়, পরম রহস্যময়, অনন্ত সৌন্দর্য্যময় সেই বেদ কোরাণ পুরাণ বাইবেল ত্রিপিটকাদি মানবধর্ম্ম শাস্ত্রের দুর্ব্বোধ্য সূক্ষ্ম মানব ঐ রাজ্যের রাজা, সত্য ঐ রাজ্যের সিংহাসন, ন্যায় ঐ রাজ্যের দণ্ড, শান্তি ঐ রাজ্যের শ্রেয়ঃ ও প্রেয় পদার্থ; কল্যাণ (শিব) ঐ রাজ্যের প্রাণ, অমরতা ঐ রাজ্যের প্রাণ, মহাবোধি ঐ রাজ্য-তন্ত্র-নিয়ামক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান মন্ত্র। শ্রদ্ধা-মেধা-ক্ষমা-সহিষ্ণুতা ঐ রাজ্য-রক্ষিণী চতুরঙ্গিণী সেনা; বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত অসীম পরিধি ঐ রাজ্যের সীমা; মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা ঐ রাজ্যের জাতীয় সঙ্গীত। সাম্য-স্বাধীনতা ঐ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য সম্ভার। মৈত্রী-করুণা-মুদিতা! উপেক্ষা! মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা! সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্ !!!

(ক্রমশঃ)

তেমিয় কুমার

(আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু—কত কোটা]

রাজা কুমারের সঙ্গে ক্রীড়া করিবার জন্য উক্ত পঞ্চশত বালকে তাঁহার সঙ্গে রাখিলেন। তাহারা স্তন্যপান করিবার একটু বিলম্ব হইলেই ভয়ানক ক্রন্দন করিতে থাকে। মহাসত্ত্ব কিন্তু নীরব নিশ্চল। তিনি চিন্তা করেন—"অনাহারে মৃত্যুই শ্রেয়, কারণ অধিক দিন বাঁচিলে মৃত্যুর পর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।" এই হেতু জঠরাগ্নিতে প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও ক্রন্দন করেন না। ধাত্রীরা কুমারের এই অবস্থা রাণীকে বলিল। রাণী রাজাকে বলিলেন। তচ্ছ্রবণে রাজা উক্ত কারণ নৈমিত্তজ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণেরা বলিল—"মহারাজ, কুমারকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছুদিন পরে স্তন্য পান করিতে দেওয়া উচিত। এইরূপ করিলে সে সুধায় অস্থির হইয়া স্তন্যপান করিবার জন্য ক্রন্দন করিবে এবং স্তন স্বহস্তে ধরিয়া আকণ্ঠ পূরিয়া পান করিবে।" ধাত্রীরা ব্রাহ্মণদের কথামত কাজ করিল কিন্তু কুমারের স্বভাবের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না ধাত্রীরা ও স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া স্তন্য পান করা হইল না। তদ্দর্শনে রাণীর মাতৃহৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তিনি স্বয়ং যাইয়া স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন। মহাসত্ত্ব নরক ভয়ে ভীত, তদ্ধেতু তাঁহার ক্রন্দন নিদ্রা কিম্বা হস্তপদ সঞ্চালন কিছুই নাই একেবারে নীরব নিশ্চল!

ধাত্রীরা বলিল—"পীঠ সর্পিলের হস্তপদ এবং বধিরদের কর্ণশ্রোত এরূপ নহে; বোধ হয় কোন গুহ্য কারণ আছে।" এইমনে করিয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি এবং হস্ত পদাদি নাড়াচাড়া করিবার জন্য সময় মত স্তন্য না দিয়া এক বৎসর পরীক্ষা করিল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না।

তৎপর অমাত্যেরা রাজাকে বলিল—মহারাজ! এক বৎসর বয়স্ক ছেলেরা পিষ্টক খাইতে ভালবাসে, মহারাজের অনুমতি হইলে আমরা পিষ্টক খাদ্যাদি দ্বারা

কুমারের পরীক্ষা করিতে পারি। রাজা তাহাদের কথায় সম্মত হইলেন। অমাত্যেরা কুমারকে পঞ্চশত বাল্য সহচর পরিবেষ্টিত করিয়া নানাবিধ, সুমধুর পিষ্টক তাহাদের কিছু ব্যবধানে রাখিয়া বলিল—"যে মত পার ওখান হইতে পিষ্টক লইয়া খাও"। তচ্ছ্রবনে সকলে পরস্পর কলহ করিয়া পিষ্টক লুটিয়া খাইতে লাগিল; মহাসত্ত্ব কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপও না করিয়া নিজকে নিজে উপদেশ দিয়া বলিলেন—হে তেমিয় কুমার, তুমি যদি নরকের লৌহ গোলক খাইতে ইচ্ছা না কর, তা হইলে ঐ সমস্ত পিষ্টকের প্রতি দৃষ্টি করিও না। পিষ্টক খাদ্যাদি দ্বারাও মধ্যে মধ্যে এরূপে এক বৎসর পরীক্ষা করিয়াও কিছু ফল হইল না।

দুই বৎসর বয়সে নানাপ্রকার ফল দ্বারা, তিন বৎসর বয়সে ক্রীড়া সামগ্রী দ্বারা, এবং চারি বৎসর বয়সে নানা প্রকার সুস্বাদ ভোজ্য দ্বারা মধ্যে মধ্যে পরীক্ষ করিয়া দেখিল কিন্তু ফল কিছুই হইল না।

পাঁচ বৎসর বয়স গেলে অগ্নি দ্বারা পরীক্ষা করিব এই স্থির করিয়া রাজপ্রাঙ্গনে বহু দরজাযুক্ত একটি বৃহৎ গর্ত্ত খনন করিল, তাহার উপরিভাগে তাল পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিল; অনন্তর কুমারকে সহচরগণ সমভিব্যহারে গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করাইয়া আগুন লাগাইয়া দিল। আগুন দেখিয়া প্রাণভয়ে সমস্ত বালকেরা দরজা দিয়া পলাইয়া গেল। মহাসত্ত্ব কিন্তু সেদিকে দৃষ্টিও না করিয়া চিন্তা করিলেন,—নরকাগ্নির তেজ অপেক্ষ এই অগ্নির তেজ শতগুণে সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। এই অগ্নিতে পুড়িয়া মরাই ভাল। এই চিন্তা করিয়া নিরোধ সম্পত্তি সমাপন্ন মহাস্থবিরের ন্যায় নীরব নিশ্চল রহিলেন। অমাত্যেরা তাঁহার ভিতের কিঞ্চিন্মাত্র ও বিকার না দেখিয়া অগ্নি তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলে তাঁহাকে লইয়া গেল। এইরূপে অগ্নি দ্বারাও মধ্যে মধ্যে এক বৎসর পরীক্ষা করিয়া কোন ফল পাইল না।

ছয় বৎসর বয়সে মত্ত হস্তী দ্বারা পরীক্ষা করিব এই স্থির করিয়া একটি হস্তীকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিয়া সহচর পরিবেষ্টিত হইয়া কুমার প্রাঙ্গনে উপবিষ্ট হইলে হস্তী ছাড়িয়া দিল। নাগ প্রবর মেঘের ন্যায় ভয়ানক গর্জ্জন করিয়া শুণ্ড দ্বারা ভূমি নিপীড়ন করিতে করিতে বালকদের অভিমুখে বেগে আসিতে লাগিল। তদ্দর্শনে সমস্ত বালকেরা প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারিল সে সেদিকে পলায়ন করিল। মহাসত্ত্ব কিন্তু মত্ত হস্তীর দিকে দৃষ্টিপাতও না করিয়া চিন্তা করিলেন চণ্ড নরকে পচা অপেক্ষা চণ্ড হস্তীর হস্তে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। এই চিন্তা করিয়া বসিয়া রহিলেন। সুশিক্ষিত নাগ প্রবর মহাসত্ত্বকে পুষ্প কলাপের ন্যায় তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

সপ্তম বৎসর বয়সে সর্পদ্বারা পরীক্ষা করিব এই স্থির করিয়া একটী সর্পের দন্ত তুলিয়া ফেলিয়া মুখ বন্ধনপূর্ব্বক ছাড়িয়া দিল। তদ্দর্শনে সমস্ত বালক মহারব করিয়া পলায়ন করিল। মহাসত্ত্ব কিন্তু নরক যন্ত্রণা স্মরণ করিয়া চণ্ড সর্পের মুখে বিনাশই শ্রেয়ঃ মনে করতঃ নিরোধ সম্পত্তি সম্পন্ন অহরতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন। নাগরাজ তাঁহার শরীর বেষ্টনপূর্ব্বক মস্তকে ফণা ধরিয়া রহিল

তখনও তিনি নিশ্চল। এইরূপে মধ্যে মধ্যে সর্পদ্বারা ও এক বৎসর পরীক্ষা করিল; কিন্তু ফল কিছুই হইল না। অষ্টম বৎসর বয়স্ক বালকেরা নাট্যাভিনয় দেখিতে ভালবাসে, এই স্থির করিয়া পঞ্চশত সহচর সমভিব্যহারে কুমার রাজ-প্রাঙ্গনে উপবিষ্ট হইলে নাট্যাভিনয় আরম্ভ করিয়া দিল। অভিনেতাদের নানাপ্রকার অভিনয়-ভঙ্গি দর্শনে কেহ হাসিতে লাগিল, কেহ সাধুবাদ দিতে লাগিল কেহ ভয়ে কাঁদিতে লাগিল কিন্তু মহাসত্ত্বের স্মৃতিতে নরকের ভীষণ যন্ত্রণা সর্ব্বদা সমুদিত থাকায় তাঁহার মুখে হাসি বা আনন্দের চিহ্ন মাত্র নাই। এবারও তিনি পূর্ব্ববৎ নরক যন্ত্রণা স্মরণপূর্ব্বক নীরব নিশ্চল রহিলেন। অভিনয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্রও করিলেন না। এইরূপে অভিনয় দ্বারাও মধ্যে মধ্যে এক বৎসর পরীক্ষা করিল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না।

নয় বৎসর বয়স্ক বালকেরা অসি দেখিলে ভয় পায় এই চিন্তা করিয়া যখন কুমারকে সহচর পরিবেষ্টীত করিয়া সহচরেরা রাজ-প্রাঙ্গনে খেলা করিতেছে তখন ভীষণাকার এক ব্যক্তি স্ফটীকবর্ণ অসি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লম্ফ ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক "কাসিক রাজার এক অনুপযুক্ত পুত্র আছে সে কোথায়, তাহার শিরশ্ছেদন করিব" এই বলিতে বলিতে তাহাদের দিকে বেগে আসিতে লাগিল। তদ্দর্শনে সহচরেরা প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলাইল।

মহাসত্ত্ব কিন্তু নরক যন্ত্রণা স্মরণ পূর্ব্বক যেন তিনি কিছুই জানেন না এমনভাবে বসিয়া রহিলেন। তখন উক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া বলিল—তোমার এই সুকোমল মাথা কাটিয়া ফেলিব।

এইরূপে ভয় দেখানো সত্ত্বেও তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থার কিঞ্চিন্মাত্র ও পরিবর্ত্তন না দেখিয়া সে সরিয়া পড়িল। এইরূপে অসি দ্বারাও এক বৎসর মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিল কিন্তু ফল কিছুই হইল না।

দশম বৎসর বয়স কালে বধিরত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন করিল। একখানি পালঙ্কে সুকোমল শয্যা প্রস্তুত করিয়া ছিদ্রযুক্ত একটি মশারি দ্বারা বেষ্টীত করিয়া কুমারকে পালঙ্কের উপর বসাইয়া রাখিল। অতঃপর তাঁহার অজ্ঞাতসারে কয়েকজন শঙ্খবাদক পালঙ্কের নীচে থাকিয়া হঠাৎ সমস্বরে শঙ্খ ধ্বনি করিল। শঙ্খের নিনাদে সমস্ত নগর মুখরিত হইল। এই শব্দ শুনিয়া বাহিরের লোকে হৈ চৈ করিয়া উঠিল। অমাত্যেরা মশারির ছিদ্র দিয়া কুমারের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল কিন্তু তাঁহারা মহাসত্ত্বের কিঞ্চিন্মাত্রও স্মৃতি প্রমাদ বা হস্তপদ স্পন্দন দেখিতে পাইল না।

একাদশ বৎসর বয়ক্রম কালে তদ্রূপ ভেরী শব্দ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিল কিন্তু ফল কিছুই হইল না।

দ্বাদশ বৎসর বয়সে প্রদীপ দ্বারা পরীক্ষা করিব এই স্থির করিয়া একদিন অন্ধকার রাত্রিতে হস্ত পদ স্পন্দন করে কিনা জানিবার জন্য কুমার শায়িত হইলে মৃদু তেজ বিশিষ্ট ঘৃত প্রদীপ জ্বালিয়া অবশিষ্ট উজ্জ্বল প্রদীপগুলি লইয়া গেল। অবশেষে ঘট হইতে সমস্ত প্রদীপ একসঙ্গে তুলিয়া হঠাৎ আলোকিত করিয়া তাঁহার

পরীক্ষা করিতে লাগিল। ফল কিন্তু পূর্ব্ববৎই হইল। এইরূপে প্রদীপ দ্বারাও এক বৎসর মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিল ফল কিছুই হইলনা।

তের বৎসর বয়সে গুড় দ্বারা পরীক্ষা করিতে লাগিল। একদিন কুমারের সর্ব্বাঙ্গে গুড় লেপন করিয়া যেখানে অধিক মক্ষিকা আছে সেখানে তাঁহাকে শায়িত করিয়া রাখিল। মক্ষিকা ও গুড়ের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মুখচঞ্চু দ্বারা বিদ্ধ করিতে করিতে তাঁহাকে চাটিতে লাগিল। তিনি কিন্তু এত যন্ত্রনা অনুভব করিয়াও নিরোধ সম্পত্তি সমাপন্ন অরহতের ন্যায় নীরব নিশ্চলই রহিলেন। এরূপ গুড় দ্বারাও এক বৎসর মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিয়া ও কিছু ফল পাইল না।

যখন কুমারের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর তখন অমাত্যেরা মনে করিল,—এখন কুমার যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। এ বয়সে কেহই অপবিত্র ভাবে থাকিতে চাহে না সকলেই পবিত্র থাকিতে চাহে। এখন তাঁহাকে অশুচি দ্বারা পরীক্ষা করিব। এই স্থির করিয়া সেই অবধি কেহ তাঁহাকে স্নানও করাইয়া দেয় না, মুখ ও ধৌত করিয়া দেয় না। তিনি শয্যায় মলমূত্র ত্যাগ করিয়া মলমূত্র দ্বারা জড়িত হইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। দুর্গন্ধে তাঁহার পেটের অন্ত্র বাহির হইবার উপক্রম হইল; অশুচির গন্ধে মক্ষিকা আসিয়া দংশন করিতে লাগিল কিন্তু তবুও তিনি নীরব নিশ্চল। তদ্দর্শনে পরিচারিকা ধাত্রীরা তাঁহাকে ব্যঙ্গস্বরে বলিল—"হে তেমিয় কুমার, তুমি এখন বড় হইয়াছ সর্ব্বদা তোমাকে কে স্নান করাইবে? কে তোমার মলমূত্র পরিষ্কার করিবে? তুমি এত বড় হইয়াছ তবুও মলমূত্রে জড়িত থাকিতেছ, তোমার লজ্জা হয় না? ছিঃ! তোমার সেবা আমরা আর করিব না। উঠিয়া নিজের শরীর নিজে পরিষ্কার কর। এইরূপ ঘৃণিত মলমুত্রে জড়িত থাকিয়াও দুর্গন্ধে শত যোজন দূরে স্থিত ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড উৎপাদন সমর্থ গুথ নরকের কথা স্মরণ করিয়া এই সামান্য দুর্গন্ধে অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক নিশ্চল হইয়া রহিলেন। এইরূপে অশুচি দ্বারাও এক বৎসর মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিয়াও কিছু ফল পাইল না।

(ক্রমশঃ)

মন্তব্য ও সংবাদ

বর্ষাবাস।—এই বৎসর মলমাস বা অধিক মাস নিবন্ধন আষাঢ়ী পূর্ণিমা পিছাইয়া শ্রাবণের ১৪ই তারিখে পড়ায় ভিক্ষুগণের বর্ষাবাস ১৫ই শ্রাবণ প্রতিপদ তিথি হইতে আরম্ভ হইবে এবং ১৩ই কার্ত্তিক বুধবার পূর্ণিমা শেষ হইবে। আষাঢ় মাসের ১৭ই তারিখের পূর্ণিমায় উপসোথ হইবে না। বৌদ্ধগণের অবগতির নিমিত্ত গত বৈশাখ সংখ্যার জগজ্জ্যোতিঃতে সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে বিশেষ উল্লেখ বাহুল্য মাত্র!

মহাস্থবিরের জন্মোৎসব।—আগামী ৭ই আষাঢ় সোমবার ধর্ম্মাঙ্কুর সভার স্থায়ী সভাপতি আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয়ের জন্মোৎসব মহাসমরোহে সম্পন্ন হইবে। উক্ত উৎসবে সাধারণের যোগদান একান্ত বাঞ্ছনীয়।

প্রাপ্তি স্বীকার।—আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে চট্টগ্রামের বান্দরবান নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কঙ্গপ্রু দেওয়ান জগজ্জ্যোতিঃর উন্নতিকল্পে জগজ্জ্যোতিঃ ফণ্ডে ৫৲ টাকা ও ধর্ম্মাঙ্কুরের উন্নতিকল্পে ৫৲ টাকা মোট ১০৲ টাকা এককালীন দান করিয়াছেন।

গুজরা নয়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু

মনোরঞ্জন বড়ুয়া সব্ পোষ্ট মাষ্টার মহোদয়ের শুভ পরিণয় উপলক্ষে ফুলবাতি উপকরণে বুদ্ধমূর্ত্তির পূজার নিমিত্ত ২৲ টাকা ও জগজ্জ্যোতিঃর উন্নতিকল্পে জগজ্জ্যোতিঃ ফণ্ডে ১৲ টাকা মোট ৩৲ তিন টাকা এককালীন দান করিয়াছেন। আমরা ভগবান তথাগতের সমীপে উপরোক্ত মহাত্মাগণের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতেছি।

মহাস্থবিরের দার্জ্জিলিংএ অবস্থান— সম্প্রতি পূজনীয় কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণের মানসে দার্জ্জিলিং অবস্থান করিতেছেন। ভগবান সমীপে প্রার্থনা করিতেছি তিনি অচিরে সফল মনোরথ হইয়া কলিকাতা বিহারে প্রত্যাগমন করুন।

পরীক্ষার ফল।— নিম্নলিখিত বৌদ্ধছাত্রগণ এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে :—

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট—অম্বিকা বড়ুয়া, মং উসার চিত্তরঞ্জন বড়ুয়া প্রথম বিভাগে। রাউজান আর আর ইন্‌-প্রতাপ বড়ুয়া ১ম বিভাগে। নওয়াপাড়া হাই-অতুল বড়ুয়া ২য় বিভাগে। রাঙ্গুনীয়া হাই—মণীন্দ্র তালুকদার ১ম বিভাগে। হরেন্দ্র বড়ুয়া ২য় বিভাগে। চট্টগ্রাম এ, এম সেন—সতীশ বড়ুয়া ও চৈতন্য বড়ুয়া ২য় বিভাগে। পটীয়া হাই—বিপিন মুৎসুদ্দী ২য় বিভাগে। মহামুনি এং লো পল—পঞ্চানন বড়ুয়া নির্ম্মল বড়ুয়া, ক্ষিতীশ বড়ুয়া ২য় বিভাগে, সাধু মুৎসুদ্দী ৩য় বিভাগে। উমাতারা হাই—প্রবীণ বড়ুয়া ২য় বিভাগে। ওরিয়েণ্টেল একাডেমী—শাক্যপদ বড়ুয়া ১ম বিভাগে। ফটিকছড়িকরণেসান হাই—প্রফুল্ল বড়ুয়া ২য় বিভাগে। প্রাইভেট—যোগেন মুৎসুদ্দী ২য় বিভাগে।

কাপ্তগির বালিকা বিদ্যালয় হইতে সাব্‌ডেপুটির সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র লাল চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী চৌধুরী ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে বৌদ্ধ বালিকাগণের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ীই সর্ব্বপ্রথমে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইল। আমরা তাহার উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য ত্রিরত্ন সমীপে প্রার্থনা করি।

আই, এ পরীক্ষার ফল।— নিম্নলিখিত বাঙ্গালা বৌদ্ধ ছাত্রগণ এবৎসর আই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

প্রথম বিভাগে—অতুল বড়ুয়া, নির্ম্মলচৌধুরী।

২য় বিভাগে—দ্বারিকা বড়ুয়া যোগেন্দ্র বড়ুয়া মুণিন্দ্র বড়ুয়া, বগলা ভূষণ বড়ুয়া, চৌধুরী জ্যোতির্ম্ময় বড়ুয়া।

৩য় বিভাগে অবিনাশ বড়ুয়া, ক্ষেমানন্দ বড়ুয়া, শচীন্দ্র মুৎসুদ্দী, কিরণ মুৎসুদ্দী।

স্মৃতি সভা।—(১) বিগত ২৫শে মার্চ্চ তারিখে শ্রদ্ধেয় মহাবীর মহাস্থবির মহোদয়ের পরলোক প্রাপ্তি উপলক্ষে চট্টগ্রাম পাহাড়তলী গ্রামে শ্রীমৎ জ্ঞানালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মহাত্মার আত্মার উন্নতিকল্পে উক্ত গ্রামবাসিগণ ভিক্ষুগণকে পিণ্ডপাতাদি এবং কাঙ্গালীদিগকে দান করিয়াছেন।

(২) বিগত ৭ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার শ্রীমৎ বংশচন্দ্র ভিক্ষু মহাশয়ের সভাপতিত্বে চট্টগ্রাম সাতবাড়িয়া শান্তি বিহার সমিতির বিশেষ অধিবেশন হয়। পরলোকগত উক্ত মহাত্মার জন্য শোক প্রকাশ ইহার প্রধান ছিল। সভায় স্থানীয় বহুল গণ্যমান্য লোক সমবেত ছিলেন। সকলেই সমস্বরে তাঁহার কীর্ত্তি ও পুণ্যময় জীবন সমালোচনা করিয়া তাঁহার পরলোক গত আত্মার নির্ব্বাণ বা শান্তি কামনা করেন। এই অধিবেশনের পূর্ব্ব দিবসে শান্তি বিহার সমিতির উদ্যোগে তথায় ধর্ম্মচক্র পঠিত হইয়াছিল। স্মৃতি সভার অধিবেশন শেষ হইলে উক্ত বিহারের কার্য্যাদি সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় আলোচিত হয়। স্থানাভাবে আমরা তাহার বিবৃত পারিলাম না। আশা করি সম্পাদক মহাশয় আমাদিগের এই অপরিহার্য্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

———